পৌরাণিক কথা।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, এম-এ, বি এল,-

প্রণীত।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক

২৮।২ নং ঝামাপুকুর লেন, থিওসফিক্যাল পবলিসিং সোসাইটি হইতে

প্রকাশিত।

মূল্য ১॥০ টাকা।

কলিকাতা।

৩/৪ নং গৌরমোহন মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট্,

মেট্‌কাফ্ প্রে[illegible]ত।

১৩১২।

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ

৺হরিদয়াল সিংহ

পিতৃদেবের

চরণকমলে

এই গ্রন্থ

অর্পিত হইল।

সূচীপত্র।

পৌরাণিক কথা।

কালনির্ণয়।

ক কল্পের ইতিহাসকে "পুরাণ" বলে।

ব্রহ্মার এক দিনের নাম "কল্প"।

এক কল্পে একসহস্র মহাযুগ এবং চতুর্দ্দশ মন্বন্তর থাকে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগে এক মহাযুগ হয়।

আমাদিগের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিন হয়।

দেবতাদিগের এক বৎসর আমাদিগের ৩৬০ বৎসর হয়।

প্রতিযুগে "সন্ধ্যা" ও "সন্ধ্যাংশ" থাকে।

যুগ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বকালকে "সন্ধ্যা" বলে। দুই যুগের সন্ধিকেই "সন্ধ্যা" বলে। দিবসের যেরূপ প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা, যুগের সেইরূপ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ। শেষ অংশকে "সন্ধ্যাংশ" বলে। যুগ অনুসারে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু সন্ধিকালে কোনরূপ ধর্ম্মের বিধান নাই।

এই ধর্ম্ম কালগত। যেমন প্রাতঃকালে মনুষ্যের স্বতঃ শান্তভাব, মধ্যাহ্নে ব্যগ্রভাব এবং দিবাবসানে অলস ভাব হয়, সেইরূপ প্রতিকল্পে, প্রতিমন্বন্তরে, এবং প্রতিযুগে, কাল অনুযায়ী ভাবের পার্থক্য হয়। দিবসের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর। এইজন্য দিবসের ভাব পরিবর্ত্তন আমরা যেরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি, সেরূপ দীর্ঘ-ব্যাপী কালের পারি না।

দেবমানে যুগের পরিমাণ নীচে দেওয়া গেল। ৩৬০ দিয়া গুণ করিলেই মনুষ্যমানের সংবৎসর পাওয়া যাইবে।

	সন্ধ্যা	যুগকাল	সন্ধ্যাংশ	সমষ্টি
সত্যযুগ	৪০০	৪০০০	৪০০	৪৮০০
ত্রেতাযুগ	৩০০	৩০০০	৩০০	৩৬০০
দ্বাপরযুগ	২০০	২০০০	২০০	২৪০০
কলিযুগ	১০০	১০০০	১০০	১২০০
				১২০০০

এক কল্পে এক সহস্র মহাযুগ। এইজন্য এককল্পে

১২০০০ X ১০০০

=১২০০০০০০ দেব বৎসর

=১২০০০০০০ X ৩৬০ = ৪৩২০০০০০০০ মানব বৎসর।

এক কল্পে ১৪ মন্বন্তর। এইজন্য এক মন্বন্তরের পরিমাণ কাল

$\frac{১২০০০০০০}{১৪}$ = ৮৫৭১৪২$\frac{৬}{৭}$ দেব বৎসর।

এক মন্বন্তরে $\frac{১০০০}{১৪}$ অর্থাৎ ৭১$\frac{৩}{৭}$ মহাযুগ।

"স্বং স্বং কালং মনুর্ভুঙ্‌ক্তে সাধিকাং হ্যেকসপ্ততিম্।"

শ্রীমদ্ভাগবত ৩-১১-২৪

অর্থাৎ এক মন্বন্তরে ৭১ সত্য, ৭১ ত্রেতা, ৭১ দ্বাপর এবং ৭১ কলি যুগ। ঃ ভগ্নাংশের জন্য "সাধিকা" কথা ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক, আমাদের বর্ত্তমান কাল কি।

ব্রহ্মার জীবন ১০০ বৎসর। অর্থাৎ আমাদের সপ্তলোকাত্মক বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মার কাল পরিমাণে ১০০ বৎসর স্থায়ী।

ব্রহ্মার কাল পরিমাণ কি?

আমাদের পৃথিবী এক কল্পমান স্থায়ী। এই পৃথিবীর লোক মরিয়া কিছু-কাল অন্তরীক্ষ লোকে বাস করে। তাহার পর স্বর্গলোকে সুকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে। আবার "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি", পুণ্যক্ষয় হইলেই এই মর্ত্ত্যলোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে পুনঃ প্রবেশ করে। এইজন্য পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, ও স্বর্গ, ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক পরস্পর সম্বদ্ধ। এই তিন লোকের সমাহার ত্রিলোকী। প্রতি কল্পে এই ত্রিলোকীর নাশ হয়। ইহাকে দৈনন্দিন, নৈমিত্তিক অথবা কাল্পিক প্রলয় বলে। প্রলয়ের বিচারে ইহা দেখা যাইবে।

বর্ত্তমান কল্পে আমাদের এই পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আবার এই কল্পের শেষে এই পৃথিবীর নাশ হইবে। এক কল্প ব্রহ্মার একদিন। আবার এই কল্প পরিমাণ কাল ব্রহ্মার রাত্রি। এইরূপ ৩৬০ দিবা রাত্রিতে ব্রহ্মার এক বৎসর। এইরূপ ১০০ বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। এই ব্রহ্মার কাল পরিমাণ।

এই কাল পরিমাণকে "দ্বিপরার্দ্ধ" কাল বলে। ব্রহ্মার জীবনে এক "পরার্দ্ধ" কাল অতীত হইয়াছে। আমাদের এই কল্প দ্বিতীয় পরার্দ্ধের আদি কল্প।

এই কল্পের নাম "বরাহ" কল্প।

বরাহ্ কল্পের ছয় মন্বন্তর অতীত হইয়াছে।

এখন সপ্তম মনুর অধিকার কাল।

সপ্তম মনুর নাম বৈবস্বত।

এইজন্য এই মন্বন্তরের নাম বৈবস্বত মন্বন্তর।

বৈবস্বত মন্বন্তরে ২৮ সত্যযুগ, ২৮ ত্রেতাযুগ, ২৮ দ্বাপরযুগ উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখন অষ্টাবিংশতি কলিযুগ বর্ত্তমান।

কলিযুগের পরিমাণ ১২০০ দেব বৎসর অর্থাৎ

১২০০ X ৩৬০ = ৪৩২০০০ মানব বৎসর।

১৩০০ সালের গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা হাতে করিয়া দেখি, তাহাতে লেখা আছে—

"অথ শ্বেত বরাহ কল্পাব্দাঃ ৪৩২০০০০০০০। তৎকল্পাতীতাব্দাঃ ১৯৭২৯৪৮৯৯৮। তৎকল্পস্থ ভূসৃষ্টিতোঽতীতাব্দাঃ ১৯৫৫৮৮৪৯৯৮। কল্যব্দাঃ ৪৩২০০০। কলের্গতাব্দাঃ ৪৯৯৮।"

পঞ্জিকা দেখিয়া জানিলাম ১৩০৪ সালে আমাদের কলির ৪৯৯৮ বৎসর অতীত হইয়াছে।

যিনি সমগ্র দৃষ্টিতে কার্য্য করেন, তিনিই পণ্ডিত। ঋষিদিগের দৃষ্টিতে এইরূপ কালের গতি জানা যায়। এই কালগতি লক্ষ্য করিয়া হিন্দুমাত্রে কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

পুরাণের বিষয়।

পুরাণ কল্পের ইতিহাস। ঐ ইতিহাসে ১০টি বিষয় বর্ণিত হয়। এই জন্য পুরাণকে দশ-লক্ষণ বলে। ঐ দশটি বিষয়ের নাম সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানু কথা, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয়। (ভাগবত ২—১০)

১। সর্গ অর্থাৎ উপাদান সৃষ্টি। পাঁচ মহাভূত (পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ), পাঁচ তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ), পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), মন অহঙ্কার এবং মহৎ—এই সকল ত্রিলোকী এবং ত্রিলোকীস্থ জীব সমূহের প্রাকৃতিক উপাদান। সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই মূলপ্রকৃতি বর্ত্তমান থাকে। গুণের বিষমতা প্রযুক্ত মূল প্রকৃতি হইতে উপরি লিখিত ২৩টি তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। মূলপ্রকৃতির সহিত এই ২৩ তত্ত্ব সাংখ্য দর্শনের ২৪ তত্ত্ব বলিয়া কথিত হয়। সমগ্র তত্ত্বের আবির্ভাবের নাম "সর্গ"।

২। বিসর্গ অর্থাৎ চরাচর জীব সৃষ্টি। তত্ত্বের আবির্ভাব হইলে, ব্রহ্মা ঐ সকল তত্ত্ব লইয়া চরাচর জীব সমূহের দেহ গঠন করেন। ইহাকে "বিসর্গ" বলে।

৩। স্থান। সৃষ্ট পদার্থের তত্তৎ মর্য্যাদা পালন দ্বারা উৎকর্ষ বিধানের নাম "স্থান" কিংবা "স্থিতি"। শ্রীধর স্বামীর কথাগুলি ব্যবহার করা গেল। ইংরাজিতে ইহাকে Preservation ও Evolution বলা চলে।

৪। পোষণ। ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ।

৫। মন্বন্তর। মন্বন্তরের বর্ণন এবং মন্বন্তরাধিপতিগণের ধর্ম্ম-কথন।

৬। ঊতি অর্থাৎ কর্ম্ম বাসনা। ফল কামনা পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে বাসনার সঞ্চার হয়। ঐ বাসনা দ্বারা ত্রিলোকীর সহিত স্থায়ী সম্বন্ধ হয়। যতদিন কর্ম্ম বাসনা থাকে ততদিন ত্রিলোকীর সহিত বিচ্ছেদ হয় না।

৭। ঈশানুকথা। ভগবানের অবতার বর্ণন এবং ভগবানের অনুবর্ত্তী ভক্তদিগের কথা।

৮। নিরোধ। সকল শক্তি ও উপাধি লইয়া জীবাত্মার এবং ঈশ্বরের শয়ন অর্থাৎ প্রলয়।

৯। মুক্তি। অন্যথারূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থিতির নাম জীবের মুক্তি। আমি ব্রাহ্মণ, আমি মনুষ্য, আমার দেহ, এইরূপ বদ্ধভাবের পরিত্যাগ এবং আমি বন্ধ রহিত চৈতন্য মাত্র এই ভাবে স্থিতির নাম মুক্তি।

১০। আশ্রয়। যাহাকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়, যিনি পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা শব্দে অভিহিত্ত তিনিই "আশ্রয়"।

এই দশটি বিষয় অনুশীলন করিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায়।

১। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের এই পরিণামী লোকসমূহের অবিকারী, অপরিণামী আশ্রয় (Substratum) আছে। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ব্যাপক। ঐ আশ্রয় ব্যাপক আত্মা চৈতন্য রূপ। ঐ আশ্রয় পরম আত্মা অর্থাৎ সকল পদার্থেরই আত্মা এবং সমগ্র সমষ্টি পদার্থের আত্মা। এইজন্য সকল পদার্থেই চৈতন্য আছে।

২। ঐ আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়াই নানারূপ লীলা খেলা হয়। কল্পের মধ্যে যে লীলা খেলা হয়, তাহাই কল্পের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় সকলই নিয়মের অধীন। সেই সকল নিয়ম পরে দেখা যাইবে।

৩। সৃষ্টি বলিলে আদি সৃষ্টি বুঝিতে হইবে না। যেমন নানাজাতীয়-তৃণ-পূর্ণ বসুন্ধরা সূর্য্যের খরতর কিরণে দগ্ধ-তৃণ হইয়া ক্ষেত্রমাত্রে পরিণত হয়, কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে বিনষ্ট তৃণ সকলের বীজ সকল নিহিত থাকে এবং বর্ষার পুনরাগমে পূর্ব্ব জাতীয় তৃণ সকলের উদ্ভব হয়, সেইরূপ প্রলয়কালে মূল প্রকৃতির ক্ষেত্রে পূর্ব্ব সৃষ্ট পদার্থের বীজ সকল নিহিত থাকে এবং সৃষ্টির পুনরারম্ভে পূর্ব্ব সৃষ্টির পুনরুদ্ভব হয়।

যেমন বর্ষার জলে প্রথমে ভূমির বিকার হয়, এবং তৃণাদির আহারোপ-

যোগী নানারূপ রসের সৃষ্টি হয় এবং তাহার পর তৃণাদির অঙ্কুরোদগম হয়, সেইরূপ কল্পমধ্যে প্রথমে "সর্গ", তাহার পর "বিসর্গ" হয়।

৪। প্রলয় বলিলেও সেইরূপ অত্যন্ত নাশ বুঝিতে হইবে না। প্রলয় অপেক্ষা নিরোধ কথা সত্যের অধিকতর ব্যঞ্জক। কিন্তু নিরোধ কথার একটি নিগূঢ় ভাব আছে, যাহা সাধারণে ধারণা করে না। চেতন জীব কিংবা চেতন ঈশ্বরের শয়নকে নিরোধ বলে। "নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ" ভা, পু, ২—১০—৬।

আমরা প্রতিদিন শয়ন করি। সেই সময় আমাদের দেহরূপ উপাধি নিশ্চেষ্ট থাকে। আমাদের শক্তি সকল কতক নিশ্চেষ্ট থাকে, কতক কার্য্য করে।

প্রতিদিনের শয়ন অল্পকাল মাত্র স্থায়ী। শরীর নিশ্চেষ্ট হয়, কিন্তু নষ্ট হয় না।

মৃত্যুও একরূপ শয়ন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালব্যাপী। এই শয়নে দেহ রূপ প্রকৃতির নাশ হয়। এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম প্রকৃতি (মন ইত্যাদি) জীবের ক্ষেত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ঐ ক্ষেত্রকে "কারণ-শরীর" বলে। যেমন ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্র মূল প্রকৃতি, সেইরূপ জীবদেহের ক্ষেত্র কারণশরীর।

মনুষ্য প্রতিদিন শয়ন করিলে শরীর কেবলমাত্র নিশ্চেষ্ট হয়, কিন্তু শরীরের সহিত একবারে বিচ্ছেদ হয় না। কারণ অল্পকাল পরেই আবার শরীরের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মৃত্যুর সুদীর্ঘ শয়নে শরীরের সহিত বিচ্ছেদ হয়। শরীরের সহিত বিচ্ছেদ হইলেই শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া বিচ্ছিন্ন হয় ও শরীরের নাশ হয়।

শরীরস্থ ধাতুসমূহের একত্র অবস্থান এবং শরীরের জীবন শক্তি চেতন জীবের সংযোগ সাপেক্ষ। শরীরের লয় কিছু স্বতন্ত্র নহে। জীবের শয়ন-জনিত শরীরের সহিত যে বিচ্ছেদ তাহাই শরীরের লয়।

শরীরকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলে। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞ জীব শব্দে অভিহিত হয়। এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অভিমানীকে ঈশ্বর বলা যায়। জীব মৃত্যুরূপ শয়নে শয়ান হইলে যেরূপ দেহের নাশ হয়, ঈশ্বর প্রলয়কালে শয়ন করিলে সেইরূপ তাঁহার ত্রিলোকী দেহের নাশ হয়।

দেহ পরিবর্ত্তনের সহিত আমার নাম কখনও রাম, কখনও শ্যাম। সেইরূপ প্রতি ত্রিলোকীর ব্রহ্মা ভিন্ন। কল্পের নাম ভেদে, ব্রহ্মার নাম নির্দ্দেশ করা যায়। যেমন বরাহ কল্পের ব্রহ্মা, পাদ্ম কল্পের ব্রহ্মা। আমার কখনও রাম, কখনও শ্যাম দেহ হইলেও যেমন আমি একই পুরুষ, সেইরূপ নানা ত্রিলোকীময় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একই পুরুষ।

"পুরুষ" শব্দের অর্থ যে পুরমধ্যে শয়ন করে। যে আমার দেহ পুরের মধ্যে শয়ন করে, সে আমার দেহের পুরুষ। যে ব্রহ্মাণ্ড পুরের মধ্যে শয়ন করে, সে ব্রহ্মাণ্ডের পুরুষ। সেই ব্রহ্মাণ্ডের পুরুষ শয়ন করিলেই, ত্রিলো-কীর প্রলয় হয়; বাস্তবিক সে প্রলয়, পুরুষের শক্তি নিরোধ। পুরুষের শক্তি ত্রিলোকী হইতে সমাহৃত হইলেই, ত্রিলোকী খণ্ড খণ্ড হইয়া বিচ্ছিন্ন হয় ও নাশ প্রাপ্ত হয়।

এই পুরুষের জ্ঞানই পুরাণের মূল শিক্ষা। পুরুষের জাগরণই সৃষ্টি, পুরুষের শয়নই লয়।

৫। পশুর পশুত্ব, বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, দেবের দেবত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব—ইহাকেই মর্য্যাদা বলে। প্রথমতঃ এই মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে, জীব এক অবস্থায় অবস্থিত হইতে পারে না। এক অবস্থায় অবস্থিত না হইলে, জীব দৃঢ় সংস্কার লাভ করিতে পারে না। দৃঢ় সংস্কার লাভ না করিলে জীব অবস্থার উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

অতএব এইরূপ ভাবে জীবের পালন করিতে হয়, যে সে আপন-বস্থায় অবস্থিত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে।

এই জন্য শ্রীধর স্বামী বলেন যে সৃষ্ট পদার্থের তত্তৎ মর্য্যাদা পালন দ্বারা উৎকর্ষ বিধানের নাম "স্থান"। প্রথম অবস্থায় রজোগুণ দ্বারা এবং পরে সত্ত্বগুণ দ্বারা এই উৎকর্ষ বিধান হয়। ইহা আমরা পরে জানিতে পারিব।

৬। যে সকল জীব সত্ত্বগুণ দ্বারা আপনার উৎকর্ষ সাধন করেন এবং ভগবানের সেবায় আত্ম সমর্পণ করেন, তাঁহারা ভক্ত। বিষ্ণুরূপী ভগবান্ বিশ্বের পালক। অতএব ভক্ত মাত্রেই বিশ্বপালনে ভগবানের সহকারী হয়েন। ভগবান্ সেই ভক্তের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন। ইহারই নাম পোষণ।

৭। কালভেদে কল্পের তিনরূপ ধর্ম্ম বিভাগ। যেমন শিশু যতদিন পূর্ণবয়স্ক না হয় ততদিন নিত্য নূতন বোধের সংগ্রহ করে, তাহার পর পূর্ণবয়স্ক হইলে অজ্ঞানময় বোধ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানময় বোধ অবলম্বন করে, পরে জরার আক্রমণে শিথিলেন্দ্রিয় ও শিথিলচেষ্ট হইয়া কালের কবলে পতিত হয়, সেইরূপ কল্পের আরম্ভে জীব ভাব ও বোধের নানাত্ব গ্রহণ করে, পরে উত্তম ভাবে ও উত্তম বোধে অবস্থিত হয় এবং অবশেষে প্রলয়াগমে নিরুদ্ধশক্তি ও নিরুদ্ধচেষ্ট হয়। এই তিন ভাগকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বলে। এই তিন মূলধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মন্বন্তরের ধর্ম্মভেদ হয়। কল্পের প্রথম ভাগ সৃষ্টি ধর্ম্ম প্রবল, মধ্যম ভাগ স্থিতি ধর্ম্ম প্রবল, ও শেষ ভাগ লয় ধর্ম্ম প্রবল।

৮। কর্ম্মবাসনা দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া জীব সংসারের স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। এই কর্ম্মবাসনাই সংসারের মূল।

৯। জীবগণের উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য, ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন এবং ভক্তগণ তাঁহার অনুসরণ করেন। অবতার ও ভক্তগণের চরিত্র বর্ণন পুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য। অবতারের বিচার পরে করা হইবে।

১০। জীবের আমিত্ব সংস্কারই বন্ধ। এত দেহ ধারণ করিতেছি, তথাপি প্রতি দেহেই আমি, আমি-জ্ঞান নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। দেহে আমিত্ব জ্ঞান তিরোহিত হইলে, দেহাবচ্ছিন্ন মনে ও আমিত্বজ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন সেই মন "আমিত্ব" অর্থাৎ অহঙ্কারের সীমা অতিক্রমণ করিয়া, মহৎ তত্ত্বের অবলম্বন করে। তখন বিশ্বজ্ঞান স্বতঃ প্রাদুর্ভূত হয় এবং জীব বন্ধ হইতে মুক্ত হয়। পরে ত্রিগুণময়ী মায়ার সীমা অতিক্রম করিয়া, জীব ঈশ্বরের সমকক্ষতা লাভ করে। ইহাকে মুক্তি বলে। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" ভাঃ-পু-২—১০—৬ অন্যথারূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি। দেহ, ইন্দ্রিয়, মনকে অন্যথারূপ এবং আত্মাকে স্বরূপ বলা যায়। যাহার এই জ্ঞান হয়, সেই মুক্তির চেষ্টা করে। যে সে জ্ঞানে দৃঢ় আরূঢ় হয়, সে মুক্তিলাভ করে।

পুরাণের এই সকল বিষয়। আর্য্যদিগের এই ইতিহাস। যাঁহারা এই ইতিহাস লিখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র রাজাদিগের বৃত্তান্ত লিখিতে এবং অত্যাল্পমাত্র কাল হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে তাঁহারা ঘৃণা করিতেন।

সৃষ্টির উপক্রম।

কল্পের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় পুরাণের বিষয়।

সৃষ্টি দুই প্রকার, কারণ সৃষ্টি ও কার্য্য সৃষ্টি।

জীব সৃষ্টিই কার্য্য সৃষ্টি। জীবের উপদান সৃষ্টির নাম কারণ সৃষ্টি।

এই কারণ সৃষ্টিকে তত্ত্ব সৃষ্টি বলা হয়।

কারণ সৃষ্টি কিরূপে হয় তাহা প্রথমে দেখা যাউক।

প্রলয়কালে সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই মূলপ্রকৃতির ক্ষেত্রে লীন। সমগ্র জগৎ

বীজ ভাবে সেই মূলপ্রকৃতিতে অবস্থিত। কিন্তু কোন পদার্থের সে সময়ে নাম কিংবা রূপ ছিল না। নাম ও রূপ দ্বারা যাহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহাকে "অব্যাকৃত" বলে। পদার্থ অব্যাকৃতভাবে থাকাতে, মূল প্রকৃতি এক। "অজামেকাং"

অব্যাকৃত জগদাত্মক মূলপ্রকৃতি যাঁহার শরীর, তিনিই প্রথম পুরুষ। প্রলয়কালে তিনিই এক। "তিনি" বলিলে, তাঁহার শরীরকেও বুঝিতে হইবে। সেই শরীরেই অব্যাকৃত ভাবে জগৎ নিহিত।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ছা—উ ৬-২-১।

শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে উল্লিখিত অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন।

"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ছা—উ-৬-২-৩।

তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন আমি বহু হইব এবং প্রকৃষ্টরূপে জায়মান হইব। ভগবানের ইচ্ছা কেন হইল এবং সেই ইচ্ছায় সৃষ্টি কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইল ?

"ভগবানেক আসেদ মগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মাঽনানামত্যুপলক্ষণঃ॥
সবা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তি রসুপ্তদৃক্॥
সাবা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥
কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥
ততোঽভবন্ মহত্তত্ত্ব মব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ॥"

ভাঃ পুঃ ৩-৫-২৩ হইতে ২৭।

"সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ ছিলেন, যিনি সকল জীবের আত্মা। (সে সময়ে অন্য দ্রষ্টা কিংবা দৃশ্য ছিল না। যদিচ এই জগৎ কারণরূপে অবস্থিত ছিল, তথাপি তাহার পৃথক্ প্রতীতি ছিল না। শ্রীধর) ভগবান্‌কে উপলক্ষণ করিতে, তখন কোনরূপ নানাত্ব বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা তখন আত্মগত ছিল। তিনিই তখন একমাত্র দ্রষ্টা। তাঁহা ভিন্ন অন্য কাহারও প্রকাশ ছিল না। সুতরাং দৃশ্য কিছুই না দেখিয়া, তিনি যেন আপনাকেও (ঈশ্বররূপে) না থাকা মনে করিলেন। তাঁহার মায়া প্রভৃতি শক্তি তখন নিদ্রিত ছিল। কিন্তু দৃষ্টি (বহির্দৃষ্টি) রূপ চৈতন্য তখন প্রকট হইয়াছিল। সেই দ্রষ্টার কার্য্য কারণাত্মক প্রসিদ্ধ শক্তির নাম মায়া। এই মায়া দ্বারাই ভগবান্ জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কাল শক্তি দ্বারা মায়ার গুণ সকল ক্ষুভিত হইলে, ভগবান্ পুরুষরূপী স্বীয় অংশে সেই মায়াতে চিৎশক্তি রূপ আত্মবীর্য্যের আধান করিলেন। এবং কালপ্রেরিত অব্যক্ত মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হইল। ভগবান্ এইরূপে আত্মদেহস্থ বিশ্বকে প্রকাশিত করিলেন।"

সৃষ্টির এই উপক্রম বর্ণনায়, তিনটি বিষয় পাওয়া যায়—

১। ঈশ্বরের ইচ্ছা।

২। মায়া।

৩। কালশক্তি।

প্রথমতঃ দেখা যাউক কালশক্তি কি।

ইংরাজিতে যাহাকে periodicity বলে, তাহা কালশক্তির অনেক অংশের জ্ঞাপক।

দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, এক ঋতুর পর অন্য ঋতু, আবার সেই ঋতুর পুনরাগমন। এইরূপ বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ, মন্বন্তরের পর মন্বন্তর, কল্পের পর কল্প। যে শক্তি অনুসারে এইরূপ নিত্য

অনুবর্ত্তন ও প্রত্যাবর্ত্তন হয়, তাহাই কাল শক্তি। প্রকৃতির যাহা কিছু আছে, সকলই এই শক্তির বশানুগ। সকলই কালপ্রভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। অতএব কাল প্রাকৃতিক সীমার অতীত। কালশক্তি ঐশ্বরিক শক্তি। এবং ভগবান্ স্বয়ং কালরূপী।

"এতদ্ভগবতো রূপং" ভাঃ-পুঃ ৩-২৯-৩৬।

এই কাল ভগবানের অন্যতম রূপ।

কাল হইতে কি হয়?

কালাদ্ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ॥ ভাঃ-পুঃ ২-৫-২২।

সৃষ্টির উপক্রমে, কাল হইতে গুণের ক্ষোভ হয়, স্বভাব হইতে পরিণাম হয়, এবং পুরুষাধিষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হয়।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, মায়ার এই তিন গুণ হইতেই সৃষ্টির কার্য্য হয়। প্রলয়কালে এই তিন গুণ নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে। যখন প্রলয় রাত্রির অবসান হয়, তখন কালবশে গুণ সকল পুনরায় কার্য্যোন্মুখ হয়। সৃষ্টির কাল আগত না হইলে, সহস্র মহাযুগ পরিমিত ব্রহ্মার এক রাত্রি অতীত না হইলে, গুণ সকলের ক্ষোভ হয় না। এইজন্য কাল সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ মায়া, যাহাকে অন্য শ্লোকে স্বভাব বলা হইয়াছে। মায়ার ধর্ম্ম পরিণাম। মায়াই সকল্ পদার্থের স্ব ভাব, অর্থাৎ স্বকীয় ভাব। কারণ পুরুষ সকল জীবেই সমান। মায়ারূপ উপাধি লইয়াই, সকলের "আমিত্ব"। এই মায়া, স্বভাব, বা প্রকৃতি সর্ব্বদা পরিণামশীল।

আজি বৃক্ষে যে আম্র মুকুল দেখা যাইতেছে, কিছুদিন পরে দেখিব সে একটি পক্ক আম্র। অবস্থার এই পরিণাম, যদিও প্রতিদিন আমরা দেখিতে পাই না, তথাপি প্রতিক্ষণ তাহার প্রবাহ চলিতেছে। বালক যুবা হইতেছে,

প্রাকৃতিক পদার্থ সকল একভাব ত্যাগ করিয়া অন্য ভাব আশ্রয় করি-তেছে। এই পরিণাম প্রকৃতির আত্মধর্ম্ম। গুণ দ্বারা এই পরিণাম সিদ্ধ হয়। এই পরিণামই প্রকৃতিকে পুরুষ হইতে ভিন্ন করে। প্রলয়কালে গুণ সকল প্রসুপ্ত থাকে, এইজন্য পরিণামও তখন নিরুদ্ধ হয়।

গুণের ক্ষোভ হইলেই, প্রকৃতির পরিণাম হয়। কিন্তু সেই পরিণাম কি কোন নিয়মের বশবর্ত্তী, না যে কোনরূপে যে কোন পরিণাম হইলেই হয়।

"কর্ম্ম" ঐ পরিণামের নিয়ামক। কর্ম্মশব্দে জীবের অদৃষ্ট। পূর্ব্ব কল্পের জীব সকল যখন প্রলয়গ্রস্ত হয়, তখন তাহাদের শরীরের নাশ হয়, কিন্তু তাহাদের সংস্কার সকল অদৃষ্ট ভাবে মূল প্রকৃতিতে লীন হয়। ঐ অদৃষ্টই জীবের কর্ম্ম। এই কর্ম্ম অনুসরণ করিয়াই ঈশ্বর বহু হইবার ইচ্ছা করেন। অন্তর্নিহিত জীব সকল ও জীবভোগ্য স্থান সকল জীবের কর্ম্ম অনুসারে প্রকাশ করাই তাঁহার ইচ্ছা। ঈশ্বরের অন্য ইচ্ছা কিছুই নাই। এইজন্য এক শ্লোকে যাহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলা হইয়াছে, অন্য শ্লোকে তাহাকে ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কর্ম্ম বলা হইয়াছে। এই ঈশ্বরাধিষ্ঠান কর্ম্মে কেন, সকল বিষয়েই আছে। মায়াও কালও ঈশ্বরাধিষ্ঠিত।

কর্ম্ম অনুসারে মূলপ্রকৃতি মহত্তত্ত্বে পরিণত হয়, মহত্তত্ত্ব অহংকারতত্ত্বে পরিণত হয়, ইত্যাদি। এই পরিণামের ক্রম কারণসৃষ্টির বিষয় আলোচনার সময় দেখা যাইবে।

এখন দেখা গেল, ঈশ্বর কেন বহু হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কাল, স্বভাব ও কর্ম্ম হইতে কিরূপে সৃষ্টির উপক্রম হয়।

কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষু রুপাদদে॥ ভাঃ—পুঃ ২-৫-২১।

বিবিধ হইতে ইচ্ছা করিয়া, মায়ার ঈশ্বর ভগবান্ আত্মমায়া দ্বারা যদৃচ্ছা প্রাপ্ত কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবকে স্বীকার করিয়াছেন।

এই মায়ার ঈশ্বর ভগবান্, যাঁহাকে আমি প্রথম পুরুষ বলিয়াছি, প্রলয় কালে একক ছিলেন। যাবতীয় সৃষ্টপদার্থ প্রলয় কালে লীন হইয়া অব্যাকৃত ভাবে তাঁহার মায়ায় পরিণত হইয়াছিল। সেই অব্যাকৃত মায়া তাঁহার শক্তি। প্রলয় কালে তিনি স্বরূপে অবস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার মায়াশক্তি সুষুপ্ত ছিল। তাঁহার স্বরূপাবস্থানই জগতের প্রলয়। যখন ঈশ্বর নিজ ইচ্ছায় আপনার মায়াশক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তখনই প্রকৃতি সৃষ্টির পথ অনুসরণ করে। তাঁহার দৃষ্টি মাত্রেই মায়া অনুপ্রাণিত ও পরিণামগামী হয় এবং তত্ত্ব সমুদয় যথাক্রমে আবির্ভূত হয়।

যে সৃষ্টির কথা বলা হইল, ইহা কাল্পিক সৃষ্টি। প্রতি কল্পে এইরূপ সৃষ্টি হইয়া থাকে। আদি সৃষ্টির কথা পুরাণে নাই এবং পুরাণের মতে আদি সৃষ্টিও নাই। কারণ, সৃষ্টির প্রবাহ অনাদি। বেদান্তের সিদ্ধান্ত মতে ছয় বস্তু প্রবাহরূপে অনাদি, যথা ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব, অবিদ্যা, অবিদ্যার সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ, এবং অনাদি বস্তুর পরস্পর ভেদ।

তত্ত্বের স্বরূপ ও উদ্ভবক্রম জানিবার জন্য গুণের বিষয় জানা আবশ্যক। এই জন্য ইহার পরে গুণের বিচার করা হইবে।

গুণের বিচার।

গুণের ক্ষোভ হইলেই সৃষ্টির উপক্রম হয়। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন প্রকৃতির গুণ। এই গুণ দ্বারা প্রকৃতির বিকার হয়, তত্ত্বের উদ্ভব হয় এবং পরিণামাত্মক সকল কার্য্যই সংঘটিত হয়।

"সত্ত্বং লঘু প্রকাশক
মিষ্ট মুপষ্টম্ভকং চলং চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ"—সাংখ্যকারিকা, ১৩।

সত্ত্বগুণ লঘু এবং প্রকাশক। এইজন্য আচার্য্যদিগের এই গুণ ইষ্ট। রজোগুণ প্রেরক এবং সক্রিয়। তমোগুণ গুরু এবং আবরণকারী।

স্থূল পদার্থ লইয়া প্রথমে গুণের কার্য্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

পরমাণু পুঞ্জের ঘন সন্নিবেশ দ্বারা পদার্থ পৃথিবীর অভিমুখে আকৃষ্ট হয়। তখন তাহাকে "গুরু" বলা যায়। সেইরূপ আত্মগত পরমাণু সমষ্টির শিথিল সন্নিবেশ দ্বারা পদার্থ "লঘু" হয়।

পাশ্চাত্য শাস্ত্রে যাহাকে পরমাণু বলে, আমাদের শাস্ত্রে সে পরমাণুর উল্লেখ নাই। কারণ পাশ্চাত্য শাস্ত্রে যে ভৌতিক পদার্থ অবলম্বন করিয়া পরমাণু শব্দ ব্যবহৃত হয়, আমাদের শাস্ত্রে তাহাকে ভৌতিক পদার্থ বলে না।

আমাদের ভৌতিক পদার্থ, ইন্দ্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নির্দ্ধারিত হয়। যাহা কেবলমাত্র শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয় এবং অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহাকে অনুভব করিতে পারা যায় না তাহাকে "আকাশ" বলে। যাহা শ্রবণ এবং স্পর্শন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, তাহাকে "বায়ু" বলে। যাহা শ্রবণ, স্পর্শন এবং দর্শন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, তাহাকে "অগ্নি" বলে। যাহা শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন এবং রসনেন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, তাহাকে "জল" বলে। যাহা শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন রসনা এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, তাহাকে "পৃথিবী" বলে। পৃথিবী আছে বলিয়াই ঘ্রাণের উপলব্ধি হয়, জল আছে বলিয়াই রসের উপলব্ধি হয়, অগ্নি আছে বলিয়াই রূপের উপলব্ধি হয়, বায়ু আছে বলিয়াই স্পর্শের উপলব্ধি হয় এবং আকাশ আছে বলিয়াই শব্দের উপলব্ধি হয়।

পৃথিবীর পরমাণু সকল যতকাল পর্য্যন্ত ঘনসংশ্লিষ্ট থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে পারে। যখন পরমাণুর বিশ্লেষ হয়, তখন পার্থিব পরমাণু জল পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া যায়। পাশ্চাত্য শাস্ত্র অনুসারে যেমন বাষ্পীয় পদার্থের পরস্পরব্যাপী মিলন হয় (Diffusion of

gases) ইহা সেইরূপ মিলন। এইরূপ জল-পরমাণু বিশ্লিষ্ট হইলে অগ্নি-পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া যায়। তত্ত্ব সকল এক অন্য হইতে লঘু এবং লঘুতার তারতম্য অনুসারে পৃথিবী-তত্ত্ব হইতে মহৎ-তত্ত্ব পর্য্যন্ত তত্ত্বের ক্রম। এইজন্য সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া এক তত্ত্ব আপনা হইতে উর্দ্ধতর তত্ত্বের সহিত মিলিত হইতে পারে। যখন প্রাকৃতিক লয় হয়, তখনই তত্ত্বের নাশ হয়। তাহার পূর্ব্বে হয় না। সপ্তলোকাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের নাশকে প্রাকৃতিক লয় বলে। ত্রিলোকীর নাশকালে অর্থাৎ নৈমিত্তিক প্রলয়ে, তত্ত্বের নাশ হয় না।

উর্দ্ধতন তত্ত্ব অধস্তন তত্ত্ব অপেক্ষা সাত্ত্বিক এবং অধস্তন তত্ত্ব উর্দ্ধতন তত্ত্ব অপেক্ষা তামসিক।

সত্ত্বগুণ দ্বারা পদার্থ লঘু এবং তমোগুণ দ্বারা পদার্থ গুরু হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ দ্বারাই পদার্থ গুরু ও লঘু হয়। ঘন সংশ্লেষ দ্বারা পদার্থ সূক্ষ্মতর পদার্থের প্রবেশ রোধ করে। এবং ঐ পদার্থকে প্রকাশিত হইতে দেয় না। ঘন সংশ্লিষ্ট পদার্থ বিম্বগ্রহণে অক্ষম। পৃথিবীতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখা যায় না; কিন্তু পৃথিবী অপেক্ষা বিশ্লিষ্ট জলে দেখা যায়। জলে বাষ্প প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব জল বাষ্প অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট; সুতরাং জল বাষ্পের বিম্বগ্রহণে, বাষ্প প্রকাশে অক্ষম। কিন্তু এক বাষ্পে অন্য বাষ্প প্রবেশ করিতে পারে। যাহা লঘু তাহা প্রকাশক, যাহা গুরু তাহা অপ্রকাশক। পৃথিবী অপেক্ষা জল প্রকাশক। জল অপেক্ষা অগ্নি প্রকাশক। প্রাণবায়ু ইন্দ্রিয় বৃত্তির প্রকাশক।

এখন জানা গেল যে, বিশ্লেষ দ্বারা সত্ত্বগুণ কার্য্য করিয়া থাকে এবং সংশ্লেষ দ্বারা তমোগুণ কার্য্য করে।

সৃষ্টির প্রাক্কালে পদার্থ স্বতঃ বিশ্লিষ্টভাবে থাকে। বিশ্লিষ্ট পদার্থ কিরূপে সংশ্লিষ্ট হয়?

"উপষ্টম্ভকং চলং চ রজঃ"

রজোগুণ দ্বারা প্রেরণা ও ক্রিয়া হয়।

"তৈজসাদুভয়ম্"—সাংখ্যকারিকা ২৫।

তৈজস অর্থাৎ রজোগুণ হইতে সত্ত্ব এবং তমোগুণ উভয়ই প্রবর্ত্তিত হয়। সৃষ্টি-প্রমুখকালে তমোগুণ রজঃ-প্রেরিত হইয়া পদার্থকে সংশ্লিষ্ট করে এবং তত্ত্ব সকল অধোগামী হইয়া আত্মগত অধস্তন তত্ত্ব সকলকে প্রকাশিত করে।

স্থূল পদার্থের ন্যায় সূক্ষ্ম পদার্থও ত্রিগুণাত্মক। সূক্ষ্ম পদার্থেও তিন গুণের কার্য্য বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করা যায়। একটী ভৌতিক পদার্থ যেমন গুণের তারতম্য অনুসারে লঘু ও গুরু হয়, মনও সেইরূপ লঘু ও গুরু হয়। যাহাকে মনের স্ফূর্ত্তি বলে তাহাই মনের লঘুতা। মন যখন লঘু হয়, তখন জ্ঞানের বিকাশ হয়। নিদ্রার অভাবে মন প্রকাশশূন্য হয়, তখন মনকে গুরু বলা যায়। রজশ্চালিত মন বাসনা-বিক্ষিপ্ত হইয়া চঞ্চল হয়। বিক্ষেপই মনুষ্যের দুঃখ। ভারশূন্য নিস্পৃহ মনই প্রসন্নতা ও সুখের আকর। নিষ্ক্রিয়, অলস মনই অজ্ঞান ও মোহের আস্পদ। এই জন্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণকে যথাক্রমে প্রীতি, অপ্রীতি ও মোহাত্মক বলা যায়। সত্ত্বগুণ হইতে প্রকাশ, রজোগুণ হইতে প্রবৃত্তি এবং তমোগুণ হইতে প্রকাশ ও প্রবৃত্তির নিরোধ হয়। প্রকাশাত্মক মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারাদি তত্ত্ব অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং সেই তত্ত্ব সকল অপেক্ষা প্রকাশাত্মক। প্রলয়কালে অহঙ্কারাদি সকল তত্ত্বই মহত্তত্ত্বে নিহিত হয় এবং অবশেষে মহত্তত্ত্ব মূল প্রকৃতির সর্ব্বগ্রাসক ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়।

গুণের বিচার সম্পূর্ণরূপে করিতে হইলে, একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। প্রকৃতির সীমায় আবদ্ধ হইয়া আমরা যে কোন বিচার করি, তাহা সকলই গুণের বিচার। কেবলমাত্র পরব্রহ্মই গুণাতীত। আমাদের

ঈশ্বরও সগুণ। গুণ লইয়াই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ভেদ। আমাদের দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রও গুণের বিচার।

সৃষ্টির আরম্ভে তত্ত্বের আবির্ভাব ও স্বরূপ বুঝিতে যে টুকু মাত্র জানা আবশ্যক, তাহাই কেবল এখানে উল্লেখ করা গেল। এক্ষণে আমরা তত্ত্ব ও তত্ত্বের আবির্ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কারণ সৃষ্টি ও প্রথম পুরুষ।

স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে তত্ত্ব দুই প্রকার। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ এই পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অনুভব করা যায় এবং এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের যাহা বিষয় তাহাকে "স্থূল" তত্ত্ব বলে। যাহা দ্বারা অন্তরাত্মায় পদার্থ প্রকাশিত হয়, তাহাই "সূক্ষ্ম"। স্থূল পদার্থমাত্র ভৌতিক। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ বিষয় অবলম্বন করিয়া পাঁচ মহাভূত। বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই চারি ভৌতিক পদার্থ পরমাণু সংযোগ দ্বারা সংগঠিত হয়। পরমাণু দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া, এই কয় পদার্থ নির্দ্দিষ্ট স্থান অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে, এবং ইহাদের গুরুত্ব আছে। আকাশ পরমাণু সংযোগ দ্বারা সংগঠিত নহে। এই জন্য আকাশ ব্যাপক এবং আকাশের গুরুত্ব নাই।*

আকাশ কেবলমাত্র শব্দের আধার। বায়ু কেবলমাত্র শব্দ ও স্পর্শের আধার। অগ্নি কেবলমাত্র শব্দ, স্পর্শ ও রূপের আধার। জল কেবলমাত্র

* কালখাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহৎ। ভাষাপরিচ্ছেদ।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসের আধার। পৃথিবী পাঁচ বিষয়েরই আধার। এ কেবল বিশুদ্ধ ভূতের লক্ষণ।

আমরা যাহাকে পৃথিবী, জল ইত্যাদি বলিয়া জানি, তাহা সকলই মিশ্র পদার্থ। মিশ্র অর্থাৎ পঞ্চীকৃত ভৌতিক পদার্থে পাঁচ ভূতেরই অংশ থাকে। যাহা পৃথিবী-প্রবল তাহাই পৃথিবী। যাহা জলপ্রবল তাহাই জল ইত্যাদি।

গন্ধবাহী বায়ুর গন্ধ দ্বারা জানা যায় যে, তাহাতে পার্থিব অংশ আছে; সে অংশ এত সূক্ষ্ম যে তাহা অন্য ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। কিন্তু একমাত্র গন্ধ দ্বারা তাহার পার্থিবত্ব প্রতিপাদিত হয়।

যে কোন পদার্থের রস কিংবা আস্বাদন আছে, তাহাতেই জল আছে। যে কোন পদার্থের রূপ আছে, তাহাতেই অগ্নি আছে। অগ্নি দ্বারাই পদার্থের রূপান্তর হয়।

রজোগুণের চালকত্ব ও প্রেরকত্ব বিশেষরূপে বায়ুতে দেখিতে পাওয়া যায়। রজোগুণের আধিক্যবশতঃ প্রাণকেও বায়ু বলে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান শাস্ত্রে যাহাকে শক্তি (energy) বলে, তাহা কেবল ভৌতিক শক্তি মাত্র। রজোগুণ-চালিত আকাশ হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়। রজঃ-প্রেরিত বায়ু হইতেই সকল প্রকার চলন হয়। আকর্ষণ, সংশ্লেষ, বিশ্লেষ, সকলই চলনের অন্তর্গত। প্রাণাদি ব্যাপারও চলনের অন্তর্গত। সত্ত্বপ্রধান রজোগুণ দ্বারা বিশ্লেষ এবং তমঃপ্রধান রজোগুণ দ্বারা সংশ্লেষ হয়। অগ্নি-সমবেত বায়ু দ্বারাও চলনশক্তির নানারূপ বিভিন্নতা হয়। যে সকল শক্তি দ্বারা পদার্থের রূপান্তর ও রূপোৎপাদন হয়, তাহা অগ্নির অন্তর্গত।

আকাশ সকল ভৌতিক তত্ত্ব অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং প্রলয়কালে সকল ভৌতিক পদার্থ আকাশে লীন হয়। এই ত গেল একরূপ স্থূলতত্ত্বের বিচার।

সূক্ষ্ম পদার্থ কোনও চেতন জীবকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, চলিতে পারে না ও কথা কহিতে পারে না, কারণ তাহার নাড়ী নাই। পশুপক্ষীর দেহমধ্যে নাড়ী আছে। সেই জন্য তাহারা চলিতে পারে, শব্দ করিতে পারে, দেখিতে পারে, শুনিতে পারে। মৃতদেহে নাড়ী থাকিলেও সে নাড়ী কোনও ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে সমর্থ নহে। নাড়ী ইন্দ্রিয়ব্যাপারের সহকারী কারণ; কিন্তু মূল কারণ নহে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে, নির্দ্দিষ্ট নাড়ীর সহযোগে কোনও সূক্ষ্মতত্ত্ব কোনও বিশেষ কার্য্য ও জ্ঞানের উৎপাদন করে। নির্দ্দিষ্ট স্থান ও নির্দ্দিষ্ট নাড়ী দ্বারা সীমাবদ্ধ সেই সূক্ষ্ম তত্ত্বকে ইন্দ্রিয় বলে। যাহার দ্বারা কর্ম্ম হয়, তাহাকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে। যাহা দ্বারা বাহ্য পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে।

সকল বাহ্যজ্ঞান ও সকল কর্ম্মের গ্রাহক ও পরিচালক সূক্ষ্ম পদার্থকে মন বলে। মনুষ্যের অহং জ্ঞান অবলম্বন করিয়াই মন। যে কোন জ্ঞান অহঙ্কারের সীমাবদ্ধ, তাহাই মানসিক জ্ঞান।

মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলে। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে বহিরিন্দ্রিয় বলে। ইন্দ্রিয়কে করণও বলে; এই জন্য মনকে অন্তঃকরণ বলে। জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহিরের পদার্থগুলিকে মনের নিকট উপস্থিত করে। মন তখন পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ সেই পদার্থগুলির সম্বন্ধে অনুরক্ত কিংবা দ্বেষাপন্ন হয়। অনুরাগ ও দ্বেষবশতঃ যে সংস্কার হয়, তাহা মনোমধ্যে অঙ্কিত হয়। সেই সংস্কারসকল বহন করিয়া মন নানারূপ বিচার করে। এই সকল বিচারে কতকগুলি সংস্কার বদ্ধমূল হয় ও কতকগুলি নষ্টপ্রায় হয়।

এখন দেখা যাউক সূক্ষ্মতত্ত্ব কি ?

দেখিলাম—সূক্ষ্মতত্ত্ব জ্ঞানের উৎপাদক। তাহা হইলে কি সূক্ষ্মতত্ত্ব জ্ঞানরূপী ? তাহা নহে। একমাত্র পরমাত্মা, একমাত্র ব্রহ্মই জ্ঞানরূপী। যাহা কিছু জ্ঞান তাঁহা হইতে। মূল প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বের সংযোগে চির-শরীরবান্ হইয়া যে আত্মা জীবাত্মা শব্দে অভিহিত হন, মনুষ্যশরীরে তিনিই একমাত্র জ্ঞাতা। আত্মার আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। বহির্জগতের জ্ঞানের জন্যই তিনি উপাধি অবলম্বন করিয়া জ্ঞাতা। সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মা এক-মাত্র সর্ব্বব্যাপী মূলপ্রকৃতি দ্বারা উপাধিযুক্ত হইয়া সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতে-ছেন। (Monad, Atma-Budhi).

মনুষ্যশরীরে মহত্তত্ত্ব ও তাঁহার উপাধি (Atma-Budhi-Manas.) তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা। সেই জ্ঞাতা মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করেন।

দীপালোক কাচের মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া বাহিরের পদার্থকে প্রকাশিত করে। কিন্তু যদি কাষ্ঠ দ্বারা সেই দীপকে আচ্ছাদন করা যায়, তাহা হইলে সেই দীপ বাহিরের পদার্থকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হয় না। একমাত্র আত্মার চৈতন্য, আত্মার দীপ্তি বহির্জগৎকে প্রকাশিত করে। ইন্দ্রিয়সকল ও মন কেবল দ্বার মাত্র। তামসিক স্থূল-ভৌতিক পদার্থ আত্মার আলোককে নিরোধ করে। এই জন্য যে পদার্থ কেবলমাত্র স্থূল পদার্থ দ্বারা উপহিত, তাহাকে মূঢ় ও অজ্ঞানাবৃত বলা যায়। এই জন্য প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পায় না। প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে কোন সূক্ষ্ম পদার্থ নাই, যাহার মধ্য দিয়া আত্মজ্যোতিঃ বাহিরের পদার্থকে প্রকাশিত করিতে পারে।

মন ও ইন্দ্রিয় নিজে প্রকাশক নহে ; কিন্তু প্রকাশের দ্বারমাত্র।

আমরা কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয় বলিলে চৈতন্য দ্বারা আভাসিত মন ও ইন্দ্রিয় বুঝি।

চৈতন্যের আভাসজন্য মন ও ইন্দ্রিয়ে চেতনত্ব আরোপ করা হয়।

"অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততি সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীতত মভিপ্রতিষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে॥"

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ২য় অধ্যায় ১ম ব্রাহ্মণ।

যখন বিজ্ঞানময় পুরুষ সুষুপ্ত হয়, তখন সে কিছুই জানে না। হিতা নামে দ্বিসপ্ততিসহস্র নাড়ী হৃদয়দেশ হইতে শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। সেই নাড়ীর সহিত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুরুষ শয়ন করে।

শঙ্করাচার্য্য এই শ্রুতির ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "অন্নরসের পরিণামে হিতা-নামক শিরার উৎপত্তি হয়। তাহার সংখ্যা বায়াত্তর হাজার। পুণ্ডরীকার হৃদয় নামক মাংসপিণ্ড হইতে নির্গত হইয়া ঐ সকল নাড়ী শরীরের সর্ব্ব-দেশে ব্যাপ্ত হয়। যদিও যে নাড়ী হৃদয়দেশকে বেষ্টন করে তাহাকেই পুরী-তৎ বলে, তথাপি মূলে পুরীতৎ শব্দ সর্ব্বশরীরের উপলক্ষণ মাত্র। বুদ্ধি নামক অন্তঃকরণ বৃত্তির স্থান হৃদয়। বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল সেই বুদ্ধির বশানুগ। বুদ্ধি কর্ম্মবশে কর্ণশষ্কুলী আদি স্থানে ঐ সকল নাড়ীকে মৎস্যজালের ন্যায় প্রসারিত করে। জাগ্রৎকালে বুদ্ধি ঐ সকল নাড়ীতে অধিষ্ঠান করে। বিজ্ঞানময় পুরুষ আত্ম-চৈতন্যের দীপ্তি দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া সেই বুদ্ধিকে আশ্রয় করে। বুদ্ধির সঙ্কোচন কালে পুরুষও বুদ্ধি হইতে সঙ্কুচিত হয়েন। ইহাই পুরুষের সুষুপ্তি। জাগ্রৎকালে বুদ্ধির বিকাশ অনুভব করিয়াই আত্মার জাগরণ।"

বিজ্ঞানময় পুরুষকে যদি জীবাত্মা বলা যায়, তাহা হইলে জীবাত্মা অধি-ষ্ঠিত অন্তঃকরণের নাড়ী সহযোগে যে জ্ঞান তাহাকে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বলা যায়।

নাড়ী ইন্দ্রিয় নহে। নাড়ীরূপ উপাধি দ্বারা সংকীর্ণ অন্তঃকরণই বাহেন্দ্রিয়। নাড়ীদ্বারা অসংকীর্ণ অন্তঃকরণই মন। মন অহংকার দ্বারা সংকীর্ণ। মহৎ বিশ্বজ্ঞান দ্বারা সংকীর্ণ। মহৎ, অহঙ্কার, মন ও ইন্দ্রিয়ের ভেদ কেবল উপাধিগত। ইহারা সকলই করণ পদার্থ। সূক্ষ্ম ও স্থুল পদার্থেরও ভেদ উপাধিগত। যাহাতে চৈতন্যের অবভাস হয় এবং সেই অবভাস দ্বারা যাহা অন্য পদার্থকে প্রকাশিত করিতে পারে, তাহাই সূক্ষ্ম। তমঃপ্রধান বলিয়া যাহাতে চৈতন্যের অবভাস হয় না এবং যাহা অন্য পদার্থকে প্রকাশিত করিতে পারে না, তাহাই স্থুল। চৈতন্যের অবভাস এবং চৈতন্যের ব্যাপ্তি, দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। যদিচ স্থুলে আত্ম-চৈতন্যের অবভাস নাই, তথাপি কি স্থুল কি সূক্ষ্ম সর্ব্বত্র সমভাবে আত্ম-চৈতন্য বিরাজ করিতেছেন।

বাস্তবিক স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থে প্রভেদ এই যে, স্থুল পদার্থ তামসিক ও সূক্ষ্ম পদার্থ সাত্ত্বিক। সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যেও সাত্ত্বিক তামসিক ভেদে অবান্তর ভেদ আছে। তামসিক মন রজোগুণ দ্বারা চালিত হইয়া ক্রমশঃ সাত্ত্বিক ভাব ধারণ করে। ক্রিয়া দ্বারা ও বহির্ম্মুখ ব্যাপার দ্বারা তামসিক মনের মূঢ়তা ও নিশ্চলতা দূর হয়। অত্যন্ত অলস, নিশ্চেষ্ট ও মূঢ় মনুষ্য কর্ম্ম দ্বারাই উন্নতিলাভ করিতে পারে। ইন্দ্রিয়সংযোগে বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াই পশুপক্ষীর জড়তা দূর হয়। মন সাত্ত্বিক, পঞ্চভূত তামসিক। এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী ইন্দ্রিয় রাজসিক। ইন্দ্রিয় সর্ব্বদাই বহির্গমনশীল, সর্ব্বদাই ব্যাপারোন্মুখ। ইন্দ্রিয়ের সাহচর্য্যে মনকেও বহির্ম্মুখ হইতে হয়। কিন্তু মন বস্তুতঃ সাত্ত্বিক। পঞ্চভূত লইয়াই প্রত্যেকের শরীর, ইন্দ্রিয় লইয়াই প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যাপার, মন লইয়াই প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বাসনা ও স্বতন্ত্র চিন্তা। ভূত, ইন্দ্রিয়, মন তিনই অহঙ্কারের অধীন। ব্যক্তিগত উপাদান প্রকাশ করিবার জন্যই অহঙ্কার তত্ত্বের আবির্ভাব।

কিন্তু মানুষের মন সর্ব্বদা "আমি" লইয়াই ব্যস্ত নহে। মনুষ্য যখন পরিবার-ভুক্ত হয়, তখনই প্রথমে "আমি"র সীমা অতিক্রম করিতে প্রয়াস করে। তাহার পর স্বজন, পরজনের জ্ঞান থাকে না। যাঁহার সর্ব্বজীবে সমভাব, যিনি সকল প্রাণীর হিতে রত, যাঁহার দয়া সীমাশূন্য, যিনি "স্বার্থ" কথাটি একেবারে ভুলিয়া যান, তাঁহার কাছে অহঙ্কার তত্ত্বও হার মানে। তাঁহার যে ভাব, সে মহৎ ভাব। সে ভাব কাহারও নির্দ্দিষ্ট নহে। সে ভাব বিশ্ব-ব্যাপী। সে ভাব মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত। এই মহত্তত্ত্বই মনুষ্যের যথার্থ ধাম। মহৎ ভাবই তাহার চিরস্থায়ী। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় অবলম্বন করিয়া মহ-ত্তত্ত্বের নানাবিধ ভাব। সমগ্র বিশ্বের ছায়া মহত্তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত। অহঙ্কৃত মন বহির্জগতের যতটুকু অংশ গ্রহণ করিতে পারে, ততটুকু কেবল ধারণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারের সীমায় আবদ্ধ নহে। যেমন অহঙ্কৃত মন ব্যক্তি বিশেষের মন (Personal Mind), সেইরূপ মহত্তত্ত্ব সমগ্র বিশ্বের মন (Universal Mind)। মহত্তত্ত্ব সমগ্র বিশ্বকে অনুভব করিতে পারে। অহঙ্কারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলে মন ও মহত্তত্ত্ব দুইই এক। প্রলয়কালে ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন লইয়া অহঙ্কার তত্ত্ব মহত্তত্ত্বে লীন হয়। মহত্তত্ত্বে বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হয়। মূল প্রকৃতিতে কেবলমাত্র আত্মা প্রতি-বিম্বিত হয়। মূল প্রকৃতিতে গুণের সাম্য অবস্থা। গুণের বিকার নাই, বিশ্বের ছায়া নাই, এই জন্য এই বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মা নিজ স্বরূপে নিত্য ভাসিত। এই ক্ষেত্রে সকলই এক। "অজামেকাং লোহিতশুক্ল কৃষ্ণাম্।" প্রলয়কালে মহত্তত্ত্ব এই মূল প্রকৃতিতে লীন হয়। অব্যাকৃত জগদাত্মক মূল প্রকৃতি যাঁহার শরীর, সেই পুরুষ তখন স্বরূপে অবস্থান করেন। কাল-শক্তি বশে পুরুষ জাগরিত হইলেই, তত্ত্ব সকলের আবির্ভাব হয়। পুরুষের জাগরণে সকল তত্ত্বই পুরুষাধিষ্ঠিত হয়। পুরুষ দ্বারা সকল তত্ত্বই অনু-প্রাণিত হয়।

"কালাদ্ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ॥
মহতস্তু বিকুর্ব্বাণাৎ রজঃ সত্ত্বোপবৃংহিতাৎ।
তমঃ প্রধানস্ত্বভবদ্দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়াত্মকঃ॥
সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তো বিকুর্ব্বন্ সমভূত্রিধা।
বৈকারিক স্তৈজসশ্চ তামস শ্চেতি যদ্ভিদা।
দ্রব্যশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তি র্জ্ঞানশক্তিরিতি প্রভো॥
তামসাদপি ভূতাদের্বিকুর্ব্বাণাদভূন্নভঃ।
তস্য মাত্রাগুণঃ শব্দো লিঙ্গং যদ্দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ॥
নভসোঽথ বিকুর্ব্বাণাদভূৎ স্পর্শগুণোঽনিলঃ।
পরান্বয়াচ্ছব্দবাংশ্চ প্রাণ ওজঃ সহো বলম্॥
বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাৎ কালকর্ম্ম স্বভাবতঃ।
উদপদ্যত বৈতেজো রূপবৎ স্পর্শ শব্দবৎ॥
তেজসস্তু বিকুর্ব্বাণা দাসী দম্ভো রসাত্মকম্।
রূপবৎ স্পর্শ বচ্চাম্ভো ঘোষবচ্চ পরান্বয়াৎ॥
বিশেষস্তু বিকুর্ব্বাণা দম্ভসো গন্ধবানভূৎ।
পরান্বয়াদ্রসস্পর্শ শব্দ রূপ গুণান্বিতঃ॥
বৈকারিকান্মনো জজ্ঞে দেবা বৈকারিকা দশ।
দিগ্বাতার্ক-প্রচেতোঽশ্বি-বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র-মিত্রকাঃ॥
তৈজসাত্তু বিকুর্ব্বাণাদিন্দ্রিয়াণি দশা ভবন্।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তি র্বুদ্ধিঃ প্রাণশ্চ তৈজসৌ॥
শ্রোত্রং ত্বগ্‌ঘ্রাণ দৃগ্‌ জিহ্বা বাগ্দোর্মেঢ্রাংঘ্রি পায়বঃ॥

ভা, পু, ২-৫-২৩ হইতে ৩১।

পুরুষাধিষ্ঠিত কাল হইতে গুণের ক্ষোভ, স্বভাব হইতে পরিণাম এবং

কর্ম্ম হইতে মহত্তত্ত্বের জন্ম হইয়াছিল। রজঃ এবং সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মহত্তত্ত্বের বিকার হইয়াছিল এবং সেই বিকার হইতে তমঃ প্রধান, দ্রব্যজ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক অহঙ্কারতত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছিল। (যদিচ মহত্তত্ত্ব তিন গুণের আধার, তথাপি ঐ তত্ত্বে ক্রিয়া-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তি এই দুই শক্তি আছে। এই জন্য মহত্তত্ত্ব রজঃ ও সত্ত্বপ্রধান। অহঙ্কার মহৎ জ্ঞানের আবরক। এই জন্য অহঙ্কারতত্ত্ব তমঃপ্রধান। অহঙ্কার-প্রসূত তত্ত্বের মধ্যে তামসিক আকাশাদিই বহুপ্রমাণ, রাজসিক ও সাত্ত্বিকতত্ত্ব অল্পপ্রমাণ। এই জন্য অহঙ্কার-প্রসূত তত্ত্ব যে সকল জীবের উপাধি, তাহাদিগের মধ্যে তমোগুণের আধিক্য আছে। শ্রীধর)।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে অহঙ্কারতত্ত্ব ত্রিবিধ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাত্ত্বিক-অহঙ্কার জ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন। রাজসিক-অহঙ্কার ক্রিয়া-শক্তিসম্পন্ন এবং তামসিক-অহঙ্কার দ্রব্য-শক্তিসম্পন্ন।

বিকারপ্রাপ্ত তামসিক-অহঙ্কার হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল। আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ। বিকৃত আকাশ হইতে স্পর্শ গুণাত্মক বায়ুর উদ্ভব হইয়াছিল। আকাশের পরবর্ত্তী বলিয়া, বায়ুতেও শব্দ গুণ আছে। দেহধারণ এবং ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের পটুতা বায়ুর কার্য্য। বিকারপ্রাপ্ত বায়ু হইতে রূপবান্ অগ্নির উদ্ভব হইয়াছিল। পর পর বলিয়া অগ্নির স্পর্শ ও শব্দ গুণ আছে।

বিকৃত অগ্নি হইতে রসাত্মক জল উৎপন্ন হইয়াছিল। পরবর্ত্তিতা-নিবন্ধন জলেরও রূপ, স্পর্শ ও শব্দ গুণ আছে। বিকৃতিপ্রাপ্ত জল হইতে গন্ধবান্ বিশেষ অর্থাৎ পৃথিবী-তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছিল। সকলের পর বলিয়া পৃথিবী রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দগুণান্বিত। সাত্ত্বিক-অহঙ্কার হইতে মন এবং দশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার আবির্ভাব হইয়াছিল। রাজসিক অহঙ্কার হইতে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উদ্ভব হইয়াছিল।
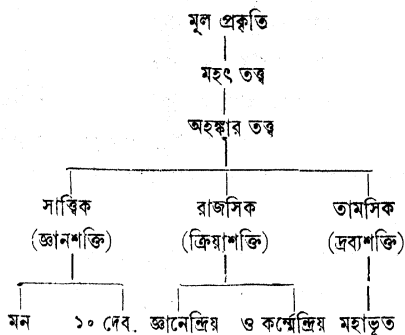
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাদিগকে অধিদেবও বলে।

এই সকল তত্ত্বসৃষ্টির নাম কারণ-সৃষ্টি। এই সকল তত্ত্বের যিনি আত্মা, যিনি এই সকল তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রতিপরমাণুকে, প্রতিতত্ত্বকে, প্রকৃতির প্রতিবিভাগকে জীবসম্পন্ন করেন, তিনিই প্রথম পুরুষ। প্রথম পুরুষ বিশুদ্ধ আত্মা।

দ্বিতীয় পুরুষ ও কার্য্যসৃষ্টি।

তত্ত্বসকলের উদ্ভব হইল। কিন্তু তাহারা জীবসংস্থানের লোক এবং জীবশরীর রচনা করিতে সমর্থ হইল না। তত্ত্ব সকল স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইল; কিন্তু তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারিল না। মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতাদি এবং ইহাদের আবাসভূমি এই পৃথিবী-তত্ত্ব সংহতি দ্বারা রচিত। যতদিন তত্ত্বের সংহতি না হয়, ততদিন পূর্ব্বকল্প-সঞ্চিত জীব-অদৃষ্টের বিকাশ হইতে পারে না।

যে শক্তি দ্বারা তত্ত্ব সকল স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত হইতে পারে, তাহাই প্রথম পুরুষের শক্তি। এবং যে শক্তি দ্বারা তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া বিভিন্ন দেহ ও লোক রচনা করিতে সমর্থ হয়, তাহাই দ্বিতীয়ঃপুরুষের শক্তি।

পুরাণে কথিত আছে যে, তত্ত্ব সকল যখন মিলিত হইতে সমর্থ হইল না, তখন তাহারা পরম পুরুষের আরাধনা করিয়াছিল।

"এতে দেবাঃ কলা বিষ্ণোঃ কাল-মায়াংশ-লিঙ্গিনঃ।
নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়োবিভুম্॥" ভা,পু,—৩৫।৩৬।

মহত্তত্ত্বাদি অভিমান বিশিষ্ট বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ এই সকল দেবতাগণ কালবশে বিকৃতি প্রাপ্ত, মায়াবশে বিক্ষেপ বিশিষ্ট এবং পুরুষাংশে চেতনা-যুক্ত হইলেও নানাত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনা রূপ আত্মকার্য্য করিতে আসক্ত হইয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক পরমেশ্বরকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

"ইতি তাসাং স্বশক্তীনাং সতীনামসমেত্য সঃ।
প্রসুপ্তলোকতন্ত্রাণাং নিশাম্য গতিমীশ্বরঃ॥ ৩৬।১।
কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ॥" ৩৬।২।

লোক রচনায় অসমর্থ, অসমবেত ভাবে অবস্থিত, স্বশক্তি মহদাদির এইরূপ গতি শ্রবণ করিয়া ভগবান মূল প্রকৃতিরূপ শক্তিতে আশ্রয় করিয়া এককালে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের গণ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীধরস্বামী কাল সংজ্ঞ শক্তির অর্থ মূল প্রকৃতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। মূল প্রকৃতিকে ছাড়িয়া দিলেই তত্ত্বের ত্রয়োবিংশতি সংখ্যা হয়। দ্বিতীয় পুরুষ মূল প্রকৃতিরূপ শরীর বিশিষ্ট হইয়া কার্য্য সৃষ্টির অর্থাৎ জীব সমূহের আত্মা (Atma Budhi)। অশরীরী প্রথম পুরুষ কারণ সৃষ্টির অর্থাৎ তত্ত্ব সমূহের আত্মা (Atma) সৃষ্টিরচনা হয় না বলিয়াই ঈশ্বরের এই উপাধি গ্রহণ।

"সোঽনু-প্রবিষ্টো ভগবাং শ্চেষ্টারূপেণ তং গণম্।
ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কর্ম্ম প্রবোধয়ন্॥" ৩।৬।৩।

ভগবান্ এইরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ক্রিয়া শক্তি দ্বারা তত্ত্বের বিভিন্নগণকে সংযোজিত করিয়াছিলেন। এবং তত্ত্ব সকলের ও জীবের প্রসুপ্ত কর্ম্ম তাহাতেই জাগরিত হইয়াছিল।

"প্রবুদ্ধ-কর্ম্মা দৈবেন ত্রয়োবিংশতিকো গণঃ।
প্রেরিতোঽজনয়ৎ স্বাভির্ম্মাত্রাভিরধিপূরুষম॥" ৩।৬।৪।

প্রবুদ্ধ ক্রিয়া শক্তি ত্রয়োবিংশতি সংখ্যকগণ পুরুষ প্রেরিত হইয়া আপন আপন অংশ দ্বারা পুরুষের দেহ রচনা করিয়াছিল। এই দেহকে বিরাট দেহ কহে।

"পরেণ বিশতা স্বস্মিন্ মাত্রয়া বিশ্বসৃগ্ গণঃ।
চুক্ষোভান্যোন্য মাসাদ্য যস্মিঁল্লোকাশ্চরাচরাঃ॥" ৩।৬।৫।

ঈশ্বর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব পরস্পর মিলিত হইয়া অংশ মাত্রে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছিল (অর্থাৎ অসমবেত অংশও রহিয়া গিয়াছিল)। সেই তত্ত্ব সমূহে চরাচর যাবতীয় লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

"হিরণ্ময়ঃ সপুরুষঃ সহস্র পরিবৎসরান্।
অণ্ডকোষ উবাসাপ্সু সর্ব্বসত্ত্বোপ বৃংহিতঃ॥" ৩।৬।৬।

হিরণ্ময় সেই পুরুষ জলমধ্যে অণ্ডের অভ্যন্তরে সকল অনুশায়ী জীব লইয়া বাস করিয়াছিলেন।

তত্ত্ব সকল যে বিরাট দেহ রচনা করিয়াছিল, তাহার আকার অণ্ডের ন্যায়। সেই অণ্ডকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। দ্বিতীয় পুরুষ সেই সমগ্র অণ্ডকে অনুপ্রাণিত করিয়া তন্মধ্যে অবস্থিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুরুষকে পুরাণে বিরাট্ পুরুষ ও হিরণ্ময় পুরুষ বলে। এই দ্বিতীয় পুরুষই সকল জীবের আশ্রয়।

"সবৈ বিশ্বসৃজাং গর্ভো দৈব কর্ম্মাত্মশক্তিমান্।
বিবভাজাত্মনাত্মানাং একধা দশধা ত্রিধা॥" ৩।৬।৭।

তত্ত্বগণের কার্য্যভূত বিরাট্ দৈবশক্তিপ্রভাবে আপনাকে হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য রূপে একধা, ক্রিয়াশক্তি প্রভাবে আপনাকে দশ প্রাণরূপে দশধা এবং আত্মশক্তি অর্থাৎ ভোক্তৃশক্তি প্রভাবে আপনাকে অধ্যাত্ম, অধিভূত, ও অধিদৈব ভেদে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন।

বিরাট্ পুরুষ জীবশরীরে তিনরূপ বৃত্তি দ্বারা অনুভূত হন। প্রথম প্রাণরূপে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়, এই দশবিধ প্রাণের বৃত্তি। এই প্রাণবৃত্তি বলেই জীব রীর ধারণ করে। এই প্রাণবৃত্তি জড়প্রকৃতির শক্তি নহে; কিন্তু প্রাণরূপী বিরাট্ পুরুষের শক্তি। বিরাট্ প্রাণ সকল প্রাণীকেই অনু-প্রাণিত করে।

আমাদের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় বৃত্তি বিরাট্ পুরুষের দ্বিতীয় প্রকাশ। এই বৃত্তি আত্মা, ভূত ও দেবতাদিগকে অধিকার করিয়া ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ বৃত্তির বিচার পরে করা হইবে।

বিরাট্ পুরুষের তৃতীয় প্রকাশ হৃদয় বৃত্তিতে। হৃদয়মধ্যে ত্রিপুটী শূন্য জ্ঞান হয়। আত্মার অনুভব হয়।

"এষহ্যশেষ সত্ত্বানামাত্মাংশঃ পরমাত্মনঃ।
আদ্যাবতারো যত্রাসৌ ভূতগ্রামো বিভাব্যতে॥ ৩।৬।৮।

এই বিরাট্ পুরুষই সকল জীবের আত্মা। এবং পরমাত্মার অংশ (জীব) ইনিই আদ্য অবতার। যাবতীয় ভূতগণ ইহাঁতেই প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় পুরুষ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের, সমগ্র জীবের আত্মা। যখন জীব সকল পৃথক ভাবে প্রাদুর্ভূত হয়, তখনই তিনি তৃতীয় পুরুষ হইয়া প্রতিজীবের আত্মা বলিয়া পরিগণিত হন। এই জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ।

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ড সংস্থিতম্॥
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

শ্রীধরস্বামী ধৃত সাত্বক তন্ত্রোক্ত শ্লোক।

বিষ্ণুর পুরুষাখ্য তিনরূপ। প্রথম পুরুষ মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা। দ্বিতীয় পুরুষ অণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। তৃতীয় পুরুষ সকল ভূতের অন্তঃস্থিত। তৃতীয় পুরুষের বিচার পরে করা হইবে।

দ্বিতীয় পুরুষকে আদ্য অবতার বলা হইয়াছে।

"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শ-কল-মদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥" ভা, পুঃ, ১।৩।১

লোক সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া ভগবান মহদাদি তত্ত্ব নির্ম্মিত ষোড়শ অংশ বিশিষ্ট পুরুষের রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেব তির্য্যঙনরাদয়ঃ॥" ১।৩।৫।

এই বিরাট্ অবতার কূটস্থ। অন্যান্য অবতারগণের ন্যায় আবির্ভাব তিরোভাব বিশিষ্ট নহেন। কারণ নারায়ণ রূপ এই আদি অবতার অন্যান্য অবতারের কার্য্যাবসানে প্রবেশ স্থান, এবং তিনি তাঁহাদিগের অব্যয় বীজ স্বরূপ। তিনি যে কেবল অবতার সকলের বীজ তাহাই নহে, সকল প্রাণীরই বীজ। তাঁহার নাভিপদ্ম সম্ভূত ব্রহ্মা তাঁহারই অংশ। মরীচি আদি ঋষিগণ ব্রহ্মার অংশ এবং দেব তির্য্যক্ মনুষ্য আদি প্রাণী সমূহ ঐ ঋষিগণ সম্ভূত।

প্রথম পুরুষকে কেন অবতার বলা যায় না? এবং দ্বিতীয় পুরুষকেই কেন অবতার বলা যায়? অবতারই বা কাহাকে বলে?

পুরাণে এইমাত্র জানা যায় যে দ্বিতীয় পুরুষ অন্যান্য অবতারের বীজ ও

নিধান। কিন্তু উপনিষদে এই দ্বিতীয় পুরুষ সম্বন্ধে একটী গূঢ় রহস্যের উদ্ভেদ করা হইয়াছে তাহা অতি সাবধানে জানা আবশ্যক। সেই রহস্য জানিতে পারিলেই দ্বিতীয় পুরুষকে কেন আদি অবতার বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্যনান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ
সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরত্ততোঽহং নামা ভবত্তস্মাদপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতোঽহ
ময়মিত্যেবাগ্র উক্ত্বাথান্যন্নাম প্রব্রূতে যদস্য ভবতি স যৎ
পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষ
ঔষতি হ বৈ সতং যোঽস্মাৎ পূর্ব্বো বুভূষতি য এবং বেদ॥"

বৃ, আ, ১।৪।১।

এই পুরুষাকার বিশিষ্ট আত্মাই পূর্ব্বে ছিলেন। তিনি অনুবীক্ষণ করিয়া আপনা ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি "অহমস্মি" এই বাক্য প্রথমে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য অহং নাম বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত কেহ সম্বোধন করিলে "এই আমি" এই কথা প্রথমে বলিয়া লোক পরে পিতৃমাতৃদত্ত তাহার নির্দ্দিষ্ট অন্য নাম বলিয়া থাকে।

যে হেতু তিনি অন্যান্য সকলের পূর্ব্বে সকল পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি পুরুষ (পুর্—উষ্) বলিয়া অভিহিত। যিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। মূলের অর্থ স্পষ্ট বুঝিবার জন্য শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য আলোচনা করা আবশ্যক। যেটুকু অংশ প্রয়োজনীয়, ভাষ্য হইতে কেবল সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করা হইল।

"সমুচ্চিত জ্ঞান ও কর্ম্ম হইতেই যে প্রজাপতিত্ব প্রাপ্তি হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

"আত্মৈব"—এখানে আত্মা শব্দে প্রজাপতি অভিহিত হইয়াছেন, যিনি প্রথম, অণ্ডজ ও শরীরী।

"ইদমগ্র আসীৎ"—বৈদিক জ্ঞান ও কর্ম্মের ফলভূত সেই প্রজাপতি শরীরান্তর উৎপত্তির পূর্ব্বে অবিভক্ত শরীরবিশিষ্ট ছিলেন।

"পুরুষবিধঃ" তিনি পুরুষাকার, মস্তক হস্তপদাদি লক্ষণবিশিষ্ট বিরাট্।

"সোঽহমস্মি" পূর্ব্ব জন্মের শ্রৌত বিজ্ঞানরূপ সংস্কারবিশিষ্ট আমি, সেই সর্ব্বাত্মা প্রজাপতি।

"স যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্‌মন ঔষৎ"—সেই প্রজাপতি পূর্ব্ব জন্মে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভাবনার অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহারা প্রজাপতি হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আসঙ্গ ও অজ্ঞান লক্ষণ প্রজাপতিত্বের প্রতিবন্ধকজনক সকল পাপকে দহন করিয়াছিলেন। "পুর" শব্দের অর্থ পূর্ব্ব এবং "উষ" ধাতুর অর্থ দহন করা।

"ওষতি হবৈ সতং যোঽস্মাৎ পূর্ব্বো বুভূষতি"—যিনি প্রজাপতি হন তিনি প্রজাপতিত্বের ইচ্ছুক অন্যকে দাহন করেন। তবে ত প্রজাপতি হই-বার ইচ্ছা বড়ই অনর্থকর। কিন্তু তাহা নহে। এখানে দহন শব্দের অর্থ উৎ-কর্ষ লাভ মাত্র।" পুরাণের যিনি বিরাট্‌পুরুষ, উপনিষদের তিনিই প্রজাপতি; তিনিই বেদের সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ পুরুষ। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভাবনা দ্বারা মনুষ্য যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হয়, সেই সকল অধিকারের মধ্যে প্রজাপতিত্বই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। দ্বিতীয় পুরুষই কল্পের ঈশ্বর। তিনিই কল্পের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, বিধান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহারই গুণ অবতার। তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া লীলা অবতার সকল কার্য্য করিয়া থাকে। তাঁহারই প্রেরণায় সমগ্র জীব জন্তু আপন আপন কার্য্য করিয়া থাকে।

ভগবান্ এক হইলেও বিরাট্‌পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডভেদে বিভিন্ন। দ্বিতীয় পুরুষ

জীব ও পরমপুরুষের মিলন স্থান। দ্বিতীয় পুরুষ জীবের চরম অধিকার এবং সেই অধিকারে ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হন।

জীব ব্রহ্মাণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করিলেও অন্য জীবের উৎকর্ষ সাধন-জন্য অবতার গ্রহণ করেন। কোনও ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এইরূপে যাঁহারা অবতার গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী এই বিরাট্পুরুষ। তিনিই আদ্য অবতার। প্রথম পুরুষ অবতারের সীমা অতিক্রম করিয়া আছেন।

অবতার।

বিরাট্ পুরুষকেই আমরা ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলিব। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে কত মহাত্মা ঈশ্বর হইবার জন্য প্রয়াস করেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভার নিজ মস্তকে বহন করিবার জন্য সমুৎসুক। সকলেই চাহেন যে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের সম্পূর্ণ অধিকার গ্রহণ করিবেন। বিশ্বই সকলের ধ্যান। বিশ্বগত সকলের কর্ম্ম। তাঁহাদের সত্তাও বিশ্বব্যাপী। তাঁহারা সকলেই বিভু। সকলেই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজনই বিরাট্ পুরুষের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্য সকলে সেই বিরাট্ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং বিশ্বের পালন জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকেই বিষ্ণুর লীলা-অবতার বলে। তাঁহাদের নিজের কিছুই প্রয়োজন নাই। এই জন্য অবতার গ্রহণ তাঁহাদের লীলা মাত্র। যদিচ বিরাট্ পুরুষ তাঁহাদের বীজ ও নিধান, তথাপি তাঁহারা বিরাট্ পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। যদ্যপি এ ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহারা বিরাট্ পুরুষ হইতে সক্ষম হন নাই, অন্য ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহারাই বিরাট্ পুরুষ হইবেন। যেমন নদ নদীর জল সমুদ্রমধ্যে পতিত হইয়া

সমুদ্রের জল বলিয়াই পরিগণিত হয়, সেইরূপ লীলা-অবতার সকল বিরাট্ পুরুষে লীন হইয়া তাঁহার সহিত অভিন্ন ভাব ধারণ করেন। তথাপি তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা আছে। সে স্বতন্ত্রতা কেবলমাত্র বিশ্বকার্য্যে পরিলক্ষিত হয়। যখন তাঁহারা অবতার গ্রহণ করেন, তখনই তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা। তাঁহাদের করুণায় জগৎ ব্যাপিত রহিয়াছে। তাঁহাদেরই কৃপাবলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, জীবের মহত্ব। তাঁহাদেরই নির্দ্দেশিত পথ অবলম্বন করিয়া জগৎ উন্নতির অভিমুখে ধাবমান হইতেছে এবং তাঁহাদের প্রভূত সত্বস্রোত জগতের মালিন্য ক্রমশঃ নষ্ট করিতেছে। তাঁহাদের অলৌকিক ভাব বুঝে, কাহার সাধ্য! কে তাঁহাদের স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারে?

ভাগবত পুরাণ একস্থলে নিম্নলিখিত অবতারগুলিকে লীলা-অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বরাহ, যজ্ঞ, কপিল, দত্তাত্রেয়, কুমার চতুষ্টয়, নর-নারায়ণ, ধ্রুব, পৃথু, ঋষভ, হয়গ্রীব, মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, হরি, বামন, হংস, মন্বন্তর অবতার, ধন্বন্তরি, পরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস, বুদ্ধ এবং কল্কি। (২-৭)

অন্যস্থলে নারদকেও লীলা-অবতার বলা হইয়াছে। (১-৩)

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ ১৩৷২৬।

যেমন ক্ষয়শূন্য সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নালী নির্গত হয়, সেইরূপ সত্বনিধি হরি হইতেও অসংখ্য অবতার প্রাদুর্ভূত হন।

ঋষি, প্রজাপতি, মনু, দেব, মহাতেজস্বী মনুপুত্র, ইহারা সকলেই হরির বিভূতি অর্থাৎ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ইঁহাদের মধ্যে প্রভূতরূপে প্রকাশিত। ইঁহাদিগকে বিভূতি অবতার বলে।

এই সকল কথা বলিয়া ভাগবতকার বলিতেছেন—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকার্দ্ধের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—
"কোন কোন অবতার পরমেশ্বরের অংশ। কোন কোন অবতার তাঁহার বিভূতি। মৎস্য আদি অবতার সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি হইলেও তাঁহারা কেবলমাত্র আত্মকার্য্যোপযোগী জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। কুমার চতুষ্টয় এবং নারদাদির মধ্যে যিনি যেরূপ অধিকারী, তাঁহার মধ্যে সেইরূপ ঈশ্বরত্বের অংশ ও কলারূপে আবেশ। কুমার আদিতে জ্ঞানের আবেশ এবং পৃথু আদিতে শক্তির আবেশ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ নারায়ণ। কারণ তাঁহাতে সকল শক্তিই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।"

ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৩।৮।

অবতার সকল আবির্ভূত হইয়া দৈত্য-পীড়িত লোকদিগকে যুগে যুগে সুখী করেন।

রজোগুণ ও তমোগুণের বৃদ্ধি দ্বারা লোক সকল দৈত্যভাবাপন্ন হয়। যুগমধ্যে এবং মন্বন্তর মধ্যে যখন আসুরিক ভাব প্রবল হয়, তখনই সত্ত্বনিধান অবতার সকল আপনার প্রভূত সত্ত্বগুণ জগতে ব্যাপিত করেন এবং বিশ্বকে অধোগতি হইতে রক্ষা করেন।

ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেবতির্য্যঙ্-নরাদিষু ॥ ১।২।৩৪।

লোকপালক ভগবান্ দেবতির্য্যক্ মনুষ্যদেহধারী লীলাবতার হইয়া সত্ত্বগুণ দ্বারাই লোককে পালন করেন।

আমরা পৌরাণিক আলোচনা দ্বারা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব, যে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর পরিমিত কল্পের এক ধারাবাহিক অধোগতি এবং এক ধারাবাহিক ঊর্দ্ধগতি আছে। প্রথম মন্বন্তর হইতে সপ্তম মন্বন্তরের কতক কাল পর্য্যন্ত অধোগতির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। মন্বন্তরের ইতিহাস পাঠে ইহার বিশেষ বিবরণ জানা যাইবে। এখন এইমাত্র জানিলেই হইবে যে, রজোগুণ

ও তমোগুণের বৃদ্ধি দ্বারাই জীবের অধোগতি। তমোগুণের চরম বৃদ্ধিই সেই অধোগতির পরাকাষ্ঠা। তামসিক রাক্ষসগণ যখন লঙ্কার রাজা, যখন রাবণ-প্রতাপে দেবগণও নতশিরস্ক, কল্পের অধোগতির তখনই চরম অবস্থা। শ্রীরামচন্দ্র অবতার গ্রহণ করিয়া সেই অধোগতির মূলে কুঠারাঘাত করেন।

প্রকৃতির স্থূল পরিণামশীলতাই কল্পমধ্যে অধোগতির কারণ। তত্ত্ব সকল উদ্ভূত হইলে জীবদেহ প্রথমতঃ সূক্ষ্মতত্ত্ব দ্বারা নির্ম্মিত হয়। কালক্রমে দেহের স্থূলতা হয় এবং তত্ত্ব সকলও স্থূল হইতে স্থূলতর হয়। জীবনিবাসভূমি পৃথিবীও ক্রমে ক্রমে জড়তার শেষ সীমায় উপনীত হয়। স্থূল উপাদান তমঃপ্রধান। আমাদের স্থূলদেহ জ্ঞানের আবরক, নিদ্রা ও আলস্যের আস্পদ। যখন কুম্ভকর্ণ ছয় মাস কাল নিদ্রিত থাকিতেন, তখনই তমোগুণের সম্পূর্ণ অধিকার। তামসিক উন্মাদগ্রস্ত রাবণ সীতাদেবীকেও অপহরণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণও তামসিক শক্তিবলে পরাভূত হইয়াছিলেন। চন্দ্র, সূর্য্যকেও রাবণের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল।

রামচন্দ্র এই অধোগতির স্রোত রুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঊর্দ্ধগতির স্রোত ধারাবাহিক করিবার জন্য অন্য অবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল।

প্রকৃতির প্রতিবিভাগকে সূক্ষ্ম পরিণামশীল করিতে পারিলেই ঊর্দ্ধগতির পথ উন্মুক্ত করা হয়। সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক ব্যবহার দ্বারা আমাদের দেহের স্থূলতা হ্রাসপর হয় এবং সেই জন্য চিত্তও অধিকতর নির্ম্মল হয়। তত্ত্ব সকল ঊর্দ্ধগামী হইলে জীব সকল স্থূল দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করিয়া সকল তত্ত্বকেই ঊর্দ্ধগামী করিয়াছিলেন। তিনি রুক্মিণী, জাম্ববতী ও সত্যভামা রূপিণী মূলপ্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বস্থিত স্বরূপশক্তির সহিত এবং কালিন্দী আদি পঞ্চ তন্মাত্রস্থিত স্বরূপশক্তির সহিত বিবাহরূপ চিরসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরষ্টধা ॥

তাঁহার প্রধান অষ্ট মহিষী অষ্টধা প্রকৃতি মধ্যে অবস্থিত নিজশক্তি। প্রকৃতির সহস্র সহস্র নিম্নতর বিভাগ, যাহাদিগকে পৃথিবী-পুত্র নরক আবদ্ধ করিয়াছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের সহিতও পরিণীত হইয়াছিলেন। বিশ্বের ঊর্দ্ধগতির জন্য ভগবান্ কি না করিয়াছেন? তিনি বিশ্বব্যাপী হইয়া ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন। প্রতি জীবের হৃদয়দেশে আসীন হইয়া প্রতি জীবকে তিনি আপনার অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার মত সর্ব্ব-শক্তিসম্পন্ন অবতার কোথায়? এই জন্য ভাগবতে বলিয়াছে,"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"। শ্রীকৃষ্ণই আমাদের ঈশ্বর। আমাদের জ্ঞান ও ভক্তি তাঁহাকে পাইলেই চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার মত দয়ালু কে আছে? কে তাঁহার মধুর চরিত্র বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে? কতদিনে পৌরাণিক কথা ছাড়িয়া কৃষ্ণকথা কহিতে পাইব? কতদিনে শুষ্ক জ্ঞানের বার্ত্তা সমাপন করিয়া মধুর কৃষ্ণপ্রেম বর্ণনা করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিব। ভক্তির দৃঢ়তার জন্য পুরাণে জ্ঞানের অবতারণা করা হইয়াছে। দাসত্বের জন্য বিশ্ব-জ্ঞানের প্রয়োজন। ভগবানের দাস হওয়াই ভগবদ্ভক্তের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই মহাত্মাদিগের পথ অনুসরণ করিয়া প্রথমে জ্ঞানের মার্গ কথঞ্চিৎ পরি-স্কৃত করিতে প্রয়াস পাইব। মহাপ্রভু চৈতন্য অবতার বিষয়ে সনাতনকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যম লীলায় বিংশতি পরি-চ্ছেদে বিবৃত রহিয়াছে। আমরা তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

"পুরুষাবতার এক লীলাবতার আর।
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার আর।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥"

১। পুরুষাবতার—

প্রথমেই করে কৃষ্ণ পুরুষাবতার।
সেই ত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার॥

* * * * *

সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগত-কারণ॥

* * * * *

সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি বীর্য্যের আধান॥
স্বাঙ্গ বিশেষাভাষ রূপে প্রকৃতি স্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ॥
তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহংকার।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার॥
সর্ব্বতত্ত্ব মিলি স্বজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন॥
এতো মহৎ স্রষ্টা পুরুষ মহাবিষ্ণু নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার লোমকূপ ধাম॥

* * * * *

এই ত কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব॥
সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একেক মূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হৈঞা॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার॥

নিজাঙ্গ স্বেদ জলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষ শয্যায় শয়ন করিল॥
তাঁর নাভিপদ্ম হইতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্ম সদ্ম॥

* * * * *

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণ অবতার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনে অধিকার॥
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদ'যারে গায়ী॥
এই দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয় তভু মায়া পার॥
তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু গুণ অবতার।
দুই অবতার ভিতর গণনা তাঁহার॥
বিরাট্ ব্যষ্টি জীবের তিঁহো অন্তর্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তিঁহো পালনকর্ত্তা স্বামী॥

তৃতীয় পুরুষের কথা আমরা পরে বলিব।

২। লীলা অবতার—

লীলা অবতার কৃষ্ণের না হয় গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ দরশন॥
মৎস্য কূর্ম্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন।
বরাহাদি লেখা যার না পায় গণন॥

৩। গুণ অবতার—

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণ অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকরি করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার॥

গুণ অবতারের কথা আমরা পরপ্রবন্ধে লিখিব।

৪। মন্বন্তর অবতার—

ব্রহ্মার এক দিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
চৌদ্দ অবতার তাহা করেন ঈশ্বর॥

তাহার পর প্রতি মন্বন্তর অবতারের নাম রহিয়াছে। মন্বন্তর বিবরণে আমরা সে সকল নাম পাইব।

৫। যুগাবতার—

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগের গণন।
শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম॥

৬। শক্ত্যাবেশাবতার—

শক্ত্যাবেশ দুই রূপে গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎ শক্ত্যে অবতার আভাস বিভূতি লিখি॥
সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম॥
বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত॥
সনকাদ্যে জ্ঞান শক্তি নারদে শক্তি ভক্তি।
ব্রহ্মায় সৃষ্টিশক্তি অনন্তে ভূধারণ শক্তি॥
শেষে স্বসেবন শক্তি পৃথুকে পালন।
পরশুরামে দুষ্টনাশ বীর্য্য সঞ্চারণ॥

———

গুণ-অবতার।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিন গুণাবতার। স্মৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য, দ্বিতীয় পুরুষই এই তিন রূপে আপনাকে বিভক্ত করেন। স্মৃষ্টির জন্য রজোগুণ অবলম্বন করিয়া তিনি ব্রহ্মা হন। স্থিতির জন্য সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া তিনি বিষ্ণু হন। এবং লয়ের জন্য তমোগুণ অবলম্বন করিয়া তিনিই শিব হন।

নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ স্মষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে॥

কালিদাসের এই স্তুতি কেবল মাত্র কবিতামূলক নহে, ইহা ত্রিমূর্ত্তি দ্বিতীয় পুরুষের যথার্থ বর্ণনা।

যদি কোনও কল্পে কোন জীব উপাসনা বলে স্মৃষ্টির অধিকার গ্রহণ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আর দ্বিতীয় পুরুষকে সে কল্পে ব্রহ্মার কায করিতে হয় না। তিনি সেই জীবে স্মৃষ্টির জন্য শক্তি সঞ্চারণ করেন।

ভক্তি মিশ্র কৃত পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন॥
গর্ভোদকশায়ীদ্বারে শক্তি সঞ্চারি।
ব্যষ্টি স্মৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি॥
কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়॥

চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যম খণ্ড। বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাক্তন কর্ম্মের গতি অনুসরণ করিয়া লোক সকলকে ও জীব সকলকে প্রকাশিত করার নাম স্মৃষ্টি।

সৃষ্ট পদার্থ সকলকে রক্ষা করা এবং দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে তাহাদিগের উৎকর্ষ সাধন করার নাম স্থিতি। পাশ্চাত্য শাস্ত্রে যাহাকে Evolution বলে, তাহা স্থিতি শব্দের আংশিক অর্থের অভিব্যঞ্জক।

প্রলয়কাল সন্নিহিত হইলে জীব সকলকে তত্ত্বরচিত অবয়ব হইতে মুক্ত করার নাম প্রলয়।

কল্প পরিমিত কাল অবলম্বন করিয়াই, এই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কথা বলা হইল। কল্পের প্রথম ভাগে সৃষ্টিবিধানের জন্য রজোগুণের প্রবলতা। সৃষ্ট পদার্থগুলি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ।

তমঃ প্রধান উদ্ভিদ্ প্রকাশ ও প্রবৃত্তি বিহীন। রজোগুণ দ্বারা পশু সকল প্রবৃত্তি সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু রাজসিক বিক্ষেপ দ্বারা তাহাদিগের চিত্ত ধূমাবৃতের ন্যায় যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ বিশিষ্ট হয়। মনুষ্য যদিও রজঃ প্রধান, তথাপি সত্ত্বের ক্রমিক আবির্ভাব ও প্রভাব বলে মনুষ্যচিত্ত প্রকাশশীল হয় এবং বিক্ষেপশূন্য হইয়া প্রবৃত্তিবিহীন হয়।

পার্থিবাদ্দারুণো ধূম স্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্॥ ভাং, পুং ১।২।২৪।

স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি ও প্রকাশ রহিত কাষ্ঠ হইতে প্রবৃত্তি স্বভাব ধূম শ্রেষ্ঠ। আবার ধূম হইতে প্রকাশময় অগ্নিশ্রেষ্ঠ সেইরূপ তমোগুণ হইতে রজোগুণ অপেক্ষাকৃত ব্রহ্মের প্রকাশ। বিক্ষেপ প্রযুক্ত ব্রহ্মের সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না। সত্ত্বগুণ হইতে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম দর্শন হয়।

তামসিক জীবকে রাজসিক করা এবং রাজসিক জীবকে সাত্ত্বিক করা স্থিতির কার্য্য।

জীব সকল সৃষ্ট হইলে ভগবান্ বিষ্ণু স্থিতিদ্বারা তাহাদিগের উৎকর্ষ সাধন করেন। কল্পের যখন অবসান হয়, তখন জীব সকলের মৃত্যু হয়। সে মৃত্যু প্রলয়কালব্যাপী। আমরা যাহাকে মৃত্যু বলিয়া জানি, তাহাতে স্থূলদেহের ও

প্রেত দেহের নাশ হয়। স্বর্গলোকোপযোগী দেহের নাশ হয় না। কিন্তু প্রলয় কালে স্বর্গলোকেরও নাশ হয়। এই জন্য প্রালয়িক মৃত্যুতে কেবলমাত্র জীবের সংস্কার সকল উৰ্দ্ধতন লোকে লীন হয়। মহাদেব এই প্রলয় ক্রিয়ার অধিনায়ক।

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও, বিষ্ণু ও শিব সৃষ্টিকার্য্যের সহায়ক। এক হইতে নানা ভাবের উৎপত্তি, প্রাণবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন সৃষ্টিকার্য্যের অন্তর্গত। আবার প্রাণবৃত্তিদ্বারা যে সকল রস দেহমধ্যে আকর্ষণ করা যায়, তাহাতেই দেহ রক্ষা ও জীবন রক্ষা হয়। এই রক্ষা স্থিতি ক্রিয়ার অন্তর্গত এবং ভগবান্ বিষ্ণুই প্রাণরূপে সকলকে রক্ষা করিতেছেন। যদি জীব সকল রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে তাহারা সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ বিষয় গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ঐ সকল বিষয় সংস্কাররূপে যদি জীবমধ্যে সঞ্চিত না হয়, তাহা হইলে প্রতি জন্মেই জীবকে একই সংস্কার সঞ্চয় করিতে হয়। তাহা হইলে সৃষ্টির বৈচিত্র্য হয় না। আজ যে জীব পশুযোনিতে আবদ্ধ, সে কল্য মনুষ্য হইতে পারে না। পূর্ব্বকল্পের জীব-অদৃষ্ট বিকাশিত হইতে সমর্থ হয় না। ভগবান্ বিষ্ণু সৃষ্টজীবের সংস্কার সকলকে রক্ষা করেন। সেইজন্য সংস্কারের উন্নতি হইতে পারে। আবার যদি তামসিক মহাভূতের সহিত জীব চিরসম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রস্তরাদির আকার ধারণ করিয়াই কাল অতিবাহিত করিতে হয়। আজ যে পার্থিব উপাদান প্রস্তরখণ্ডে বিরাজিত, শত বৎসর পরেও সেই উপাদান উহাতে অবস্থিতি করিবে। কিন্তু তরুলতার যে উপাদান আজ আছে, কিছুদিন পরে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে। তরুলতা কালে শুকাইয়া যাইবে। পশু পক্ষী কিছুদিন জীবিত থাকে। পরে তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু, নাশ, পরিণাম ও পরিবর্ত্তন দ্বারা তামসিক দেহের সহিত চিরসম্বন্ধ বিনষ্ট হয়, দেহের ও সৃষ্টির বিচিত্রতা হয় এবং গুণ পরিণাম-

দ্বারা জীব উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হয়। জীবের উৎকর্ষ সাধন জন্য এই নাশ ক্রিয়া অত্যন্ত আবশ্যক! মহাদেব সৃষ্টি ও স্থিতি দুয়েরই সহায়ক।

প্রলয়কালে মহাদেব রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া নামরূপ বিশিষ্ট পদার্থ মাত্রের নাশ করেন এবং আদিত্যরূপী বিষ্ণু সেই কালে রক্ষণোপযোগী সংস্কার ও তত্ত্ব সকলকে রক্ষা করেন।

সৃষ্টিকার্য্যে রজোগুণের আধিক্য জন্য ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলে। স্থিতি-কার্য্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য জন্য বিষ্ণুকে পালন কর্ত্তা বলে এবং লয়কালে তমোগুণের আধিক্য জন্য মহাদেবকে প্রলয়কর্ত্তা বলে।

প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কার্য্য আমাদিগের মধ্যে প্রতীয়মান হইতেছে। নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য এ সকল তমোগুণের, বিক্ষেপ রজোগুণের, প্রসন্নতা ও শান্তি সত্ত্বগুণের কার্য্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই তিন অবতারই আমাদের উপর নিত্য আপন আপন অধিকার স্থাপন করিয়া আছেন। আমাদের যে কোন বৃত্তি, যে কোন কার্য্য, যে কোন জ্ঞান, সকলই তাঁহাদের হইতে। তাঁহারা তিন হইয়াও এক। কেবল আমাদের বিভিন্ন কার্য্যের জন্য এক পুরুষকে তিন হইতে হইয়াছে।

এইবার আমরা তৃতীয় পুরুষের বিচার করিব।

তৃতীয় পুরুষ।

"তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থম্"। প্রথম পুরুষ তত্ত্ব সকলের আত্মা ও ঈশ্বর। দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা ও ঈশ্বর। তৃতীয় পুরুষ সকল জীবের আত্মা ও ঈশ্বর। তিনি সকল ভূতের অন্তঃস্থ হইয়া সকল ভূতকে যন্ত্রের ন্যায় চালাইতেছেন। তাঁহারই প্রেরণায় জীব সকল উদ্ভিদাদি বিভিন্ন আকার

ধারণ করে এবং তাঁহারই চিৎশক্তি প্রভাবে জীবের দৈহিক ব্যাপার ও ইন্দ্রিয়জনিত সংজ্ঞা লাভ হয়।

আমরা পূর্ব্বে জানিয়াছি যে, বিরাট পুরুষ আপনাকে "একধা দশধা ত্রিধা" বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই বিভাগ দ্বারাই দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষে পরিণত হন। এ বিভাগ কেবল জীবের উদ্দেশ্য সাধনার্থ।

তিনি প্রাণবৃত্তি দ্বারা "দশধা," ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা "ত্রিধা" এবং হৃদয়-বৃত্তি দ্বারা "একধা" বিভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

খনিজ ও উদ্ভিদে পুরুষের চৈতন্য কেবল প্রাণরূপেই প্রকাশিত হয়। প্রাণরূপী তৃতীয় পুরুষ, গাঢ় তমসাচ্ছন্ন খনিজ ও উদ্ভিদকেও ব্যাপার সম্পন্ন করেন। পরে তিনি পশু দেহ বিশিষ্ট জীবে ইন্দ্রিয় জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হন এবং মনুষ্যের হৃদয়গহ্বরে তিনি আপনাকেও প্রকাশিত করেন। ভগবান অর্জ্জুনকে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব বিশিষ্ট আপনাকে জানিতে শিখাইয়াছিলেন। সে কেবল তৃতীয় পুরুষের শিক্ষা।

ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান, আত্মা, ভূত ও দেবতা এই তিনের অপেক্ষা করে। বাহিরের রূপ অর্থাৎ দর্শনের বিষয় না থাকিলে দর্শন হয় না। রূপই দর্শনজ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ অধিভূত (Object)। আত্মমধ্যে রূপপ্রকাশক ইন্দ্রিয় না থাকিলে, রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। নয়ন-ইন্দ্রিয় (নেত্র-গোলক নহে) দর্শন জ্ঞানের অধ্যাত্ম। শাস্ত্র অনুসারে, কোনও বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়জ্ঞান-লাভের জন্য কোন বিশিষ্ট দেবতার সহকারিতা চাই। অধিদেবতা বলিয়া যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের প্রবর্ত্তক। ভাগবতে ঐ সকল দেবতাকে বৈকারিক দেব বলা হইয়াছে। দশ ইন্দ্রিয়ের দশ অধিদেব। দর্শনজ্ঞানের সহায়ক সূর্য্যদেব।

বৈকারিকান্মনো জজ্ঞে দেবা বৈকারিকা দশ।
দিগ্বাতার্ক প্রচেতোঽশ্বি-বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র-মিত্রকাঃ॥ ভা, পু, ২-৬-৩০

দশ ইন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয়। ইহা ভিন্ন চারি অন্তরিন্দ্রিয় আছে—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। চারি অন্তরিন্দ্রিয়েরও চারি অধিদেবতা আছে। সর্ব্ব শুদ্ধ চতুর্দ্দশ অধিদেবতা ও চতুর্দ্দশ প্রকার ইন্দ্রিয়জ্ঞান। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় জ্ঞান অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব এই ত্রিপুটীবিশিষ্ট। বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য চতুর্দ্দশ ত্রিপুটীর বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

অধিদৈবতমধ্যাত্মমধিভূতমিতি ত্রিধা।
একং ব্রহ্ম বিভাগেন ভ্রমাদ্ভাতি ন তত্ত্বতঃ॥
ইন্দ্রিয়ৈরর্থ-বিজ্ঞানং দেবতানুগ্রহান্বিতৈঃ।
শব্দাদি বিষয়ং জ্ঞানং তজ্জাগরিতমুচ্যতে॥
শ্রোত্রমধ্যাত্মমিত্যুক্তং শ্রোতব্যং শব্দলক্ষণম্।
অধিভূতং তদিত্যুক্তং দিশস্তত্রাধিদৈবতম্॥
ত্বগধ্যাত্মমিতি প্রোক্তং স্পৃষ্টব্যং স্পর্শলক্ষণম্।
অধিভূতং তদিত্যুক্তং বায়ুস্তত্রাধিদৈবতম্॥
চক্ষুরধ্যাত্মমিত্যুক্তং দ্রষ্টব্যং রূপলক্ষণম্।
অধিভূতং তদিত্যুক্তমাদিত্যোত্রাধিদৈবতম্॥ ইত্যাদি।

পঞ্চীকরণ-বার্ত্তিক।

এক ব্রহ্ম ভ্রমপ্রযুক্ত অধিদৈবত, অধ্যাত্ম ও অধিভূত এই তিন প্রকার বিভাগবিশিষ্ট বলিয়া অনুভূত হন। বাস্তবিক তাহা নহে। দেবতাদিগের অনুগ্রহবিশিষ্ট ইন্দ্রিয় হইতে অর্থের অর্থাৎ বিষয়ের জ্ঞান হয়। শব্দাদি বিষয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহাই জাগ্রৎ অবস্থার জ্ঞান। শব্দসম্বন্ধে শ্রোত্র ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, শ্রোতব্য শব্দ অধিভূত এবং দিক্-অভিমানিনী দেবতা অধিদৈবত। স্পর্শ সম্বন্ধে, ত্বক্ ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, স্পর্শ লক্ষণ স্পৃষ্টব্য বিষয় অধিভূত এবং বায়ু অধিদৈবত। দৃষ্টি সম্বন্ধে, চক্ষুরিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রূপলক্ষণ দ্রষ্টব্য বিষয় অধিভূত এবং আদিত্য অধিদৈবত। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিচার আছে।

তৃতীয় পুরুষই আমাদিগকে সৃষ্টিপ্রবণ কালে প্রাণবৃত্তির সীমায় আবদ্ধ করেন। তখন আমাদের দেহবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তি থাকে না। আবার তিনিই আমাদিগকে সেই সীমা অতিক্রম করিয়া, ইন্দ্রিয়বৃত্তির সীমা মধ্যে যাইতে সক্ষম করেন। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা উন্নত, তাঁহারা হৃদয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস করেন। তৃতীয় পুরুষ প্রতি জীবের কর্ত্তা। তিনি মহত্তত্ত্বের ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া, এবং মহত্তত্ত্ব নিহত জীব কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া, প্রতি জীবকে সংসারের রঙ্গভূমিতে প্রেরণ করেন। তিনি প্রতি জীবের অন্তর্যামী হইয়া প্রতি জীবকে পালন করেন।

প্রথম পুরুষকে কারণাব্ধিশায়ী বলে। দ্বিতীয় পুরুষকে গর্ভোদকশায়ী, এবং তৃতীয় পুরুষকে ক্ষীরোদকশায়ী বলে।

প্রথম পুরুষের ঈক্ষণ দ্বারা তত্ত্ব সকল উদ্ভূত বা অনুপ্রাণিত হয়। তত্ত্ব সকল জগতের উপাদান কারণ। তত্ত্ব সকলের সৃষ্টিকে কারণ সৃষ্টি বলে। এই জন্যই প্রথম পুরুষ কারণাব্ধিশায়ী। এই তত্ত্ব সকল হইতে অনেক ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। এই জন্য প্রথম পুরুষ অনেক ব্রহ্মাণ্ডের পুরুষ।

দ্বিতীয় পুরুষ তত্ত্ব সকলকে স্বীয় শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করিলে যে সমুদ্র উৎপন্ন হয়, তাহার জলকে গর্ভোদক বলে। সেই জলে, মহত্তত্ত্বের ক্ষেত্রে অনুশায়ী জীবসকল গর্ভরূপে অবস্থিতি করে। মহত্তত্ত্ব-নিহিত জীব কর্ম্ম সেই সময়ে সজীব হয়, তাই ভাবী জীবের গর্ভ সঞ্চার হয়। দ্বিতীয় পুরুষের শক্তি দ্বারা তত্ত্ব সকল তখন জীবদেহ রচনা করিতে সমর্থ হয়। সেই জন্যই জীব কর্ম্ম প্রবুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় পুরুষ কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। সেই ব্রহ্মাণ্ডে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রূপে প্রকাশিত হন।

পুরুষোঽণ্ডং বিনির্ভিদ্য যদাসৌ স বিনির্গতঃ।
আত্মনোঽয়ন মন্বিচ্ছন্নপোঽস্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচিঃ॥ ভা, পু, ২-১০-১০।

দ্বিতীয় পুরুষ অণ্ড নির্ভেদ করিয়া যখন নির্গত হইয়াছিলেন, তখন তিনি আপনার স্থান অন্বেষণ করিয়া পবিত্র জলের (গর্ভোদকের) সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তাস্ববাৎসীৎ স্বসৃষ্টাসু সহস্রং পরিবৎসরান্।

তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ॥ ২—১০—১১।

তিনি সেই জলে সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার নাম "নারায়ণ।" নার (গর্ভ-জল)+অয়ন (স্থান)। নারায়ণ দ্বিতীয় পুরুষের নাম।

তৃতীয় পুরুষ যখন বিষ্ণু রূপে জীব পালন করেন, তখনই তিনি ক্ষীরোদশায়ী। সত্ত্বনিধান, জীবপালক বিষ্ণু ক্ষীর সমুদ্রে অবস্থিতি করেন। ক্ষীরোদক পৃথিবীর মধ্যে সত্ত্ব গুণের আস্পদ তাই তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী। তৃতীয় পুরুষ কোনও এক পৃথিবীর ঈশ্বর Planetary Logos দ্বিতীয় পুরুষ কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর (Logos of the solar system). প্রথম পুরুষ অনেক ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর।

সেই পুরুষ (প্রথম) বিরজাতে করেন শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগত কারণ॥
কারণাব্ধি পারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোম নাহি গতি॥

* * * *

হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যারে গায়ী॥
এই দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয় তভু মায়াপার॥

তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু গুণ অবতার।

দুই অবতার ভিতর গণনা তাহার॥

(অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষকে পুরুষাবতার বলাও চলে, এবং গুণ-অবতার বলাও চলে।)

বিরাট্ ব্যষ্টি জীবের তিহোঁ অন্তর্যামী।

ক্ষীরোদকশায়ী তিহোঁ পালনকর্ত্তা স্বামী॥

ব্রহ্মা ও লোকপদ্ম।

সোঽন্তঃশরীরেঽর্পিতভূতসূক্ষ্মঃ কালাত্মিকাং শক্তিমুদীরয়াণঃ।

উবাস তস্মিন্ সলিলে পদে স্বে যথানলো দারুনিরুদ্ধবীর্য্যঃ॥ভা,পু,৩।৮।১২।

যখন এই বিশ্ব একার্ণব জলে নিমগ্ন ছিল, তখন নারায়ণ সেই আত্ম-অধিষ্ঠান জলে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃশরীরে ভূতসূক্ষ্ম নিহিত ছিল। অর্থাৎ ভূত সকল সৃষ্টির পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে তাঁহাতে নিহিত ছিল। তিনি ভূতসৃষ্টির সহকারী কালশক্তিকে জাগরিত করিয়াছিলেন। অগ্নি যেরূপ নিরুদ্ধবীর্য্য হইয়া কাষ্ঠে অবস্থিতি করে, তিনিও সেইরূপ ভূতসৃষ্টির পূর্ব্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

চতুর্যুগানাঞ্চ সহস্রমপ্সু স্বপন্ স্বয়োদীরিতয়া স্বশক্ত্যা

কালাখ্যয়া সাদিতকর্ম্মতন্ত্রো লোকানপীতান্ দদৃশে স্বদেহে॥ ৩।৮।১২।

চতুঃসহস্রযুগ নারায়ণ জলমধ্যে নিদ্রিত ছিলেন। তাহার পর তিনি কালাখ্য আত্মশক্তিকে প্রবোধিত করিয়া কর্ম্ম-পরায়ণ হইয়াছিলেন। তখন তিনি আপনার দেহমধ্যে লীন লোক সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন।

তস্যার্থসূক্ষ্মাভিনিবিষ্টদৃষ্টে রন্তর্গতোর্থো রজসা তনীয়ান্।
গুণেন কালানুগতেন বিদ্ধঃ সূষ্যংস্তদা ভিন্নত নাভিদেশাৎ॥৩।৮।১৪।

নারায়ণ অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম অর্থসমূহে দৃষ্টি নিবেশ করিলে, অন্তর্গত সেই অর্থ কালানুযায়ী রজোগুণ দ্বারা ক্ষোভিত হইয়া তাঁহার নাভিদেশ হইতে একটি সূক্ষ্মপদার্থরূপে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

স পদ্মকোষঃ সহসোদতিষ্ঠৎ কালেন কর্ম্মপ্রতিবোধনেন।
স্বরোচিষা তৎসলিলং বিশালং বিদ্যোতয়ন্নর্ক ইবাত্মযোনিঃ ॥৩।৮।১৫।

জীবের অদৃষ্ট কালকর্ত্তৃক প্রতিবোধিত হইলে, সেই সূক্ষ্ম পদার্থ পদ্ম-কোষরূপে সহসা উত্থিত হইয়াছিল। তখন সূর্য্যের ন্যায় আত্মজ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া সেই পদ্মকোষ বিশাল জলরাশিকে আলোকিত করিয়াছিল।

তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণাবভাসম।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা স্বয়ংভুবং যং স্ম বদন্তি সোঽভূৎ॥ ৩।৮।১৬।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, এই সাত লোক। সপ্তলোকাত্মক সেই পদ্মে জীবভোগ্য সকল পদার্থ ই প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু সেই পদ্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুদ্বারা অধিষ্ঠিত সেই পদ্মমধ্যে, স্বয়ং বেদময় বিধাতা, যাঁহাকে স্বয়ম্ভু বলিয়া লোকে নির্দ্দেশ করে, আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (পাদ্মকল্পের এই বিবরণ। পূর্ব্ব কল্পের অন্তে ব্রহ্মা, নারায়ণের সহিত নিদ্রাবস্থায় একীভূত হইয়াছিলেন। পাদ্মকল্পে নারায়ণ জাগরিত হইলে পদ্মমধ্যে তিনি ব্রহ্মাকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। শ্রীধর।)

শত বৎসর কাল ব্রহ্মা সেই সমগ্র লোক পদ্ম এবং সেই পদ্মের মূল জানিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বহির্মুখ বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া জানিতে সমর্থ হন নাই। পরে শত বৎসর কাল সমাধিযোগে আরূঢ় হইয়া,

তিনি অন্তর্হৃদয় মধ্যে যাহা যাহা অন্বেষণ করিয়াছিলেন, সকলই দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ভগবান কমলযোনি তখন আপনার অধিষ্ঠান পদ্মকে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং হৃতবীর্য্য প্রলয় বায়ুদ্বারা কম্পিত একার্ণব জলের তত্ত্বও জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তখন সমৃদ্ধবিজ্ঞান বলদ্বারা সেই জল ও বায়ুকে পান করিয়াছিলেন। (৩।১০।৫ এবং ৬)

তদ্বিলোক্য বিয়দ্ব্যাপি পুষ্করং যদধিষ্ঠিতম্।
অনেন লোকান্ প্রাগ্লীনান্ কল্পিতাস্মীত্যচিন্তয়ৎ॥ ৩।১০।৭।

আকাশব্যাপী আত্ম-অধিষ্ঠিত সেই পদ্ম অবলোকন করিয়া, ব্রহ্মা চিন্তা করিলেন, যে সেই পদ্ম হইতে প্রলয়বশতঃ লীন তিন লোককে সৃষ্টি করিবেন। ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ, এই তিন লোক প্রতিকল্পে নাশপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিগের সংস্কার উর্দ্ধতন লোকে লীন হয়। সেই সংস্কার অবলম্বন করিয়া, প্রতিকল্পে, ব্রহ্মা ত্রিলোকী সৃষ্টি করেন। মহঃ, জন, তপঃ এবং সত্য এই চারিলোক, কল্পান্তে এবং কল্পমধ্যে একভাবে অবস্থিতি করে। সপ্তপাতাল ভূর্লোকের অন্তর্গত। কিংবা তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ধরিতে গেলে চতুর্দ্দশ লোক।

পদ্মকোষং তদাবিশ্য ভগবৎকর্ম্মচোদিতঃ।
একং ব্যভাঙ্ক্ষীৎ উরুধা ত্রিধা ভাব্যং দ্বিসপ্তধা॥ ৩।১০।৮।

ভগবান্ কর্তৃক কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রেরিত ব্রহ্মা পদ্মকোষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই লোকপদ্মকে ত্রিলোকীরূপে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন।

এতাবান্ জীবলোকস্য সংস্থাভেদঃ সমাহৃতঃ।
ধর্ম্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ॥ ৩।১০।৯।

ত্রিলোকী বিভাগের কারণ এই যে জীবের ভোগ স্থানের জন্য তিনলোকের রচনা আবশ্যক। সত্যলোক নিষ্কাম ধর্ম্মের বিপাক বা ফলস্বরূপ। (শ্রীধর-

স্বামী বলেন যে এখানে সত্যলোক শব্দে মহঃ, জন এবং তপঃ লোককেও বুঝিতে হইবে।) অর্থাৎ কেবল মাত্র নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে লোকে মহঃ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন লোকে যাইবার অধিকারী হয়। কার্য্য কর্ম্ম দ্বারা কেবল মাত্র ত্রিলোকী মধ্যে জীব কর্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ হয়। সকাম কর্ম্ম ফলোন্মুখ হইলেই ত্রিলোকীর উৎপত্তি হয়। সেই ফলভোগোপযোগী কালের অবসান হইলে, ত্রিলোকীর নাশ হয়। এই জন্য প্রতিকল্পে ত্রিলোকীর উৎপত্তি ও নাশ হয়। মহঃ প্রভৃতি ঊর্দ্ধলোকবাসীদিগের উপাসনা সমুচিত নিষ্কাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মবলে দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের নাশ হয় না। এবং সেই কাল পরে ঐ সকল লোকবাসী জীবের মুক্তি হয়।

এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

এই সুপ্রসিদ্ধ ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তের শেষচরণ অবলম্বন করিয়া ভাগবত পুরাণে লিখিত হইয়াছে।

অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধসু॥ ২।৬।১৮।

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকার্দ্ধের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—

কালত্রয়বর্ত্তী সকল প্রাণী ঈশ্বরের এক পাদ। "ঈশ্বরের অপর ত্রিপাদ অমৃত অর্থাৎ নিত্য সুখদ। সেই ত্রিপাদ ঊর্দ্ধলোকে অবস্থিত। ত্রিলোকীর মধ্যে নহে। ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক এই তিনের মস্তকে মহর্লোক অবস্থিত। মহর্লোকের মস্তকোপরি জন, তপঃ ও সত্যলোক অবস্থিত। এই উপরিতন তিন লোকে যথাক্রমে অমৃত, ক্ষেম ও অভয় নিহিত আছে। ত্রিলোকীবাসীদিগের সুখ নশ্বর। মহর্লোকবাসীদিগের ক্রমমুক্তি লাভ হইলেও, কল্পের অন্তে তাঁহাদিগকে স্থান ত্যাগ করিতে হয়। এই জন্য তাঁহাদিগের সুখ অবিনাশী সুখ নহে। কারণ ভাগবতে লিখিত আছে যে,

যখন প্রলয়কালে সঙ্কর্ষণের মুখাগ্নিদ্বারা ত্রিলোকী দগ্ধ হয়, তখন তাহার তাপে পীড়িত হইয়া মহর্লোকবাসী ভৃগু আদি ঋষি জনলোকে গমন করেন। জনলোকবাসীদিগের 'অমৃত' অর্থাৎ অবিনাশী সুখ। কারণ যাবজ্জীবন তাঁহাদিগকে স্বস্থান পরিত্যাগ করিতে হয় না। কিন্তু কল্পান্তে ত্রিলোকদাহ পীড়িত মহর্লোকবাসিগণ জনলোকে আগমন করিলে, জনলোকবাসীদিগকে অক্ষেম অর্থাৎ অমঙ্গল দর্শন করিতে হয়। তপোলোকে সেই অমঙ্গলের অভাব। এইজন্য তপোলোকে 'ক্ষেম' নিহিত আছে। সত্যলোকে "অভয়" অর্থাৎ মোক্ষ নিত্য সন্নিহিত।"

ব্রহ্মা ত্রিলোকী ও ত্রৈলোক্যবাসীদিগকেই প্রতিকল্পে সৃষ্টি করেন। তিনি ত্রিলোকীর সৃষ্টি করিলে ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পর তিনি ত্রিলোকীবাসী জীব সমূহকে যথাক্রমে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা ত্রৈলোক্যবাসী জীবসমূহের দুঃখে কাতর হইয়া সদ্যোমুক্তিকেও অবহেলা করেন, তাঁহারা আপন আপন অধিকার অনুসারে উর্দ্ধতন লোক সমূহে বাস করেন। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা মুক্তির প্রার্থী নহেন।

সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যথামৃতঃ পুরুষোঽহ্যব্যয়াত্মা।

বিগত রজ হইয়া তাঁহারা সূর্য্যের মধ্য দিয়া সেই দেশে গমন করেন, যেখানে অমৃত, অব্যয়াত্মা পুরুষ বিরাজিত আছেন। কল্পের প্রারম্ভে ব্রহ্মার সহিত সেই সকল যোগেশ্বর, যোগপ্রবর্ত্তক কুমারাদি সিদ্ধগণ ও ঋষিগণ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া আপন আপন অধিকারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আদ্যঃ স্থিরচরাণাং যো বেদগর্ভো মহর্ষিভিঃ।
যোগেশ্বরৈঃ কুমারাদ্যৈঃ সিদ্ধৈর্যোগপ্রবর্ত্তকৈঃ॥ ৩।৩২।১২।
ভেদদৃষ্ট্যাভিমানেন নিঃসঙ্গেনাপি কর্ম্মণা।
কর্ত্তৃত্বাৎ সগুণং ব্রহ্ম পুরুষং পুরুর্ষভম্॥ ৩।৩২।১৩।

স সংস্মৃত্য পুনঃ কালে কালেনেশ্বরমূর্ত্তিনা।
জাতে গুণব্যতিকরে যথাপূর্ব্বং প্রজায়তে ॥ ৩।৩২।১৪।

সেই সকল মহাত্মারা যে লোকে বাস করেন, সেখানে কোনরূপ শোক নাই, আনন্দের উৎস সেখানে স্বতঃ অকুণ্ঠভাবে প্রবাহিত। কিন্তু সেই আনন্দের অপার সমুদ্রে অবস্থিতি করিয়াও, তাঁহারা জীবের দুঃখে কাতর।

ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যু
র্নার্ত্তি র্ন চোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিৎ।
যচ্চিত্ততোদঃ কৃপয়াহনিদং বিদাং,
দুরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ ॥ ২।২।২৭।

যেখানে শোক নাই, যেখানে জরা নাই, যেখানে মৃত্যু নাই, যেখানে কাতরতা নাই, যেখানে ভয় নাই। কিন্তু যেখানে একমাত্র মনঃপীড়া আছে। যাহারা ভগবানের উপাসনা জানে না, তাহাদিগের দুরন্ত দুঃখ অনুদর্শন করিয়া করুণা বশতঃ সেই এক মনঃপীড়া।

সেই পরম কারুণিক ঋষিগণের চরণে শত শত নমস্কার। তাঁহাদের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়াই ত্রৈলোক্যবাসিগণ এ পর্য্যন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। আবার তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যে সকল মহাত্মা তাঁহাদিগের ন্যায় অধিকার গ্রহণে উৎসুক, তাঁহাদিগেরও চরণে কোটি কোটি নমস্কার।

এইবার দশবিধ সৃষ্টির বিষয় আমরা বর্ণনা করিব।

দশবিধ সৃষ্টি।

সৃষ্টি প্রাকৃত ও বৈকৃত ভেদে দ্বিবিধ। যাহা ব্যাপক অর্থাৎ যাহা নানাজীবে এককালে থাকিতে পারে, যাহা দ্বারা জীবের প্রাকৃতিক

অংশ সংগঠিত হয়, এবং ইন্দ্রিয়শক্তি পরিচালিত হয় তাহাই প্রাকৃত সৃষ্টি। প্রাকৃত উপাদান সকল বিকার প্রাপ্ত হইয়া জীবশরীর রচনা করে এবং প্রাকৃতদেব সকল জীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধিনায়ক হয়। দেহেন্দ্রিয়াদি সম্পন্ন জীবই বৈকৃত সৃষ্টি। যাহাকে প্রাকৃত বলা চলে না, অথচ বৈকৃত বলা চলেনা, এইরূপ উভয়াত্মক সৃষ্টিকে কুমারসৃষ্টি বলে। সনৎকুমারাদি যে সকল কুমারের কথা আমরা শুনিয়া থাকি, তাঁহারা আমাদের মত দেহাদিবিশিষ্ট নহেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সকল স্থানে যাইতে পারেন এবং সকল দেহে প্রবেশ করিতে পারেন। তাঁহারা দেহদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। ত্রিলোকীর কোন স্থান তাঁহাদের গতি অবরোধ করিতে পারেনা। তাঁহারা মৃত্যুর সীমার বহির্ভূত। সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহারা নিশ্চেষ্ট থাকেন। কিন্তু যে সকল মানসিক বৃত্তি দ্বারা মনুষ্য পশু হইতে ভিন্ন তাঁহারা সেই সকল বৃত্তির সঞ্চার করেন। তাঁহারা দেবভাবাপন্ন এবং মনুষ্যদিগকে দেব-ভাবাপন্ন করেন। শ্রীধরস্বামী বলেন,—

"সনৎকুমারাদীনাং সর্গস্তু প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চ দেবত্বেন মনুষ্যত্বেন চ সৃজ্য ইত্যর্থঃ।" (ভাঃ, পুঃ, ৩—১০—২৫ শ্লোকের টীকা)।

অর্থাৎ সনৎকুমার আদির সৃষ্টি প্রাকৃত এবং বৈকৃত উভয়ই বলা চলে, কারণ তাঁহারা দেবতাদিগের ন্যায় অপ্রতিহত গতি বিশিষ্ট অথচ মনুষ্য দিগের ন্যায় অন্তঃকরণ সম্পন্ন। তাঁহাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই অন্তর্মুখ ও সত্ত্বপ্রধান এবং তাঁহাদেরই শক্তিবলে আমরা বিশুদ্ধ চিত্ত লাভ করি।

প্রাকৃত সৃষ্টি ছয় প্রকার।

(১) মহত্তত্ত্ব।

(২) অহঙ্কার-তত্ত্ব।

(৩) পঞ্চ তন্মাত্র।

(৪) জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়।

(৫) ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বৈকারিক দেবসকল এবং মন। বৈকারিক দেব সকলকেই অধিদেবতা বলে।

(৬) পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যা (অবিদ্যা, অস্মিতা, ইত্যাদি) এই সকল সৃষ্টির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বৈকৃত সৃষ্টি তিন প্রকার। ঊর্দ্ধস্রোতঃ, তির্য্যক্‌স্রোতঃ এবং অর্ব্বাক্‌ স্রোতঃ।

(৭) ঊর্দ্ধস্রোতঃ। যাহাদের আহার ঊর্দ্ধে সঞ্চালিত হয়, তাহাদিগকে ঊর্দ্ধস্রোতঃ বলে। বৃক্ষ লতাদি ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করে এবং সেই রস ঊর্দ্ধে প্রবাহিত হয়।

"উৎস্রোতসস্তমঃ প্রায়াঃ অন্তস্পর্শা বিশেষিণঃ।" ৩।১০।২০

বৃক্ষাদি স্থাবর সৃষ্টি তমঃপ্রধান। ইহাদের জ্ঞান এরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যে ইহারা বাহিরের কোন পদার্থকে জানিতে পারে না। রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দের গ্রহণ ইহারা করিতে পারে না। কিন্তু ইহাদের স্পর্শ জ্ঞান আছে। সে স্পর্শজ্ঞানও অন্তর্নিহিত। ঊর্দ্ধস্রোতঃ সৃষ্টির মধ্যে নানা প্রকার ভেদ আছে।

(৮) তির্য্যক্‌স্রোতঃ। যাহারা আহার করিলে ভক্ষিত দ্রব্য বক্রভাবে শরীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে তির্য্যক্‌স্রোতঃ বলে। পশু, পক্ষীর শরীর কিছু না কিছু বক্র। তাহাদের খাদ্য মুখ হইতে পাকস্থলী প্রবেশ করিতে হইলে, কিছু না কিছু তির্য্যক্‌ ভাবে গমন করে।

"অবিদো ভূরি তমসো ঘ্রাণজ্ঞো হৃদ্যবেদিনঃ।" ৩।১০।২১

পশু পক্ষীর কল্য কি হইবে, সে জ্ঞান থাকেনা। আহারাদিই তাহাদের এক মাত্র নিষ্ঠা। তাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রবল এবং ঘ্রাণশক্তিদ্বারা তাহারা ইষ্ট অর্থ জানিতে পারে। তাহাদিগের হৃদয় বৃত্তি নাই। এই জন্য তাহারা দীর্ঘ অনুসন্ধানশূন্য।

(৯) অর্ব্বাক্ স্রোতঃ। যাহাদের আহার-সঞ্চার নিম্নগামী তাহারাই অর্ব্বাক্ স্রোতঃ। এই নবম সৃষ্টি একবিধ। এই সৃষ্টিকেই মনুষ্য সৃষ্টি বলে।

"রজোঽধিকাঃ কর্ম্মপরা দুঃখে চ সুখমানিনঃ।" ৩।১০।২৪

মনুষ্য রজোগুণ প্রধান, কর্ম্মপরায়ণ এবং বাস্তবিক দুঃখপ্রদ বিষয়কে সুখময় মনে করিয়া থাকে।

(১০) দশম সৃষ্টি সত্ত্বপ্রধান কুমারসৃষ্টি। এই সৃষ্টির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

লাঙ্গুল লইয়া কিংবা মস্তিষ্কের পরিমাণ লইয়া মনুষ্য ও পশুর বাস্তবিক ভেদ নহে। এবং বৃক্ষলতাদি স্থাবর হইলেও তাহারা চৈতন্যবিহীন নহে। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ লইয়াই জীবের প্রকৃত ভেদ। তমোগুণ দ্বারা যাহাদের চৈতন্য প্রভূত পরিমাণে আবৃত হয়, তাহাদিগকে স্থাবর জীব বলে। যাহাদিগের জ্ঞানশক্তি তমোগুণ দ্বারা আবৃত হইলেও, যাহারা বাহ্য পদার্থের গ্রহণ করিতে পারে, তাহাদিগকে পশু পক্ষী বলে। মনুষ্য রজোগুণ প্রধান। রজোগুণ প্রশমিত হইলে, মনুষ্য কুমারপদবী লাভ করিতে পারে।

পূর্ব্বে বৈকারিক দেবগণের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ত্রিলোকী-মধ্যে অন্যান্য দেবতা আছেন। এই সকল দেবতা প্রাকৃত সৃষ্টির অন্তর্গত নহেন। বিকৃত দেবসৃষ্টি অষ্ট বিধ।

স্বর্গলোকবাসী বিবুধগণ অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ এবং অসুরগণ এই তিন একজাতীয় দেবতা। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা চতুর্থ। যক্ষ ও রাক্ষস পঞ্চম। ভূত, প্রেত ও পিশাচ ষষ্ঠ। সিদ্ধ,চারণ ও বিদ্যাধর সপ্তম। কিন্নরাদি অষ্টম।

দেব সৃষ্টির অন্তর্গত বলিয়া, বিকৃতদেবগণ স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই।

"অয়ন্তু ততোন্যূনত্বাৎ বৈকৃতঃ। দেবসর্গত্বাৎ তদন্তর্ভূতশ্চ।"

প্রাকৃত দৈব অপেক্ষা এই সকল দেব ন্যূনশক্তিসম্পন্ন। এই জন্য ইহা-

দিগকে বিকৃত দেব বলা যায়। কিন্তু দেবতা বলিয়া প্রাকৃত দেব সৃষ্টির অন্তর্ভূত। বাস্তবিক এই সকল দেবতা এই ব্রহ্মাণ্ডেই কোন কালে মনুষ্য ছিল।

ত্রিলোকীবাসী অন্যান্য জীব যেমন, প্রতি কল্পে ত্রিলোকীর মধ্যে সৃষ্ট হয় এবং তাহাদের ক্রমিক উন্নতি যেমন ত্রিলোকী মধ্যে সংসাধিত হয়, যেমন তাহারা ত্রিলোকীর মধ্যেই এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা লাভ করে, দেবগণ সেইরূপ সপ্তলোক মধ্যে আপন আপন ক্রমিক উন্নতি লাভ করে। এমন অনেক দেবতা আছে, যাহাদের ত্রিলোকীবাসী জীবগণের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। অনেক দেবতা আছে, যাহাদের উপর মনুষ্যগণ অলৌকিক শক্তি প্রভাবে প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে এবং অনেক মনুষ্য কর্ম্মবলে তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে। ভগবান্ ব্যাস বলেন,—

"ক্রিয়াবদ্ভির্হি কৌন্তেয় দেবলোকঃ সমাবৃতঃ।
নচৈতদিষ্টং দেবানাং মর্ত্ত্যৈরুপরিবর্ত্তনম্॥" অনুগীতা।

অনেক দেবতা আছে যাহারা মনুষ্যের পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট হয়। তাহারা মনুষ্যদিগকে আপনার সম্পত্তি বলিয়া জ্ঞান করে।

"তস্মাদেষাং তন্নপ্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ"।

বৃঃ আঃ ১।৪।১০।

এই জন্য তাহারা চায় না যে মনুষ্য আত্মবিদ্যা লাভ করে। সন্তুষ্ট হইলে তাহারা মনুষ্যের নানারূপ উপকার করে; এবং আপনার ভক্তদিগকে যথাসাধ্য রক্ষা করে,—

"ন দেবা দণ্ডমাদায় রক্ষন্তি পশু পালবৎ।
যংহি রক্ষিতু মিচ্ছন্তি বুদ্ধ্যা সংযোজয়ন্তি তম্॥"

যেমন পশুপাল দণ্ড গ্রহণ করিয়া পশুগণকে রক্ষা করে, দেবতারা সেই রূপ দণ্ডগ্রহণ করিয়া মনুষ্যগণকে রক্ষা করেন না। তাঁহারা যাহাকে রক্ষা

করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে এইরূপ বুদ্ধিসংযুক্ত করেন, যে সেই বুদ্ধি দ্বারা সে ইষ্ট লাভ করিতে পারে।

সপ্তলোকের মধ্যে যে লোকে দেবতাগণ, যে নামে অভিহিত হন, এবং যে লোকে তাঁহাদের যেরূপ স্বভাব ও শক্তি হয়, পতঞ্জলি সূত্রের ব্যাসভাষ্যে তাহা বিবৃত রহিয়াছে।

"ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমনাৎ ॥" বিভূতি পাদ ২৫ ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায়, ব্যাসদেব ভুবন বর্ণন করিতে গিয়া, দেবতা দিগের বিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন।

অবিদ্যা বৃত্তি।

প্রলয় কালে জীব সকল উপাধি রহিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করে। তাহাদিগের বৃত্তি প্রলয়নিদ্রায় অভিভূত হইয়া কেবল মাত্র ব্রহ্মাকার বৃত্তিতে অবিশিষ্ট হয়। এক ব্রহ্ম জ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞান তখন থাকেনা। জীব সকল তখন ব্রহ্ম হইতে আপনাকে অভিন্ন মনে করেনা। তখন তাহা-দিগের মধ্যে উপাধিগত পার্থক্য থাকেনা। সৃষ্টির অর্থ উপাধিগত ভেদের পুনঃ অবতরণ। বিচিত্রতা লইয়াই সৃষ্টি। আমি পশু, আমি মনুষ্য, আমি দেব, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ম্লেচ্ছ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, এই "আমিত্বের" নানাবিধ ভেদ লইয়াই সৃষ্টি রচনা। যতক্ষণ এই ভেদমূলক বৃত্তি না হয়, ততক্ষণ সৃষ্টি হইতে পারেনা। প্রলয় কালে জীব ব্রহ্ম হইতে আপনাকে অভিন্ন জানেনা। জীবের এই অভেদবৃত্তি নষ্ট করা চাই। তবে সৃষ্টি হইতে পারে। এই জন্য ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে ভেদ বৃত্তি বা অবিদ্যা বৃত্তির সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন।*

এই অবিদ্যাবৃত্তি পঞ্চবিধ। পতঞ্জলি ঋষি সেই সকল বৃত্তিকে, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরাণে এই পঞ্চ পর্ব্ব অবিদ্যাকে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র বলে। শ্রীবিষ্ণুস্বামী এই সকল বৃত্তিকে অজ্ঞান, বিপর্য্যাস, ভেদ, ভয় ও শোক এই পাঁচ নামে অভিহিত করেন।

১। অবিদ্যা, তমঃ, অজ্ঞান। আমি ব্রহ্ম, প্রলয়কাল জনিত এই জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান। যে বৃত্তি দ্বারা এই জ্ঞান আবৃত হয়, তাহাকে অবিদ্যা, তমঃ বা অজ্ঞান বলে। আপনার স্বরূপ না জানাই অজ্ঞান। প্রলয় কালে কোন উপাধি থাকেনা। মায়ার ভেল্‌কি, জগতের বৈচিত্র, পরিবর্ত্তনের চির-নবীনত্ব, সে সময়ে জীবের কোন রূপ মোহ উৎপাদন করেনা। [illegible] সময়ে জীবের জ্ঞান নিষ্কলঙ্ক ও অপ্রতিহত। সেই জ্ঞান বশে জীব আপনার স্বরূপ যাহা জানিতে পারে, সেই তাহার যথার্থ স্বরূপ। শ্রীধর স্বামী বলেন "তমো নাম স্বরূপাপ্রকাশঃ" স্বরূপের অপ্রকাশকেই তমঃ বলে।

২। অস্মিতা, মোহ, বিপর্য্যাস। না জানাকে অজ্ঞান বলে। বিপরীত জানাকে অস্মিতা, মোহ বা বিপর্য্যাস বলে। কেবল আমি ব্রহ্ম ইহা না জানিলেই সৃষ্টি রচনা হয় না। আমি দেব, কি মনুষ্য, কি পশু এমনই একটা জ্ঞান হওয়া চাই। এই জ্ঞানকে আমিত্ব বা অস্মিতা জ্ঞান বলে। যে কোন দেহ পাইয়া, সেই দেহকে আমি বা আমার বলিয়া জানাই মোহ। এই মোহই বিপর্য্যাস বা বিপরীত জ্ঞান। "মোহো দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃ" শ্রীধর।

৩। রাগ, মহামোহ, ভেদ। বিপরীত জ্ঞান হইতেই ভেদ জ্ঞান হয়। ভেদ জ্ঞান হইলেই মহামোহের বশবর্ত্তী হইয়া জীব আপনার প্রীতি সাধন জন্য অনুরাগপরায়ণ হয়। বিভিন্ন প্রকৃতি জীব সকল আপনার প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে অনুরক্ত হয়। প্রকৃতির উপাদেয়ত্বই অনুরাগ। এই অনুরাগ ভোগেচ্ছার মূল। "মহামোহো ভোগেচ্ছা" শ্রীধর।

৪। দ্বেষ, তামিস্র, শোক। যে বিষয়ে অনুরাগ হয়, যে ভোগে ইচ্ছা হয়, তাহার বিপরীত হইলেই দ্বেষ হয়। তাহা না পাইলেই ক্রোধ হয়। "তামিস্রঃ তৎপ্রতিঘাতে ক্রোধঃ" শ্রীধর। ক্রোধ ও দ্বেষ হইতেই শোক হয়।

৫। অভিনিবেশ, অন্ধতামিস্র, ভয়। স্বরসবাহী বৃত্তিকে অভিনিবেশ বলে। যাহার যেরূপ জন্মগত সংস্কার, সেই সংস্কার যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, তাহাই সকলের তীব্র ইচ্ছা। হীনযোনি কৃমিও চাহেনা যে তাহার কৃমিত্বের লোপ হয়। যখন যে যে দেহ পায়, সেই দেহ লইয়া চিরকাল অবস্থিতি করিতে তাহার ইচ্ছা হয়। যাহাকে মরণ বলে, তাহা কেহ চায় না। যে উপাধি লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে, সেই উপাধি নষ্ট হইলে, আমি নষ্ট হইলাম, এই ভ্রান্ত বৃত্তিই মরণ জ্ঞানের উৎপাদক। এই বৃত্তিকে অন্ধতামিস্র বৃত্তি বলে। এই বৃত্তি হইতেই সকল জীবের ভয় হয়। "অন্ধতামিস্রঃ তন্নাশেঽহমেব মৃতোঽস্মীতি বুদ্ধিঃ"। শ্রীধর।

বিষ্ণু পুরাণে বলে

তমোঽবিবেকো মোহঃ স্যাদন্তঃকরণ-বিভ্রমঃ।
মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা॥
মরণং হ্যন্ধতামিস্রং তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে।
অবিদ্যা পঞ্চ পর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥

ব্রহ্মা প্রথমে এই অজ্ঞান বৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কারণ অজ্ঞান না থাকিলে জীব সৃষ্টি হইতে পারেনা। এই সকল বৃত্তি দ্বারাই জীবের অধঃপতন হয়, যাহাকে আজ কাল Material Descent বলে। সেই অধঃপতনের স্রোত ছয় মন্বন্তর যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে। এই সপ্তম মন্বন্তরে আমাদের অবিদ্যা বৃত্তি এত দৃঢ় মূল, যে তাহার ছেদন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। আমি রাম নই, কি আমি শ্যাম নই এ কেবল কল্পনা মাত্র মনে হয়, এরূপ বৃত্তি মনে স্থানও পায়না। রাগ, দ্বেষ,

ও অভিনিবেশ লইয়াই আমাদের জীবন। কিন্তু যেমন সৃষ্টির কাল হইতে জীব অধঃপতিত হইয়াছে, আজ সেই জীব উর্দ্ধে গমন করিবে (Spiritual Ascent)। তাই এখন সকল আচার্য্য একবাক্য হইয়া আমাদিগকে অবিদ্যার মূলে কুঠারাঘাত করিতে বলিতেছেন।

ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন, "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ।" অবিদ্যারূপ ক্লেশ হইতেই আমাদের কর্ম্ম। "সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ"। যতদিন কর্ম্মের মূল অবিদ্যা থাকিবে, ততদিন জন্ম, আয়ু ও ভোগ রূপ কর্ম্মের বিপাক হইবে।

আমাদের সাধন অবিদ্যাবৃত্তির নাশ। কিন্তু যে কালের কথা আমরা এখন বলিতেছি, সে কালে অবিদ্যা বৃত্তির উপাসনা করিতে হইত। অনু-সায়ী জীব অবিদ্যাবৃত্তি আশ্রয় করিয়াই দেহ আদি লাভ করে এবং যথাপ্রাপ্ত উপাধির অভিমানী হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

যেমন অবিদ্যাসৃষ্টি ও প্রজাপতি সৃষ্টি সৃষ্টি-মূলক, সেই রূপ কুমারসৃষ্টি স্থিতি-মূলক এবং রুদ্রসৃষ্টি লয়-মূলক। এখন আমরা কুমার সৃষ্টি ও রুদ্র সৃষ্টির কথা বলিব।

কুমার, রুদ্র, প্রজাপতি ও সপ্তর্ষি।

অবিদ্যা বৃত্তি জাগরিত করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রাহ্মকল্পে কুমার[illegible]কে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সনক, সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ উর্দ্ধরেতাঃ হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিকল্পে * জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

* "যদ্যপি প্রতি কল্পং সনকাদিসৃষ্টির্নাস্তি তথাপি ব্রাহ্মসর্গত্বাদিহোচ্যতে"
[illegible] এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি কল্পে অর্থাৎ ব্রাহ্ম কল্পেই সনকাদির সৃষ্টি হইয়া ছিল। প্রতি [illegible] ত্রৈলোকী নাশে তাঁহাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

সত্ত্বপ্রধান এই কুমারগণ, বিষ্ণুর সহকারী হইয়া প্রতিকল্পে মনুষ্যদিগকে সত্ত্বভাবাপন্ন করেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিলেও, তাঁহারা স্বভাবের অত্যন্ত বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। যখন সৃষ্টির অবনতি হইতে উদ্ধার করিবার কাল উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করেন।

তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ।

তন্নৈচ্ছন্ মোক্ষধর্ম্মাণো বাসুদেব-পরায়ণাঃ ॥ ভা, পু, ৩। ১২। ৫

ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "হে পুত্রগণ, তোমরা প্রজাসৃষ্টি কর।" কিন্তু বাসুদেব-পরায়ণ মোক্ষ ধর্ম্মের অনুগামী কুমারগণ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হন নাই।

তখন ব্রহ্মা কুমার নীললোহিতকে প্রকাশিত করিলেন ; তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই উদ্বিগ্ন বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "হে বিধাতঃ আমার নাম ও স্থানের নির্দ্দেশ করুন।" ব্রহ্মা বলিলেন, যেহেতু তুমি রোদন করিলে, এই জন্য তোমার নাম "রুদ্র" হইল। হৃদয়, ইন্দ্রিয়. প্রাণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি,জল,পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র এবং তপস্যা—এই সকল স্থান তোমার পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মন্যু, মনু, মহিনস, মহান্, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতাঃ, ভব, কাল, বামদেব, ও ধৃতব্রত এই তোমার একা দশ নাম। ধী, ধৃতি, রসলোমা, নিযুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী,স্বধা, দীক্ষা ও রুদ্রাণী এই তোমার একাদশ পত্নী। এই সকল নাম, স্থান ও পত্নী বিশিষ্ট হইয়া, তুমি প্রজা সৃষ্টি কর। রুদ্র প্রলয়কার্য্যের সহকারী। স্বাধীন ভাবে প্রজা সৃষ্টি করা তাঁহার কার্য্য নয়। তিনি প্রজা সৃষ্টি করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট রুদ্রগণ বিশ্বনাশে তৎপর হইল।* ব্রহ্মা তখন তাহাদিগকে সৃষ্টি কার্য্য হইতে বিরত করিলেন। যদিও রুদ্রদেব প্রলয় কার্য্যের বিশেষ অধিনায়ক,তথাপি ভগবতীর সহিত সংযুক্ত হইয়া তিনি সৃষ্টি

ও স্থিতি উভয় কার্য্যেরই সহায়তা করেন। ভগবতী দক্ষকন্যা হইয়া সৃষ্টির কোন্ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, পর্ব্বতকন্যা হইয়া কিরূপে তিনি প্রবৃত্তি মার্গের সহায়ক হইয়াছিলেন, এবং অবশেষে যোগমায়া রূপে নন্দগৃহে অবতীর্ণ হইয়া তিনি কিরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সাধন করিয়াছিলেন, এবং রুদ্রাণীরূপে সেই কাল-কামিনী আবার কিরূপে প্রলয় কার্য্যের অধিনেত্রী হইবেন, তাহা আমরা পরে জানিতে পারিব। সৃষ্টির আরম্ভে এখন আমরা কুমার ও রুদ্রগণের নিকট হইতে অবসর গ্রহণ করি।

এইবার আমরা প্রজাপতিগণের কথা বলিব। যে সকল ঋষিগণ সৃষ্টির আরম্ভে সৃষ্টি কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন, যাঁহারা সৃষ্টির এবং প্রবৃত্তি মার্গের প্রবর্ত্তক, তাঁহাদিগকে প্রজাপতি বলে। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ট এই সপ্তর্ষিই প্রধান প্রজাপতি। এতদ্ভিন্ন ভৃগু, দক্ষ ও কর্দ্দম প্রভৃতি ঋষিকেও প্রজাপতি বলে। বর্ত্তমান কল্পে প্রজাপতিদিগের সহিত নারদ ঋষিরও সৃষ্টি হইয়াছিল। এইজন্য প্রজাপতি সৃষ্টির সহিত, তাঁহার সৃষ্টির উল্লেখ আছে। বাস্তবিক একল্পে নারদ ঋষি প্রজা সৃষ্টি করেন নাই।

প্রভূত শক্তিসম্পন্ন প্রজাপতিগণও সৃষ্টিবিস্তারে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তখন ভগবান্ কমলযোনি স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপা এই দম্পতীর সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই দুই পুত্র এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি এই তিন কন্যা। আকূতির সহিত রুচির, দেবহূতির সহিত কর্দ্দম ঋষির এবং প্রসূতির সহিত দক্ষ প্রজাপতির বিবাহ হইয়াছিল। কর্দ্দমপ্রজাপতির কন্যাগণ মরীচি আদি সপ্ত ঋষির সহধর্ম্মিণী।

অত্রি ঋষির তিন পুত্র—চন্দ্র, দত্তাত্রেয় এবং দুর্ব্বাসাঃ। তাঁহারা যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের অংশসম্ভূত। "অত্রি" শব্দের অর্থ তিন হইয়াও এক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন হইয়াও এক। উপনিষদে "অত্রি"

ঋষি 'অত্তা' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অর্থে অত্রি ঋষি কেবল প্রলয় কার্য্যের ব্যঞ্জক। প্রতি জীবশরীরে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়কার্য্য নিয়ত চলিতেছে। অত্রির পুত্রগণ এই তিন কার্য্যেরই সহায়ক। চন্দ্রের সহিত জীব সৃষ্টির সম্বন্ধ আছে। এই জন্য চন্দ্রকে ব্রহ্মার অংশ বলা হইয়াছে। "এবং চন্দ্রমা·········সর্ব্বজীবনিবহপ্রাণো জীবশ্চ" ভা, পু, ৫। ২২।

অঙ্গিরাঃ ঋষির চারি কন্যা—সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি। এবং তাঁহার দুই পুত্র উতথ্য ও বৃহস্পতি। সিনীবালী ও কুহূ অমাবস্যা রাত্রির নাম। রাকা ও অনুমতি পূর্ণিমার নাম। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা রজনীতে আমাদের শরীরস্থিত রসের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। উপনিষদে "অঙ্গিরস্" ঋষি অঙ্গের রস বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বৃহতী ছন্দের পতি বৃহস্পতি। ঋগ্বেদে বৃহতী ছন্দে লিখিত অনেক মন্ত্র আছে, যাহার ঋষি "আঙ্গিরস" বৃহস্পতি। "অঙ্গিরস্" শব্দে যে রস বুঝায়, তাহাকে প্রাণ বলিয়া বৃহদারণ্যকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পুলস্ত্য ঋষির দুই পুত্র—অগস্ত্য বা জঠরাগ্নি এবং বিশ্রবাঃ। বিশ্রবাঃ ঋষির পুত্র কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। যক্ষ ও রাক্ষস দ্বারা আমাদের শরীর মধ্যে তামসিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। নিদ্রা, কামাচার, ব্যভিচার ও সকলরূপ বিপরীত নাশমূলক কর্ম্ম তামসিক ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ। শুভ বাসনার সহিত মিলিত হইয়া কামের প্রেরণা আমাদের মঙ্গল বিধায়ক হইতে পারে। বিভীষণ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

পুলহ ঋষির তিন পুত্র—কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু। এ সকল উত্তম মানসিক গুণের পরিচায়ক।

ক্রতুর পুত্র ষষ্টিসহস্র ক্ষুদ্রকায় বালিখিল্য ঋষি। যখন সূর্য্যদেব রথে আরূঢ় হইয়া পরিক্রমণ করেন, তখন এই সকল ঋষি রথের অগ্রভাগে গমন করেন এবং সূর্য্যদেবের স্তুতি করেন।

তথা বালিখিল্যা ঋষয়োঽঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রাঃ ষষ্টি সহস্রাণি পুরতঃ সূর্য্যং সূক্তবাকায় নিযুক্তাঃ সংস্তুবন্তি॥ ভাঃ, পুঃ, ৫। ২২। ১৭।

অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব মাত্র এই সকল ঋষি আদিত্য-মণ্ডলবর্ত্তী আধিদৈবত পুরুষের অনুগামী।

বশিষ্ট ঋষির চিত্রকেতু আদি সাত পুত্র। স্বয়ং রঘুকুলতিলক এই ঋষির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষায় মনুষ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করে। অরুন্ধতীর সহিত মিলিত হইয়া এই ঋষি দাম্পত্যপ্রণয়ের আদর্শ স্থল।

মরীচি ঋষির পুত্র কশ্যপ। প্রাচেতস দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যা বিবাহ করিয়া কশ্যপ ঋষি ভিন্নজাতীয় জীব সকলের সৃষ্টি করেন। দক্ষ প্রজাপতির ক্ষেত্রে মরীচি পুত্র কশ্যপের প্রেরণায় নানা জাতীয় জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। মরীচি ভিন্ন অন্য ঋষি জীবদেহ-নিহিত তত্ত্বসমূহের প্রেরক বা নিয়ামক। এই সকল ঋষির অনুগ্রহে আমরা ত্রিলোকের মধ্যে সকলরূপ ভোগ ও অপবর্গ লাভ করিতে সমর্থ হই।

ঋষিদিগের সহিত ভৃগু ঋষিরও বর্ণনা পুরাণ মধ্যে দেখা যায়। তাহার কারণ এই যে, ভৃগু ঋষি মহর্লোকের অধিকারী। এবং মহর্লোককে প্রজাপতি লোকও বলে।

ঋষি তর্পণে, দক্ষের পিতা প্রচেতাঃ ঋষির এবং ভক্তিমার্গের অধিনায়ক নারদ ঋষিরও উল্লেখ আছে।

মরীচি আদি সপ্ত ঋষি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অধিনায়ক হইয়া মন্বন্তর মধ্যে আপন অধিকার বিস্তার করেন। আমাদিগের মধ্যে যিনি যে ঋষির ভাবাপন্ন, তিনি সেই ঋষির অধিকারভুক্ত। বেদের সকল মন্ত্রের ঋষি আছে। সকল জাতির, সকল মনুষ্যেরও ঋষি আছে। মন্বন্তর মধ্যে ঋষিদিগের যাহা কার্য্য তাহা মন্বন্তরের বিশেষ বিবরণে জানিতে পারিবে।

হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু।

বিশ্বরাজ্যের বিচিত্র গতি। যাহা আজ অত্যন্ত উপাদেয়, যাহা আজ সকলের আদরের ধন, কাল্ তাহাই সকলের হেয় ও নিন্দার আস্পদ হয়। যে প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রিয়তম পুত্র, আজ সকল শাস্ত্রকার একবাক্য হইয়া সেই প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে উপদেশ করেন। যে তেজস্বিতা ও দুর্দ্দমতার বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষত্রিয়কুলপ্রবর জগতের ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হন, ব্রহ্মনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের তাহাই শান্তিরোধক হইয়া ধর্ম্মচ্যুতির কারণ হয়। আজ যাহা ধর্ম্ম, কাল তাহা অধর্ম্ম। যাহা আমার পক্ষে ভাল, তাহা অন্যের পক্ষে মন্দ। যাহা এক স্থলে হিত, তাহা অন্য স্থলে অহিত।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ লইয়াই জগতের কার্য্য সাধিত হয়। জীবের উৎকর্ষ সাধন জন্য সত্ত্ব গুণের প্রয়োজন হয়। প্রলয়-নিদ্রোত্থিত জড় প্রায় জীবগণকে প্রবৃত্তি দ্বারা ধর্ম্মপরায়ণ করিতে রজো গুণের প্রয়োজন হয়। এবং সাধন বলে কল্পের শেষ উৎকর্ষে আরূঢ় জীবগণকে প্রলয় নিদ্রার শান্তিময় অঙ্কে শায়িত করিতে তমোগুণের প্রয়োজন হয়।

কাল অনুসারে প্রতিগুণের সেবাই ধর্ম্ম। অনুকূল কালে যাহা ধর্ম্ম, প্রতিকূল কালে তাহাই অধর্ম্ম। আবার কোন জীবপ্রবৃত্তি প্রবলকালে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বভাববশতঃ নিবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়। তাহারা প্রাক্তন উৎকর্ষ বলে কাল ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করে এবং কেহ কর্ম্মবশে নিবৃত্তিপ্রবণকালেও প্রবৃত্তির নিম্ন সীমায় অবস্থিত হয়। জীবের স্বভাব অনুসারে ধর্ম্ম বিভিন্ন। কালের জোয়ার ভাটাতে স্বতন্ত্র জীব সকল আপন স্বভাবের প্রবলবেগে চালিত হইয়া নানা দিকে সন্তরণ করিতেছে। কালের বিচিত্র গতি। জীবের বিচিত্র ধর্ম্ম। তাই জগতের চির বিচিত্রতা।

বিষ্ণুরূপী নারায়ণ সত্ত্বের আস্পদ হইয়া স্বয়ং প্রজাপালন করেন। তিনি কাল ধর্ম্ম অনুসারে যাহা রক্ষার উপযোগী তাহাই রক্ষা করেন। কিন্তু কোন সময়ে তমোগুণের এবং কোন সময়ে রজোগুণের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। সেই সময়ে এই দুই গুণের তারতম্য ভেদে যাহা ভাল, তিনি তাহাই রক্ষা করেন। তিনিই কাল অনুসারে ভেদমূলক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। আবার যখন নিবৃত্তি ধর্ম্মের কাল আসে, তখন তিনি ভেদমুলক ধর্ম্মের নাশ করেন। তখন সে ধর্ম্ম আসুরিক ধর্ম্ম হয়। প্রলয়গত নিদ্রায় তিনি আপামর সকল জীবকে আপন বক্ষে স্থান দিয়া শান্তির পবিত্র মধুরতা প্রদান করেন। আবার চেষ্টার কাল আগত হইলে, পরম কারুণিক পরম পিতা প্রলয়শেষগত নিশ্চেষ্টতার নাশ করেন। রজোগুণ ও তমোগুণ সত্ত্বের দ্বার স্বরূপ। এই দুই গুণ আশ্রয় করিয়াই জীব সাধনক্ষম হইয়া সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিতে পারে। ভগবান স্বয়ং সত্ত্বগুণের আস্পদ হইয়া জীবের সত্ত্বগুণজনিত উৎকর্ষ সাধন করেন। অন্য দুই গুণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার দ্বারপালগণ ভেদমূলক ধর্ম্মের রক্ষা করেন।

জয় ও বিজয় বিষ্ণুর দ্বারপাল। তাঁহারা বিষ্ণুর স্বরূপ ধারণ করিলেও বিষ্ণু হইতে ভিন্ন। তাঁহাদিগের শীল ও স্বভাব "ভগবৎপ্রতিকূল।" সনকাদি কুমারগণ শ্রীহরির দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন। দ্বারপালগণ বেত্রদ্বারা তাঁহাদিগকে শ্রীহরির কক্ষে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং পঞ্চম বর্ষীয় বালকের ন্যায় প্রতীয়মান নগ্নকায় কুমারদিগকে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। সৃষ্টিগত ভেদের কাল উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহাদের এরূপ বুদ্ধি হয়।

প্রিয় সুহৃৎ শ্রীহরির দর্শনে বঞ্চিত হইয়া, কুমারগণ ক্ষুভিত চিত্তে দ্বারপালদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "এই বৈকুণ্ঠ মধ্যে উচ্চই বা কে? এবং নীচই বা কে? ভগবানের এই বৈকুণ্ঠে সকলেরই সমদর্শন।

তবে তোমাদের এ বিষম দৃষ্টি কেন ? যখন তোমাদের এই ভেদ দৃষ্টি তখন তোমরা সেই লোক আশ্রয় কর, যেখানে কাম ক্রোধ লোভ প্রবল।” বৈকুণ্ঠপতি লক্ষ্মীর সহিত সত্বর ঐ স্থানে আবির্ভূত হইলেন। তিনিই এই শাপের অনুমোদন করিলেন এবং পার্ষদদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমরা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আবার আমার নিকট সত্বর প্রত্যাগমন করিবে।”

জয় ও বিজয়, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। আবার তাহারাই রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং শেষ জন্মে তাহারাই শিশুপাল ও দন্তবক্র।

প্রলয় রাত্রি বিগত হইলে, সৃষ্টির প্রবাহ চলিল বটে,কিন্তু তখনও তমোগুণের অত্যন্ত প্রভাব। তমোগুণ বলে তখনও তত্ত্ব সকল একমাত্র কেন্দ্রগামী শক্তির বশীভূত। কেন্দ্রত্যাগী শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া তখনও ভূলোক রচনা করিতে শিখে নাই। তখনও একাকার। চারিদিকে তত্ত্ব রূপ কারণ সৃষ্টির জন্ম। পৃথিবী গোলকের আকার ধরিয়া তখনও একাকার (Nebulous homogeneity) হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই। পৃথিবী প্রকাশিত না হইলে, জীব সৃষ্টির স্থান হইতে পারে না এবং ভোগস্থান না থাকিলে জীবেরও সৃষ্টি হইতে পারে না তাই স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মাকে বলিলেন।

আদেশেঽহং ভগবতো বর্ত্তেয়ামীবসূদন
স্থানন্ত্বিহানুজানীহি প্রজানাং মমচ প্রভো॥
যদোকঃ সর্ব্বভূতানাং মহী মগ্না মহাম্ভসি।
অস্যা উদ্ধরণে যত্নো দেব দেব্যা বিধীয়তাম্॥ ভা, পুঃ, ৩। ১৩

ভগবান্ ব্রহ্মা একবার প্রলয় জল পান করিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় দেখিলেন যে জল মধ্যে পৃথিবী নিমগ্না। ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সৃষ্টির প্রত্যূষে তমোগুণের প্রাবল্য তিনি রোধ করিতে পারিলেন না। সে কালে রজোগুণের এত দুর্ব্বল শক্তি, যে পদার্থসকল সহজে

অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিত না। তাই অসাধারণ জড়তা-(Inertia) বলে পদার্থ সকল যথাবস্থ হইয়া থাকিত।

হিরণ্যাক্ষ সৃষ্টির প্রথম অবস্থার জাড্য। বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণু এই জাড্যের নাশ করিয়াছিলেন। অনুশায়ী জীবের কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণই তখন উৎকর্ষ, তাহার স্থিতি। এই জন্য বরাহদেব বিষ্ণুর অবতার। গতি দুই প্রকার ঊর্দ্ধ এবং অধঃ, সত্ত্ব গুণের দ্বারা ঊর্দ্ধ গতি, এবং তমোগুণ দ্বারা অধোগতি হয়। তমোনাশ করিবার জন্য সত্ত্ব গুণেরই প্রয়োজন হয়। তাই ভগবান্ বিষ্ণু বরাহ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যে ঊর্দ্ধগামী, কেন্দ্র-ত্যাগী (centrifugal) শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহারই বলে ভূগোলকের উৎপত্তি হইয়াছিল।

ভূগোলক আবির্ভূত হইলে, রজোগুণের প্রবলতা হয় এবং সৃষ্টির প্রবাহ নানা দিকে ধাবিত হয়। প্রবৃত্তিই সৃষ্টির মূল। বিষয়-বাসনা প্রবৃত্তির অঙ্গ। এই কালে ব্রহ্মাই এক মাত্র উপাস্য। কামের উপাসনাই প্রধান ধর্ম্ম। যাহার যাহা অভিলাষ, তাহাই চরিতার্থ করিবার জন্য সকলে কর্ম্মপরায়ণ হইল। সকলের স্বতন্ত্রতা হইল। ভেদ সকল বিবিধ ও দৃঢ়মূল হইল। এই সকল ভেদে, ধর্ম্ম বিভিন্ন সকাম ও স্বার্থপর হইল। জীব আপনার স্বরূপ ভুলিয়া গেল। উপাধির প্রবল অভিমানে অভিমানী হইয়া, সেই উপাধিকেই আমি বলিয়া মনে করিল। দম্ভ, মান, অহঙ্কারে পৃথিবী পূর্ণ হইল। ভেদমূলক আসুরী ভাবই হিরণ্যকশিপু স্বরূপ। সত্ত্বগুণ দ্বারা ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হয় এই জন্য সত্ত্বগুণের অধিনায়ক ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর শত্রু। ব্রহ্মা আপনার সাধ্যমত হিরণ্যকশিপুকে অমর করিয়াছিলেন। তাঁহার সৃষ্ট জীব দ্বারা হিরণ্যকশিপুর কোনরূপ আশঙ্কা ছিল না। প্রবৃত্তি প্রবল কালে এই অসুর তিন লোক জয় করিয়াছিল। সে লোকপালদিগের তেজ ও স্থান হরণ করিয়াছিল। দেবলোকে দেবগণ তাহার পাদবন্দন করিতেন।

ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণ ও গৃহস্থাদি সমুদায় আশ্রমী ভূরিভূরি দক্ষিণা দিয়া তাহারই যজ্ঞ করিতে লাগিল। ভোগের পদার্থ সকল প্রচুর হইল।

অকৃষ্টপচ্যা তস্যাসীৎ সপ্তদ্বীপবতী মহী।
তথা কামদুঘা গাবো নানাশ্চর্য্যপদং নভঃ ॥
রত্নাকরাশ্চ রত্নৌঘাংস্তৎ পত্ন্যশ্চোহরূর্ম্মিভিঃ।
ক্ষারসীধুঘৃতক্ষৌদ্রদধিক্ষীরামৃতোদকাঃ ॥
শৈলা দ্রোণীভিরাক্রীড়ং সর্ব্বর্ত্তুষু গুণান্ দ্রুমাঃ।
দধার লোকপালানামেক এব পৃথক্ গুণান্ ॥ ৭-৪।

সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী বিনাকর্ষণে কামদুঘা গাভীর ন্যায় বিবিধ শস্য প্রসব করিতে লাগিল এবং নভোমণ্ডল বিবিধ আশ্চর্য্যে পরিপূর্ণ হইল। লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ এবং অমৃত জলযুক্ত রত্নাকরসকল এবং তাহাদের পত্নী নদী সমূহ তরঙ্গ দ্বারা রাশি রাশি রত্ন বাহিয়া আনিতে লাগিল। গিরি সকল হিরণ্য কশিপুর ক্রীড়াস্থল হইল। তরুগণ সকল ঋতুতেই সমভাবে ফল-পুষ্পান্বিত হইল। অসুররাজ একাকীই সকল লোকপালের পৃথক্ পৃথক্ গুণ ধারণ করিল।

ভোগবাসনার পরিতৃপ্তি হইলেই আনন্দ হয়। আনন্দের একমাত্র মূল ভগবান্ এবং ভগবানেই সকল আনন্দ পর্য্যবসিত হয়। ভগবান্ অল্প অল্প বিষয় দিয়া আনন্দের আভাস দেখান। সামান্য বিষয় পাইয়াই, তুচ্ছ ভোগ লাভ করিয়াই, অজ্ঞান জীব মনে করে যে, সে কত কি লাভ করিল। তাহার আনন্দের আর ইয়ত্তা থাকে না। কিন্তু যদি সে নশ্বর বিষয়ানন্দে ভুলিয়া থাকে, তাহা হইলে আর ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারে না, তাহা হইলে জগৎ মধ্যে ভেদ অন্তর্হিত হয় না, তাহা হইলে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদই প্রকৃষ্ট আহ্লাদ, কারণ তাঁহার আহ্লাদ কেবল ভগবান্‌কে লইয়া। কিন্তু সেই

আহ্লাদ স্থাপিত করিবার জন্য ভগবান্‌কে নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্য-কশিপুর বধ করিতে হইয়াছিল। হিরণ্যাক্ষ-স্থানীয় তামসিক নিদ্রাশীল কুম্ভকর্ণ এবং হিরণ্যকশিপু স্থানীয় রাবণকে রামচন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। যথন স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হন্, তখন তমোগুণের বড় প্রভাব ছিল না। তাই দন্তবক্রের কথা বড় শুনা যায় না। রাজসিক শিশুপালকে ভগবান্ বধ করেন।

পৃথিবী উদ্ধারের প্রসঙ্গে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু এই দুই জনেরই কথা লিখিত হইল। কিন্তু আমরা যে কালের বর্ণনা করিতেছি, তাহাতে কেবল হিরণ্যাক্ষ বধের কথা লিখিলেই চলিত।

মন্বন্তরের শাসন প্রণালী।

একটি রাজ্যশাসন করিতে হইলে নানা অঙ্গের আবশ্যক হয়। রাজা, রাজমন্ত্রী, রাজসভা ও বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারী বিভিন্ন অধিকারে নিযুক্ত হইয়া রাজ্যশাসন করে। কেহ কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিধান করে। কেহ সেই বিধান অনুযায়ী সকলকে কর্ম্ম পরায়ণ করিতে কৃতোদ্যম হয়। কেহ কর্ত্তব্যের উল্ল-ঙ্ঘনে মনুষ্যকে যথাযথ দণ্ড দিয়া থাকে! কেহ প্রজাবর্গের প্রয়োজন অনু-যায়ী সকল দ্রব্যের যাহাতে সঙ্কুলন হয়, যাহাতে দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদি উপদ্রব না হয়, তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। রাজা আপন আপন অধিকারে সকল কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন। এই বিশাল বিশ্বরাজ্য শাসন করিবার এক প্রণালী আছে। সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই, সকল কার্য্য সময় মত সাধিত হয়।

মনবো মনুপুত্রাশ্চ মুনয়শ্চ মহীপতে।
ইন্দ্রাঃ সুরগণাশ্চৈব সর্ব্বে পুরুষশাসনাঃ॥
ভা, পু, ৮। ১৪। ২

পুরুষ দ্বারা নিযুক্ত হইয়া মনু, মনুপুত্র, মুনি, ইন্দ্র ও দেবগণ মন্বন্তরের কার্য্য করিয়া থাকেন। মন্বন্তরের কার্য্য চালাইবার জন্য ঈশ্বর অবতার গ্রহণ করেন। তখন তাঁহাকে মন্বন্তর অবতার বলে। এখানে পুরুষ শব্দে মন্বন্তর অবতার অভিহিত হইয়াছে। প্রথম মন্বন্তরে যজ্ঞ মন্বন্তর অবতার ছিলেন। এইরূপ প্রতি মন্বন্তরের এক একজন অবতার আছেন।

যজ্ঞাদয়ো যাঃ কথিতাঃ পৌরুষ্যস্তনবো নৃপ।
মন্বাদয়ো জগদ্ যাত্রাং নয়ন্ত্যাভিঃ প্রচোদিতাঃ॥
৮। ১৪। ৩

যজ্ঞ আদি যে সকল পুরুষের অবতার কথিত হইয়াছে, তাঁহাদের দ্বারা প্রেরিত হইয়া মনু আদি অধিকারিগণ এই বিশ্ব ব্যাপার সম্পাদন করেন। মন্বন্তর অবতারই মন্বন্তরের রাজা। তিনিই সকলকে আপন আপন কার্য্যে প্রেরণা করেন। আমাদের এই সপ্তম মন্বন্তরে বামন রূপধারী ভগবান্ বিষ্ণুই অবতার।

অত্রাপি ভগবজ্জন্ম কশ্যপাদদিতেরভূৎ।
আদিত্যানামবরজো বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্॥ ৮। ১৩। ৬

এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে তিনিই পূর্ব্ব জন্মে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

তয়োর্ব্বাং পুনরেবাহ মদিত্যামাস কশ্যপাৎ।
উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ॥ ১০। ৬। ৪২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কে বলিতে পারে। তাঁহা ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই।

চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তান্ শ্রুতিগণান্ যথা।
তপসা ঋষয়োহপশ্যন্ যতো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৮। ১৪। ৪

চতুর্যুগের অবসানে শ্রুতি সকল নষ্ট হয়। তখন ঋষিগণ তপস্যা বলে সেই সকল শ্রুতি জানিতে পারেন। বেদ দ্বারাই সনাতন ধর্ম্ম জানিতে পারা যায়। যদিও বেদ সকল অনাদি, তথাপি কালে তাহার প্রচার একবারে লুপ্ত হইয়া যায়। ঋষিগণ যোগবলে বেদের অর্থ জানিতে পারেন। এবং তাঁহারা নষ্ট বেদকে প্রকাশিত করেন। যিনি যে মন্ত্রের প্রকাশক, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি। প্রতি মন্বন্তরে সাত জন প্রধান ঋষি থাকেন। তাঁহাদিগকে সপ্তর্ষি বলে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত ঋষি। আমাদের সপ্তর্ষি কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ।

কশ্যপোঽত্রির্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথগোতমঃ।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজ ইতি সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ৮। ১৩। ৫

ইঁহারাই আমাদের মহাযুগে বেদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ বেদই সনাতন ধর্ম্মের মূল।

ততো ধর্ম্মং চতুষ্পাদং মনবো হরিণোদিতাঃ।
যুক্তাঃ সঞ্চারয়ন্ত্যদ্ধা স্বে স্বে কালে মহীং নৃপ॥ ৮। ১৪। ৫

মনু সকল আপন আপন কালে সংযত চিত্ত হইয়া মহীমধ্যে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম সঞ্চারিত করেন। বেদ সকল মন্থন করিয়া ভগবান্ মনু আপন অধিকার কালের উপযোগী ধর্ম্ম প্রচার করেন।

পালয়ন্তি প্রজাপালা যাবদন্তং বিভাগশঃ। ৮। ১৪। ৬

মনুপুত্রগণ মন্বন্তর অবসানের কাল পর্য্যন্ত পুত্র পৌত্রাদিক্রমে মনু প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের পালন করেন। আমাদের মন্বন্তরে সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয়

রাজগণ ধর্ম্মপালক ছিলেন। তাঁহারা রাজধর্ম্ম পালন করিবার জন্য অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। সেই শক্তি ঈশ্বরদত্ত।

কলিতে রাজবংশ উৎসন্ন হয়। সূর্য্যবংশজ মরু এবং চন্দ্রবংশজ দেবাপি যোগীদিগের প্রসিদ্ধ নিবাস স্থান কলাপ গ্রামে মহাযোগ অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারাই কলির অন্তে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচার করিবেন—মনুবংশীয়দিগের উদ্ধার করিবেন।

দেবাপিঃ শন্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগবলান্বিতৌ॥ ১২।২।৩৭
তাবিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ।
বর্ণাশ্রময়ুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ॥ ১২।২।৩৮

যখন মনুবংশীয় রাজগণ না থাকেন তখন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাম মাত্র। তখন হরির নামই প্রধান ধর্ম্ম।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলির রাজগণ নিজে ধর্ম্মপরায়ণ হন না। তাঁহারা প্রজাবর্গকে কিরূপে ধর্ম্মপরায়ণ করিবেন?

তুল্যকালা ইমে রাজন্ ম্লেচ্ছপ্রায়শ্চ ভূভৃতঃ।
প্রজাস্তে ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছা রাজন্যরূপিণঃ॥
তন্নাথাস্তে জনপদা স্তচ্ছীলাচারবাদিনঃ।
অন্যোন্যতো রাজভিশ্চ ক্ষয়ং যাস্যন্তি পীড়িতাঃ॥

ভা, পু, ১২।১

৩।২ আজ বর্ণেরও বিচার নাই, আশ্রমেরও বিচার নাই। যে কালে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সমাদর নাই, যে কালে ভিক্ষা কিংবা দাসত্ব করিয়া ব্রাহ্মণগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যে কালে ধর্ম্মরক্ষক ক্ষত্রিয় নাই, যে কালে

গৃহস্থ যজ্ঞাবশেষ ভোজন করিয়া গৃহশূন্য আশ্রমীর আশ্রয় হইতে পারে না, সে কালে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উল্লেখ কেন? তাই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, এবং ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নামও করেন নাই।

যজ্ঞভাগভুজো দেবা যে চ তত্রান্বিতাশ্চ তৈঃ।
ইন্দ্রো ভগবতা দত্তাং ত্রৈলোক্যশ্রিয়মূর্জিতাম্।
ভুঞ্জানঃ পাতি লোকাং স্ত্রীন্ কামং লোকে প্রবর্ষতি॥ ৮। ১৪।৭

ইন্দ্র যজ্ঞাংশভোজী দেবগণের সহিত যথাকালে বারি বর্ষণ করেন এবং ত্রৈলোক্যশ্রী ভোগ করিয়া তিন লোকের রক্ষা করেন। বারি বর্ষণ কেবল উপলক্ষ মাত্র। প্রাকৃতিক সকল ব্যাপারই দেবগণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। সময় মত বারিবর্ষণ যেমন জীবিকার জন্য মনুষ্যের উপযোগী, সেরূপ অন্য প্রাকৃতিক ব্যাপার নহে। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্য ব্যাপারের উল্লেখ না করিয়া কেবল "পর্জ্জন্যে"র উল্লেখ করিয়াছেন।

"যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।" দেবতারা জীবের উপযোগী প্রাকৃতিক কার্য্য করিয়া থাকেন। জীবের সাধারণ উন্নতির জন্য এবং জীব কর্ম্মের ফল বিকাশের জন্য আনুষঙ্গিক নানাবিধ প্রাকৃতিক কার্য্যের আবশ্যক হয়। বিজ্ঞান শাস্ত্র ঐ সকল কার্য্যের "কিরূপ" জানিতে পারে, "কেন" জানিতে পারেনা।

এইত গেল সাধারণ শাসনপ্রণালী। অর্থাৎ সাধারণতঃ, মন্বন্তর অবতার, মনু, মনুপুত্র, মুনি, ইন্দ্র ও দেবগণ এই ছয় অঙ্গ মিলিয়া মন্বন্তরের শাসন করিয়া থাকেন। দেবগণ প্রাকৃতিক কার্য্য করেন, মুনিগণ বেদের আবিষ্কার করেন, মনু ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রচার করেন, এবং মনুপুত্রগণ সেই ধর্ম্মের রক্ষা করেন। ইহাঁরা সকলেই মন্বন্তর অবতার দ্বারা আপন আপন কর্ম্মে নিয়োজিত হন।

এই সাধারণ শাসনপ্রণালীর অতিরিক্ত একটি অসাধারণ শাসনপ্রণালী

আছে। যাঁহারা সাধারণের সীমা অতিক্রম করিয়া দূরে অবস্থিতি করেন, অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন যে সকল জীবের জন্য কালের স্রোত অত্যন্ত মন্দ-গামী, তাঁহারা অসাধারণ ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের জন্য ভগবৎ শক্তি অসাধারণ রূপে প্রকাশিত হয়।

জ্ঞানঞ্চানুযুগং ব্রূতে হরিঃ সিদ্ধস্বরূপধৃক।

ঋষিরূপধরঃ কর্ম্মযোগং যোগেশরূপধৃক্ ॥ ৮। ১৪। ৮

সনকাদি সিদ্ধরূপ ধারণ করিয়া হরি প্রতিযুগে জ্ঞান শিক্ষা দেন। যাজ্ঞ-বল্ক্য আদি ঋষিরূপ ধারণ করিয়া তিনি কর্ম্ম শিক্ষা দেন এবং দত্তাত্রেয় আদি যোগেশ্বর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনি যোগ শিক্ষা দেন্।

সেই শিক্ষা পাইয়া জীব দেবতা, ঋষি, মনু, মনুপুত্র কাহাকেও ভয় করেনা। আবার যখন ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করেন, তখন ইন্দ্রাদি লোকপালগণ এবং বেদবেত্তা ঋষিগণ ও তাঁহার ভক্তের নিকট অবনতমস্তক হন। ঋষিপত্নীগণ ঋষিদিগকে অবহেলা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভোজন উপস্থিত করিয়াছিলেন। স্বার্থপরায়ণ সকাম বৈদিক ঋষিগণ নিষ্কাম ভক্তিপরায়ণ পত্নীদিগের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া ছিলেন।

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥
নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী।
যদ্বয়ং গুরুবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ ॥
অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্গুরৌ।
দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্ ॥
নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥

অথাপি হ্যুত্তমশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তি দৃঢ়া নচাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি॥
নন্নু স্বার্থবিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া।
অহো নঃ স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ॥

ভাঃ, পু, ১০ স্কন্ধ ২৩ অধ্যায় ৩৯—৪৪

ঋষিপত্নীগণের দ্বিজাতি সংস্কার ছিলনা। তাঁহারা গুরুকুলেও বাস করেন নাই, এবং কোন শাস্ত্র অধ্যয়নও করেন নাই। কেবল ভক্তিবলে তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ পতিগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। যখন ভগবান্ আপন অধিকার বিস্তার করেন তখন ঋষিগণ কিংবা দেবগণ সে অধিকার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় গোপগণ ইন্দ্রের পূজা করেন নাই। ইন্দ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়াও কিছু করিতে পারিলেন না।

যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত তাঁহারা কেবল ভগবানের অধীন। মন্বন্তরের শাসন-প্রণালী জানা তাঁহাদের আবশ্যক হয় না, তবে তাঁহারা ভগবানের সকল কার্য্যেই সহায়ক হন এবং মন্বন্তরের শাসন প্রণালী ও ভগবানের স্থিতি বা পালন কার্য্যের প্রধান অঙ্গ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও জীব স্থষ্টির বিভাগ।

যেমন মন্বন্তরের রাজা মন্বন্তর অবতার, তেমনি কল্পের রাজা ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর—যাঁহাকে দ্বিতীয় পুরুষ, বিরাট পুরুষ, সহস্র শীর্ষা পুরুষ, নারায়ণ ইত্যাদি শব্দে নির্দ্দিষ্ট করা যায়।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন রূপে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়

কার্য্য সাধিত করেন। "সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণের" প্রকাশ এই ত্রিমূর্ত্তি আদি ত্রিমূর্ত্তি নহে।

ব্রহ্মা, প্রজাপতি দিগকে সৃষ্টির ভার দেন। প্রজাপতিরা প্রজাসৃষ্টি করেন, পরে সেই প্রজা সকল সৃষ্টির প্রণালী চালাইয়া থাকে। কল্পের প্রথম অবস্থায় যে ভেদশূন্যতা ছিল, তাহার অনুমান আমরা সহজে করিতে পারিনা। সেই ভেদশূন্য অবস্থা হইতে ভেদের আবিষ্কার করা, অপরিচ্ছিন্ন জীবকে পরিচ্ছেদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা বিনা আয়াসে হইতে পারিতনা। সেই আয়াসই প্রজাপতিগণের তপস্যা। প্রজাপতিগণ সৃষ্টির জন্য তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন।

"সর্গে তপোঽহমৃষয়ো নব যে প্রজেশাঃ"

ভা, পু, ২। ৭। ৩৯

সৃষ্টির জন্য তপস্যা এবং প্রজাপতিসংজ্ঞক নয় ঋষি আমার বিভূতি।

ব্রহ্মাকে সৃষ্টির জন্য অবতার গ্রহণ করিতে হয় না।

ধর্ম্ম, মনু, দেবগণ ও প্রজাপালক রাজাদিগকে লইয়া বিষ্ণু বিশ্ব পালন করেন।

"স্থানেঽথ ধর্ম্ম-মখ-মন্বমরাবনীশাঃ"

ভা, পু, ২। ৭। ৩৯,

সৃষ্টির প্রবাহ ও স্থিতির প্রবাহ এ উভয় বিপরীতগামী। সৃষ্টির অঙ্গ প্রবৃত্তি এবং স্থিতির অঙ্গ নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির সহায়ক ভেদ এবং নিবৃত্তির সহায়ক অভেদ। সকাম জীবকে নিষ্কাম করিবার জন্য ঋষিগণ প্রথমে সনাতন বেদের প্রচার করেন। তাঁহারা সমগ্র বেদের বেত্তা হইলেও দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রথমে কর্ম্ম কাণ্ডের অবতারণা করেন। বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ড প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সন্ধিস্থল। পরে ভগবান্ বিষ্ণু মনুষ্যরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া নিবৃত্তি মার্গের উপদেশ প্রদান করেন। বিষ্ণু নানারূপে জগৎ

পালন করিতেছেন। কখনও তিনি অংশরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হন, কখনও অন্য জীবে আপনার শক্তির আবেশ করেন। চারিদিকে তাঁহার শক্তির প্রকাশ। উৎকর্ষের জন্য যাহা কিছু সাধিত হয়, যাহা কিছু ধর্ম্ম, যে কোন যজ্ঞ, সকলই বিষ্ণুর স্বরূপ। "যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুঃ"। উৎকর্ষের বিরোধী অধর্ম্ম। যাহা অধর্ম্ম-সঞ্চিত, তাহার কোন না কোন সময়ে নাশ হয়। অধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া মহাদেব সর্প ও অসুরাদির সাহায্যে প্রলয়ের কার্য্য করেন।

"অন্তে ত্বধর্ম্ম-হর-মন্যুবশাঽ সুরাদ্যাঃ।
মায়াবিভূতয় ইমাঃ পুরুশক্তিভাজঃ"॥

ভা, পু, ২। ৭। ৩৯,

স্বষ্ট্যাদির জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের যেরূপ স্বতন্ত্রতা আবশ্যক, সেইরূপ তাঁহাদের সহকারিতা তদপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

দক্ষ প্রজাপতি প্রসূতিকে বিবাহ করেন। প্রসূতির অর্থ প্রসব। সৃষ্টির প্রবাহ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। সূক্ষ্ম, অব্যাকৃত অবস্থা হইতে স্থূলতম ভাবে পরিণতি।

২। স্থূলতম ভাব হইতে উর্দ্ধস্রোত, তির্য্যক্‌স্রোত ও অর্ব্বাক্‌স্রোত এই ত্রিবিধ সৃষ্টি।

প্রথম বিভাগ বুঝিতে হইলে কতকগুলি কল্পনা করিতে হইবে। প্রতি লোকের উপযোগী সেই লোকবাসী জীবের দেহ প্রকৃতি।

এই ভূর্লোক অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবী স্থূল উপাদানে গঠিত। আমাদের দেহও সেই উপাদানে গঠিত। আমাদের ইন্দ্রিয় সকল সেই উপাদান নিজ বিষয়ীভূত করিতে পারে এবং আমাদের মানসিক প্রবৃত্তি স্থূল পদার্থকে অনুসরণ করে।

ভুবর্লোকে প্রেতদেহ বা পিতৃদেবতাদিগের উপযোগী দেহ। সেই লোকে ইন্দ্রিয়, বিষয় ও প্রবৃত্তি তদনুরূপ।

এইরূপ স্বর্গলোকে মানসিক দেহ। স্বর্গবাসী দেবতাদিগের ইন্দ্রিয় ও বিষয় মানসিক দেহের অনুরূপ।

দৈনন্দিন বা কাল্পিক প্রলয়ে ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক এই তিন লোকের নাশ হয়। জীবের মনুষ্যাদি দেহ, পিতৃদেহ ও দেবদেহ সেই সঙ্গে নষ্ট হয়। স্থষ্টির আরম্ভে জীব একবারে মনুষ্য হইতে পারে না। প্রথমে জীবের দেবাদি দেহ হয়। সেই দেহ ক্রমে ক্রমে স্থূলতার চরমসীমায় উপনীত হয়। সেই অবস্থায় তাহাকে পর্ব্বত mineral বলা চলে।

এই পর্ব্বতভাবাপন্ন জীব প্রথমে উদ্ভিদ্‌, পরে পশু, পক্ষী, পরে মনুষ্যের আকার ধারণ করে। পরে এই সকল মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন হয়। প্রথম প্রবাহে পর্ব্বত পর্য্যন্ত অবনতি। দ্বিতীয় প্রবাহে মনুষ্য পর্য্যন্ত উন্নতি।

যে শক্তি বলে, জীব এই প্রবাহ-দ্বয় মধ্যে নীত হয়, যে শক্তির বলে এই প্রবাহ-দ্বয় অতিক্রম করিয়া জীব ঐশ্বরিক ভাব প্রাপ্ত হয়, যে শক্তি জীবের সনাতন অধিনেত্রী, সেই শক্তি সতী, পার্ব্বতী ও মহামায়া। দক্ষকন্যা সতী প্রথম প্রবাহের অধিনেত্রী। হিমালয়কন্যা পার্ব্বতী দ্বিতীয় প্রবাহের মূলশক্তি এবং নন্দকন্যা মহামায়া তৃতীয় প্রবাহে এখন আমাদিগকে চালিত করিতেছেন।

প্রথম প্রবাহে ভগবতী তামসী, দ্বিতীয় প্রবাহে তিনি রাজসী এবং তৃতীয় প্রবাহে তিনি সাত্ত্বিকী।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচ তামসিক অন্ধকার অবলম্বন করিয়া জীব দেবদেহ, প্রেতদেহ, পরে পাঞ্চভৌতিক স্থূল পর্ব্বতাকার দেহ অবলম্বন করে। এই প্রথম প্রবাহের স্থষ্টি তামসিক স্থষ্টি।

"সসর্জ ছায়য়া বিদ্যাং পঞ্চ পর্ব্বাণমগ্রতঃ।

তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমোমোহো মহাতমঃ"।

ভা, পু, ৩। ২০। ১৮।

প্রভার প্রতিযোগী ছায়া দ্বারা ভগবান্ ব্রহ্মা পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

"বিসসর্জাত্মনঃ কায়ং নাভিনন্দং স্তমোময়ম্।
জগৃহুর্যক্ষরক্ষাংসি রাত্রিং ক্ষুত্তৃট্-সমুদ্ভবাম্॥"

ভা, পু, ৩।২০।১৯,

সেই তমোময় দেহ দ্বারা ব্রহ্মা প্রসন্ন হইলেন না। তিনি সেই দেহ ত্যাগ করিলেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উৎপাদক রাত্রিরূপে সেই দেহ যক্ষ ও রাক্ষসগণ গ্রহণ করিল। এইরূপে যক্ষ ও রাক্ষসের সৃষ্টি হইল।

দেবতাঃ প্রভয়া যা যা দীব্যন্ প্রমুখতোঽসৃজৎ।
তেঽহার্ষুর্দ্দেবয়ন্তো বৈ বিসৃষ্টাং তাং প্রভামহঃ॥

ভা, পু, ৩।২০।২২।

পিতামহ-ত্যক্ত প্রভাময় দিবসরূপ দেহ গ্রহণ করিয়া প্রভা সম্পন্ন দেবগণ সৃষ্ট হইয়াছিল।

দেবোঽদেবান্ জঘনতঃ সৃজতিস্মাতিলোলুপান্।
ত এনং লোলুপতয়া মৈথুনায়াভিপেদিরে॥

ভা, পু, ৩।২০।২৩।

জঘন দেশ হইতে ব্রহ্মা অতিলোলুপ অসুরদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কামার্ত্ত অসুরগণ নির্লজ্জ ভাবে ব্রহ্মারই অনুসরণ করিয়াছিল। ব্রহ্মা বিষ্ণুর শরণ লইলেন। বিষ্ণু বলিলেন।

'বিমুঞ্চাত্মতনুং ঘোরাম্॥ ৩।২০।২৮

কাম-কলুষিত এই ঘোর দেহ ত্যাগ কর। ব্রহ্মা সেই দেহ ত্যাগ করিলেন এবং সন্ধ্যা সেই দেহ গ্রহণ করিল। অসুরেরা সন্ধ্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিল।

শ্রীধর স্বামী বলেন "সর্ব্বত্র তনুত্যাগো নাম তত্তন্মনোভাবত্যাগো বিবক্ষিতঃ গ্রহণঞ্চ তত্তদ্ভাবাপত্তিঃ"। ব্রহ্মা সেই তনুত্যাগ করিয়াছিলেন অর্থাৎ সেই মনোভাব ত্যাগ করিয়াছিলেন। অন্যে সেই তনু গ্রহণ করিয়াছিল, অর্থাৎ সেই ভাব গ্রহণ করিয়াছিল।

এইরূপে ব্রহ্মার ভিন্ন ভিন্ন মনোবিকার অবলম্বন করিয়া, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ভূত, পিশাচ, সাধ্য, পিতৃ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিন্নর, কিম্পুরুষ এবং নাগ সকল সৃষ্ট হইয়াছিল।

এই গেল প্রথম প্রবাহের সৃষ্টি, যাহাকে পুরাণ মূলক ইংরাজি পুস্তকে Elemental সৃষ্টি বলে।

দ্বিতীয় প্রবাহের সৃষ্টিকে মনুসৃষ্টি বলে। এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য মনের বৃত্তি বিকশিত করা। দ্বিতীয় প্রবাহের সৃষ্টির কথা পরে বলা হইবে।

যে সময়ে প্রথম সৃষ্টির প্রবাহ শেষ হয় এবং দ্বিতীয় সৃষ্টির প্রবাহ আরম্ভ হয়, সেই সময়ে দক্ষ ও শিবের বিবাদ হয়। এক প্রবন্ধে সে কথার মীমাংসা হইবেনা বলিয়া দ্বিতীয় প্রবন্ধে সে কথা লেখা হইবে।

এখন প্রথম প্রবাহের সৃষ্টি সম্যক রূপে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে এই সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনেরই সহকারিতা আছে।

শিব হইতে জীবের তামসিক অধঃপতন, ব্রহ্মা হইতে তাহার ভেদ এবং বিষ্ণু হইতে সেই ভেদের অবস্থিতি।

যখন জীব এই অধঃপতনের শেষ সীমায় উপনীত হইল, ব্রহ্মার প্রিয় পুত্র কৃতঘ্ন দক্ষ প্রজাপতি মনে করিল, আর শিবের আবশ্যকতা নাই। দক্ষ ইহা জানিত না, যে দ্বিতীয় প্রবাহের সৃষ্টিতে শিবের সহকারিতা অধিকতর প্রয়োজনীয়। এই অজ্ঞান বশতঃ শিবের সহিত তাঁহার কলহ।

দক্ষযজ্ঞ।

প্রজাপতিগণ এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে দেবতা ও ঋষি সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ সেই সভামধ্যে আগমন করিলে, পিতামহ ব্রহ্মা ও শিব ব্যতিরেকে সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। জামাতাকর্ত্তৃক এইরূপ অবমানিত হইয়া, দক্ষ ক্রোধান্ধ হইলেন এবং শিবকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। দক্ষের জ্ঞান যে শিব তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এই জন্য তিনি তাঁহার শিষ্য।

এষ মে সিধ্যতাং প্রাপ্তো যন্মে দুহিতুরগ্রহীৎ।
পাণিং বিপ্রাগ্নিমুখতঃ সাবিত্র্যাইব সাধুবৎ॥

জল স্পর্শ করিয়া দক্ষ শাপ দিলেন—

অয়ন্তু দেবযজন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভির্ভবঃ।
সহভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ॥ ভা, পু, ৪। ২

দেবগণের অধম এই ভব, দেবযজ্ঞে ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদি দেবগণের সহিত যেন যজ্ঞভাগ না লাভ করেন।

নন্দীশ্বর প্রতিশাপ দিলেন—

য এতন্মর্ত্ত্যমুদ্দিশ্য ভগবত্যপ্রতিদ্রুহি।
দ্রুহত্যজ্ঞঃ পৃথগ্দৃষ্টিস্তত্ত্বতো বিমুখো ভবেৎ॥
গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু সক্তো গ্রাম্যসুখেচ্ছয়া।
কর্ম্মতন্ত্রং বিতনুতাদ্বেদবাদবিপন্নধীঃ॥
বুদ্ধ্যাপরাভিধায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত্বতিতরাং দক্ষো বস্তমুখোঽচিরাৎ॥ ভা,পু,৪। ২

অজ্ঞ দক্ষ আপনার মর্ত্ত্য শরীরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অপ্রতিদ্রোহী

ভগবান্ শিবের প্রতিদ্রোহ করিল। এই পৃথক্ দৃষ্টির জন্য ইনি তত্ত্বজ্ঞান হইতে বিমুখ হইবেন। গ্রাম্যসুখ চরিতার্থ করিবার জন্য ইনি পরিবারবর্গে ও কূট-ধর্ম্মে রত হইবেন। বেদবাদ দ্বারা নষ্ট বুদ্ধি হইয়া ইনি কর্ম্মতন্ত্র বিস্তার করি-বেন। এই ত গেল প্রথম শাপ!

দ্বিতীয় শাপ এই যে, ইনি দেহাদি অনাত্ম বস্তুতে আত্মবুদ্ধি করিয়া পশু তুল্য হইবেন ও স্ত্রীতে অনুরত হইবেন।

তৃতীয় শাপ এই যে ইহাঁর মুখ ছাগের ন্যায় হইবে। বাস্তবিক দ্বিতীয় প্রবাহের সৃষ্টিতে মনুষ্য যতদিন মনোবৃত্তি প্রাপ্ত না হইয়াছিল, ততদিন সে পশু ছিল। "আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্। জ্ঞানং নরাণামধিকে বিশেষঃ জ্ঞানেন হীনঃ পশুভিঃ সমানঃ॥ দ্বিতীয় প্রবাহে পাশব মনুষ্যের (Animal-man) আবির্ভাব হইয়াছিল।

শ্বশুর জামাতার এই বিদ্বেষ ভাব বহুকাল যাবৎ রহিয়া গেল। ব্রহ্মা কর্তৃক প্রজাপতিগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত হইয়া, দক্ষ অতিশয় গর্ব্বান্বিত হই-লেন। তিনি বৃহস্পতিযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সতী ও শিব ব্যতিরেকে সকলকেই নিমন্ত্রিত করিলেন। সতী লোকমুখে পিতৃযজ্ঞের বিবরণ শ্রবণ করিয়া, সেখানে যাইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন এবং পতিকে এই বিষয় নিবে-দন করিলেন। মহাদেব নিষেধ করিলেও তিনি যজ্ঞ স্থানে গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে দেখিলেন যে রুদ্রকে যজ্ঞ ভাগ দেওয়া হয় নাই। ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া, ভগবতী পিতাকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন এবং সেই যজ্ঞ ভূমিতেই দেহত্যাগ করিলেন। শিবের অনুচরবর্গ যজ্ঞ নষ্ট করিল। তাহারা দক্ষের মুণ্ড ছেদ করিল, এবং যাহারা দক্ষের পক্ষপাতী হইয়াছিল, তাহাদের অত্যন্ত দুর্গতি করিল। দেবতারা স্তুতি দ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন যে দক্ষ অজমুখ

হউক

ভগবতী দাক্ষায়ণী পূর্ব্ব কলেবর ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন।

এই হইল সংক্ষেপে দক্ষযজ্ঞের বিবরণ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সৃষ্টির ধারা দ্বিবিধ। সৃষ্টির আরম্ভে অশরীরী জীব প্রথমে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গলোকে অবস্থিতি করে, পরে পৈশাচিক দেহ ধারণ করিয়া ভুবর্লোকে অবস্থিতি করে এবং অবশেষে স্থূল দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবরুদ্ধ হয়।

এই হইল সৃষ্টির প্রথম ধারা। এ সৃষ্টির অর্থ আর কিছু নয়—কেবলমাত্র সূক্ষ্ম হইতে স্থূলতর দেহ ধারণ করা। স্থূলতম পার্ব্বতিক দেহে এই সৃষ্টি ক্রিয়ার অবসান হয়। এ সৃষ্টি একরূপ প্রাকৃতিক সৃষ্টি। এ সৃষ্টিতে জীবের স্বতন্ত্রতা থাকে না। কালের স্রোতে, অবিদ্যার ধারাবাহিক প্রবাহে, দেহ-পরম্পরা আসিয়া জীবকে পরিচ্ছিন্ন করে। এককালীন যে সকল জীব প্রাক্তন কর্ম্ম অনুসারে এই ধারায় পতিত হয়, তাহারা এককালে পর্ব্বতত্ব প্রাপ্ত হয়। স্বতন্ত্রতা না থাকাতে তাহাদের বৃত্তিরও পার্থক্য থাকে না। আমিত্বের পৃথক্ অনুভবও তাহাদের থাকে না।

তমোগুণ দ্বারাই তামসিক দেহের প্রাপ্তি হয়। শিলাময় দেহই তামসিক দেহের চরম। শিব তমোগুণের অধিষ্ঠাতা।

যখন জীব শিলাময় দেহ ধারণ করে,তখন মনে হয় যে,শিবের আর কোন কায থাকিল না। দেবসমাজে তাঁহাকে যজ্ঞভাগ দিবার আর প্রয়োজন কি?

কিন্তু শিলাময় দেহ ধারণ করিয়া থাকিলে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয় কোথা? যে উদ্দেশ্যে জীব সৃষ্টি, যে উদ্দেশ্যে দয়াময় ঈশ্বর আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া জীবসকলকে কল্পের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনার অঙ্কে ধারণ করেন, যে উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদিগকে যথাযথ কালে ও যথাযথ রূপে অনুপ্রাণিত করেন, সে উদ্দেশ্য তাহা হইলে সফল হয় কিরূপে?

প্রথম ধারার সৃষ্টি কেবল আয়োজন মাত্র। জীবের ইহা গর্ভবাস। শিলাময় দেহে জীবের বাস্তবিক জন্ম। ঐ জন্ম লাভ করিয়া জীব ক্রমশঃ স্বতন্ত্রতা লাভ করে এবং কালের গতি অনুসারে জীবের প্রাণবৃত্তি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তির বিকাশ হয়। ইহাই দ্বিতীয় সৃষ্টির ধারা।

যখন জীবের জন্য ভগবতী পর্ব্বতের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, তখনই দ্বিতীয় সৃষ্টির প্রবাহ আরম্ভ হইল।

শিব হইতেই স্বতন্ত্রতার বিকাশ। রুদ্রই অহঙ্কার বৃত্তির অধিদেব।

মহাদেব ভিন্ন কে আমাদিগকে শিলাময় বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে? ত্যাগ ও নাশ কেবল তাঁহা হইতেই। তাঁহারই কৃপায় আমরা মৃত্যু লাভ করিতে পারি। তাঁহারই কৃপায় আমরা স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া ভুবর্লোক এবং প্রেত দেহ ত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিতে পারি। তাঁহারই কৃপায়, দেহের স্থূলত্ব হ্রাসশীল হইয়া জীবকে ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপযোগী করে। তাঁহারই কৃপাবলে প্রতিরজনী, প্রাকৃতিক ব্যাপার সকল নিদ্রাবশে অভিভূত হয় এবং হৃদয়মধ্যে আধ্যাত্মিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়।

যেমন যেমন মহাদেব স্থূলতার নিরোধ করেন, তেমন তেমন বিষ্ণু সত্বমিশ্রিত রজোগুণের সঞ্চার করিয়া জীবকে সচেতন সেন্দ্রিয় ও সমনস্ক করেন।

বিচার করিলে জানিতে পারা যায় যে, প্রাণবৃত্তি ও স্ত্রীপুরুষ যোগ লইয়াই দ্বিতীয় কার্য্য অধিকতর হইয়া থাকে। এ দুইটি পাশব বৃত্তি। দেহে সম্পূর্ণরূপে আত্মবুদ্ধি করিয়াই, পশুবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে। হতভাগ্য ছাগ আমাদের দেশে পশুবৃত্তির আদর্শ স্থল।

নন্দীশ্বরের তিনটী শাপই দক্ষে ফলিল।

হতভাগ্য ছাগ, তুমি দক্ষকে নিজমুণ্ড দিয়াছিলে বলিয়াই, তৃতীয় সৃষ্টির প্রবাহে তোমার কত মুণ্ডের ছেদন হইতেছে। কিন্তু সেই পাষণ্ড মনুষ্য

তোমা হইতেও হতভাগ্য যে তোমার মুণ্ড ছেদন করিয়া তোমার ভাব বিসর্জ্জন দেওয়া দূরে থাকুক, সেই ভাবে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর মহাদেব! দক্ষের কি সাধ্য যে তোমার যজ্ঞভাগ নষ্ট করে? ব্রহ্মা বলিলেন—

এষ তে রুদ্র ভাগোঽস্তু যদুচ্ছিষ্টোঽধ্বরস্য বৈ।
যজ্ঞস্তে রুদ্রভাগেন কল্পতামদ্য যজ্ঞহন্॥

হে রুদ্র, যজ্ঞের যাহা অবশিষ্ট তাহাই যজ্ঞের ভাগ। হে যজ্ঞনাশক রুদ্র, আজ সেই যজ্ঞভাগ দ্বারা দক্ষের যজ্ঞ পূর্ণ কর।

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—

অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ং দৃগবিশেষণঃ॥
আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজঃ।
সৃজন্রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্॥
তস্মিন্ ব্রহ্মণ্য দ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি॥
যথা পুমান্ন স্বাঙ্গেষু শিরঃ পাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু মৎপরঃ॥
ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।
সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ।

স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ।

স্বায়ম্ভুব মনু বলিলেই বুঝিতে হইবে কল্পের প্রথম অবস্থা। প্রলয়ে ভূগোলকও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মনুর উপরোধে ভূগোলকের উদ্ধার হইল। কিন্তু ভূগোলক বলিলে, দেশবিদেশ শূন্য একরূপ Nebulous mass বুঝিতে হইবে। সেই বাষ্পমণ্ডলের ঘূর্ণন শক্তি অত্যন্ত অধিক ছিল। সেই ঘূর্ণন শক্তি-বলে, মণ্ডল মধ্যে নানারূপ বিভাগ হইয়া দ্বীপ, উপদ্বীপ ও সমুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং কালবশে ভূসংস্থানের দৃঢ়তা সংঘটিত হইয়াছিল।

যেমন ভূ-বিভাগ লইয়া এক বিভ্রাট,সেইরূপ জীববিভাগ লইয়াও বিভ্রাট। জীবের শরীর সংগঠন করাই এক বিষম ব্যাপার ছিল। যে উপাদানে জীব শরীর গঠিত হইবে, সেই উপাদান ইন্দ্রিয়-শক্তির উপযোগী হওয়া চাই। আবার জীবের আয়ুর উপযোগী জীবশরীরের স্থিতি হওয়া চাই।

ভূ সংস্থানের ভার প্রিয়ব্রতের উপর পড়িল এবং জীবসংস্থানের ভার উত্তানপাদের উপর।

কিন্তু প্রিয়ব্রতের একটি ভাল গুরু জুটিল। স্বয়ং নারদ ঋষি। নারদের মত একটি ছেলে হলেই চক্ষুঃস্থির। নিজেত বাপের কথা শুনিবেন না এবং অন্যে যাহাতে না শুনে,তাহাতেও বিশেষ সচেষ্ট। ঋষিবর সৃষ্টির প্রথম হইতেই প্রবৃত্তিমার্গের রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ। কাযে কাযে জানিতেন যে, যতই তিনি চেষ্টা করুন, অকালে প্রবৃত্তির রোধ হইবে না। তবে যথাকালে সেই রোধ ফলদায়ী হইবে।

নারদ বলিলেন, প্রিয়ব্রত কর কি? প্রবৃত্তির পথে একবার চলিলে আর নিস্তার নাই। প্রিয়ব্রত অমনি হাল্ ছেড়ে দিলেন। মনু দেখিলেন বিষম বেগতিক। তখন তিনি স্বয়ং ব্রহ্মাকে লইয়া উপস্থিত।

ব্রহ্মা বলিলেন—

নিবোধ তাতেদমৃতং ব্রবীমি
মাসূয়িতুং দেবমর্হস্যপ্রমেয়ম্।
বয়ং ভবাংস্তে তত এষ মহর্ষি
র্বহাম সর্ব্বে বিবশা যস্য দিষ্টম্॥ ভাঃ, পুঃ, ৫। ১। ১১

হে বৎস, যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। প্রবৃত্তির জন্য তোমাকে যাহা বলিব, সে আমাদের কথা নহে। এ সকলই ঈশ্বরের নিয়োগ। অতএব বিরোধাচরণ করিয়া সেই সত্য অপ্রমেয় আদি পুরুষের প্রতিই দোষারোপণ করিবে। আমিও মহাদেব তোমার পিতা স্বায়ম্ভুব মনু, এবং এই যে তোমার গুরু মহর্ষি নারদ, আমরা সকলেই বিবশ হইয়া তাঁহারই আদেশ পালন করিতেছি।

ন তস্য কশ্চিত্তপসা বিদ্যয়া বা
ন যোগবীর্য্যেণ মনীষয়া বা।
নৈবার্থধর্ম্মৈঃ পরতঃ স্বতো বা
কৃতং বিহন্তুং তনুভৃদ্বিভূয়াৎ॥ ৫। ১। ১২

তপোবল দ্বারা, কিংবা বিদ্যা দ্বারা, কিংবা যোগবল ও সামাদি বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়া, অর্থ ধর্ম্ম দ্বারা, স্বয়ং কিংবা অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কেহই ঈশ্বরের কৃত নষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।

নারদ চুপ। প্রিয়ব্রত বলিলেন, তথাস্তু। মনুর কায সহজে হইয়া গেল।

প্রিয়ব্রত প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কারণ তাঁহাকে বিশ্বের ভাগ রচনা করিতে হইবে। প্রিয়ব্রতের নবীন উদ্যম। ভূলোকের গতি শক্তি অধিক। এখন ধরুন যেন সূর্য্য মেরুর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করেন বলিয়া দিন রাত্রি হয়। প্রিয়ব্রত বলেন, রাত্রিই বা কেন হইবে। আমিও সূর্য্যকে অনুসরণ করিব। যে ভূভাগে রাত্রি হয়, আমি নিজ তেজে

সেই ভাগ উজ্জ্বলিত করিব। কারণ প্রিয়ব্রত তখন তেজস্বী। তখনও পৃথিবীর স্থূলতা ও দৃঢ়তা হয় নাই। কিন্তু নিজের চক্ষুঃ যেমন নিজকে প্রকাশিত করিতে পারেনা, সেইরূপ নিজ মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া অর্থাৎ Rotation দ্বারা পৃথিবীর কোন ভাগকে প্রিয়ব্রত প্রকাশিত করিতে পারিলেন না। কিন্তু ইহাতে একটি কাজ হইল। দৃঢ়তাশূন্য মণ্ডলের ঘূর্ণন দ্বারা সাত সমুদ্র ও সাত দ্বীপ হইল।
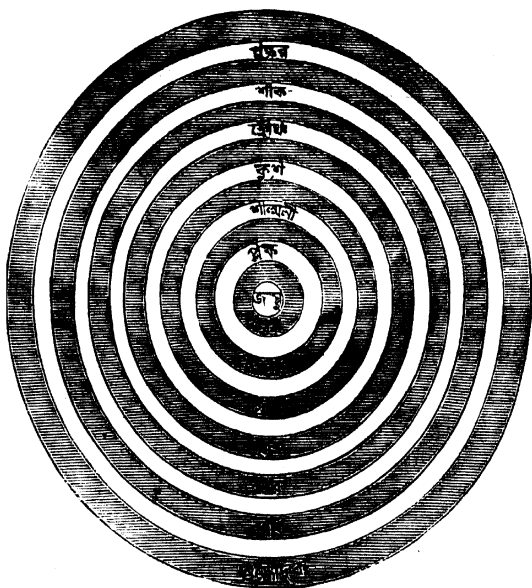
এই সকল দ্বীপের মধ্যে মধ্যতম জম্বুদ্বীপ অন্য দ্বীপ অপেক্ষা ঘন ও দৃঢ় এবং লবণ সমুদ্রও অন্য সমুদ্র অপেক্ষা গাঢ়। দৃঢ়তর দ্বীপ ও সমুদ্র সকল

ক্রমিক কম ঘন, কম দৃঢ় ও কম গাঢ়। এই তারতম্য অনুসারে দ্বীপ বাসী-দিগেরও তারতম্য আছে। জীব সকলকে প্রতি দ্বীপেই ভোগ করিতে হয়। প্রতি দ্বীপেই অবতারাদি হয়। প্রতি দ্বীপেই শ্রীকৃষ্ণের কোন লীলা না কোন লীলা সংঘটিত হয়। থিয়সফির ভাষায় এই দ্বীপ সকলকে Globe বলা চলে।

প্রিয়ব্রতের সাত পুত্র এই সাত দ্বীপের রাজা। সেই সাত পুত্রের নাম আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যচেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ ও সবন। ইহাঁরা যথাক্রমে জম্বু আদি দ্বীপ সমূহের রাজা। এই সাতটি রাজার নামই অগ্নির নাম।

অগ্নি হইতেই রূপ হয়। বিশ্বকর্ম্মার হাপরে বিশ্বের রূপ হয়। তাঁহার দৌহিত্রসকলের হাপরে সাতদ্বীপের রূপ।

আমরা যাহাকে পৃথিবী বলিয়া জানি তাহা এই জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপেরও সকল অংশ আমরা জানিনা। সমুদ্রের মধ্যেও কেবল আমরা লবণ সমুদ্র জানি অন্য সমুদ্র জানিনা।

প্রিয়ব্রতের পুত্রগণের মধ্যে আমরা কেবল আগ্নীধ্রকেই লইব। তিনিই জম্বুদ্বীপের রাজা।

আগ্নীধ্রের নয় পুত্র জম্বুদ্বীপের নয় বর্ষ অর্থাৎ ভাগ। তাহাদের নাম নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল।

এই সকলের মধ্যে নাভিবর্ষই আমরা বিশেষরূপে জানি। পৃথিবীর Atmosphere বলিয়া আমরা যাহা জনি, তাহাই নাভিবর্ষের Atmosphere. তাহার উপরের বায়ু এত পাতলা, যে আমাদের জানা জীব সকল সেই বায়ুতে জীবন ধারণ করিতে পারেনা। সেই পাতলা অত্যন্ত পাতলা— এমন কি আমরা তাহাকে বায়ু না বলিতেও পারি—বায়ুযুক্ত প্রদেশ কিংপুরুষবর্ষ। সেখানে কিংপুরুষ অর্থাৎ কিন্নরেরা বাস করে। কিন্নর এক

রকম দেবতার জাতি। তাহারা অৰ্দ্ধদেবতা বলিয়া তাহাদিগকে দেবযোনি বলে। এইরূপ অন্যান্য বর্ষ আছে। কেহ উপরে, কেহ পার্শ্বে। দ্বীপ সকল যেমন একের মধ্যে এক অবস্থিত, বর্ষ সকল সেরূপ নহে।

আমরা অন্য বর্ষ ছাড়িয়া দিয়া কেবল নাভিবর্ষের বংশ দেখিব।

নাভির পুত্র ঋষভ। ঋষভ বিষ্ণুর অবতার। ঋষভ হইতেই পৃথিবীর স্থিতি। তিনি যে শক্তি সঞ্চারণ করিয়াছেন সেই শক্তি বলে, পৃথিবীর বর্ত্তমান শক্তি।

ঋষভ পারমহংস ব্রত অবলম্বন করিলেন। "জড়ান্ধমূকবধিরপিশাচোন্মাদকবৎ অবধূতবেশোঽভিভাষ্যমাণোঽপি জনানাং গৃহীতমৌনব্রততুষ্ণীং বভূব।" পৃথিবীরও জড়তা হইয়া আসিতে লাগিল।

ঋষভদেবের শত পুত্র। তাহার মাধ্য ভরত জ্যেষ্ঠ। ভরত হইতেই আমাদের ভারতবর্ষ। বাকি নিরানব্বই পুত্রের মধ্যে কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ ও কীকট, এই নব প্রধান।

ভরতের কথা পর প্রবন্ধে দেখা যাইবে।

ভরত।

এই ভারতবর্ষের নাম পূর্ব্বে অজনাভ ছিল। রাজা ভরত হইতে ইহার নাম ভারতবর্ষ। তিনি বহুসহস্রবর্ষ প্রজাপালন করিয়া পুত্রগণের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং বনমধ্যে গমন করিয়া সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী হিরণ্ময় পুরুষের অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন।

একদা রাজর্ষি স্নান করিয়া প্রণব জপ করিতেছিলেন এমন সময়ে এক

হরিণী পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই নদীতটে আগমন করিল। হরিণী জলপান করিতেছিল, এমন সময়ে, উচ্চসিংহনিনাদে সেই স্থান পরিপূরিত হইল।

চকিতনয়না হরিণবধূ ব্যাকুলহৃদয়ে ঊৰ্দ্ধে লম্ফ প্রদান করিল এবং উরুভয় জন্য তাহার গর্ভ নদীমধ্যে নিপতিত হইল। কাতর হরিণী গিরিগুহায় প্রাণ ত্যাগ করিল।

করুণ-হৃদয় রাজর্ষি প্রবহমাণ হরিণ শিশুকে অঙ্ক মধ্যে স্থাপিত করিয়া আশ্রমমধ্যে আনয়ন করিলেন এবং প্রীতিসহকারে তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। যম নিয়ম ঈশ্বরপরিচর্য্যা তাঁহার একে একে সকলই গেল। হরিণবালকে তাঁহার প্রবল মমতা বৃদ্ধি হইল। হায়, আসঙ্গে কিনা হয়! "সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ"। তাহার পর একে একে বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধিনাশই আমাদের সৰ্ব্বনাশ।

ভরতের কাল নিকটবৰ্ত্তী হইল এবং একাগ্রমনে হরিণশিশু স্মরণ করিতে করিতে তিনি নয়ন মুদিত করিলেন।

মন তুমি যাহা চাও, তাহাই পাও। অবশ হইয়া ছাই পাঁস চাহ কেন?

মনুষ্যশরীর ত্যাগ করিয়া ভরত মৃগদেহ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পূৰ্ব্বস্মৃতি নষ্ট হইল না। নির্ব্বিঘ্নহৃদয় ভরত কালবশে মৃগশরীর ত্যাগ করিলেন।

আৰ্য্য ভারতবর্ষ, তুমি ছিলে কি, হলে কি! তোমার পবিত্রতা, তোমার সহৃদয়তা কিনা পশুশরীরে আচ্ছাদিত হইল! কিন্তু সেজন্য তোমার সন্তান-গণ কিছুমাত্র খেদ করেনা। পরের ভাবনায় করুণহৃদয় যদি মমতার পাশে আবদ্ধ হয়, সে বন্ধনও ধৰ্ম্মনিবন্ধন। অন্যের প্রকৃতি অবলম্বনে তুমি নিজের জড় প্রকৃতি সংগঠিত করিয়াছ, তাই তোমার মৃগত্ব। কিন্তু তোমার হৃদয় জ্ঞানপূর্ণ। ঐহিক ঝঞ্ঝাবাতে, অধীনতার কারাগারে, বহির্জগতের অত্যা-চারে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাব নষ্ট হইবে না।

আঙ্গিরস-গোত্র-জাত কোন ব্রাহ্মণ-কুমারের দুই পত্নী। এক পত্নীর নয় পুত্র এবং দ্বিতীয় পত্নীর যমজ সন্তান, একটি পুত্র ও একটি কন্যা। সেই পুত্রই রাজা ভরত। তিনি মৃগশরীর ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণকুমাররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ভগবানের কৃপায় তাঁহার পূর্ব্ব জন্মাবলির স্মৃতি সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত হইল। আর তিনি আসক্তির দিকে একেবারে যাইলেন না। লোকে জানিল, যে ব্রাহ্মণকুমার উন্মত্ত, জড় ও বধির।

ব্রাহ্মণ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেন না। কালক্রমে তিনি কাল-কবলে পতিত হইলেন। দ্বিতীয়া পত্নী তাঁহার সহমৃতা হইলেন। ব্রাহ্মণকুমারের ভার তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের উপরে পড়িল।

প্রাকৃত লোকেরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক কাজ করাইয়া লইত। কেহ বা বেতনরূপে কদর্য্য অন্ন দিত। কখনও ভিক্ষাদ্বারা তিনি জীবনযাত্রা করিতেন। কি শীত, কি বর্ষা, কি ঝঞ্ঝাবাত, সকল কালেই স্থূলদেহ ব্রাহ্মণ-কুমার অনাবৃতাঙ্গ। যেন একটি বৃষের ন্যায় তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন। ভ্রাতৃগণের দ্বারা কিংবা অন্যের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তিনি কাজ করিতেন বটে, কিন্তু কাজের ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতেন না।

হায়রে, যে ভারতের হৃদয় তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ, যে ভারত জগৎকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে, আজ প্রাকৃত সমাজের মধ্যে পড়িয়া সেই ভারত জড় ও উন্মত্ত। যাহার যা ইচ্ছা, সেই তা বলুক, ভারতের কিছুতেই যায় আসেনা। ভারত-বাসিগণ, প্রতি পদে আপন পূর্ব্বপুরুষ ভরতের বৃত্তি স্মরণ করিয়া চলিও। পরের উপহাসে বিচলিত হইওনা। আধ্যাত্মিক ভাবই ভারতের সার ভাব। অন্যের প্রাকৃতিক ভাব দেখিয়া যেন নিজের সর্ব্বস্ব হারাইওনা। কালের চক্রে সংসারের দূরতিক্রম নিয়োগ বলে, যে প্রাকৃতিক কার্য্য করিতে হয়, ভাল হয় মন্দ হয় করিয়া যাও, এবং বিধিলব্ধ ধনে সন্তুষ্ট হইয়া দিনপাত কর। নিশ্চয়ই জানিও যে এদিন চিরকাল থাকিবে না।

কদাচিৎ কোন শূদ্রসামন্ত চৌররাজ অপত্যকামনা করিয়া ভদ্রকালীকে মনুষ্য বলি দিবার অভিপ্রায় করিল। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বলি দৈবাৎ বিমুক্ত হইয়া রাত্রিকালে পলায়ন করিল। বৃষলপতির অনুচরগণ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া সেই বলির অনুসন্ধান পাইল না। কিন্তু বীরাসনে উপবিষ্ট ক্ষেত্ররক্ষণে নিযুক্ত ব্রাহ্মণকুমার তাহাদের নয়নগোচর হইল। তাহারা সুলক্ষণসম্পন্ন সেই ব্রাহ্মণকুমারকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া চণ্ডিকাগৃহে আনয়ন করিল। পরে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া ভদ্রকালীর সম্মুখে উপস্থিত করিল। বৃষলরাজের পুরোহিত অন্যতম চোর শাণিত করাল অসি হস্তে গ্রহণ করিল।

মা ভদ্রকালী আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিমা ত্যাগ করিয়া বহির্নির্গতা হইলেন এবং ক্রোধভরে ভ্রুকুটী-কুটিল-মুখে অট্টহাস করিতে করিতে পাপাত্মাদিগের সেই অসি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিলেন।

মা জগদম্বে, তুমি ভারতের জননী। ভারত-সন্তান তোমার নিত্য উপাসক। মা, তুমি থাকিতে ভারতের ভয় কি! চোরের হস্ত হইতে তুমি ভারতকে ত্রাণ না করিলে অন্যে কে ত্রাণ করিতে পারে। যাহারা ভারতের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া ভারতবাসী আর্য্যদিগের অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহিয়াছিল, আজ তাহারা কোথায়?

রাজা রহূগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া কপিলের আশ্রমে গমন করিতেছিলেন। ইক্ষুমতীর তটে শিবিকাবাহকপতি একজন শিবিকাবাহকের অন্বেষণ করিতে ছিল! এমন সময়ে সেই ব্রাহ্মণ-কুমারকে স্থূলকায় ও কুশলাঙ্গ দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে শিবিকাবহনে নিয়োজিত করিল।

ব্রাহ্মণকুমার দেখিতে লাগিলেন যে, তাঁহার গতি দ্বারা কোনরূপ জীবহিংসা না হয়। কাজেই অন্য বাহকদিগের সহিত বিষমগতি হইতে লাগিল। রাজা বাহকদিগকে ভৎর্সনা করিলেন। তাহারা নূতন বাহককে দোষী

বলিয়া নির্দ্দেশিত করিল। তখন ব্রাহ্মণকুমারকে উপহাস করিয়া রাজা বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতঃ! নিশ্চয় তোমার অত্যন্ত শ্রম হইয়াছে। অনেক পথ শিবিকাবহন করিতে হইয়াছে। শরীরও সেরূপ স্থূল নয়, অঙ্গও সেরূপ সবল নয়। বয়সেও খুব বৃদ্ধ।"

আবার শিবিকা বিষমভাবে চলিতে লাগিল। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কিরে, তুই কি জীবন্মৃত, যে, স্বামীর আজ্ঞা অবহেলন করিতেছিস্? যমের ন্যায় তোর শাস্তি দিব, তবে তুই প্রকৃতিস্থ হবি।"

রাজা রহূগণ আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া জানেন। তাঁহার রাজত্বের অভিমান। তিনি জানেন না, সর্ব্বভূত-সুহৃদাত্মা যোগেশ্বর ব্রাহ্মণকুমার কি পদার্থ।

ব্রাহ্মণ কুমার বলিলেন—

ত্বয়োদিতং ব্যক্তমবিপ্রলব্ধং
ভর্ত্তুঃ স মে স্যাদ্ যদি বীর ভারঃ।
গন্তুর্যদি স্যাদধিগম্যমধ্বা
পীবেতি রাশৌ নবিদাং প্রবাদঃ॥
স্থৌল্যং কার্শ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ
ক্ষুত্তৃড়্ভয়ং কলিরিচ্ছা জরা চ।
নিদ্রারতি র্মন্যুরহং মদঃ শুচো
দেহেন জাতস্য হি মে ন সন্তি॥

ইত্যাদি। ৫-১০

রাজা রহূগণের চক্ষু স্থির। তিনি শিবিকা হইতে সত্বর অবতরণ করিলেন এবং ব্রাহ্মণকুমারের পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন।

কস্ত্বং নিগূঢ়শ্চরসি দ্বিজানাং
বিভর্ষি সূত্রং কতমোঽবধূতঃ।

কস্যাসি কুত্রত্য ইহাপি কস্মাৎ
ক্ষেমায় নশ্চেদসি নোত শুক্লঃ॥
নাহং বিশঙ্কে সুররাজবজ্রা
ন্ন ত্র্যক্ষশূলান্ন যমস্য দণ্ডাৎ।
নাগ্ন্যর্কসোমানিলবিত্তপাস্ত্রা
চ্ছঙ্কে ভৃশং ব্রহ্মকুলাবমানাৎ॥
তদ্‌ব্রূহ্যসঙ্গো জড়বন্নিগূঢ়
বিজ্ঞানবীর্য্যো বিচরস্যপারঃ।
বচাংসি যোগগ্রথিতানি সাধো
ন নঃ ক্ষমন্তে মনসাপি ভেত্তুম্॥

* * * *

* * *

* * * *

তন্মে ভবান্ নরদেবাভিমান-
মদেন তুচ্ছীকৃতসত্তমস্য।
কৃষীষ্ট মৈত্রীদৃশমার্ত্তবন্ধো
যয়া তরে সদবধ্যানমংহঃ॥

অমনি দুজনের গুরুশিষ্য ভাব হইল। ব্রাহ্মণকুমার প্রীতচিত্তে রহূগণকে জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। রাজা কৃতার্থ হইয়া গুরুর চরণ অভিবন্দন করিলেন এবং কাতরচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণকুমারও যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

আজ ভারত সেই শিবিকা বহন করিতেছে। পবিত্র ভারত, সকলের শীর্ষস্থানীয় ভারত, জগতের পরমগুরু ভারত, আজি সামান্য মনুষ্যের ন্যায় পরের ধূলা মস্তকে বহন করিতেছে। কিন্তু ভারত-সন্তানগণ, যাহার শিবিকা

বহন করিতেছ, সে তত্ত্বজিজ্ঞাসু। যদিও তাহার রাজত্বের অভিমান ও বিদ্যার অভিমান আছে, তবু তাহার হৃদয় ভাল। বিনয়ে বলি, তাহার সহিত বলের প্রয়োজন নাই, বাগ্বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই, পার্থিব বস্তু লইয়া সমকক্ষতার প্রয়োজন নাই। কেবল দাও তাহাকে জ্ঞানের শিক্ষা। তোমাদের ভিতরে ভিতরে জ্ঞানের যে জ্বলন্ত অগ্নি রহিয়াছে, তাহার আলোকে জগৎ আলোকিত কর। নিগূঢ় তত্ত্বের আবিষ্কার কর। একবার প্রাণভরে ভগবানের শরণ লও। মা জগদম্বাকে স্মরণ কর। যাহা ভুলিয়া, যাহা হারাইয়া, আজ পথের ভিখারী হইয়াছ, সেই নষ্টধন, সেই অন্তর্নিহিত ধনের উদ্ধার কর। আজ সেই ধন বিতরণকর। তাহা হইলে আর তোমাকে শিবিকার ভার বহন করিতে হইবে না। আজ যাহার শিবিকা বহন করিতেছ, সে তোমাকে মাথায় বহন করিবে। সে কেন, সমস্ত জগৎ তোমাকে মাথার মণি করিয়া বহন করিবে।

পার্থিব শক্তির কিসের গৌরব ? সে গৌরব কি রাজা রহূগণের নাই ? সে গৌরব কি অন্য জাতির নাই ? তুমি এখন চেষ্টা করিলে কি সে গৌরব অতিক্রম করিতে পারিবে ?

মনে কর রাজা রহূগণ কি বলিয়াছিলেন—"আমি দেবরাজের বজ্রকে ভয় করিনা। মহাদেবের ত্রিশূল, যমের দণ্ড, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, কুবেরের অস্ত্র, ইহার মধ্যে কিছুই আমার ভয়ের কারণ নহে। কেবল ব্রাহ্মণকুলের অপমানকে আমি বড় ভয় করি।"

ঋষিদিগের চরণে কোটি কোটি নমস্কার। এই ভারতের গভীর অমাবস্যায় ঋষিবাক্যই একমাত্র আলোক। যেন সেই আলোককে অবহেলা করিয়া আমরা বিপথে গমন না করি।

ভরত উপাখ্যানের পর, প্রিয়ব্রত-বংশের কথা বলিবার বড় কিছু নাই। এইবার আমরা উত্তানপাদের বংশ বর্ণন করিব।

ধ্রুব-চরিত্র।

রাজা উত্তানপাদের দুই পত্নী—সুরুচি ও সুনীতি। সুরুচির পুত্র উত্তম এবং সুনীতির পুত্র ধ্রুব। রাজা উত্তমকে কোলে লইয়াছেন দেখিয়া বালক ধ্রুবও কোলে যাইবার উদ্যমকরিল। বিমাতা সুরুচি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া গর্ব্ব-সহকারে বলিতে লাগিল—"বৎস, তুমি রাজার আসনে উঠিবার যোগ্য নও। যেহেতু তুমি আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর নাই। যদি দুর্ল্লভ মনোরথ পূরণের ইচ্ছা থাকে, যদি একান্ত রাজাসনে বসিবার কামনা থাকে, তবে পুরুষের আরাধনা কর। তাঁহার অনুগ্রহ হইলে, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে।"

বিমাতার বাক্যশরে বিদ্ধ হইয়া, ক্রোধে রোদন করিতে করিতে ধ্রুব মাতার নিকট উপনীত হইলেন। সপত্নীর আচরণ শুনিয়া সুনীতি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ শোক সংবরণ করিয়া পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বৎস, আমারই দোষ সত্য। আমিই দুর্ভাগ্য, তাই আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমার এই অপমান। কিন্তু মনের ভাব ত্যাগ কর। সুরুচি বিমাতা হইলেও মাতার তুল্য। তিনি যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা গ্রহণ কর। যদি উত্তমের ন্যায় রাজাসন পাইতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে সেই অধোক্ষজের পাদপদ্ম আরাধনা কর।

নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনা-
দ্দুঃখচ্ছিদন্তে মৃগয়ামি কঞ্চন।
যো মৃগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্ময়া
শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমাণয়া॥ ৪-৮-২২

সেই পদ্মপলাশলোচন ভিন্ন তোমার দুঃখ দূর করিবার জন্য আর কাহা-কেও দেখিতে পাইনা। পদ্মরূপ দীপ হস্তে লইয়া লক্ষ্মী এবং ব্রহ্মাদি অন্যান্য দেবগণ তাঁহার অন্বেষণ করেন।"

মা, তুমি সুনীতি নামের সার্থকতা করিলে। তুমি ক্রোধপরবশ হইয়া সপত্নীর সহিত কলহ করিতে উদ্যত হইলেনা। রাজার উপর গঞ্জনা করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইল না। সকল দোষ তুমি আপনার উপরেই লইলে।

"মামঙ্গলং তাত পরেষু মংস্থা।

ভুঙ্‌ক্তে জনো যৎ পরদুঃখদস্তৎ।"

বৎস ধ্রুব পরের অপরাধ মনে লইবেনা। যে অন্যকে দুঃখ দেয়, সে সেই দুঃখ নিজে ভোগ করে। জননীর যাহা কর্ত্তব্য তাহা তুমি করিলে। যাহা সার উপদেশ তাই তুমি পুত্রকে দিলে। ভারতের জননীগণ, তোমরা সুনীতির নীতি কেননা অনুসরণ কর?

আর ধ্রুব? পাঁচবৎসরের বালক ধ্রুব। সে কিরূপে পুরুষের আরাধনা করিবে? ধ্রুব নিজে একথা একবারও ভাবিলেন না। জননীর উপদেশ পাইবা মাত্র, তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার মনে দৃঢ় সংকল্প যে তিনি পুরুষের আরাধনা করিবেন। কেমনে করিবেন, সে কথা ভাবিতে তাঁহার অবসর হইল না।

সে ভাবনা ধ্রুবের হইল না বটে, কিন্তু যাহার হইবার কথা তাহার হইল।

মনের তীব্র বাসনা হওয়া চাই। তুমি আর্ত্ত হও, কি জিজ্ঞাসু হও, কি অর্থার্থী হও, কি জ্ঞানী হও—তুমি সকাম কি অকাম জানিবার আবশ্যক নাই; মনের তীব্র আবেগে একবার উপাসনার পথে ছুটিয়া বাহির হও অমনি গুরু সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।

ধ্রুব সকাম। ধ্রুব আর্ত্ত ও অর্থার্থী। কিন্তু হৃদয়ের কাতরতায় ও অর্থের অন্বেষণে তিনি অনন্যমনাঃ। তিনি "পদ্মপলাশলোচন কোথায়" বলিয়া অজ্ঞাত বাহ্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। অমনি করুণহৃদয় নারদ, জগদ্‌গুরু নারদ, তাঁহার হাত ধরিলেন। দেবর্ষি দেখিলেন যে, কল্পের প্রথম অবস্থা। এখনও জীবের উপাসনা তত্ত্ব বুঝিবার সময় হয় নাই। এখন প্রবৃত্তি মার্গে

চলিবার সময়। প্রবৃত্তি মার্গে কলুষিত জীব নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল করিবে এবং তাহার পর উপাসনার পথ অবলম্বন করিবে। ধ্রুবের চিত্ত এখনও প্রবৃত্তি-কলুষিত নহে। তথাপি তাহার সকামতা আছে। সে উচ্চ পদবীর অন্বেষণ করে। তাই নারদ বলিলেন—নাধুনাপ্যবমানং তে সম্মানং চাপি পুত্রক।

হে পুত্র, তুমি শিশু। তোমার এখন মানও নাই, অবমানও নাই। মাতার উপদেশে যাঁহার অনুগ্রহ পাইবার জন্য তুমি উদ্যমপরায়ণ, তিনি অত্যন্ত দুরারাধ্য।

মুনয়ঃ পদবীং যস্য নিঃসঙ্গেনোরুজন্মভিঃ।
ন বিদু র্ম্মৃগয়ন্তোঽপি তীব্রযোগসমাধিনা॥

অনেক জন্মে নিষ্কামতা ও তীব্রযোগ সমাধি দ্বারা মুনিগণ তাঁহার পদবী অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন না।

অতো নিবর্ত্ততামেষ নির্ব্বন্ধস্তব নিষ্ফলঃ।
যতিষ্যতি ভবান্ কালে শ্রেয়সাংসমুপস্থিতে॥

এই জন্য বলিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও। তোমার নির্ব্বন্ধ এখন নিষ্ফল। যখন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইবে, তখন তুমি যত্ন করিও।

ধ্রুব বলিলেন, গুরুদেব, জ্ঞান ও শান্তির কথা আমার হৃদয়ে স্থান পায় না। আমার হৃদয়ে কামনা অত্যন্ত বলবতী। এখন আমাকে সেই উপায় বলিয়া দেন, যাহাতে আমি ত্রিভুবনের মধ্যে উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিতে পারি, যে পদ আমার পিতা কেন অন্যেও লাভ করিতে পারে নাই।

পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধু বর্ত্ম মে।
ব্রহ্মস্মৎ-পিতৃভির্ব্রহ্মন্নন্যৈরপ্যনধিষ্ঠিতম্॥

নারদ বলিলেন, যদি তুমি একান্ত নিবৃত্ত না হও তাহা হইলে তোমার মাতা যাহা বলিয়াছেন সেই উৎকৃষ্ট পথ। তুমি ভগবান্ বাসুদেবের আরা-

ধনা কর। "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই মন্ত্র জপ কর। নারদ ধ্রুবকে আরাধনার সম্পূর্ণ পদ্ধতি বলিয়া দিলেন।

কঠোর তপস্যা দ্বারা ধ্রুব ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি একে একে বহির্জগৎ হইতে মন আকর্ষণ করিলেন এবং একাগ্রমনে হৃদয় মধ্যে ভগবানের রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। বিশ্বাত্মা বিষ্ণুর সহিত তন্ময়তা হওয়াতে ধ্রুবের শ্বাসরোধ দ্বারা ত্রৈলোক্যের শ্বাসরোধ হইল। লোকপালেরা ভয় পাইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, তোমরা ভয় করিও না। উত্তানপাদের পুত্র আমাতে সঙ্গতাত্মা হইয়াছে। তাই সকলের প্রাণ নিরোধ হইয়াছে।

ভগবান ধ্রুবের সন্নিহিত হইয়া তাহার হৃদয় মধ্য হইতে আপনার রূপ আকর্ষণ করিলেন এবং ব্যাকুল হইয়া ধ্রুব যেমন নেত্র উন্মীলিত করিলেন, অমনি দেখিলেন যে, তাঁহার পদ্মপলাশলোচন হৃদয়ের বাহিরে আসিয়া সম্মুখে আবির্ভূত। ধ্রুব তখন আত্মহারা। সাধনের ফল লাভ করিয়া সাধকের যে কি অবস্থা হয়, তাহা সাধকেই জানে। ধ্রুবের আনন্দ আমরা কিরূপে বুঝিতে পারিব? আনন্দের ধারা উৎসের ন্যায় স্তুতির স্রোতে প্রবাহিত হইল।

ধ্রুব যাহা চাহিলেন তাহাই পাইলেন।

বেদাহং তে ব্যবসিতং হৃদি রাজন্যবালক।
তৎ প্রযচ্ছামি ভদ্রং তে দুরাপমপি সুব্রত॥
নান্যৈরধিষ্ঠিতং ভদ্র যদ্‌ভ্রাজিষ্ণু ধ্রুবক্ষিতি।
যত্র গ্রহর্ক্ষতারাণাং জ্যোতিষাং চক্রমাহিতম্॥
মেধ্যাং গোচক্রবৎ স্থাস্নু পরস্তাৎ কল্পবাসিনাম্।
ধর্ম্মোহগ্নিঃ কশ্যপঃ শক্রো মুনয়ো যে বনৌকসঃ
চরন্তি দক্ষিণীকৃত্য ভ্রমন্তো যৎ সতারকাঃ॥

আমরা প্রবৃত্তির পঙ্কে পঙ্কিল। আমাদের মন জন্ম জন্মার্জ্জিত মলে অভিষিক্ত। আমরা সকাম ভাবে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিলে স্বর্গের উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিনা। কিন্তু ধ্রুব সকাম হইলেও বাসনার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার স্বর্গ স্বর্গের উচ্চতম স্থান। ধ্রুব ত্রিভুবনের উচ্চতম স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু ত্রিভুবন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। মহর্লোকাদি নিষ্কামকর্ম্মের বিপাক।

"ধর্ম্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ।"

মহাত্মা ধ্রুব তাঁহার সকাম ভক্তিতে বড় প্রসন্ন হইলেন না। আপনাকে শত ধিক্কার দিয়া তিনি বলিলেন।

স্বারাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যান্মানো মে ভিক্ষিতোবত।
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিবাধনঃ॥

যিনি স্বারাজ্য দিতে পারেন, তাঁহার নিকট মূঢ়তা প্রযুক্ত আমি মান ভিক্ষা করিলাম! ছি! ছি! দরিদ্র যেমন রাজার নিকট সতুষ তণ্ডুলকণা যাচ্ঞা করে আমি তাহাই করিলাম।

ধ্রুবচরিত্রে ভক্তির এই প্রথম বিকাশ। প্রহ্লাদচরিত্রে ভক্তির মধ্যম বিকাশ। প্রহ্লাদ নিষ্কাম। প্রহ্লাদ পরদুঃখকাতর। সকামতা ও স্বার্থপরতার সীমা তিনি অতিদূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

নৈবোদ্বিজে পরদুরত্যয়বৈতরণ্যা-
স্ত্বদ্বীর্য্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ॥
শোচে ততো বিমুখচেতন ইন্দ্রিয়ার্থ
মায়াসুখায় ভবমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্॥

হে ভগবন, দুরত্যয় ভববৈতরণী পার হইবার জন্য আমি কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন নাই। তোমার বীর্য্যগায়নরূপ মহামৃতে আমার চিত্ত মগ্ন। অতএব আমার জন্য কোন চিন্তা নাই। কিন্তু যাহারা ইন্দ্রিয়বশ হইয়া মায়াসুখের

জন্য বৃথা ভার বহন করে, সেই সকল ভগবদ্ বিমুখ বিমূঢ় লোকের জন্যই আমার চিন্তা।

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥

হে দেব, মুনিরা প্রায় নিজেরই মুক্তির কামনা করেন। তাঁহারা মৌন হইয়া বিজনে ভ্রমণ করেন। তাঁহারা পরের জন্য জীবন সঙ্কল্প করেন না। কিন্তু এই সকল কাতর অসুর বালকগণকে ত্যাগ করিয়া আমি একক মুক্তি লাভের ইচ্ছা করিনা। তোমা বিনা ভ্রান্ত জীবের অন্য গতি দেখিতে পাইনা।

প্রহ্লাদ নিষ্কাম ছিলেন। কিন্তু তাঁহার তন্ময়তা হয় নাই। তিনি ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া আত্মহারা হন নাই।

গোপীরা নিষ্কাম ও শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়। তাঁহাদের আত্মজ্ঞান ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। তাঁহাদের সকল চেষ্টাই কৃষ্ণময়। গোপীদিগের মধ্যে ভক্তির অন্ত্য বিকাশ।

ধ্রুব-বংশ।

ধ্রুব হইতেই ত্রিলোকীর জীব সৃষ্টি। তখন জীবের আধুনিক দেহ ছিল না। এখন জীব জন্মগ্রহণ করিয়াই কোন না কোন দেহে আবদ্ধ হয়। তখন মনুষ্য দেহের ত কথাই নাই। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি উদ্ভিদ দেহেরও রচনা হয় নাই। সূক্ষ্ম পরমাণু সংঘাতে আবদ্ধ হইয়া জীব কল্পের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না।

কল্পের উদ্দেশ্য বুঝিতে গেলে, মনুষ্য জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিশদ করিতে হয়।

মনুষ্যের প্রথম গর্ভাবস্থা। শুক্র শোণিত মিলিত হইয়া প্রথম যে আকার ধারণ করে, তাহা অনেক জীবেরই সাধারণ। তাহার পর সেই সংঘাত নিম্ন যোনিস্থ জীবের আকার ধারণ করে। সেই আকার ক্রমবিকশিত হইয়া পরে মনুষ্যের আকারে পরিণত হয়। মনুষ্যের আকারে পরিণাম, এ অতি সহজ কথা নহে। আজ দশমাস গর্ভে যে কার্য্য সাধিত হইতেছে, কল্পের অনেক সময় সেই কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছে। প্রথমে দেহ রচনা, পরে সেই দেহের বিকাশ। দেহ রচনার অর্থ এই যে কোনও নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত দেহাঙ্গ-সমূহের কোন নির্দ্দিষ্ট আকারে অবস্থিতি। এখন "বাসাংসি জীর্ণানি" ন্যায় স্থূল দেহের আগম নির্গম দ্বারা স্থূল দেহের মৃত্যু, প্রেতত্ব মোচন দ্বারা প্রেত দেহের মৃত্যু—এই মৃত্যুবিকার দ্বারা দেহ রচনা ও দেহের কাল পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই মৃত্যুরূপ বিকার স্থূল পদার্থের উপর যেরূপ অধিকার বিস্তার করে, এরূপ সূক্ষ্ম পদার্থের উপর নহে। সূক্ষ্ম পদার্থের স্থিতি বহুকাল ব্যাপী। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় পদার্থের সূক্ষ্ম পরিণাম হয়। এবং সূক্ষ্ম পদার্থ ক্রমে স্থূলে পরিণত হয়।

যখন পদার্থ অতিশয় সূক্ষ্ম তখন দেহ রচনা অতীব কষ্টকর। সূক্ষ্ম পদার্থে জীবদেহ রচিত হইলে, যদি সেই পদার্থ স্থূল পরিণতির অধিকারে আসে তাহা হইলেই ভবিষ্যৎ সৃষ্টি কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু যদি সেই পদার্থ উর্দ্ধগমনশীল হইয়া সূক্ষ্মতর প্রকৃতির অনুগমন করে, তাহা হইলে জীবের দেহরচনা হইতে পারে না, এবং জীবের ভোগোপযোগী দেহের আবিষ্কারও হইতে পারে না।

অনুভব বৈচিত্র্য দ্বারাই জীবের ক্রমবিকাশ হয়। বহির্জগতের অনুভব দ্বারাই অনুভবের বিচিত্রতা হয়। স্থূল দেহ ভিন্ন স্থূল বহির্জগতের অনুভব হইতে পারে না। এই জন্যই স্থূল দেহ রচনার আবশ্যকতা। সূক্ষ্ম দেহ স্থূল দেহ অপেক্ষা কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন।

উত্তানপাদের অর্থ উর্দ্ধপাদ। তাঁহার পুত্র উত্তম অর্থাৎ উর্দ্ধতম। ধ্রুব এই উর্দ্ধ গমনের পথ সীমাবিশিষ্ট করিলেন। তিনি ত্রিলোকীর উর্দ্ধতম স্থানে কল্পের জন্য অবস্থিত হইলেন। তিনি আপনাকে কাল ও দেশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া পরিচ্ছেদের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন।

ধ্রুবের পুত্র কল্প ও বৎসর। বৎসরের পুত্র ছয় ঋতু। এ সকল কেবল মাত্র কাল পরিচ্ছেদের ব্যঞ্জক।

যাহা হউক পরিচ্ছেদের দ্বারা ক্রমে ক্রমে জীবের অঙ্গ সংঘটিত হইল। অঙ্গ সংঘটিত হইলেই জীবের মৃত্যুরূপ বিকার আসিয়া উপস্থিত হইল।

অঙ্গ (Organic Body) মৃত্যুর কন্যা সুনীথাকে বিবাহ করিলেন।

অঙ্গের পুত্র বেণ অদম্যভাবে চলিয়া ফিরিয়া অঙ্গের সার্থকতা করিতে লাগিল। বেণ শব্দের ধাতু অর্থ চলন।

পাশ্চাত্য শাস্ত্রে প্রথম অবয়ববিশিষ্ট জীব Protozoon কিংবা Protophyton Protoplasm সেই জীবের সার। Protoplasmকে জীব দেহের জনক বলিতে পারা যায়। Protoplasm মন্থন করিয়াই জীব দেহের রচনা হয়।

বেণের দেহ মন্থন করিয়া পৃথুরাজের আবির্ভাব হইল। পৃথুরাজের আগমনে জীব স্থষ্টির নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। জীবের দেহ উদ্ভিদের আকার ধারণ করিল। এই সময়েই উদ্ভিদ্ জাতির স্থষ্টি হইল।

পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া পৃথু বলিলেন ঃ—

ত্বং খল্বোষধি বীজানি প্রাক্ স্থষ্টানি স্বয়ম্ভুবা।

ন মুঞ্চস্যাত্মরুদ্ধানি মামবজ্ঞায় মন্দধীঃ॥ ৪।১৭। ১৯

পূর্ব্বস্থষ্ট ওষধি বীজ তোমার গর্ভে অবরুদ্ধ আছে। মন্দবুদ্ধি তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, তাহা বাহির করিতেছ না।

পৃথিবী ওষধি ত্যাগ করিলেন। কিন্তু পৃথিবী তখন সমতল ছিল না। *তরুলতাদির বংশ বিস্তার জন্য এবং ভবিষ্যতে পশুদিগের বিচরণ জন্য পৃথিবীর সমতলতা আবশ্যক।*

চূর্ণয়ংশ্চ ধনুষ্কোট্যা গিরিকূটানি রাজরাট্।
ভূমণ্ডলমিদং বৈণ্যঃ প্রায়শ্চক্রে সমং বিভুঃ॥

রাজা পৃথু গিরিকূট চূর্ণ করিয়া ভূমণ্ডল প্রায় সমতল করিয়াছিলেন। এই সকল কারণেই, পৃথু একজন অবতার।

পৃথুর বংশে রাজা প্রাচীনবর্হিঃ। তাঁহার অপর নাম বর্হিষদ্।

ক্রমে রূপের স্থিরতা, ক্রমে ইন্দ্রিয়বৃত্তির আবির্ভাব। কিন্তু তখনও উদ্ভিদের রাজ্য।

বর্হিষদের দশ পুত্র। সকলেরই নাম প্রচেতাঃ। এই দশ পুত্রই দশ ইন্দ্রিয়। তাঁহারা সমুদ্র মধ্যে মহা তপস্যা করিয়াছিলেন।

ভগবান রুদ্র প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহারা উপাসনা দ্বারা বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। জীবের ভাগ্য এইবার সুপ্রসন্ন। জীবের উন্নতি আর কে রোধ করিতে পারে। মহাদেব ও বিষ্ণু যখন এককালে সুপ্রসন্ন, তখন মনুষ্য দেহ রচনা করিতে আর কত দিন লাগিবে।

সমুদ্র হইতে বাহির হইয়া প্রচেতাগণ দেখিলেন যে, বৃক্ষ সকল প্রায় আকাশ ছুঁইয়াছে, পৃথিবী একেবারে বৃক্ষে আচ্ছন্ন হইয়াছে। অধিক বাড়াবাড়ি ভাল নয়। অত্যুচ্চং পতনায় চ।

অথ নির্যায় সলিলাৎ প্রচেতস উদন্বতঃ।
বীক্ষ্যাকুপ্যন্ দ্রুমৈশ্ছন্নাং গাং গাং রোদ্ধুমিবোচ্ছ্রিতৈঃ॥
ততোঽগ্নিমারুতৌ রাজন্নমুঞ্চন্মুখতো রুষা।
মহীং নির্বীরুধং কর্ত্তুং সংবর্ত্তক ইবাত্যয়ে॥ ভা, পু, ৪। ৩০,

রাজকুমারগণ বৃক্ষ সকল ভস্মসাৎ করিতে লাগিলেন। তখন অবশিষ্ট বৃক্ষগণ তাহাদের কন্যা মারীষাকে কুমারদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিল। ব্রহ্মার আদেশে কুমারগণ ঐ কন্যাকে বিবাহ করিলেন। দক্ষ প্রজাপতি মারীষার গর্ভে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন। এই প্রাচেতস দক্ষই মৈথুন সৃষ্টির প্রবর্ত্তক। চাক্ষুষ মন্বন্তরে তিনি প্রজার সৃষ্টি করেন।

এই দক্ষের বংশ মধ্যেই মনুষ্য দেহের রচনা হয়।

এই ত গেল জীব সৃষ্টির এক বিভাগ।

কিন্তু মনুষ্যের শরীর থাকিলে কি হয়। মনুষ্যশরীর লইয়া পশু-প্রকৃতি মনুষ্য পশু হইতে কোনরূপে বিভিন্ন নহে।

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
জ্ঞানং নরাণামধিকো বিশেষঃ জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

হিতাহিত জ্ঞান লইয়াই মনুষ্য পশু হইতে বিভিন্ন হয়। যাহাকে যথার্থ মনুষ্য বলিতে পারা যায়, সেই হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন জীবের কথা আমরা পরে বলিব। এই হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্যের আবির্ভাব করানই কল্পের উদ্দেশ্য। যেমন মনুষ্য গর্ভাবস্থায় থাকিলে তাহার কোন লাভ নাই, মনুষ্যের দেহমাত্র পাইলেও কোন লাভ নাই। বালক অবস্থাতেও মনুষ্য কেবল মনুষ্যসংজ্ঞা মাত্র লাভ করে, সেইরূপ কল্পের প্রথম অবস্থাতে যখন নিম্নযোনির উপযোগী দেহ রচনা হয়, মনুষ্যের তাহা গর্ভাবস্থা। ভবিষ্যতে যে মনুষ্যদেহ হইবে, পশুদেহরচনা তাহার আয়োজন মাত্র। কল্পের গর্ভাবস্থায় মনুষ্য দেহের আবির্ভাব মাত্র হয়। পরে সেই মনুষ্য শিশু অবস্থায় কালযাপন করে। তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাহার পর মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন হয়। তখনই কল্পের উদ্দেশ্য সফল হয়। কেন হয়, তাহা পরে দেখা যাইবে।

প্রাচেতস দক্ষ ও মনুষ্য।

প্রাচেতস দক্ষ মৈথুন ব্যাপারের প্রবর্ত্তক। প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে মন দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সৃষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছেনা দেখিয়া তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক বিন্ধ্যগিরির সন্নিহিত একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতে দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি হংসগুহ্য নামক প্রসিদ্ধ স্তোত্র দ্বারা ভগবান অধোক্ষজের স্তব করিতে লাগিলেন এবং হরি প্রসন্ন হইয়া প্রজাপতির সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন! ভগবান বলিলেন—

এষা পঞ্চজনস্যাঙ্গ দুহিতা বৈ প্রজাপতেঃ।
অসিক্নী নাম পত্নীত্বে প্রজেশ প্রতিগৃহ্যতাম্॥
মিথুনব্যবায়ধর্ম্মস্ত্বং প্রজাসর্গমিমং পুনঃ।
মিথুনব্যবায়ধর্ম্মিণ্যাং ভূরিশো ভাবয়িষ্যসি॥
ত্বত্তোঽধস্তাৎ প্রজাঃ সর্ব্বা মিথুনীভূয় মায়য়া।
মদীয়য়া ভবিষ্যন্তি হরিষ্যন্তি চ মে বলিম্॥ ভাঃ, পুঃ, ৬। ৫

হে দক্ষ, প্রজাপতি পঞ্চজনের কন্যা অসিক্নীকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। স্ত্রী পুরুষে মৈথুন ধর্ম্ম অবলম্বন কর। তাহা হইলে প্রভূত পরিমাণে প্রজা সৃষ্টি হইবে। তোমার পরবর্ত্তী প্রজাসকল মদীয় মায়াবশে স্ত্রীর সহিত মিথুনীভূত হইয়া পুত্রাদিরূপে উৎপন্ন হইবে এবং আমার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিবে।

প্রভো, তোমার মায়াবশে মৈথুন ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচার হইয়াছে। আমরা বিনা মৈথুন ব্যাপারে তোমার বলি আহরণ করিব। করপুটে নিবেদন করি, মায়াজাল সংহরণ কর। বিশ্বনাথ তোমার কৃপা ব্যতীত জীবের নিস্তার নাই। তোমার পবিত্র চরণরেণু দ্বারা যে পৃথিবী পবিত্রা হইয়াছে, সে পৃথিবী মধ্যে আর মিথুন ব্যবায় ধর্ম্ম ভাল দেখায় না।

সৃষ্টির যথেষ্ট প্রচার হইল। সকল জাতীয় জীবেরই আবির্ভাব হইল। ক্রমে ক্রমে মনুষ্য পৃথিবী মধ্যে অবতীর্ণ হইল।

মনুষ্যের আকার বিশিষ্ট জীব এবং যথার্থ মনুষ্য এ দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ।

কেবল মনুষ্যের রূপ থাকিলেই মনুষ্য হয় না।

পশুর জ্ঞান নাই। মনুষ্যের জ্ঞান আছে। যে মনুষ্যরূপধারী জীবের জ্ঞান অথবা জ্ঞানের বৃত্তি নাই, সে পশু। পশুর ইন্দ্রিয়বৃত্তি আছে, এবং মনুষ্যরূপধারী পশুরও ইন্দ্রিয় বৃত্তি থাকে। কিন্তু দুয়ের মধ্যে কাহারও মনোবৃত্তি থাকে না।

সুন্দর মনুষ্যদেহের রচনা কাল্পিক সৃষ্টির চূড়ান্ত ব্যাপার। মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা জীব জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

মনুষ্যদেহ কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে।

পুরঞ্জনী মনুষ্যদেহের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া পুরঞ্জনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পুরঞ্জনী ইন্দ্রিয়বৃত্তির রাণী। পুরঞ্জনীর মনুষ্যপুরী পঞ্চপ্রাণ রক্ষা করে। সে পুরীর রাজা কবে আসিবে?

পূর্ব্ব কল্পে মনুষ্যদেহ পাইয়া জীব যথাশক্তি কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিল। কল্পের অবসানে সেই সকল জীব জনলোকে গমন করে। কারণ ত্রিলোকীর সম্পূর্ণ নাশ হয় এবং প্রলয়াগ্নি-পীড়িত হইয়া মহর্লোকবাসিগণও জনলোকে গমন করেন। জনলোকে জীব ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করে। সেখানে জীব ও ঈশ্বর বন্ধু। দুয়ের অভেদ। বেদের সেই দুই সুপর্ণ, দুই সখা। এ ঈশ্বর প্রতিজীবের আধ্যাত্মিক ঈশ্বর— Real Jivatma.

যখন ত্রিলোকীর পুনঃসৃষ্টির পর মনুষ্যদেহের রচনা হয়, তখন জনলোকবাসী প্রলয়াবশিষ্ট জীবের উপর টান পড়ে। পূর্ব্ব কল্পে মনুষ্য-

দেহ ধারণ করিয়া সেই সকল জীব কথঞ্চিৎ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছিল। তাহাদের জন্য আবার মনুষ্য দেহের রচনা হইয়াছে। আবার তাহারা অগ্রসর হইবে। আবার তাহারা ত্রিলোকীর মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মের ক্ষেত্রে, উপাসনার বলে অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবে।

পুরঞ্জন এইবার জনলোক ছাড়িয়া অধোগামী হইলেন। হায় পুরঞ্জন, তিনি আপনার সখাকে পর্য্যন্ত ভুলিতে লাগিলেন! পুরঞ্জনীর অঙ্কে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল। পুরঞ্জনের হিতাহিত জ্ঞান আছে, তাই রক্ষা। সেই হিতাহিত জ্ঞানবশতঃ যখনই পুরঞ্জনের অনুতাপ হয়, তখনই সেই অদৃষ্ট সখা, সেই একমাত্র বন্ধু, একমাত্র ত্রাতা, পুরঞ্জনকে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইবার চেষ্টা করেন। যখনই পুরঞ্জন জনলোকের কথা মনে করিতে পারে, তখনই তাহার মুক্তি লাভ হয়।

একবার জীব সেই সখার কথা মনে কর। যদি মায়ার কুহক হইতে নিস্তার পাইবার ইচ্ছা কর, যদি এই সংসারে হাবুডুবু খেলিবার ইচ্ছা না থাকে, তবে সেই অনন্যবন্ধুর কথা স্মরণ কর।

কা ত্বং কস্যাসি কো বায়ং শয়ানো যস্য শোচসি।
জানাসি কিং সখায়ং মাং যেনাগ্রে বিচচর্থ হ॥
অপি স্মরসি চাত্মানমবিজ্ঞাতসখং সখে।
হিত্বা মাং পদমন্বিচ্ছন্ ভৌমভোগরতো গতঃ॥
হংসাবহঞ্চ ত্বঞ্চার্য্য সখায়ৌ মানসায়নৌ।
অভূতামন্তরাবৌকঃ সহস্রপরিবৎসরান্॥
স ত্বং বিহায় মাং বন্ধো গতো গ্রাম্যমতির্ম্মহীম্।
বিচরন্ পদমদ্রাক্ষীঃ কয়াচিন্নির্ম্মিতং স্ত্রিয়া॥
পঞ্চারামং নবদ্বারমেকপালং ত্রিকোষ্ঠকম্
ষট্‌কুলং পঞ্চবিপণং পঞ্চপ্রকৃতিস্ত্রী ধবম্॥

পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থা আরামা দ্বারঃ প্রাণা নব প্রভো।
তেজোঽবন্নানি কোষ্ঠানি কুলমিন্দ্রিয়সংগ্রহঃ॥
বিপণস্তু ক্রিয়াশক্তির্ভূতপ্রকৃতিরব্যয়া।
শক্ত্যধীশঃ পুমানত্র প্রবিষ্টো নাববুধ্যতে॥
তস্মিংস্ত্বং রাময়া স্পৃষ্টো রমমাণোঽশ্রুতস্মৃতিঃ।
তৎসঙ্গাদীদৃশীং প্রাপ্তো দশাং পাপীয়সীং বিভো॥ ভা, পু, ৪-২৮

তুমি কে এবং কাহার? তুমি এই যে ভূপতিত পুরুষের জন্য শোক করিতেছ, ইনিই বা কে? তুমি কি আমায় চিনিতে পারিয়াছ? আমি তোমার সুহৃদ্! তুমি পূর্ব্বে আমার সহিত সখ্যসুখ অনুভব করিয়াছিলে। যদিও আমায় না চিনিতে পার, তথাপি তোমার কি এরূপ স্মরণ হয় যে, কোন এক তোমার বন্ধু ছিল? সখে, তুমি পার্থিব সুখে রত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করতঃ আপন স্থানের অন্বেষণে আগমন করিয়াছিলে। তুমি এবং আমি—আমরা দুইটি হংস। মানস-সরোবরে আমাদিগের বাস। প্রলয়কালে গৃহশূন্য হইয়া আমরা দুই জনে সহস্র বৎসর কাল পর্য্যন্ত একত্র বাস করি। বন্ধো, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করতঃ গ্রাম্যসুখে রত হইয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলে এবং বাসস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে কোন কামিনী কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত এক পূরী দর্শন করিয়াছিলে। ঐ পুরীর পাঁচটী উপবন (শব্দাদি), নয়টি দ্বার, একটি রক্ষক (প্রাণ), তিনটি কোষ্ঠ (ক্ষিতি, জল ও তেজ), ছয়টি বণিক্ (পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই ছয় বিষয় সমর্পণকারী বণিক্), পাঁচটি হাট (পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়), এবং পাঁচ ভূত সেই পুরীর উপাদান কারণ। একটি স্ত্রী সেই পুরীর অধীশ্বরী। পুরুষ এই পুরীতে প্রবেশ করিয়া আপনাকে জানিতে পারেন না। এই পুরী মধ্যে রমণী স্পর্শে তোমার স্বরূপ জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। রমণীসঙ্গ হেতু তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

ভগবান পুরঞ্জনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমরা দুজনেই হংস।

অহং ভবান্ ন চান্যস্ত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ্ব ভো।

ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি॥ ৪-২৮-৬২

তুমি ও আমি—আমরা ভিন্ন নহি। সখে আমাকে তোমা বলিয়াই জান। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা আমাদিগের দুই জনের মধ্যে অণুমাত্রও অন্তর দর্শন করেন না।

যেখানে যেখানে মনুষ্য আছে, সেইখানে এই পবিত্র বাণী প্রতিধ্বনিত হউক। এই পবিত্র বাণী মনুষ্যকে চিরদিন প্রবোধিত করুক। সেই চির-সুহৃদ্ ঈশ্বরের বাক্য অবহেলনা করিয়া মনুষ্য যেন গভীর পঙ্কমধ্যে নিপতিত না থাকে।

পুরঞ্জন যতই ভুলিয়া থাকুক, ভগবান তুমি যেন পুরঞ্জনকে ভুলিও না। যাহাকে একবার সখা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, সে তখনই কৃতার্থ হইয়াছে। যাহা বাকী আছে, তোমার কৃপায় তাহাও পূর্ণ হইবে।

পুরঞ্জন হিতাহিত জ্ঞান লইয়া আসিয়াছিল বলিয়াই পুরঞ্জনের মুক্তির আশা আছে। হিতাহিত জ্ঞান না থাকিলে মনুষ্য, যথার্থ মনুষ্য হইতে পারে না।

অর্য্যম্নো মাতৃকা পত্নী তয়োশ্চর্ষণয়ঃ সুতাঃ॥

যত্র বৈ মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা চোপকল্পিতা॥ ভাঃ, পুঃ, ৬-৬-৪২

অর্য্যমার পত্নী মাতৃকা। চর্ষণিরা তাঁহাদিগের পুত্র। সেই চর্ষণিদিগের মধ্যে ব্রহ্মা মনুষ্য জাতির কল্পনা করিয়াছিলেন।

এই চর্ষণির কথা পরে আলোচনা করা যাইতেছে॥

চর্ষণি।

বেদে মনুষ্য অর্থে "চর্ষণি" শব্দ ব্যবহৃত হয়। নিঘণ্টু বলিয়া বেদের যে অভিধান আছে, তাহাতে মনুষ্যের পর্য্যায়বাচী শব্দের মধ্যে "চর্ষণি" আছে।

সায়ণাচার্য্যও "চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাং" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

কৃষ্ ধাতু হইতে চর্ষণি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কৃষ্ ধাতুর অর্থ চাষ করা। চাষের সহিত মনুষ্যনামের কি সম্বন্ধ আছে?

ভাগবতে লিখিত আছে—

অর্য্যম্নো মাতৃকা পত্নী তয়োশ্চর্ষণয়ঃ সুতাঃ।
যত্র বৈ মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা চোপকল্পিতা॥

অর্য্যমা দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে একজন আদিত্য। তাঁহার পত্নী মাতৃকা। তাঁহাদিগের পুত্র চর্ষণিগণ। এই চর্ষণিদিগের মধ্যেই ব্রহ্মা মনুষ্যজাতির কল্পনা করিয়াছেন।

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—

"চর্ষণয়ঃ কৃতাকৃতজ্ঞানবন্তঃ। পশ্যন্তি কর্ম্মত্বেন নির্গণ্টাদাবুক্তেঃ। যত্র যেষু আত্মানুসন্ধানবিশেষেণ মানুষী জাতিশ্চোপকল্পিতা।"

কৃতাকৃতজ্ঞানসম্পন্নকে চর্ষণি বলে। নিঘণ্টুর তৃতীয় অধ্যায়ে "পশ্যতি" অর্থাৎ দর্শন ও বিচার কর্ম্মের জ্ঞাপক নিম্নলিখিত শব্দগুলি দেওয়া আছে—

"চিক্যৎ, চাকনৎ আচক্ষ্ম, চষ্টে, বিচষ্টে, বিচর্ষণিঃ, বিশ্বচর্ষণিঃ অবচাকশদিত্যষ্টৌ পশ্যতিকর্ম্মাণঃ"।

সেই জন্য শ্রীধরস্বামী বলেন, চর্ষণির অর্থ বিচারশালী।

চর্ষণি আদিত্য অর্য্যমার পুত্র। আমাদিগের দেহ ক্ষয়শীল ও ছেদ্য। অদাদিগণীয় দা ধাতুর অর্থ ছেদন করা। যাহা ছেদন করা যায়, তাহা দৈত্যসম্পর্কীয়। যাহা ছেদন করা যায় না, তাহাই আদিত্যসম্পর্কীয়।

বিচারশীল মন লইয়াই আমাদিগের আদিত্য অর্য্যমার সহিত সম্বন্ধ। যে কালে আমরা বিচারশীল মন লাভ করি, সেই কালে আমরা চর্ষণি শব্দে অভিহিত হইতে পারি। এ চাষ মনের দ্বারা চাষ। যদি "আর্য্য" শব্দের অর্থ হলবাহ হয়, তাহা হইলে সে হল মানসিক এবং মানসিক বৃত্তির বিকাশ হইতে থাকিলেই মনুষ্য কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করে। তাই শ্রীধরস্বামী বলেন, "আত্মানুসন্ধানবিশেষেণ মানুষী জাতিশ্চোপকল্পিতা"।

পিতৃদেবতারা আমাদিগকে এই শরীর দিয়াছেন। এই মনুষ্যশরীর অতি অপরূপ। দেহ রচনার পরাকাষ্ঠা, পিতৃদেবতাদিগের চরম উদ্যম মনুষ্যদেহ, কল্পের অত্যুত্তম প্রাকৃতিক রচনা।

কিন্তু পিতৃদেবতারা যাহা দিতে পারেন নাই, অর্য্যমার নিকট হইতে আমরা তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছি। এই জন্য তিনি পিতৃদেব না হইলেও ভগবান্ তাঁহাকে পিতৃদেবতার শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

"পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি।" পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমা।

কেবল হিতাহিত জ্ঞান লইয়াই পশুর সহিত মনুষ্যের বিভেদ। যতদিন হিতাহিত জ্ঞান না হয়, ততদিন মনুষ্যও পশু। মনুষ্যশব্দেরও প্রকৃত অর্থ মন লইয়া। নিরুক্তশাস্ত্রে লিখিত আছে—

মনুষ্যানামান্যুত্তরাণি পঞ্চবিংশতির্মনুষ্যাঃ কস্মান্মত্বা কর্ম্মাণি সীব্যন্তি বনস্য মানেন সৃষ্টা মনস্ততিঃ পুনর্মনস্বীভাবে মনোরপত্যং মনুষ্যো বা তত্র পঞ্চজনা ইত্যেতস্য নিগমা ভবন্তি।

এইবার আমরা যথার্থ মনুষ্যজাতির ইতিহাস আরম্ভ করিব।

প্রথম হইতে পঞ্চম মন্বন্তরের ইতিহাস এই সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে দিবার প্রয়োজন নাই। এই পাঁচ মন্বন্তর কেবল আয়োজন মাত্র। যথার্থ মনুষ্যের আবির্ভাব কল্পের এক মহাব্যাপার।

মনুষ্য একটি ক্ষুদ্র ঈশ্বর। মনুষ্যশরীর একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। এই ক্ষুদ্র

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুরুষ আত্মহারা হয়। মনুষ্য আপনার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া দেহধর্ম্মের অনুগত হয়। মনই মনুষ্যের নিজসম্পত্তি। সেই মন ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়া মনুষ্যকে পরদাস করে। পশুর শরীরে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যও পশু হয়। পাশবিক বৃত্তির উপর আপন অধিকার বিস্তার করাই মনুষ্যের প্রকৃত কার্য্য। যখন মন পাশবী বৃত্তিকে দমন করে, তখন বিচার প্রবল হইয়া মন অন্তর্মুখ হয়। তখন মনুষ্য আপনার স্বরূপ জানিতে পারে। তখন সে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব অবগত হইবার প্রয়াস করে। যেমন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে মনুষ্যের কায আছে, সেইরূপ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও মনুষ্যের কায আছে। যখন আত্মসংযত জীব উপাসনাবলে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী হইতে পারে, তখন সে ঈশ্বরের যথার্থ দাস হয়, তখন সে ঈশ্বরের অনুচর ও ভক্ত। এই ভক্ত লইয়াই ঈশ্বর নিজ কার্য্য সাধন করেন। ভক্তজীবন কেবল ঈশ্বরের জন্য। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া ভক্ত আর কিছুই ভাবে না। মুক্তি তাহার করতলগত হইলেও, দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।

চর্ষণিকুলগত মনুষ্য কিরূপে অগ্রসর হইবে, কিরূপে পাশবীবৃত্তি দমন করিবে, কিরূপে মনঃসংযম করিবে, কিরূপে আত্মস্বরূপ অবগত হইবে, কিরূপে বিশ্বতত্ত্ব অবগত হইয়া বিশ্বকার্য্য করিবে, কিরূপে ঈশ্বরের সহকারী হইয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিবে, জীবের চিরসখা ঈশ্বর ইহার উপায় বিধান করেন।

আমরা ষষ্ঠ মন্বন্তর হইতে সেই উপায় অনুধাবন করিব।

সমুদ্রমন্থন।

কল্পের সময় ক্রমশঃ অতিবাহিত হইতে চলিল। প্রথম মন্বন্তর, দ্বিতীয় মন্বন্তর, তৃতীয় মন্বন্তর, চতুর্থ মন্বন্তর, পরে পঞ্চম মন্বন্তরও অতীতের ভাণ্ডার

পূর্ণ করিল। আর এক মন্বন্তর অতিবাহিত হইলেই, কল্পের মধ্যদেশে আসিয়া পড়িব। আসুরিক বৃত্তি বলে ভেদের চরম সীমা উপনীত হইয়াছে। ভেদবুদ্ধি দ্বারা জীব যতদূর যাইতে পারে, ততদূর পঁহুছিয়াছে। এখনও যদি অসুরের প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে, কল্পের চরম উদ্দেশ্য কিরূপে সাধিত হইবে? কিরূপে জীব ভেদজ্ঞান দ্বারা অর্জ্জিত সংস্কার আধ্যাত্মিক মার্গ দ্বারা ঘরে লইয়া যাইতে পারিবে? পথের জটিলতা অনেক হইয়াছে। আসুরিক মোহ দ্বারা অন্ধীভূত জীব একবারে না আত্মহারা হয়। কোথায় পিতৃদত্ত ধন পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পিতৃদেবকে প্রত্যর্পণ করিবে; না আত্মহারা হইয়া আপনাকেই বিসর্জ্জন দিবে।

দেবতাদিগের প্রাধান্য হইলেই আসুরিক মোহ ক্রমে দূর হইতে পারে। কিন্তু আসুরিক ভাবের এত প্রাবল্য, অসুরদিগের এত আধিপত্য, একি দেবতার কায, ভগবানের সাহায্য বিনা অসুরদিগকে পরাজয় করে।

ভেদবুদ্ধি দ্বারা ভগবদ্ভজন হয় না, তাহা নহে। আনন্দই আমাদের উন্নতির মূল। চিৎশক্তির যতই বিকাশ হয়, ততই আমরা আনন্দের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিতে প্রয়াস পাই; বুদ্ধি বৃত্তির চালনা দ্বারাও আমরা জানিতে পারি, যে ভগবদ্ভজন দ্বারাই প্রকৃষ্ট আনন্দ হয়। তাই প্রহ্লাদেই প্রকৃষ্ট আহ্লাদ (প্র+হ্লাদ)। তাঁহার ভ্রাতাদিগের "হ্লাদ" প্রকৃষ্ট নহে। কিন্তু দৈত্যকুলে কয়টি প্রহ্লাদ? ডাক কথাই হইয়া গিয়াছে, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

আবার দৈত্য কুলের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবসমাজে বুদ্ধির বিকাশ হয় না। ভেদের তারতম্য জ্ঞান দ্বারাই বুদ্ধির বিকাশ। ভেদের জ্ঞান প্রথমে না হইলে, সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে না।

জ্ঞানমার্জ্জিত জীব উপাসনার পথ দিয়া সংসারের বেচা কেনা শেষ করিয়া নিরাপদে নিজ গৃহে ফিরিতে পারে।

যেমন দেবতারা আমাদের পরম বন্ধু সেইরূপ অসুরেরাও আমাদের পরম উপকারী। আজ যে আমরা বুদ্ধিবল দ্বারা অনেক কষ্টে পথ চিনিয়াছি ও পথে চলিবার উপযোগী হইয়াছি, সে অধিকাংশ অসুর দিগের সাহায্যে। কিন্তু আসুরিক প্রবলতা যদি চিরস্থায়ী হয়, তাহা হইলে আমরা ভেদের মধ্যেই থাকিয়া যাই। তাহা হইলে এই সংসার মধ্যে যতই বুদ্ধিশালী বলিয়া পরি-গণিত হই না কেন, সংসারের সীমা অতিক্রম করিতে পারি না। আসু-রিক "স্ব" এবং "স্বার্থের" জ্ঞান তিরোহিত না হইলে, আমরা নিষ্কাম ধর্ম্মের বিপাক স্বরূপ উর্দ্ধলোকে যাইতে পারি না।

অসুরকে ছাড়িলেও চলিবে না। অসুরের প্রবলতা থাকিলেও চলিবে না। নির্বুদ্ধি জীবে অসুরের প্রবলতা থাকুক। ক্রমে সে বুদ্ধিমান্ হউক। কিন্তু বুদ্ধি প্রাপ্ত জীবের জন্য অসুরের প্রবলতা জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকাশের বাধক। জ্ঞানীর জন্য অসুরের অস্তিত্বই বিড়ম্বনা মাত্র। গাছে উঠিবার জন্য সিঁড়ির আবশ্যক হয়। কিন্তু গাছে উঠিলে আর তাহার প্রয়োজন থাকে না।

বিষম সমস্যা। এ সমস্যার ভগবান্ মীমাংসা করুন্।

দেবতাদিগের বুদ্ধিতে কুলাইল না। তাঁহারা মেরুর শীর্ষ স্থানীয় ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন ইন্দ্র, বায়ু আদি দেবতাসকল শ্রীহীন, নিঃসত্ত্ব ও বিগতপ্রভ। তিনি তাহাদিগকে লইয়া বিষ্ণুর সদনে গমন করিলেন।

ভগবান্ বলিলেন,

হন্ত ব্রহ্মন্নহো শম্ভো হে দেবা মম ভাষিতম্।
শৃণুতাবহিতাঃ সর্ব্বে শ্রেয়ো বঃ স্যাদ্যথা সুরাঃ॥ ভা, পু, ৮-৬-১৮

হে ব্রহ্মন, হে শম্ভো, হে দেবসকল, অবধান পূর্ব্বক আমার বাক্য সকলে শ্রবণ কর, যাহাতে তোমাদের সকলের মঙ্গল হইবে।

যাত দানবদৈতেয়ৈস্তাবৎ সন্ধির্বিধীয়তাম্।
কাব্যেনানুগৃহীতৈস্তৈর্যাবদ্বো ভব আত্মনঃ॥ ৮-৬-১৯

তোমারা যাও এবং দৈত্য দানবের সহিত সন্ধি বিধান কর। তাহারা শুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহে এখন প্রভূত বলশালী। যে পর্য্যন্ত তোমাদের আপনা হইতে অর্থাৎ অন্যের সাহায্য না লইয়া বৃদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা তাহাদিগের সহিত সন্ধিবদ্ধ থাক।

অরয়োঽপি হি সন্ধেয়াঃ সতি কার্য্যার্থগৌরবে।
অহিমূষিকবদ্দেবা হ্যর্থস্য পদবীং গতৈঃ। ৮।৬।২০

যখন গুরুতর কার্য্যের প্রয়োজন হয়, তখন কার্য্য সিদ্ধির জন্য শত্রুর সহিতও সন্ধি করিতে হয়। সর্পকেও সময় পড়িলে মূষিকের সহিত সন্ধি করিতে হয়।

অমৃতোৎপাদনে যত্নঃ ক্রিয়তামবিলম্বিতম্।
যস্য পীতস্য বৈ জন্তুর্মৃত্যুগ্রস্তোঽমরো ভবেৎ॥ ৮-৬-২১

অবিলম্বে অমৃত উৎপাদন করিতে যত্ন কর। অমৃত পান করিলে মৃত্যু-গ্রস্ত জীবও অমর হয়।

ক্ষিপ্ত্বা ক্ষীরোদধৌ সর্ব্বা বীরুত্তৃণলতৌষধীঃ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্॥
সহায়েন ময়া দেবা নির্ম্মথধ্বমতন্দ্রিতাঃ।
ক্লেশভাজো ভবিষ্যন্তি দৈত্যা যূয়ং ফলগ্রহাঃ॥ ৮-৬-২২ ও ২৩

ক্ষীর সমুদ্রে সকল প্রকার তৃণ, লতা, ওষধি নিক্ষেপ কর। মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড কর। বাসুকিকে রজ্জু কর। হে দেবসকল, আমার সাহায্যে অতন্দ্রিত ভাবে তোমরা সমুদ্র মন্থন কর। দৈত্যেরা কেবল ক্লেশ-ভাগী হইবে, তোমরা তাহার ফল লাভ করিবে।

যূয়ং তদনুমোদধ্বং যদিচ্ছন্ত্যসুরাঃ সুরাঃ।
ন সংরম্ভেণ সিধ্যন্তি সর্ব্বার্থাঃ সান্ত্বয়া যথা॥ ৮-৬-২৪

হে সুরগণ, অসুরেরা যাহা ইচ্ছা করে তোমরা তাহার অনুমোদন করিও। সামমার্গ দ্বারা সংভ্রমে যেরূপ কার্য্য সিদ্ধি হয়, অন্যমার্গ দ্বারা সেরূপ হয় না।

ন ভেতব্যং কালকূটাদ্বিষাজ্জলধিসম্ভবাৎ।
লোভঃ কার্য্যো ন বো জাতু রোষঃ কামস্তু বস্তুষু॥ ৮-৬-২৫

জলধিসম্ভূত কালকূট বিষ হইতে ভয় পাইও না। কদাচিৎ লোভ করিও না; কদাচিৎ ক্রোধ করিও না এবং কোন বস্তুতে কামনা করিও না।

এই বলিয়া ভগবান অন্তর্হিত হইলেন। এখন একবার আমরা ভাবিয়া দেখি, ভগবান সমস্যার কি মীমাংসা করিলেন। দৈত্যের সহিত সন্ধিস্থাপন যে সদ্যুক্তি, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি। ষষ্ঠ মন্বন্তরে সমুদ্র-মন্থন হইয়াছে। আজ সপ্তম মন্বন্তরের অর্দ্ধকাল অতীত প্রায়। এখনও আসুরিক ভাব যায় নাই। এখনও আসুরিক ভাব অনেকের উপযোগী। তবে যাঁহারা অগ্রণী তাঁহারা আসুরিক ভাব পরাজয় করিয়াছেন। অধি-কাংশ মনুষ্যের মধ্যে জয় পরাজয়ের সংগ্রাম চলিতেছে। ইহাও বুঝিতে পারি, আসুরিক ইচ্ছার অনুমোদন না করিয়া দেবতারা আপন অধিকার স্থাপন করিতে পারেন না। যে মাংসাশী, তাহাকে একেবারে মাংস ছাড়ান চলে না। তাই বেদের বিধি, যে বৃথা মাংস খাইও না। মনুষ্য একেবারে গ্রাম্যভোগ ত্যাগ করিতে পারে না। তাই, নিয়মদ্বারা সেই ভোগকে আবদ্ধ করা যায়।

নিবৃত্তি প্রবৃত্তির অনুগামী। বিধি নিষেধ বাক্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সন্ধি স্থল।

কিন্তু এ সন্ধির প্রয়োজন কি? অমৃতের উৎপাদন। অমৃত কি? জীব যাহাতে অমর হয় তাহাই অমৃত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতারের পর, আমাদের কি আর জানিতে বাকি আছে যে, জীব কিসে অমর হয়। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা জীব অমর হয়। ত্রিলোকী সকাম ধর্ম্মের বিপাক। ঊর্দ্ধতন লোক সকল নিষ্কাম ধর্ম্মের বিপাক। ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে ত্রিলোকী মধ্যে আমরা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করি। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা আমরা মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করিতে পারি।

ধর্ম্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ। ৩।১০।৯

এই সত্যলোক নিষ্কাম ধর্ম্মের বিপাক।

উপলক্ষণমেতৎ সত্যলোকস্য মহঃপ্রভৃতিলোকানাং তদ্বাসিনাঞ্চ ত্রৈলোক্যস্য কার্য্যকর্ম্মফলত্বাৎ প্রতিকল্পমুৎপত্তিবিনাশৌ ভবতঃ মহঃপ্রভৃতীনান্তূপাসনাসমুচিতনিষ্কামধর্ম্মফলত্বাৎ দ্বিপরার্দ্ধপর্য্যন্তং ন নাশঃ তত্রস্থানাঞ্চ ততঃ পরং প্রায়েণ মুক্তিরিতি ভাবঃ। শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা।

সত্যলোক কেবল উপলক্ষণ মাত্র। মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য, এই চারিলোক এবং এই চারিলোকবাসী জীব, ইহারা সকলেই নিষ্কাম ধর্ম্মের বিপাক। ত্রৈলোক্য কাম্য কর্ম্মের বিপাক। এই জন্য প্রতিকল্পে ত্রৈলোক্যের উৎপত্তি ও নাশ হয়। মহঃ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন লোক উপাসনার দ্বারা সম্যক্ অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্মের ফল। ঐ সকল লোকের দ্বিপরার্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত নাশ হয় না। ঐ সকল লোকবাসীদিগের দ্বিপরার্দ্ধ কালের অবসানে প্রায় মুক্তি হয়।

মহর্লোক আদিতে গমনই অমৃত লাভ। তাই সুপ্রসিদ্ধ পুরুষ সূক্তে কথিত আছে—ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

অস্য ঈশ্বরস্য সম্বন্ধি ত্রিপাদমৃতং নিত্যসুখং দিবি ঊর্দ্ধলোকেষু ন ত্রিলোক্যামিত্যর্থঃ।

ঈশ্বরসম্বন্ধীয় নিত্যসুখরূপ ত্রিপাৎ অমৃত মহর্লোকের উপর ঊর্দ্ধ লোকে আছে, ত্রিলোকীর মধ্যে নাই।

অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধসু॥ ২।৬।১৮

নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারাই অমৃত লাভ হয়। দেবগণ নিজে অমরত্ব লাভ করিয়া জীব সকলকে অমৃত লাভের পথে আনয়ন করিবেন। তাই তাঁহাদিগকে নিজে নিষ্কাম হইতে হইবে। তবে সে নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রবাহ এই মর্ত্ত্য-লোকে আগমন করিবে।

দেবসকল নিষ্কাম না হইলে অমৃত লাভের কোন উপায় নাই। তাই ভগবান্ বলিলেন।

লোভঃ কার্য্যো ন বো জাতু রোষঃ কামস্তু বস্তুষু।

যাঁহারা এখনও অমৃত লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের সকলের প্রতিই এই উপদেশ। কখনও লোভ করিও না, ক্রোধ করিও না, কোন বস্তুর কামনা করিও না। কাম, ক্রোধ, লোভ বর্জ্জিত কে আছে? অমৃত তোমার হস্তগত।

এখন ত্রিলোকীর মধ্যে এই অমৃতের আবির্ভাব করাইতে হইবে। তাই এক বৃহৎ ব্যাপার সমুদ্রমন্থন।

সমুদ্রমন্থনের স্থান—ক্ষীরোদসমুদ্র। জীবের পালন কর্ত্তা বিষ্ণু ক্ষীরসমুদ্রে বাস করেন। তাই ক্ষীরসমুদ্রের মন্থন। ক্ষীরসমুদ্র হইতেই জীবসংস্থিতির সকল পদার্থ উদ্ভূত হয়।

দেবতারা পূর্ব্ব কল্পে অনেক স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাই এই কল্পে তাঁহাদের ফল গ্রহণ। আবার অসুরেরা এই কল্পে ত্যাগ করিতে করিতে দেবত্বের অধিকারী হইবে। অসুরেরা দেবতাদিগের অমৃত লাভের জন্য যে শ্রম করিল, তাহা তাহাদিগের সহস্র ফলদায়ী হইল। ত্যাগ যদি নিষ্ফল হয়, তবে এ জগতে সফল কি আছে? ষষ্ঠ মন্বন্তরে অসুরেরা যে ত্যাগ স্বীকার

করিল, সেই পুণ্যবলে বিরোচনপুত্র বলি সহস্রাধিক ত্যাগী হইল। এ জগতে কে আছে, যে বলির তুল্য ত্যাগী হইবে? বলির ত্যাগে অসুরকুল উজ্জ্বল হইল, স্বয়ং ভগবান্ তাহার দ্বারে আবদ্ধ হইলেন। আবার সেই দৈত্য বলি অষ্টম মন্বন্তরে, দেবতাদিগের রাজা হইবে। ত্যাগই ধর্ম্ম, ত্যাগই কর্ম্ম। ত্যাগই নিষ্কাম কর্ম্মের মূল। নিষ্কাম কর্ম্মই উপাসনার সোপান। উপাসনাই জীব ঈশ্বরের মিলন দ্বার।

সমুদ্রমন্থনের দুই প্রধান ফল অমৃত ও বিষ। প্রথমে বিষ, পরে অমৃত। জগতের এই স্থির রহস্য। কোনও প্রস্তরখণ্ডে যদি সোণার রেখা দেখা যায়, তাহা হইলে প্রথমে সেই প্রস্তর খণ্ডকে চুরমার করিতে হয়। পরে অনেক যত্নে সেই বহু মূল্য ধাতু সংগ্রহ করিতে হয়। আমরা প্রস্তরে পূর্ণ। আমাদের স্তরে স্তরে প্রস্তর। আমরা অমর হইতে গেলে, আমাদিগকে বিষে জর্জ্জরিত করিতে হইবে। আমাদের প্রস্তর সকলকে চুরমার করিতে হইবে। মৃত্যু যেমন আমাদের মঙ্গলকর, এমন অন্য কিছু নহে। কত বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আমরা সৎপথে চলিতে প্রয়াস করি। কিন্তু বন্ধনের জন্য এক পা অগ্রসর হইতে পারি না। মনের বেগ মনেতেই থাকিয়া যায়। ভাগ্যক্রমে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। সে বন্ধনযুক্ত দেহের নাশ করে। আমরা নূতন দেহ পাইয়া কতক অগ্রসর হইতে পারি। কিন্তু কত জন্মের কত বন্ধন। মৃত্যুর পর মৃত্যু আসিয়া জ্ঞানের পথিককে বন্ধনমুক্ত করে। কি সাধ্য, মৃত্যু না থাকিলে আমরা অমৃত্যু লাভ করিতে পারি। কি সাধ্য আমরা বিষ না থাকিলে অমৃত লাভ করি।

বিষের কর্ত্তা মহাদেব। অমৃতের কর্ত্তা হরি। হরিহরের মিলিত কার্য্য দ্বারাই জীবের মুক্তি। ভক্তিভাবে আমরা হরিকে প্রণাম্ করি।

"সহায়েন ময়া দেবা নির্ম্মথধ্বমতন্দ্রিতাঃ।"

আমার সাহায্যে অতন্দ্রিত হইয়া মন্থন কার্য্য সম্পন্ন কর।

এই সমুদ্র মন্থন ব্যাপারে ভগবানের সাহায্যই মূল। ভগবান্ বিষ্ণু কূর্ম্মরূপে সমুদ্রমন্থন ব্যাপার আপনার পৃষ্ঠের উপর ধারণ করিলেন। কূর্ম্মরূপে তিনি সত্বের বিস্তার করিলেন। সেই সত্ত্ববলে সকলে সত্ত্ববান্ হইল। সেই সত্ত্ববলে পৃথিবী বৈবস্বত মন্বন্তরে রামকৃষ্ণাদির চরণরজে পবিত্র হইল। কূর্ম্মরূপী ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেন বলিয়াই, বৈবস্বত মন্বন্তরের কার্য্য সম্ভবপর হইল। তাই কূর্ম্ম একজন প্রধান অবতার। জয় বিজয় তিন জন্মে ছয় অসুর হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু, রাবণ কুম্ভকর্ণ, এবং শিশুপাল দন্তবক্র। তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রধান অবতার। বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও রামকৃষ্ণ। কূর্ম্ম অবতার সত্বের সঞ্চার দ্বারা রামচন্দ্র ও রামকৃষ্ণের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনিও প্রধান অবতার।

সমুদ্রমন্থন যেরূপে হইয়াছিল, তাহা হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন। তাহার সবিশেষ বর্ণনার কোন প্রয়োজন নাই।

বৈবস্বত মন্বন্তরে দেবাসুর সংগ্রাম।

স্বর্গ ত্রিলোকীর শীর্ষস্থানীয়। স্বর্গে যে স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহারই তরঙ্গ স্তরে স্তরে ভূতলে অবনীত হয়। স্বর্গে যে আলোক জ্বলিতে থাকে, ভূতলে তাহারই আভাস পতিত হয়। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ প্রথমে ত্রিদিবরাজ্যেই অভিনীত হয়।

পৃথিবী এখন দিন দিন স্বর্গতুল্য হইবে। পার্থিব জীব স্বর্গের সীমা অতিক্রম করিবে। মহর্লোক হইতে জনলোক গমন করিবে। ক্রমে জনলোক অতিক্রম করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত গমন করিবে। সেখানে হিরণ্যগর্ভের সহকারী হইয়া দ্বিপরার্দ্ধকাল অবসানে মুক্তি লাভ করিবে। কেহ বা

ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। কেহ বা ভগবানের আত্মজন বলিয়া পরিগণিত হইবে।

স্বর্গে তাহার বৃহৎ আয়োজন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে অমৃত লাভ করিয়া দেবতারা প্রবল। কিন্তু অসুরেরা এখনও নির্জীব নহে। এখনও তাহারা অত্যন্ত প্রবল। তাহারা অত্যন্ত বুদ্ধিজীবী। যদিও অহংজ্ঞান দৈত্যের জাতীয় সম্বল তথাপি যে সকল দৈত্য উপাসনা বলে অহং জ্ঞানকে অত্যন্ত নিস্তেজ করে, যাহারা দানদ্বারা ত্যাগকে স্বভাবসিদ্ধ করে, সে সকল দৈত্যরাজ দেবতাদিগকে এখনও সহজে পরাজিত করিতে পারে।

দেবতারা আত্মহারা। "আমি" এই জ্ঞান তাহাদের নাই। এ মন্বন্তরে এখনও দৈত্যের আমিত্ব যায় নাই।

"আমিত্বের" শিক্ষা মনুষ্যের যথেষ্ট হইয়াছে। এইবার নিরহঙ্কার ও নিষ্কাম হইলে মনুষ্য ঊর্দ্ধলোকে গমন করিতে পারিবে।

এই জন্য মহাপ্রবল ও মহাধর্ম্মপরায়ণ হইলেও অসুরের পতন। ভগবান্ এখন দেবতাদের সহায়ক।

বৈবস্বত মন্বন্তরে দুইটি মহাকাণ্ড স্বর্গমধ্যে অভিনীত হইয়াছিল। তাহার প্রবাহ আমরা এই পৃথিবীমধ্যে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি। কিন্তু সেই প্রবাহ এখনও প্রবল বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। এক বৃত্রবধ, দ্বিতীয় বলির ত্রৈলোক্যহরণ।

ত্বষ্টা পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া ইন্দ্রবধের জন্য যজ্ঞ করিলেন।

"ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব মা চিরং জহি বিদ্বিষম্।"

হে ইন্দ্রশত্রো, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, শত্রুকে শীঘ্র সংহার কর। কিন্তু মানুষ মনে ভাবে এক, হয় আর এক। মন্ত্র উচ্চারণ অনুসারে ফলপ্রদ হয়।

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।

স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি

যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥

"ইন্দ্রশত্রু" এই শব্দে প্রথম ইন্দ্রপদে উদাত্তস্বর।" এই জন্য "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদম্" এই সূত্র অনুসারে 'ইন্দ্রশত্রু যাহার' এই সমাসের অর্থ হইল। ইন্দ্রের শত্রু এ অর্থ হইল না।

ঘোরদর্শন বৃত্রাসুর উৎপন্ন হইল।

যেনাবৃতা ইমে লোকাস্তপসা ত্বাষ্ট্রমূর্ত্তিনা।

স বৈ বৃত্র ইতি প্রোক্তঃ পাপঃ পরমদারুণঃ ॥

ত্বষ্টার তপোমূর্ত্তি দ্বারা যিনি এই তিন লোক আবরণ করিয়া আছেন, সেই পরমদারুণ পাপপুরুষের নাম বৃত্র।

নিরুক্তশ্রুতিতেও এই কথা আছে—

"স ইমান্ লোকানাবৃণোদেতদ্বৃত্রস্য বৃত্রত্বম্।"

এই ভয়ানক আবরণকারী কে? কে আমাদের বৃত্তি আচ্ছন্ন করিয়া আছে?—অহঙ্কার, আমিত্ব, দেহাভিমান। সঙ্কর্ষণের উপাসক বৃত্র সেই দেহাভিমান।

অহঙ্কার নাশ করা সামান্য কথা নহে।

দেবতারা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ভগবানের শরণাগত হইলেন। ভগবান্ বলিলেন—

মঘবন্ যাত ভদ্রং বো দধ্যঞ্চমৃষিসত্তমম্।

বিদ্যাব্রততপঃসারং গাত্রং যাচত মা চিরম্ ॥

যুষ্মভ্যং যাচিতোঽশ্বিভ্যাং ধর্ম্মজ্ঞোঽঙ্গানি দাস্যতি।

ততস্তৈরায়ুধশ্রেষ্ঠো বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতঃ।

যেন বৃত্রশিরো হর্ত্তা মত্তেজ উপবৃংহিতঃ ॥ ভা, পু, ৬-৯

হে ইন্দ্র! দধীচি ঋষির গাত্র যাচ্ঞা কর। সেই ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি নিজের

অঙ্গ তোমাদিগকে প্রদান করিবেন। তাঁহার অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মা বজ্র-নামক আয়ুধ প্রস্তুত করিবেন। সেই অস্ত্র দ্বারা তুমি বৃত্রের শিরশ্ছেদ করিতে পারিবে।

কে আছে, যে যাচ্ঞামাত্র গাত্র দান করিতে প্রস্তুত? কাহার দেহে অহংজ্ঞানের লেশ নাই? কাহার দেহ বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যা দ্বারা এত মার্জ্জিত যে তাহাতে অভিমানের বীজ নষ্ট হইয়াছে।

দধীচি ঋষি বলিলেন—

এতাবানব্যয়ো ধর্ম্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ।
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি॥

প্রাণীদিগের শোকেই শোক, প্রাণীদিগের হর্ষেই হর্ষ, এই ধর্ম্মই অবিনাশী ধর্ম্ম। ঋষির আত্মপর জ্ঞান নাই; তাঁহার আত্মা সর্ব্বভূতে বিরাজিত। তিনি সকলের প্রাণে আপন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। তিনি আর দেহ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। অহংবৃত্তির সীমা তিনি অতিক্রম করিয়াছেন।

অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
যন্নোপকুর্য্যাদস্বার্থৈর্ম্মর্ত্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ॥

যদি শ্বশৃগালাদিভক্ষ্য স্বার্থোপযোগ্যশূন্য ক্ষণভঙ্গুর দেহাদি দ্বারা অন্যের উপকার করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কি কষ্ট ও কি ধিক্কার হয়।

আজ ত্রিদিবমধ্যে যে মহাযজ্ঞ সংঘটিত হইল, তাহারই বলে কত মহাত্মা পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন, কত জীবনবলির রক্তস্রোতে এই পার্থিব জগৎ পবিত্র হইবে!

ইন্দ্র বলির নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন এবং এই ত্রিলোকী বলির অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বলির সহিত সংগ্রাম করিতে, ভগবান্ দেবতা-দিগকে নিযুক্ত করেন নাই। তাঁহাকে নিজে অবতীর্ণ হইয়া বলির নিকট

ত্রিলোকী যাচ্ঞা করিতে হইয়াছিল। বলির যেরূপ ভাগ্য, এরূপ কোন দেবতারও ভাগ্য আছে কি না, সন্দেহ।

বলি দানে বলী, বলি ধর্ম্মে বলী। বলির অধিকার ত্রিলোকীরাজ্যে না থাকিবার কারণ কি? বলি অসুর হইয়াও দেবতা হইতে ভিন্ন কিরূপে? বলির অভিমান এখনও যায় নাই। তিনি অতিদানী, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি আপনাকে একবারে ভুলিতে পারেন নাই। বলির শিক্ষার কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল। তাই বলির উপর দয়া করিয়া ভগবান্ বলিলেন, তুমি এই মন্বন্তরের জন্য ত্রিলোকী প্রত্যর্পণ কর এবং পাতালবাস দ্বারা অভিমানশূন্য হইয়া পর মন্বন্তরে স্বর্গের রাজত্ব লাভ কর।

তস্মাত্তস্তে মহীমীষদ্বৃণেঽহং বরদর্ষভাৎ।
পদানি ত্রীণি দৈত্যেন্দ্র সংমিতানি পদা মম॥ ৮-১৯-১৬

বলি ত্রিপাদ ভূমি দিতে সংকল্প করিলেন, অমনি তাঁহার গুরু শুক্রাচার্য্য বলিলেন—

ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমাঁল্লোকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি।
সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্॥

বলি বলিলেন—

ন হ্যসত্যাৎ পরোঽধর্ম্ম ইতি হোবাচ ভূরিয়ম্।
সর্ব্বং সোঢ়ুমলং মন্যে ঋতেঽলীকপরং নরম্॥

গুরুর তিরস্কার, আত্মজনের তিরস্কার, কিছুতেই বলি সত্য ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার সর্ব্বস্ব গেল। তিনি প্রশান্ত, স্থির ও গম্ভীর। বরুণদেব পাশ দ্বারা বলিকে আবদ্ধ করিলেন। তথাপি তাঁহার লজ্জা কি ব্যথা হইল না।

ব্রহ্মা ভগবানের বাক্য জগৎকে শুনাইবার জন্যই যেন তাঁহাকে বলিলেন, হে দেবদেব! হে জগন্ময়! বলির সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন, আর বলির প্রতি কেন নিগ্রহ করেন? তাঁহাকে এখন ছাড়িয়া দেন।

ভগবান্ বলিলেন—

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে॥ ৮-২২-২৪

হে ব্রহ্মন্! আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহি,তাহার ধন প্রথমে হরণ করি ; কারণ ধনমদেই মত্ত হইয়া পুরুষ লোককে ও আমাকে অবজ্ঞা করে।

যদা কদাচিজ্জীবাত্মা সংসরন্নিজকর্ম্মভিঃ।
নানাযোনিষ্বনীশোঽয়ং পৌরুষীং গতিমাব্রজেৎ॥
জন্মকর্ম্মবয়োরূপবিদ্যৈশ্বর্য্যধনাদিভিঃ।
যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভস্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ॥

জীবাত্মা নিজ কর্ম্ম দ্বারা অবশভাবে নানা যোনি ঘুরিতে ঘুরিতে যদি কদাচিৎ মনুষ্যজন্ম লাভ করে, এবং মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যদি তাহার জন্ম, কর্ম্ম, বয়ঃ, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, ধন ইত্যাদি দ্বারা গর্ব্ব ও অভিমান না হয়, তবে আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকি।

মানস্তম্ভনিমিত্তানাং জন্মাদীনাং সমন্ততঃ।
সর্ব্বশ্রেয়ঃপ্রতীপানাং হন্ত মুহ্যেন্ন মৎপরঃ॥

আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইলে, অভিমান ও গর্ব্বের নিমিত্তভূত, সকল মঙ্গলের প্রতিকূল, জন্মাদি দ্বারা জীব মোহপ্রাপ্ত হয় না।

এষ দানবদৈত্যানামগ্রণীঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
অজৈষীদজয়াং মায়াং সীদন্নপি ন মুহ্যতি॥

দানবদৈত্যের অগ্রণী কীর্ত্তিবর্দ্ধন এই বলি দুর্জ্জয় মায়া জয় করিয়াছেন। অবসাদের মধ্যেও ইহার মোহ নাই।

ক্ষীণরিক্থশ্চ্যুতঃ স্থানাৎ ক্ষিপ্তো বদ্ধশ্চ শত্রুভিঃ।
জ্ঞাতিভিশ্চ পরিত্যক্তো যাতনামনুযাপিতঃ॥

গুরুণা ভর্ৎসিতঃ শপ্তো জহৌ সত্যং ন সুব্রতঃ।
ছলৈরুক্তো ময়া ধর্ম্মো নায়ং ত্যজতি সত্যবাক্॥

আজ বলি ধনশূন্য, স্থানচ্যুত, শত্রুপাশবদ্ধ, জ্ঞাতিপরিত্যক্ত, যাতনা-মগ্ন গুরু দ্বারা ভর্ৎসিত ও শাপপ্রাপ্ত। তথাপি বলি সত্য ত্যাগ করে নাই। আমি তাহাকে ছলনা করিয়া ধর্ম্মকথা বলিয়াছি, কিন্তু সত্যবাদী বলি, সে ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই।

এষ মে প্রাপিতঃ স্থানং দুষ্প্রাপমমরৈরপি।
সাবর্ণেরন্তরস্যায়ং ভবিতেন্দ্রো মদাশ্রয়ঃ॥

আমি ইহাকে দেবদুর্ল্লভ স্থান প্রদান করিব। সাবর্ণি মন্বন্তরে ইনি আমাকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্র হইবেন।

তাবৎ সুতলমধ্যাস্তাং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্।
যদাধয়ো ব্যাধয়শ্চ ক্লমস্তন্দ্রা পরাভবঃ।
নোপসর্গা নিবসতাং সংভবন্তি মমেচ্ছয়া॥

সে কাল পর্য্যন্ত সুতলমধ্যে বলি বাস করুন। আমার ইচ্ছায় সেখানে আধি ব্যাধি ইত্যাদি কোন উপসর্গ থাকিবে না।

রক্ষিষ্যে সর্ব্বতোঽহং ত্বাং সানুগং সপরিচ্ছদম্।
সদা সন্নিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ভবান্॥

হে রাজন্! আমি সর্ব্বতোভাবে তোমাকে এবং তোমার সম্বন্ধীয় সকলকে রক্ষা করিব। তুমি সেখানে আমাকে সর্ব্বদা সন্নিহিত দেখিতে পাইবে।

তত্র দানবদৈত্যানাং সঙ্গাৎ তে ভাব আসুরঃ।
দৃষ্ট্বা মদনুভাবং বৈ সদ্যঃ কুণ্ঠো বিনঙ্‌ক্ষ্যতি॥

সেখানে দৈত্যদানবের সঙ্গবশতঃ তোমার যে আসুরিক ভাব, তাহা আমার অনুভাব দর্শনে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

ভগবন্! বলির দ্বারী হইয়া তোমার ছলনার প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইল। এবং বলির ভাগ্যেরও আর সীমা থাকিল না। বলি অসুরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, অসুরের সহবাস করিয়াও, আজ দেবতার রাজা হইতে চলিল। আর এই পৃথিবীতলে আমরা কি অসুরই থাকিব? আমাদের আসুরিক ভাব কি বিনষ্ট হইবে না? এইবার স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া, আমরা পৃথিবীমধ্যে বৈবস্বত মন্বন্তরের কার্য্য অনুসরণ করিব।

সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ।

বৈবস্বত মন্বন্তরে যে সকল মানববংশ আছে, তাহার মধ্যে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ প্রধান। এই দুই বংশই মনুষ্যজাতির অগ্রণী। কত মহাপুরুষ, কত অবতার, কত মহর্ষি, কত রাজর্ষি এই দুই বংশই পবিত্র করিয়াছেন! এই দুই বংশের রাজা, এই দুই বংশের পুরোহিত, দৈববলে বলী। স্বয়ং ভগবান্ এই দুই বংশের অধিনায়ক। আজ পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতির যে ইতিহাস, তাহা এই দুই বংশ লইয়া। মন্বন্তর মধ্যে অন্য যে সকল মনুষ্যজাতি প্রাদুর্ভূত হইবে, তাহারা সকলে এই দুই বংশের আলোক অনুসরণ করিবে।

মনুষ্য এক জন্মে উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। জন্মে জন্মে মনুষ্য কিছু কিছু করিয়া অগ্রসর হয়। শেষে কর্ম্মফল অনুসারে উন্নতির মার্গ সরল হয়, ও উন্নতির গতি দ্রুততর হয়। তখন মনুষ্য বিনা আয়াসে, দৈববলে, ঋষিদিগের সহকারিতায়, ভগবানের অনুগ্রহে পরমপদ অভিমুখে চালিত হয়। মনুষ্য ভাগবত ও পরে ভগবানের সহকারী হয়। কিন্তু ইহাত চরম কথা। ভগবানের শেষ অনুগ্রহের জন্য মনুষ্যকে উপযোগী হইতে হয়। নানা ধাক্কায় মনুষ্য সেই উপযোগ লাভ করে। সেই ধাক্কার

শিক্ষা দিবার জন্ত গ্রহ সকল ভগবানের আদেশ পালন করিতেছেন। কখনও তাঁহারা মনুষ্যকে অধস্তলে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন, কখনও তাঁহারা তাহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছেন। কখনও ঝঞ্ঝাবাতে মনুষ্য আকুল, কখনও শীতল মন্দসমীরণে তাহার চিত্তশান্তি। কখনও উদ্বেল তরঙ্গ, কখনও কূলের নিশ্চলতা। কখনও বিশ্বাসঘাতকতার তীব্রবাণে মর্ম্মাঘাত, কখনও পবিত্র প্রণয়ের শান্তিমাখা মৃত্নশ্বাস। হায়রে, "দ্বন্দ্ব" বলিয়া মনুষ্য ভাষায় কি শব্দটি ঈশ্বর দিয়াছেন! "দ্বন্দ্বের" জ্বালায় আজ মনুষ্য অতি ব্যাকুল। দয়াময় ঈশ্বর, দয়াময় দ্বন্দ্বাতীত গুরুদেব, কালস্রোতের অভিমুখ গমনাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যদিগকে, "দ্বন্দ্বের" শাসন হইতে রক্ষা কর। কিন্তু কি বলিয়াই বা এ প্রার্থনা করিব। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এখনও জটিলতা, এখনও এত কুটিলতা, এখনও এত হিংসা, এখনও এত দ্বেষ, এখনও এত ভেদ-বৃত্তির উপাসনা! যেমন ব্যাধি তেমন ঔষধ। প্রস্তরসংলগ্ন সুবর্ণ ধূলিকে, প্রস্তর না ভাঙ্গিয়া কে উদ্ধার করিতে পারে। এই ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভগবান্ মনুষ্যকে যেন বল দেন।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়ম আছে। সুখ দুঃখের কাল আছে। কখনও রৌদ্রের হাসি, কখনও মেঘের অন্ধকার, গ্রহ-নোদিত হইয়া মনুষ্যজীবনে মেশামেশি করিতেছে।

বিংশোত্তরী মতে নয়টি গ্রহ এবং অষ্টোত্তরী মতে আটটি গ্রহ আমাদের জীবন অধিকার করিয়া আছে। বিংশোত্তরী মতে নিম্নলিখিত ক্রম ও কাল অনুসারে গ্রহসকল আমাদের জীবন কাল ভোগ করেন। রবি ৬, চন্দ্র ১০, মঙ্গল ৭, রাহু ১৮, বৃহস্পতি ১৬, শনি ১৯, বুধ ১৭, কেতু ৭ ও শুক্র ২০, সর্ব্বসমেত ১২০ বৎসর। অর্থাৎ যদি মনুষ্য ১২০ বৎসর জীবিত থাকে, তাহা হইলে নয়টি গ্রহই তাহার জীবন কাল যথাসময়ে আপন আপন অধিকার ভুক্ত করে। আবার প্রতি গ্রহের ভোগকালে, নয়টি গ্রহেরই অবান্তর ভোগ

হয়। মনুষ্য জীবন বুঝিবার নিয়ম আছে। সেই নিয়ম জানিতে পারিলে, মোটামুটি মনুষ্যের সুখদুঃখের কথা বলা যায়। অষ্টোত্তরী মতে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, শনি, বৃহস্পতি, রাহু, ও শুক্র, যথাক্রমে ১০৮ বৎসর ভোগ করে। শতাধিক আট ও বিশ বলিয়া এক মতকে অষ্টোত্তরী ও এক মতকে বিংশোত্তরী বলে।

জন্মকালীন যে গ্রহ, সেই গ্রহই মনুষ্যের প্রবল গ্রহ। সেই গ্রহদ্বারাই মনুষ্য অভিহিত হয়।

যেমন মনুষ্য, তেমনই মনুষ্যজাতি। যে নিয়মে মনুষ্য চালিত হয় সেই নিয়মেই মনুষ্যজাতি চালিত হয়।

বৈবস্বত মন্বন্তরে যে সকল মনুষ্যজাতি জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের অগ্রণী দুইটি মনুষ্যজাতি। তাহার মধ্যে একটি রবির অধিকারে জাত, অন্যটি চন্দ্রের অধিকারে। তাই একটি সূর্য্যবংশ ও একটি চন্দ্রবংশ। এই দুই বংশে বৃহস্পতি, শুক্র, রাহু, কেতু এবং বুধের উৎপত্তি ও প্রাদুর্ভাব শুনিতে পাই। শনি মঙ্গলের কথাও শুনিতে পাই। পৌরাণিক কথা এত উপ-কথায় আবৃত যে, সহজে তথ্য জানিবার উপায় নাই। কিন্তু একথা বুঝিতে পারি, যে যে বংশে ভগবান্ স্বয়ং মনুষ্য হইয়া অবতীর্ণ হন, যে বংশে তিনি স্বয়ং শিক্ষা প্রদান করেন, সে বংশে গ্রহের অধিকার আর বেশি দিন থাকিবে না, সে বংশ সত্বর ত্রিলোকীর ও ত্রিলোকীসংলগ্ন গ্রহের সীমা অতিক্রম করিবে।

এই দুই বংশের বিশেষ বিবরণ এই সকল ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে পর প্রবন্ধে মোটামুটি বিবরণ দেওয়া যাইবে, এবং সেই বিবরণের মুখ্য উদ্দেশ্য এই দুই বংশের ধর্ম্মজীবন অনুসরণ করা মাত্র।

এখন এই কথা বলিতে চাহি, যে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের অন্তিম কাল উপ-স্থিত। এই দুই বংশ ক্রমে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে। ক্ষত্রিয় রাজবংশ-

গণ অন্তর্হিত হইয়াছে, আর সেই বর্ণের আঁটাআঁটি নাই, আর সেই আশ্রম-ধর্ম্মের আঁটাআঁটি নাই, এখন জন্ম দ্বারা মনুষ্য বুঝিতে পারিবে না, যে তাহার কি ধর্ম্ম, কি কর্ম্ম। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষাকারী রাজা লুপ্ত হইয়াছে। কলির ভীষণ অন্ধকারে দেশ আচ্ছন্ন হই-তেছে। ম্লেচ্ছ শাসনে ম্লেচ্ছ আচারে দেশ পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম; সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশেরও পুনর্জ্জন্ম হইবে। তখন সূর্য্য শতগুণ আলোক প্রদ ও চন্দ্র শতগুণ কোমলতাপ্রদ হইবে। সেই ভবিষ্যবংশের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। সেই বংশের যাঁহারা রাজা হইবেন, তাঁহারা প্রভূত যোগবলের অধিকারী হইয়া এখন হইতে ভবিষ্য প্রজা প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন। ঋষিরা এখন হইতেই তাঁহাদের সহায়তা করিতেছেন। ঘোর কলির অন্ধকারে, সত্যযুগের বীজবপন হইতেছে।

দেবাপিঃ শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকু বংশজঃ।
কলাপ গ্রাম আসাতে মহাযোগ বলান্বিতৌ॥
তাবিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ॥ ১২-৩

কলাবুৎসন্নানাং রাজবংশানাং পুনঃপ্রবৃত্তিপ্রকার মাহ। শ্রীধরঃ।

কলিতে রাজবংশ উৎসন্ন হইয়াছে। পুনরায় সেই রাজবংশ যাহাতে প্রবৃত্ত হইবে, সেই কথা বলা হইতেছে। শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি (চন্দ্রবংশীয়) ও ইক্ষ্বাকু বংশজ মরু মহাযোগবলান্বিত হইয়া যোগীদিগের নিবাসভূমি কলাপ গ্রামে বাস করিতেছেন। কলির অবসানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা বর্ণাশ্রমযুক্ত ধর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় প্রবর্ত্তিত করিবেন।

সূর্য্যবংশ ও ভাগীরথী।

সূর্য্যবংশের প্রবল প্রতাপ। ইক্ষ্বাকুর পৌত্র পুরঞ্জয় সমরে অসুর-দিগকে পরাজয় করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। ইন্দ্র বৃষরূপে তাঁহার বাহন হইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার নাম ককুৎস্থ।

যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতাপের কথা আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে।

যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চপ্রতিতিষ্ঠতি।
তৎ সর্ব্বং যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে॥

সূর্য্যের উদয় ও অস্তের সীমা পর্য্যন্ত মান্ধাতার রাজ্য ছিল।

নাগগণ তাঁহাদিগের ভগিনী নর্ম্মদাদেবীকে রাজা পুরুকুৎসকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা পুরুকুৎস পত্নীর অনুরোধে রসাতলে গমন করিয়া নাগশত্রু গন্ধর্ব্বদিগকে বধ করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত পুরুকুৎসের নাম লইলে সর্পভয় থাকে না।

সূর্য্যবংশের অতুল প্রতাপ। এত প্রতাপে, এত গৌরবে সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের অভিমান না হইবার কারণ কি? তাঁহাদের দর্পে তাঁহাদের অভিমানে পৃথিবী কম্পমানা।

রাজা সত্যব্রত তেজোদৃপ্ত হইয়া ত্রিবিধ পাপ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার নাম ত্রিশঙ্কু।

হরিবংশে কথিত আছে—

পিতুশ্চাপরিতোষেণ গুরোর্দোগ্ধ্রীবধেন চ।
অপ্রোক্ষিতোপযোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ॥

পরিণীয়মান বিপ্রকন্যা হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া পিতৃশাপবশত ত্রিশঙ্কু চণ্ডালতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যেমন সেকালের রাজা প্রতাপী, তেমনি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র প্রতাপী। তিনি ত্রিশঙ্কুকে প্রতাপী দেখিয়া তাঁহাকে স্বর্গে পাঠাইবেন স্থির করিলেন। ঋষি বিশ্বামিত্র মনুষ্যের ক্ষমতায় দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, প্রবল উত্তম, অত্যুচ্চ আশা। তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া নিজের উত্তমে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেন যে, মনুষ্য স্বর্গের অধিকারী কেন হইবে না, কেন মনুষ্য দেবতা হইবে না। তিনি ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইলেন ত্রিশঙ্কুর তখন সময় হয় নাই। মনুষ্য তখন স্বর্গে যাইবার উপযোগী হয় নাই। বিশ্বামিত্র আপনার তেজোবলে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠাইলেন। কিন্তু ফল হইল এই যে, দেবতারা ত্রিশঙ্কুকে ঠেলিয়া ফেলিল। তিনি অধঃশিরা হইয়া ঝুলিতে লাগিলেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র। ঋষি বিশ্বামিত্র বুঝিতে পারিলেন যে, ধনাভিমানে মত্ত হইয়া মনুষ্য স্বর্গে যাইতে পারিবে না। তাই তিনি রাজসূয় দক্ষিণার ছলে হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্ব হরণ করিলেন। এবং তাঁহাকে নানারূপ যাতনা দিলেন। এই নিমিত্ত বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের তুমুল সংগ্রাম হইল।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র জন্মে নাই। তিনি বরুণ দেবতার শরণ গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, যদি আমার বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে আমি সেই পুত্রকে পশু করিয়া তোমার যজ্ঞ করিব। বরুণ বলিলেন, "তথাস্তু"। রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র জন্মিল। তাহার নাম রোহিত। বরুণ প্রতিশ্রুত পশু যাচ্ঞা করিলেন। হরিশ্চন্দ্র কোন না কোন আপত্তি করিতে লাগিলেন। রোহিত প্রাণভয়ে বনে পলায়ন করিলেন। তিনি অবশেষে অজীগর্ত্তের নিকট তাঁহার মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিলেন এবং প্রতিশ্রুত যজ্ঞের পশু বলিয়া পিতাকে প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র সেই পশু লইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। আমরা পরে এই যজ্ঞের কথা আলোচনা করিব।

রাজা সগর—"গর" অর্থাৎ বিষযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। সূর্য্যবংশ পাপের বিষে জর্জ্জরিত। সূর্য্যবংশীয় রাজগণ ধরাকে শরার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। সগর চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াছিলেন। তিনি যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন, তখন ইন্দ্র তাঁহার অশ্ব হরণ করিলে তাঁহার ষষ্টি সহস্র দৃপ্ত তনয়গণ অন্বেষণ করিতে করিতে চারিদিগের পৃথিবী খনন করিতে লাগিলেন। সেই খনন দ্বারা সাগরের উৎপত্তি হইল। সগরবংশ হইতে উৎপত্তি বলিয়া, "সাগর" এই নাম। পরে সগরপুত্রগণ মহর্ষি কপিলের নিকট সেই যজ্ঞীয় অশ্ব দেখিতে পাইলেন। ভগবান্ কপিলদেবের ধ্যাননিমীলিত নয়ন। গর্ব্বিত রাজপুত্রগণ বলিয়া উঠিল,

এষ বাজিহরশ্চৌর আস্তে মীলিতলোচনঃ।
হন্যতাং হন্যতাং পাপ ইতি ষষ্টিসহস্রিণঃ।
উদায়ুধা অভিযযুরুন্মিমেষ তদা মুনিঃ॥

যখন অস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাহারা ঋষির অভিমুখে দৌড়িতে লাগিল, তখন মুনিবর নয়ন উন্মীলন করিলেন। মহতের ব্যতিক্রম নিবন্ধন সগর-পুত্রগণ তৎক্ষণাৎ আপন আপন শরীরের অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া গেল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। সূর্য্যবংশের নাশ হইল। যে দেশ এই পাপময় বংশে পঙ্কিল ছিল, সে দেশ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। সেইজন্য বলে সগর-সন্তানগণ পৃথিবী খনন করিয়া সাগর উৎপন্ন করিয়াছিল। পূর্ব্বে সূর্য্যবংশের লীলাভূমি সেই বিশাল প্রদেশ যাহাকে পাশ্চাত্য ভাষায় আট্‌লাণ্টিক বলে, সমুদ্রের গর্ভে লীন হইল।

যখন এক স্থানের ভূমি সমুদ্রে নিমগ্ন হয়, তখন অন্যস্থানে সমুদ্রগর্ভস্থ ভূমি ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করে। প্রাকৃতিক মহাবিপ্লবে কোথাও সমুদ্র, কোথাও পর্ব্বত। যেমন পাপময় দেশ জলময় হইল, তেমনি পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমির বর্ত্তমান অবয়ব সংগঠিত হইল। হিমালয় উচ্চ হইতে উচ্চতর

হইল এবং পবিত্র ভাগীরথী হিমালয়ের পার্শ্ব হইতে প্রবাহিত হইল। যেখানকার জল পবিত্র নয়, যেখানে পুণ্যতীর্থ নাই, সে দেশের লোক কিরূপে পবিত্র হইতে পারে? পবিত্র মনুষ্যজাতি পুণ্যভূমি ভারতভূমির বক্ষে লালিত হইবে। সেই পুণ্যবংশে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইবেন। সেই দেশের নদী পুণ্য হইতে পুণ্যতম। পুণ্যসলিলা ভাগীরথী বিষ্ণুপাদ-সম্ভূতা। সগরের পৌত্র অংশুমান্ অশ্বের অন্বেষণে কপিলের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

ভগবান্ কপিল বলিলেন—

অশ্বোঽয়ং নীয়তাং বৎস পিতামহপশুস্তব।
ইমে চ পিতরো দগ্ধা গঙ্গাম্ভোঽর্হন্তি নেতরৎ॥

গঙ্গা জল ভিন্ন মনুষ্যজাতির উদ্ধারের অন্য উপায় নাই।

অংশুমান্ তপস্যা করিলেন। তাঁহার পুত্র দিলীপ তপস্যা করিলেন। কিন্তু কেহই গঙ্গা আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন না। দিলীপের পুত্র ভগীরথ মহাতপস্যা করিলেন। ভগবতী গঙ্গাদেবী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—

কোঽপি ধারয়িতা বেগং পতন্ত্যা মে মহীতলে।
অন্যথা ভূতলং ভিত্বা নৃপ যাস্যে রসাতলম্॥
কিঞ্চাহং ন ভুবং যাস্যে নরা ময্যামৃজন্ত্যঘম্।
মৃজামি তদঘং ক্বাহং রাজংস্তত্র বিচিন্ত্যতাম্॥

আমি যখন মহীতলে পতিত হইব, তখন আমার বেগ কে ধারণ করিবে? নতুবা হে রাজন্! আমি ভূতল ভেদ করিয়া রসাতলে গমন করিব। আর ইহাও চিন্তা কর, মনুষ্য আমার জলে পাপ ধৌত করিবে। সে পাপ আমি কোথায় ধৌত করিব? ভগীরথ বলিলেন—

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥

ধারয়িষ্যতি তে বেগং রুদ্রস্তাত্মা শরীরিণাম্।
যস্মিন্নোতমিদং প্রোতং বিশ্বং শাটীব তন্তুষু॥ ৯৯

শান্ত ব্রহ্মিষ্ঠ লোকপাবন সাধু সন্ন্যাসী আপনার জলে স্নান করিয়া আপনার পাপ হরণ করিবে। স্বয়ং পাপহারী হরি তাঁহাদের মধ্যে বাস করেন। সকল জীবের আত্মা রুদ্রদেব আপনার বেগ ধারণ করিবেন।

গঙ্গাজলের মহিমা কে বর্ণন করিতে পারে। পুণ্যসলিলা সুরনদীর জলে পূত হইয়া এবং তাঁহার পুণ্য কূলে ফলিত হইয়া পবিত্র আর্য্যজাতি পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

সূর্য্যবংশের যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা এই সুরধুনীধৌত দেশে বাস করিয়া পবিত্র হইল। আর পবিত্র চন্দ্রবংশ এই নবীন ভূমিতে নবীন অনুরাগের সহিত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

যজ্ঞ।

চন্দ্র বংশের প্রথম রাজা বুধের পুত্র পুরূরবা। দেবর্ষি নারদ স্বর্গলোকে তাঁহার যথেষ্ট গুণবর্ণনা করিলেন। রাজা দেখিতে সাক্ষাৎ কন্দর্পতুল্য। দেবকন্যা উর্ব্বশী তাঁহার রূপ ও গুণ শুনিয়া অত্যন্ত অধৈর্য্য হইলেন। ঘটনাক্রমে তিনি সেই সময়ে মিত্রাবরুণের শাপে মানবদেহ ধারণ করিলেন এবং মানবরূপিণী উর্ব্বশী রাজা পুরূরবার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। উর্ব্বশী বলিলেন, "এই মেষশাবক দুটিকে তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে। আমি কেবল মাত্র ঘৃত ভোজন করিব এবং মৈথুনকাল ব্যতীত অপর কালে তোমাকে উলঙ্গ দর্শন করিব না।" রাজা তাহাই অঙ্গীকার করিলেন। অনেক দিন আমোদে কাল অতিবাহিত হইল। পরে ইন্দ্রের আদেশে, গন্ধর্ব্বগণ গভীর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে, মেষ শাবক দুটিকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। উর্ব্বশী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। রাজা রোষে

বিবস্ত্র হইয়া মেষাপহারকদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ মেষ-শাবক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল এবং রাজা তাহাদিগকে লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু উর্ব্বশী তাঁহাকে উলঙ্গ দেখিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজা কাতর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ভূমণ্ডল মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে রাজা উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন। দেবকন্যা বলিলেন, "তুমি গন্ধর্ব্ব-দিগকে অনুনয় কর, তাঁহারা আমাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিবেন।" রাজা গন্ধর্ব্বদিগের স্তব করিলেন। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে অগ্নিস্থালী প্রদান করিলেন। কামান্ধ রাজা অগ্নিস্থালীকেই উর্ব্বশী মনে করিয়া বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে জানিতে পারিলেন, যে অগ্নিস্থালী উর্ব্বশী নহে। তখন তিনি সেই অগ্নিস্থালী বনে স্থাপন করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং প্রতিদিন রাত্রিতে উর্ব্বশীর ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান করিতে করিতে ত্রেতাযুগের আরম্ভে, তাঁহার মনোমধ্যে কর্ম্মবোধক বেদত্রয় আবির্ভূত হইল।

পরে তিনি অগ্নিস্থালীর নিকট গমন করিয়া দেখিলেন যে শমীবৃক্ষের গর্ভে অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা অনুমান করিলেন যে অগ্নি এই অশ্বত্থ মধ্যে আছে। তদনন্তর তিনি উর্ব্বশীলোকের কামনা করিয়া সেই অশ্বত্থ কাষ্ঠদ্বারা দুইটি অরণি করিলেন। মন্ত্রানুসারে তিনি নিম্ন অরণিকে উর্ব্বশী বলিয়া ধ্যান করিলেন এবং উত্তর অরণিকে আপন স্বরূপ বোধ করিলেন। আর এই দুই অরণির মধ্যে যে কাষ্ঠখণ্ড ছিল তাহাকে পুত্ররূপে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এই অরণি মন্থন দ্বারা জাতবেদা নামক অগ্নি উৎপন্ন হইল। বেদবিহিত আধানসংস্কার দ্বারা সেই অগ্নি আহবনীয়াদিরূপে ত্রিরূপ হইল। রাজা সেই ত্রিবৃৎ অগ্নিকে পুণ্যলোকের প্রাপক বলিয়া পুত্ররূপে কল্পনা করিলেন। তখন তিনি উর্ব্বশীলোকের কামনা করিয়া সেই অগ্নি দ্বারা সর্ব্বদেবময় যজ্ঞেশ্বর হরির যজ্ঞ করিলেন।

নন্থ অনাদিবেদত্রয়বোধিতো ব্রাহ্মণাদীনাম্ ইন্দ্রাদ্যনেকদেবযজনেন স্বর্গ-প্রাপ্তিহেতুঃ কর্ম্মমার্গঃ কথং সাদিরিব বর্ণ্যতে। শ্রীধরঃ।

বেদত্রয়বোধিত কর্ম্মমার্গ অনাদি। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ ইন্দ্রাদিদেবের যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন। এই অনাদি কর্ম্মমার্গকে সাদি বলিয়া কিরূপে বর্ণনা করা হইল।

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এবচ ॥ ভা, পু, ৯-১৪-৪৮

সত্যযুগে সকল বাক্যের বীজভূত প্রণবই একমাত্র বেদ ছিল, নারায়ণই একমাত্র দেবতা ছিলেন, লৌকিক অগ্নিই একমাত্র অগ্নি ছিল, হংসই এক-মাত্র বর্ণ ছিল।

পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ।
অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গান্ধর্ব্বমেয়িবান্ ॥ ৯-১৪-৪৯

হে রাজন্! আমরা যাহাকে ত্রয়ীবেদ বলিয়া জানি, এই বেদ ত্রেতার আরম্ভে, রাজা পুরূরবা হইতে আবির্ভূত হয়। ঐ রাজা অগ্নিরূপ প্রজা দ্বারা গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হন।

অয়ং ভাবঃ—কৃতযুগে সত্ত্বপ্রধানাঃ প্রায়শঃ সর্ব্বেঽপি ধ্যাননিষ্ঠাঃ। রজঃপ্রধানে তু ত্রেতাযুগে বেদাদিবিভাগেন কর্ম্মমার্গঃ প্রকটো বভূবেতি। শ্রীধরঃ।

সত্যযুগে মনুষ্য সত্ত্বপ্রধান ও প্রায় সকলে ধ্যাননিষ্ঠ। রজঃপ্রধান ত্রেতাযুগে বেদাদিবিভাগ দ্বারা কর্ম্মমার্গ প্রকটিত হইয়াছিল।

বীজরূপে বেদ নিত্য। প্রণব সর্ব্বকালেই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। প্রণব অনুসারে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় জগতের গতি নিয়মিত করিতেছে। প্রণব ঈশ্বরের বাক্য, প্রণব জগতের মূলমন্ত্র, প্রণব জগতের গতি, প্রণবই একমাত্র বেদ।

প্রতি চতুর্যুগে প্রণবের বিস্তার হয়। প্রতি চতুর্যুগে ঋষিরা অধ্যাত্ম-

জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শন দ্বারা প্রণবের বিস্তার করেন। প্রতি চতুর্যুগে, সেই বেদবিস্তার বিভিন্ন। প্রতি চতুর্যুগের অবসানে সেই বেদ লয় প্রাপ্ত হয়। আবার সত্য যুগের অন্তে আবির্ভূত হয়। সত্যযুগে কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা নাই। তাই ত্রেতাযুগে বেদের প্রচার হয়।

প্রতি মহাযুগে এক মনুষ্যজাতি প্রধানতা লাভ করে। সেই মনুষ্য-জাতির নিকট বেদ প্রকাশিত হয়। আমাদের বেদ আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে।

চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তান্ শ্রুতিগণান্ যথা।
তপসা ঋষয়োঽপশ্যন্ যতো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ভা, পু, ৮-১৪-৪

চতুর্যুগের অবসানে শ্রুতিগণ কালের গ্রাসে পতিত হন এবং ঋষিগণ তপস্যা দ্বারা সেই বেদের আবিষ্কার করেন, সেই শ্রুতি হইতেই সনাতন ধর্ম্মের প্রচার হয়।

আমাদের ঋষিরা যেরূপ বেদের অনুভব ও আবিষ্কার করেন, আমাদের ধর্ম্ম তদনুরূপ। ইহাই যুগধর্ম্ম।

গন্ধর্ব্বলোক দেবলোকের অবান্তর ভাগ। আমাদের এই পৃথিবীলোক হইতে সে লোক অতি পবিত্র। সেখানে ভোগ আছে। কিন্তু সেই ভোগ লাভ করিবার জন্য পবিত্রতা আবশ্যক, ইন্দ্রিয়বৃত্তিদমনের আবশ্যক, মনুষ্য যাহাতে দেবভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার আবশ্যক।

এই জন্য প্রথমে দেবযজ্ঞ। এই জন্য পুরুরবার দেবকন্যাদর্শন। এই জন্য তাঁহার দেবভোগকামনা। উর্ব্বশীর কামনায়, রাজা যে উদ্যম করিলেন, সেই উদ্যমে মনুষ্যের উন্নতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, সেই উদ্যমে বেদের প্রথম ধ্বনি মনুষ্যের কর্ণকুহরে পতিত হইল। যজ্ঞের আয়োজন হইতে লাগিল। ঋষিরা অবকাশ পাইয়া স্বর্গলোকের অতি রমণীয় বর্ণনা করিলেন। দেবরমণী ও দেবোদ্যান, ফুল্ল পারিজাত ও তদধিক সৌরভময়ী উর্ব্বশী, লোকের কল্পনা

বিমোহিত করিতে লাগিল। স্বর্গকামনায় লোক উন্মত্ত হইল। নানাবিধ যজ্ঞের বিধান হইল।

শ্রৌতসূত্রে যজ্ঞগুলি বিবৃত হইতে লাগিল।

সাতটি হবির্যজ্ঞ ও সাতটি সোমযজ্ঞ। হবির্যজ্ঞ চরুপুরোডাশাদি হবির দ্বারা সম্পন্ন হয়। সোমযজ্ঞে সোমরসের প্রাধান্য আছে। শ্রৌতযজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য স্বর্গগমন। "স্বর্গকামো যজেত।"

শ্রৌত যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে গৃহ্যযজ্ঞেরও প্রচার হইল। সে গুলিকে পাক-যজ্ঞ বলে। এই যজ্ঞ গৃহস্থের অবশ্যপালনীয় কর্ম্ম, যেমন পিতৃশ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ, অষ্টকাশ্রাদ্ধ, শ্রাবণী যজ্ঞ, আগ্রহায়ণী যজ্ঞ ইত্যাদি।

তাহার পর ক্রমে পঞ্চ মহাযজ্ঞের আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ। সূত্রকার বলিলেন, এগুলি গৃহস্থের প্রতি-দিন অনুষ্ঠেয়।

ঋষিগণ ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহারা ইহার উপর গর্ভাধানাদি সংস্কার নির্দ্দেশ করিলেন।

শ্রৌতযজ্ঞ, পাকযজ্ঞ, মহাযজ্ঞ ও সংস্কারযজ্ঞ।

স্বর্গে যাইবার কামনা করিলেই হইবে না। যজ্ঞসম্পাদন দ্বারা স্বর্গে যাইতে হইবে। যজ্ঞসম্পাদন করিতে হইলেই যজ্ঞের নিয়মগুলি পালন করিতে হইবে। কেবল যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ করিলে চলিবে না, কেবল দ্রব্যের আয়োজন করিলে হইবে না, যেমন তেমন করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলে চলিবে না। সকল বিষয়ের শুদ্ধি চাই। শরীরের শুদ্ধি চাই, মনের শুদ্ধি চাই।

এখন বুঝিতে পারিব, যজ্ঞ কি।

বেদেন নামরূপাণি বিষমাণি সমেষ্বপি।
ধাতুষুদ্ধব কল্প্যন্ত এতেষাং স্বার্থসিদ্ধয়ে॥ ভা, পু, ১১-২১-৬

সকল মনুষ্যের দেহ একই উপাদানে গঠিত। কিন্তু বেদের বিধান অনুসারে কাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়, কাহাকে শূদ্র বলা যায়। এ সকল বিভেদ কেবল মনুষ্যের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কল্পিত হইয়াছে। এই সকল বিভেদ দ্বারা মনুষ্যের প্রবৃত্তি নিয়মবদ্ধ হয় এবং ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ লাভের উপায় সুগম হয়।

দেশকালাদিভাবানাং বস্তূনাং মম সত্তম।
গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাম্॥ ১১-২১-৭

যজ্ঞাদি কর্ম্মের জন্য দেশকাল প্রভৃতির সম্বন্ধে কোনটি গুণবান্, কোনটি দোষবান্, এইরূপ বিধান করা হইয়াছে।

অকৃষ্ণসারো দেশানামব্রহ্মণ্যোঽশুচির্ভবেৎ।
কৃষ্ণসারোঽপ্যসৌবীরকীকটাসংস্কৃতেরিণম্॥ ১১-২১-৮

যে সকল দেশে কৃষ্ণসার বিচরণ করে না, সেই সকল দেশ অব্রহ্মণ্য ও অশুচি। যদিচ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাদি কীকটদেশে কৃষ্ণসার বিচরণ করে, তথাপি ঐ সকল দেশে সাধুপুরুষ নাই। এই জন্য ঐ সকল দেশ সংস্কার-বিহীন।

কর্ম্মণ্যো গুণবান্ কালো দ্রব্যতঃ স্বত এব বা।
যতো নিবর্ত্ততে কর্ম্ম স দোষোঽকর্ম্মকঃ স্মৃতঃ॥ ১১-২১-৯

যে কালে যজ্ঞের উপযোগী দ্রব্য পাওয়া যায় এবং পূর্ব্বাহ্লাদি যে কাল স্বভাবতঃ কর্ম্মের জন্য প্রশস্ত, সেই কাল কর্ম্মণ্য ও গুণবান্। যে কালে কর্ম্মের উপযোগী দ্রব্য পাওয়া যায় না, রাষ্ট্রবিপ্লবাদি প্রযুক্ত যে কালে কর্ম্ম করা সুকঠিন, সূতকাদিপ্রযুক্ত যে কালে অশৌচ হয়, সে কাল অশুদ্ধ।

দ্রব্যস্য শুদ্ধ্যশুদ্ধী চ দ্রব্যেণ বচনেন চ।
সংস্কারেণাথ কালেন মহত্ত্বাল্পতয়া তথা॥ ১১-২১-১০

জলাদি দ্রব্যের দ্বারা দ্রব্যের শুদ্ধি হয়, আবার মূত্রাদি দ্বারা দ্রব্যের অশুদ্ধি

হয়। শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, এরূপ সন্দেহ জন্মিলে, ব্রাহ্মণের বাক্য অনুসারে সন্দেহের নিরাকরণ হয়। এইরূপ সংস্কারাদি নানা উপায় দ্বারা দ্রব্যের শুদ্ধি হয়।

স্নানদানতপোঽবস্থাবীর্য্যসংস্কারকর্ম্মভিঃ।
মৎস্মৃত্যা চাত্মনঃ শৌচং শুদ্ধঃ কর্ম্মাচরেদ্দ্বিজঃ॥

স্নান, দান, তপস্যা, কৌমারাদি অবস্থা, শক্তি, উপনয়নাদি সংস্কার, সন্ধ্যোপাসনদীক্ষাদি কর্ম্ম এবং ভগবানের স্মরণ দ্বারা কর্ম্মকর্ত্তা শুদ্ধিলাভ করেন। এইরূপে সংস্কৃত হইয়া মনুষ্য বিহিত কর্ম্মের আচরণ করেন।

মন্ত্রস্য চ পরিজ্ঞানং কর্ম্মশুদ্ধির্ম্মদর্পণম্।
ধর্ম্মঃ সংপদ্যতে ষড়্‌ভিরধর্ম্মস্তু বিপর্য্যয়ঃ॥ ১১-২১-১৫

সদ্‌গুরুর নিকট যথাবৎ মন্ত্রের জ্ঞান, মন্ত্রশুদ্ধি। ঈশ্বরার্পণ কর্ম্মের শুদ্ধি। পরিশুদ্ধ দেশ, কাল, দ্রব্য কর্ত্তা, মন্ত্র ও কর্ম্মের সাহায্যে ধর্ম্ম আচরিত হয়।

বৈদিক যজ্ঞের কঠোর নিয়ম। সে কঠোরতার উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি।

যদি সকল শ্রৌতযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, যদি পঞ্চমহাযজ্ঞের নিত্য অনুষ্ঠান করা হয়, যদি উপনয়নাদি সংস্কার নিয়মপূর্ব্বক পালন করা হয়, আর তথাপি চিত্তের শুদ্ধি না হয়, তাহা হইলে যজ্ঞাদি সংস্কার সকলই বিফল।

যজ্ঞাচরণ দ্বারা অধিককাল স্বর্গে বাস হয় এবং দীর্ঘ স্বর্গবাস দ্বারা মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত ও সংমার্জিত হয়।

স্বর্গে গমন মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। স্বর্গে গমন দ্বারা চিত্তশুদ্ধিই মুখ্য উদ্দেশ্য, স্বর্গ কেবল প্ররোচনামাত্র।

তাই সূত্রকার সপ্ত হবির্যজ্ঞ, সপ্তসোমযজ্ঞ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, চতুর্দ্দশ সংস্কার, এই ত্রিচত্বারিংশৎ সংস্কারের কথা বলিয়া কেবল ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা এই সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মগুণের বর্ণন করেন। কারণ স্বর্গ পর্য্যন্ত গিয়া

কেবল দেবভাব হইতে পারে, ঈশ্বরভাব হইতে পারে না। স্বর্গলোক অতিক্রম করিলে যে সকল ঊর্দ্ধতন লোক আছে, সে সকল লোকে নিষ্কামভাব, ঋষিভাব। সকামতা পরিত্যাগ করিলে ঋষি হইতে পারা যায় এবং ঊর্দ্ধলোক গমনের অধিকার জন্মে। দেবতার উপরে ঋষি, ঋষির উপরে ঈশ্বর। ঋষিভাব হইলেই, পরে ঐশ্বরিক ভাব হইতে পারে। সংস্কার সকল দ্বারা দেহ ও মন নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু স্বর্গমাত্র উদ্দেশ্য থাকায় সকামতা থাকে। সেই সকামতা থাকিয়াও যদি সদ্‌গুণের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহা হইলে বৈদিক যজ্ঞের উদ্দেশ্য সফল হয়, বিধিনিষেধরূপ বেদবাক্য সার্থক হয়। তাহার পর বাকি থাকে, সেই সকামতা। পরে নিষ্কাম ধর্ম্ম দ্বারা সেই সকামতার নাশ হয়।

দেহ ও মন বিধিনিষেধের বশবর্ত্তী হইলে, সদ্‌গুণের বিকাশ হয়। সদ্‌গুণের বিকাশ হইলে, চিত্তশুদ্ধি হয়। তখন মনুষ্য নিষ্কামধর্ম্মের অধিকারী হয়, তখন স্বর্গকামনা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা হয়। তখন সকাম ধর্ম্মদ্বারা পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এই কথা বুঝিতে মনুষ্যের অধিকার হয়। তখন "অনিত্য" ও "নশ্বর" বলিয়া ঋষিগণ চীৎকার করিয়া উঠেন এবং ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া সেই চীৎকারের সমর্থন করেন।

ক্রমে ক্রমে যজ্ঞদেব যাগরূপ নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া নিষ্কামকর্ম্মরূপ অনশ্বর দেহ ধারণ করে।

সূত্রকার গৌতম চত্বারিংশৎ সংস্কারের বর্ণন করিয়া বলেন—

ইত্যেতে চত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ।

এই সকল হইল চত্বারিংশৎ সংস্কার।

অথাষ্টাবাত্মগুণাঃ।

অনন্তর আটটি আত্মগুণ আছে।

দয়া সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরনসূয়া শৌচমনায়াসো মঙ্গলমকার্পণ্যমস্পৃহেতি।

সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষমা, দ্বেষশূন্যতা, আয়াসশূন্যতা, মঙ্গল, অকৃপণতা ও অস্পৃহা।

যস্যৈতে চত্বারিংশৎ সংস্কারা ন চাষ্টাবাত্মগুণা ন স ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সালোক্যং চ গচ্ছতি।

যাঁহার এই চত্বারিংশৎ সংস্কার হইয়াছে, কিন্তু এই আটটি আত্মগুণ নাই—তিনি ব্রহ্মের সংযোগ পাইবেন না, ব্রহ্মলোকও প্রাপ্ত হইবেন না।

যস্য তু খলু চত্বারিংশৎসংস্কারাণামেকদেশোঽপ্যষ্টাবাত্মগুণা অথ স ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সালোক্যং চ গচ্ছতি গচ্ছতি।

কিন্তু যাঁহার চত্বারিংশৎ সংস্কারের মধ্যে একদেশমাত্রও অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং ঐ আটটি আত্মগুণ আছে,—তিনি অবশ্য ব্রহ্মের সংযোগ পাইবেন, ব্রহ্মলোকও প্রাপ্ত হইবেন। গৌতমীয় ধর্ম্মসূত্র, অষ্টম অধ্যায়।

আত্মগুণ লাভ হইলেই, বৈদিক যজ্ঞের সার্থকতা হয়। গুণবান্ পুরুষ ক্রমে নিষ্কাম ধর্ম্ম লাভ করে।

কর্ম্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ।
গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া॥ ১১-২০-২৬

বিধিনিষেধবাক্য দ্বারা কর্ম্মের গুণদোষ বিধান করা হইয়াছে। এই বিধান দ্বারা স্বাভাবিক অশুদ্ধ কর্ম্মকে নিয়মের বন্ধনমধ্যে আনয়ন করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যাহাতে ক্রমে ক্রমে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হয়।

অয়ং ভাবঃ।—পুরুষস্যাশুদ্ধির্নাম ন প্রবৃত্তেরন্যাস্তি। স্বাভাবিক-প্রবৃত্ত্যৈব তস্য মলিনত্বাৎ। ন চ সহসা সর্ব্বতো নিবৃত্তিঃ কর্ত্তুং শক্যতে। অত ইদং ন কর্ত্তব্য মিদমেব কর্ত্তব্যমিত্যেবং স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিসঙ্কোচদ্বারেণ নিবৃত্তিরেব ক্রিয়তে। শ্রীধর।

পুরুষের অশুদ্ধি তাহার প্রবৃত্তি হইতে ভিন্ন নয়। স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি বশতই মনুষ্য মলিন। কিন্তু সহসা সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইতে পারে না।

এইজন্য, ইহা কর, ইহা করিও না, এইরূপ বেদবাক্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সঙ্কোচ সম্পাদন করিয়া ক্রমশঃ মনুষ্যকে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করে। বাস্তবিক কর্ম্মবেদ নিবৃত্তিপর, প্রবৃত্তিপর নহে।

ফলশ্রুতিরিয়ং নণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্॥ ১১-২১-২৩

যদি বল, বেদে বলে যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ ফল লাভ হইবে। সত্যবটে, কিন্তু এই ফলশ্রুতি কেবল রোচনা মাত্র। বাস্তবিক যাহা পরম শ্রেয়ঃ, তাহারই উদ্দেশ্যে এই রোচনাবাক্য প্রয়োগ হয়।

পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকান্।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব তু॥

হে বৎস, এই নিম্বরস পান কর। এই দেখ তোমাকে এই লাড়ু দিব। পিতা এইরূপ বলিলে পুত্র সেই লাড়ুর লোভে ঔষধ খায়। কিন্তু বাস্তবিক তাহার লাড়ুই প্রকৃত ফললাভ নহে। ব্যাধিমোচনই ঔষধ সেবনের যথার্থ ফল। আমরা যখন শিশু, তখন আমাদিগকে নিবৃত্তির কথা বলিলে কি বুঝিব। তখন নিবৃত্তির জন্য যদি আমাদিগকে কেহ বলে যে, সকল মাংস ভোজন করিবে না, সকল অন্ন আহার করিবে না, সকল স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে না, অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিবে না, প্রত্যহ নিত্য কর্ম্ম করিবে, আমাদের শিশু বুদ্ধির অগম্য অজানিত নিবৃত্তিপদার্থের জন্য আমরা এ সকল বিধি-প্রতিষেধ কেন মানিব? তাই স্বর্গের প্ররোচনা। কিন্তু বাস্তবিক স্বর্গ প্ররোচনা মাত্র নহে। স্বর্গ আমাদের শিক্ষাস্থল, স্বর্গ মানসিক বৃত্তির পরিপাকের স্থল। স্বর্গ সনাতন মার্গের অবান্তর পান্থনিবাস। এবং দিব্যভোগসমন্বিত স্বর্গ মর্ত্ত্যবাসীর পক্ষে বিশেষ প্ররোচনার স্থলও বটে।

উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।
আসক্তমনসো মর্ত্ত্যা আত্মনোহনর্থহেতুষু॥ ১১-২১-২৪

ন তানবিহুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি।
কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ॥ ১১-২১-২৫

যদিচ সেই সকল ভোগের পরিণামফল দুঃখ,তথাপি মনুষ্যগণ জন্মদ্বারাই স্বভাবত বিষয়ভোগে আসক্ত। যাহাতে পরমসুখ পাওয়া যায়, তাহা না জানিয়া তাহারা দেবাদিযোনিতে ভ্রমণ করে এবং তামসিক যোনিও প্রবেশ করে। আবার বেদ কি জন্য তাহাদিগকে সেই বিষয়ভোগে নিয়োজিত করিবে? যদি বল, তবে কর্ম্মমীমাংসকেরা কেন বলেন যে, বৈদিক কর্ম্মের ফল স্বর্গমাত্র। এবং স্বর্গলাভই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম।

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলশ্রুতিং কুসু মিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি॥ ১১-২১-২৬

কেহ কেহ বেদের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত না হইয়া কুবুদ্ধিবশত কেবল মাত্র প্ররোচক ও এই জন্য রমণীয় স্বর্গাদিকে বৈদিক কর্ম্মের পরমফল বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু বেদজ্ঞ ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরা এরূপ কথা বলেন না।

সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণ প্রথমে কর্ম্মকাণ্ডে দীক্ষিত হন। ঋষিরা প্রথমে কর্ম্মকাণ্ড প্রচারিত করেন। এবং কর্ম্মকাণ্ডের ফল স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু স্বর্গ কেবল অবান্তর ফল মাত্র, স্বর্গ কেবল প্ররোচনামাত্র, স্বর্গের লোভ দেখাইয়া ঋষিগণ সুত্র করিলেন। তাঁহারা শ্রৌতযজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে পাকযজ্ঞ ও মহাযজ্ঞের বর্ণনা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, শ্রৌতযজ্ঞ করিলেও হয়, না করিলেও হয়, কিন্তু পাকযজ্ঞ ও মহাযজ্ঞ নিত্য কর্ম্ম, অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ক্রমে পাকযজ্ঞও লোপ পাইল, কিন্তু মহাযজ্ঞ স্থায়ী হইল। আবার গৃহ্যসূত্রদ্বারা যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা মনুষ্য নিয়মবদ্ধ হইল।

ক্রমে ইহাও প্রকাশ হইল যে, সদ্‌গুণ না থাকিলে যজ্ঞসংস্কার ফলদায়ী হয় না।

সদ্‌গুণের আলোচনা করিতে করিতে ইহাও প্রকাশ পাইল যে, স্বর্গ কেবল প্ররোচনামাত্র। স্বর্গকামনা সকাম। সকামতা থাকিলে মনুষ্য নিষ্কামধর্ম্মের বিপাকস্বরূপ ঊর্দ্ধতন লোকে যাইতে পারে না।

কিন্তু স্বর্গকামনা কর্ম্মকাণ্ডের বলে বলীয়সী। বেদের দোহাই, বড় সহজ নহে। সে দোহাই অতিক্রম করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। যেরূপে পবিত্র আর্য্যগণ বেদের দোহাই অতিক্রম করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রধান ঘটনা।

বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ কর্ম্মকাণ্ডের প্রধান নায়ক। তাঁহাদের শিষ্যপরম্পরা দ্বারা বৈদিকযজ্ঞের বহুলপ্রচার হইয়াছিল। লোকে স্বর্গকামনায় যজ্ঞ করিত। কিন্তু যজ্ঞের নিয়ম দ্বারা মনুষ্যের মন সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হইল। তখন অন্য শিক্ষার কাল আসিল। প্রবৃত্তিধর্ম্মের কাল পূর্ণ হইল, কিরূপে নিবৃত্তিধর্ম্ম প্রচলিত হইবে, এই চিন্তা ঋষিজগতে প্রবল হইল। অংশরূপে বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়া এই চিন্তা দূর করিলেন। তাই ভগবান রামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহকারী হইয়া বেদের বিভাগ করিয়া দেখাইলেন, যে বেদে যেমন কর্ম্মকাণ্ড আছে, তেমনই জ্ঞান কাণ্ড ও উপাসনা কাণ্ড আছে। অবশেষে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া সকল শঙ্কার সমাধান করিলেন এবং পবিত্র লীলা ও পবিত্র শিক্ষা দ্বারা জগৎকে সম্পূর্ণরূপে আলোকিত করিলেন।

রামচন্দ্র।

এদিকে যজ্ঞের বন্ধন। বিধি ও নিষেধরূপ ধর্ম্মের বিস্তার। দেবতাদিগের সহিত সদ্ভাব। আবার অন্যদিকে দুরন্ত অধর্ম্মচারীর ঘোরতর তপস্যা।

তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মা কিংবা মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বরদান করেন। তাঁহারা বর দিয়া নিশ্চিন্ত। কিন্তু ভূতভাবন ভগবান বিষ্ণু ভূতরক্ষার নিমিত্ত তাহার প্রতিবিধান করেন।

লঙ্কাভূমি অধর্ম্মচারী রাক্ষসদিগের নিবাস ছিল। পরে ধার্ম্মিক যক্ষরাজ কুবের লঙ্কা অধিকার করেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ ঈর্ষাবশতঃ মহা তপস্যা করিলেন এবং ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন যে দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নাগ ও সুপর্ণের যেন আমি অবধ্য হই।

সুপর্ণনাগযক্ষাণাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্।
অবধ্যোহহং প্রজাধ্যক্ষ দেবতানাং চ শাশ্বত॥
নহি চিন্তা মমান্যেষু প্রাণীষ্বমরপূজিত।
তৃণভূতা হি তে মন্যে প্রাণিনো মানুষাদয়ঃ॥

মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণী সকলকে আমি তৃণ তুল্য জ্ঞান করি। অবোধ রাবণ, তুমি মনুষ্যের প্রতাপ কি জানিবে? যে মনুষ্যকে তুমি ঘৃণা করিয়াছিলে, সেই মনুষ্যবংশে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন। আজ মনুষ্যের প্রতাপ দেবতারাও দেখিয়া বিস্মিত। মনুষ্য আর যক্ষ, রাক্ষস, দেবতাদিগকে ভয় করে না। তাহারা ভগবানকে আশ্রয় করিতে শিখিয়াছে।

রাবণ যাহা চাহিলেন, তাহাই হইল। তিনি দেবতাদিগকে জয় করিলেন। লোকপালগণ তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিল। কিন্তু মনুষ্যের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল।

লোকপালগণ আপন আপন অধিকার ভুক্ত হইয়া ধর্ম্মের রক্ষা করিতেছিলেন। যমরাজ ধর্ম্মাধর্ম্মের দণ্ডবিধান করিতেছিলেন। রাবণের কাছে সকলেই পরাভব স্বীকার করিলেন। ধর্ম্মের আর গৌরব থাকিল না, নীতির শাসন উল্লঙ্ঘিত হইতে লাগিল। পতিব্রতা রমণীর সতীত্ব থাকিল না।

নিবর্ত্তমানঃ সংহৃষ্টো রাবণঃ সদুরাত্মবান্।
জহ্রে পথি নরেন্দ্রর্ষিদেবদানবকন্যকাঃ ॥
দর্শনীয়াং হি যাং রক্ষঃকন্যাং স্ত্রীং বাথপশ্যতি।
হত্বা বন্ধুজনন্তস্যা বিমানে তাং রুরোধ সঃ ॥
এবং পন্নগকন্যাশ্চ রাক্ষসাসুরমানুষীঃ।
যক্ষদানবকন্যাশ্চ বিমানে সোঽধ্যরোপয়ৎ ॥
তা হি সর্ব্বাঃ সমং দুঃখান্মুমুচুর্বাষ্পজং জলম্।
তুল্যমগ্ন্যর্চ্চিষাং তত্র শোকাগ্নিভয়-সম্ভবম্ ॥
তাভিঃ সর্ব্বানবদ্যাভি র্নদীভিরিব সাগরঃ।
আপূরিতং বিমানং তদ্ভয়শোকাশিবাশ্রুভিঃ ॥

রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ২৯ অধ্যায়।

দুরাত্মা রাবণ হৃষ্টমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে পথমধ্যে দেবকন্যা, দানবকন্যা, রাজকন্যা এবং ঋষিকন্যাদিগকে হরণ করিতে লাগিল। কন্যা বা স্ত্রী যাহাকে রূপবতী দেখিল সেই রাক্ষস তাহার বন্ধুজনকে নিহত করিয়া তাহাকে পুষ্পকবিমানের মধ্যে অবরোধ করিয়া রাখিল। এইরূপে রাক্ষসকন্যা, অসুরকন্যা, মনুষ্যকন্যা, পন্নগকন্যা এবং দানবকন্যা সকলকে বিমানে আরোহণ করাইতে লাগিল। তখন তাহারা সকলে দুঃখ বশতঃ এককালীন তথায় বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই শোকানল এবং ভয়সম্ভূত নেত্রজল অগ্নিজ্বালার ন্যায় অতি উষ্ণ। নদীজল দ্বারা যেমন সাগর পূর্ণ হয়, সেইরূপ ভয় ও শোক বশতঃ অশিব-অশ্রু-বিসর্জ্জনকারিণী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাগণ দ্বারা সেই বিমান পূর্ণ হইল।

সতীর নেত্রজল কাহার সর্ব্বনাশ না করিতে পারে? রাবণ, তুমি লোকপাল জয় করিতে পার বটে, সূর্য্য, শশাঙ্ক, যম তোমার নিকট অবনত-মস্তক হইতে পারে সত্য। কিন্তু সতীর ক্রোধাগ্নি তোমাকে

নিমেষের মধ্যে ভস্মসাৎ করিতে পারে। সতীহরণই তোমার কাল হইল।

এদিকে এই উচ্ছৃঙ্খলতা, এই যথেচ্ছাচারিতা, এই ভীষণ কামপরায়ণতা। অন্যদিকে বিধিনিষেধমূলক ধর্ম্মভাব সকামতার সীমা অতিক্রম করিতে উন্মুখ।

ভ্রূণহত্যাশ্বমেধাভ্যাং ন পরং পুণ্যপাপয়োঃ।

ভ্রূণ হত্যার অধিক পাপ নাই। অশ্বমেধ যজ্ঞের অধিক পুণ্য নাই। সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের বিচার দ্বারা সমষ্টি ও ব্যষ্টির জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞান দ্বারা আত্মজ্ঞান হয়। এবং মনুষ্য তখন আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির সাধন অন্বেষণ করে। চারিদিকে জিজ্ঞাসা। কর্ম্মযজ্ঞ আর মনুষ্যের হৃদয়ে তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না। ঋষিদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা আত্মানুসন্ধান তৎপর হইলেন। ধার্ম্মিকপ্রবর, জ্ঞানাভিলাষী ক্ষত্রিয় নরপতিগণ এই নূতন ধর্ম্ম বিকাশের আশ্রয়স্থল হইলেন। এমন কি অনেক ক্ষত্রিয়-নরপতি এই জ্ঞানধর্ম্মের আচার্য্য হইলেন। বেদ মন্থন করিয়া ঋষিগণ ও ক্ষত্রিয়গণ জ্ঞানের সম্পূর্ণ আভাস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোন্ ক্ষত্রিয় রাজা রাজর্ষি জনককে ঔপনিষদ জ্ঞানে অতিক্রম করিতে পারিবে। কোন্ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে এই জ্ঞানে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে। রাজর্ষি জনকের সভায়, পবিত্র ঋষিমণ্ডলীর পবিত্র বিচারে যে জ্ঞানরূপ যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া অযোনিসম্ভূতা সীতারূপা ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার আলোকে আজিও জগৎ পূরিত, মনুষ্য স্তম্ভিত ও চকিত। যেন জনক এখনও বলিতেছেন,"হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি"। যেন গরবে যাজ্ঞবল্ক্য এখনও বলিতেছেন, "পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি" *। যেন এখনও সুমধুর গভীর ঝঙ্কারে নিনাদিত হইতেছে—

* রাজর্ষি জনক যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্যে মোহিত হইয়া বলিতেছেন, "আমি তোমাকে

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে
দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।"

কিন্তু এ জ্ঞান কি যথেচ্ছাচারের হস্তে যাইবে। গুহ্য হইতেও গুহ্যতম বিদ্যা কি লম্পটের ভূষণ হইবে। যাহাকে রহস্য বলিয়া ঋষিরা সযতনে রাখিয়া আসি-তেছেন সেই পরাবিদ্যা কি অবিদ্যার সহচারিণী হইবে। ঔপনিষদ জ্ঞানের জন্য ভয় নাই। কারণ সে জ্ঞানের অধিকারী হওয়া চাই। তবে মন্ত্রবিদ্যা রাক্ষসের করায়ত্ত হইলে কি আর রক্ষা আছে। মন্ত্রের ভীষণ প্রতাপ বিধিনিষেধের বশবর্ত্তী হইয়া যেমন মধুময় ফল প্রসব করে, সেইরূপ কামা-চারের অনুষঙ্গী হইয়া সদ্য তীব্রগরল উৎপাদন করে। বেদময়ী শক্তি অবলম্বন করিয়া রামচন্দ্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। ত্যাগের অবতার হইয়াছিলেন। এই পবিত্র শক্তি, এই স্বর্গবাহিনী মন্ত্রবিদ্যা কি রাবণের করস্পর্শে কলুষিত হইবে। তবে এ বিদ্যা তিরোহিত হউক। যতদিন এই পৃথিবী মধ্যে রাক্ষস ভাব বিলুপ্ত না হয়, ততদিন এ বিদ্যা পৃথিবীর অন্তস্তলে লুক্কায়িত থাকুক।

"রাজন্! মহাবাহু রাবণ পৃথিবীতলে বিচরণ করিয়া হিমালয়সন্নিহিত বনে উপস্থিত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সে তত্রত্য বনস্থলে এক কন্যা দর্শন করিল; সেই কৃষ্ণাজিন-পরিধানা কন্যা তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত হইয়া দেবতার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। রাবণ সেই সৌন্দর্য্যসম্পন্না মহাব্রতা কন্যাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কামমোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া যেন পরিহাস করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে! এই আচরণ তোমার যৌবনের বিরুদ্ধ, অতএব

হস্তীর ন্যায় সহস্র গোদান করিব"। আর যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন "আমার পিতার এরূপ আজ্ঞা নাই। আমি সম্পূর্ণরূপে শিষ্য না করিয়া কাহারও ধন গ্রহণ করিতে পারিব না" বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।

কেন ইহার অনুষ্ঠান করিতেছ? বিশেষতঃ ইহা তোমার এতাদৃশ রূপের উপযুক্ত নহে। হে ভীরু! তোমার অনুপম সৌন্দর্য্য মানবগণের কামোন্মাদকর, অতএব তোমার তপস্যায় নিরত হওয়া উচিত নহে, বৃদ্ধদিগের এই নিয়ম প্রসিদ্ধ। ভদ্রে! তুমি কাহার দুহিতা? এই ব্রতই বা কি? বরাননে! তোমার ভর্ত্তা কে? ভীরু! তুমি যাহার সহিত সম্ভোগ কর, ভূর্লোকে সেই মানবই পুণ্যবান্। তুমি কোন ফলাভিলাষে এই পরিশ্রম করিতেছ?"

বঙ্গবাসীর অনুবাদ। রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১৭ সর্গ।

কুশধ্বজো নাম পিতা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ।
বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ বুদ্ধ্যা তুল্যো বৃহস্পতেঃ॥

অমিততেজা ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা। তিনি বৃহস্পতির পুত্র এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য।

তস্যাহং কুর্ব্বতো নিত্যং বেদাভ্যাসং মহাত্মনঃ।
সম্ভূতা বাঙ্ময়ী কন্যা নাম্না বেদবতী স্মৃতা॥

সেই মহাত্মা নিত্য বেদাভ্যাস করিতে করিতে আমি তাঁহার সকাশ হইতে বাঙ্ময়ী কন্যারূপে সম্ভূত হইয়াছিলাম। আমার নাম বেদবতী।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
তে চাপি গত্বা পিতরং বরণং রোচয়ন্তি মে॥

অনন্ত দেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস ও পন্নগগণ আমার পিতার নিকট গমন করিয়া আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিল।

নচ মাং স পিতা তেভ্যো দত্তবান্ রাক্ষসেশ্বর।
কারণং তদ্বদিষ্যামি নিশাময় মহাভুজ॥

কিন্তু হে রাক্ষসেশ্বর! আমার পিতা তাহাদিগের হস্তে আমাকে প্রদান করেন নাই। হে মহাবাহো! তাহার কারণ বলিতেছি শুন।

পিতুস্তু মম জামাতা বিষ্ণুঃ কিল সুরেশ্বরঃ।
অভিপ্রেত স্ত্রিলোকেশস্তস্মান্নান্যস্য মে পিতা॥

আমার পিতার অভিপ্রায় যে দেবদেব ত্রিলোকপতি বিষ্ণু তাঁহার জামাতা হইবেন। এইজন্য তিনি অন্য কাহাকেও সম্প্রদান করেন নাই।

দাতুমিচ্ছতি তস্মৈতু তচ্ছ্রুত্বা বলদর্পিতঃ।
শম্ভুর্নাম ততোরাজা, দৈত্যানাং কুপিতোঽভবৎ॥

বিষ্ণুকে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন শুনিয়া, বলদর্পিত দৈত্যরাজ শম্ভু কুপিত হইল।

তেন রাত্রৌ শয়ানোমে পিতা পাপেন হিংসিতঃ।
ততো মে জননী দীনা তচ্ছরীরং পিতুর্ম্মম।
পরিষ্বজ্য মহাভাগা প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্॥

সেই পাপাত্মা অসুর রাত্রিকালে আমার পিতাকে নিদ্রিত অবস্থায় বধ করিল। আমার দুঃখিতা জননী পিতার শরীর আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।

ততো মনোরথং সত্যং পিতুর্নারায়ণং প্রতি।
করোমীতি তমেবাহং হৃদয়েন সমুদ্বহে॥

পিতার মনোরথ পূর্ণ করিব, এই অভিপ্রায়ে আমি হৃদয়ে নারায়ণকে বহন করিতেছি।

নারায়ণো মম পতির্ন ত্বন্যঃ পুরুষোত্তমাৎ।

নারায়ণ আমার পতি। পুরুষোত্তম ভিন্ন অন্য কেহ আমার পতি নহে॥ ধন্য বেদময়ী। বেদের গতি নারায়ণই সত্য বটে।

রাবণ করাগ্র দ্বারা বেদবতীর কেশ স্পর্শ করিল।

ততো বেদবতী ক্রুদ্ধা কেশান্ হস্তেন সাচ্ছিনৎ।
অসিভূর্ত্বা করস্তস্যাঃ কেশাংশ্ছিন্নান্ তদাকরোৎ

সা জ্বলন্তীব রোষেণ দহন্তীব নিশাচরম্।
উবাচাগ্নিং সমাধায় মরণায় কৃতত্বরা ॥
ধর্ষিতায়া স্ত্বয়ানার্য্য ন মে জীবিতমিষ্যতে।
রক্ষস্তস্মাৎ প্রবেক্ষ্যামি পশ্যতস্তে হুতাশনম্ ॥
যস্মাত্তু ধর্ষিতা চাহং ত্বয়া পাপাত্মনা বনে।
তস্মাত্তব বধার্থং হি সমুৎপৎস্যত্যহং পুনঃ ॥
নহি শক্যঃ স্ত্রিয়া হন্তুং পুরুষং পাপনিশ্চয়।
শাপে ত্বয়ি ময়োৎসৃষ্টে তপসশ্চব্যয়ো ভবেৎ ॥
যদিত্বস্তি ময়া কিঞ্চিৎ কৃতং দত্তং হুতং তথা।
তস্মাত্ত্বযোনিজা সাধ্বী ভবেয়ং ধর্ম্মিণঃ সুতা ॥
এবমুক্ত্বা প্রবিষ্টা সা জ্বলিতং জাতবেদসম্।
পপাত চ দিবো দিব্যা পুষ্পবৃষ্টিঃ সমন্ততঃ ॥

বেদময়ী রাবণকে এইরূপে শাপ প্রদান করিয়া অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেবতারা চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই বেদময়ী অযোনিজা সীতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।

রাবণ বধ এক গুরুতর ব্যাপার। রাবণ দেবতার অবধ্য। সামান্য মনুষ্য তাঁহার কি করিতে পারে। তাই অংশরূপে দেবতারা জন্মগ্রহণ করিলেন এবং বিষ্ণুও অংশরূপে পৃথিবীমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন।

কৌশল্যাজনয়দ্রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্।
বিষ্ণোরর্দ্ধং মহাভাগং পুত্রমৈক্ষ্বাকুনন্দনম্।

রাম বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ। রামানুজস্বামী বলেন "বিষ্ণোঃ শঙ্খচক্রানন্তবিশিষ্ট স্যেত্যর্থঃ। অর্দ্ধং কিঞ্চিন্ন্যূনমর্দ্ধমিত্যর্থঃ। শঙ্খচক্রাদেরভাবাদিতিভাবঃ।" রামচন্দ্রের শঙ্খচক্রাদি ছিল না। এইজন্য রাবণ বধ করিতে তাঁহাকে এত কষ্ট করিতে হইয়াছিল। ভরত বিষ্ণুর চারি অংশের একাংশ ও তাঁহার

সমস্ত গুণে ভূষিত। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন প্রত্যেকে বিষ্ণুর অষ্টাংশের একাংশ।

কেবল রাবণ বধের জন্য পূর্ণ অবতারের প্রয়োজন হয় নাই। প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া রামচন্দ্র সকল ঐশ্বর্য্য লইয়া অবতীর্ণ হন নাই।

রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাদিগকে বলিলেন, তোমরা বানররূপী হইয়া স্বতুল্য পরাক্রমসম্পন্ন পুত্র উৎপাদন কর। দেবতারা বানরজাতিতে আত্মানুরূপ পুত্র উৎপাদন করিলেন।

রামায়ণের বিস্তৃত বর্ণনা, এই কথার উদ্দেশ্য নহে। রামায়ণরূপ মহোদধির মন্থন এক বৃহৎ ব্যাপার। ভাগবত-মূলক পৌরাণিক কথা লিখিতে গিয়া সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অনধিকার চর্চ্চা। তবে পরপ্রবন্ধে কেবলমাত্র আনুষঙ্গিক রাম কথার বর্ণনা করা হইবে।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র।

"আদর্শ মানব" দেখাইবার জন্য রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বাল্মীকি ঋষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ॥
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥

নারদঋষি উত্তর করিলেন যে, রামচন্দ্র সেই আদর্শ পুরুষ। অপূর্ব্ব রাম-

চরিত্র শ্রবণ করিয়া, বাল্মীকি ঋষি শিষ্য সমভিব্যাহারে তমসা নদীর তীরে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে, এক ব্যাধ ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বধ করিল। ক্রৌঞ্চী কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ঋষির হৃদয়ে অত্যন্ত করুণার উদ্রেক হইল। নিষাদকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—

মানিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

রামানুজ স্বামী বলেন যে, নিষাদ-শাপরূপ স্পষ্ট অর্থ ব্যতীত, এই শ্লোকের গূঢ় অর্থ আছে।

"মা,লক্ষ্মীঃ, নিষীদতি অস্মিন্ তৎসম্বোধনং মানিষাদ। যদ্ যস্মাদ্ হেতোঃ ক্রৌঞ্চমিথুনাৎ মন্দোদরীরাবণরূপাৎ একং কামমোহিতং রাবণং অবধীঃ হতবানসি, তস্মাৎ ত্বং শাশ্বতীঃ সমাঃ অনেকান্ সংবৎসরান্ অদ্বিতীয়াং প্রতিষ্ঠাং অথণ্ডৈশ্বর্য্যানন্দাবাপ্তিং অগমঃ প্রাপ্নুহি"।

হে লক্ষ্মীনিবাস রামচন্দ্র, মন্দোদরীরাবণরূপ ক্রৌঞ্চমিথুন মধ্যে কামমোহিত রাবণকে তুমি বধ করিয়াছ, এই জন্য তুমি অনেক সংবৎসর অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

"কিঞ্চ নিতরাং সদেবর্ষিগণং ত্রৈলোক্যং অবসাদয়তি পীড়য়তীতি নিষাদঃ তস্য সম্বুদ্ধিঃ। হে নিষাদ, রাবণ, যৎ যস্মাৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাৎ। অল্পীভাবার্থে ক্রুঞ্চেঃ পচাদ্যচ্, ক্রুঞ্চঃ, ততঃ স্বার্থিকোঽণ্ ক্রৌঞ্চম্। রাজ্যক্ষয়বনবাসাদি দুঃখেন অত্যল্পীভূতং পরমকার্শ্যং গতং যৎ মিথুনং সীতারামরূপং তস্মাদ্ একং সীতারূপং যস্মাদ্ অবধীঃ বধাভ্যধিকপীড়াং প্রাপিতবানসি, তস্মাৎ ত্বং প্রতিষ্ঠাং যা লঙ্কাপুরে পুত্রপৌত্রভৃত্যগণবৈশিষ্ট্যেন ব্রহ্মণা প্রতিষ্ঠা দত্তা তাম্, অতঃপরং মাগমঃ"।

ত্রৈলোক্যের অবসাদক, হে রাবণ, তুমি রাজ্যক্ষয় বনবাসাদি দুঃখে পরম-

কৃশতাপন্ন সীতারামরূপ মিথুনের মধ্যে সীতাকে বধের অধিক পীড়া দিয়াছ, এই জন্য লঙ্কাপুরে বরদত্ত প্রতিষ্ঠা তোমার দীর্ঘকাল্ থাকিবে না।

স্বামী রামানুজ বলেন, ইহা অপেক্ষাও গূঢ় অর্থ—আছে।

রামচন্দ্র স্বয়ং নিষাদরূপে বাল্মীকির নেত্রগোচর হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র যখন নারদমুখে স্বগুণ বর্ণন শুনিলেন, তখন করুণরসপ্রধান তাঁহার চরিত্র বর্ণনা করিতে বাল্মীকি সমর্থ হইবেন কি না, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি ঋষির সম্মুখে ক্রৌঞ্চ বধ করিলেন। কেবল তাহাই নহে। তিনি অন্তর্যামী হইয়া ঋষির হৃদয়ে ক্রোধ ও মুখে দুষ্ট সরস্বতী প্রেরণ করিলেন। সেই প্রেরণায়, শান্তচিত্ত তপস্বীর মুখে শাপবাক্য উচ্চারিত হইল।

পত্নীবিয়োগরূপ শাপ ভগবানের অনেকবার হইয়াছে। বাল্মীকিমুখে কেবল সেই শাপের পুনরুক্তিমাত্র হইয়াছিল।

পদ্মপুরাণে, সীতানির্ব্বাসনের সময় রামচন্দ্রের যে উক্তি আছে, তাহা দ্বারাও বোধ হয় বাল্মীকি শাপ দিয়াছিলেন।

আহূয় লক্ষ্মণং প্রাহ রামো রাজীবলোচনঃ।
শৃণু মে বচনং গুহ্যং সীতাসংত্যাগ-কারণম্॥
বাল্মীকিনাথ ভৃগুণা শপ্তোঽস্মি কিল লক্ষ্মণ।
তস্মাদেনাং ত্যজাম্যদ্য জনো নৈবাত্র কারণম্॥

হে লক্ষ্মণ, বাল্মীকিদত্ত ও ভৃগুদত্ত শাপের জন্য আমি সীতাকে ত্যাগ করিতেছি। লোকাপবাদ ইহার কারণ নহে।

স্কন্দ পুরাণে, কথিত আছে—

শাপোক্ত্যা হৃদি সন্তপ্তং প্রাচেতসমকল্মষম্।
প্রোবাচ বচনং ব্রহ্মা তত্রাগত্য সুসংস্কৃতঃ॥
ন নিষাদঃ সবৈ রামো মৃগয়াং চর্তুমাগতঃ।
তস্য সংবর্ণনেনৈব সুশ্লোক্যস্ত্বং ভবিষ্যসি॥

শাপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া, প্রাচেতস বাল্মীকি ঋষি সন্তাপিত হৃদয় হইলেন। এমন সময়ে ব্রহ্মা আগমন করিলেন। ঋষি তাঁহার সৎকার করিলে, তিনি বলিলেন, তুমি যাহাকে নিষাদ ভাবিয়াছিলে, তিনি রামচন্দ্র। মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারই বর্ণনা করিয়া তুমি যশস্বী হইবে।

যোগবাশিষ্ঠে কথিত আছে, যে সনৎকুমার বিষ্ণুকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন—

তেনাপি শাপিতো বিষ্ণুঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং তবাস্তি যৎ।
কঞ্চিৎকালং হি তৎ ত্যক্ত্বা ত্বমজ্ঞানী ভবিষ্যসি॥

হে বিষ্ণো, তোমার যে সর্ব্বজ্ঞতা আছে, তাহা কিঞ্চিৎ কালের জন্য ত্যাগ করিয়া তোমাকে অজ্ঞানী হইতে হইবে। তাই রামচন্দ্র পত্নীবিয়োগজনিত বিলাপ করিয়াছিলেন।

ভৃগু ঋষি ভার্য্যা নিহত দেখিয়া শাপ দিয়াছিলেন,

"বিষ্ণো তবাপি ভার্য্যায়া বিয়োগোহি ভবিষ্যতি"।

বৃন্দা শাপ দিয়াছিলেন—

"বৃন্দয়া শাপিতো বিষ্ণুশ্ছলনং যৎ ত্বয়া কৃতম্।
অতস্ত্বং স্ত্রীবিয়োগং হি বচনান্ মম যাস্যসি॥"

দেবদত্তের ভার্য্যা নৃসিংহবেশধারী বিষ্ণুকে দেখিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তাই তিনি শাপ দিয়াছিলেন

"তবাপি ভার্য্যয়া সার্দ্ধং বিয়োগোহি ভবিষ্যতি"।

তারার শাপ রামায়ণে প্রসিদ্ধ।

বাল্মীকির রামায়ণে "মানিষাদ" শ্লোক সম্বন্ধে এইমাত্র লিখিত আছে, যে বাল্মীকি শাপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া অত্যন্ত অপ্রসন্নচিত্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন এবং গূঢ় রামতত্ত্ব তাঁহাকে উপদেশ করেন। গূঢ় রামতত্ত্ব ঋষিরাই জানেন এবং বাল্মীকির শাপ বাল্মীকিই

জানেন। সমগ্র রাম কথা বাল্মীকি লবকুশের মুখে প্রকাশিত করেন নাই, এই জন্য তাহা জানিবার উপায় নাই।

তবে আচার্য্য রামানুজ সাহস করিয়া বলেন যে, বাল্মীকি এইরূপ শাপ দিয়াছিলেন যে—

স ত্বয়া স্ত্রীবিরহিতঃ কৃতঃ, সাচ নায়কহীনা কৃতা, তথা ত্বমপি প্রিয়য়া স্বভার্য্যয়া হীনো ভব, সাচ ত্বয়া হীনা ভবতু। আচার্য্য সাহস করিয়া ইহাও বলেন, যে যদি এ অর্থে কাহারও সন্দেহ থাকে, তিনি আপনার অন্তর্যামীকে জিজ্ঞাসা করুন।

তত্র সন্দেহশ্চেৎ স্বান্তর্যামিণং পৃচ্ছ।

হায়রে, আমরা অন্তর্যামীকে প্রশ্ন করিবার অধিকার কি এখনও প্রাপ্ত হইয়াছি? অধিক কথায় কায নাই, স্বামী রামানুজ যাহা বলেন, তাহাই মানিয়া লই।

রামচন্দ্রের স্ত্রীবিয়োগই রামায়ণের বীজমন্ত্র। এই স্ত্রীলাভ করিতে গিয়া তাঁহার দুই পরীক্ষা। হরধনু ভঙ্গ করিয়া তিনি স্ত্রীলাভ করেন। আবার সস্ত্রীক গমন করিতে করিতে, তাঁহাকে বৈষ্ণব ধনুতে জ্যারোপণ করিতে হয়।

অকালে পৃথিবী প্রলয়ের অভিমুখে গমন করিতেছিল। উচ্ছৃঙ্খলতা, নিয়মাবহেলন, ধর্ম্মবৈপরীত্য, ঈশ্বরদ্রোহ ও প্রতিকূলাচরণের শেষ সীমায় রাবণ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি মূর্ত্তিমান্ অধর্ম্ম। তাঁহাকে দেখিয়া ধর্ম্মপালগণও ভয়ে কম্পমান। প্রলয়ের বিভিন্ন রূপ। এক প্রলয় ধর্ম্মের উপযোগী, এক প্রলয় তাহার বিরোধী।

ধর্ম্মের অনুরোধে মহাদেব বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া হরিহর মূর্ত্তি ধারণ করেন। আবার অধর্ম্মপরায়ণ ভক্তের অনুরোধে ধর্ম্মের বিরোধী হইয়া তিনি বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করেন। বিশ্বরাজ্যে যেমন ধর্ম্মের প্রয়োজন,

তেমনি অধর্ম্মেরও প্রয়োজন। অধর্ম্মের প্রতিকূল গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রবর্দ্ধিত হয়। অধর্ম্মের পরাভব চেষ্টায় ধর্ম্মের বল সঞ্চার হয়, ধর্ম্ম পরিপুষ্ট হয়। তাই প্রলয়ের অবান্তর রূপ অধর্ম্মও মহাদেবের অনুগত।

অধর্ম্ম যতদূর পরিপুষ্ট হইতে হয়, ততদূর পরিপুষ্ট হইয়াছে। আর অধর্ম্মের স্রোত চলিলেই, ধর্ম্ম অন্তর্হিত হয়। তাই ধর্ম্মমূর্ত্তি রামচন্দ্র অবতার গ্রহণ করিলেন। অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপন—এই দুই তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য। তাই অধর্ম্ম নাশের জন্য তাঁহার হরধনু ভঙ্গ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য তাঁহাতে বৈষ্ণবী শক্তির আবেশ।

যখন রামচন্দ্র বৈষ্ণব ধনুতে শরযোজন করিলেন, তখন পরশুরাম বলিয়া উঠিলেন

অক্ষয্যং মধুহন্তারং জানামি ত্বাং সুরেশ্বরম্।
ধনুষোঽস্য পরামর্শাৎ স্বস্তি তেঽস্তু পরন্তপ।

যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বৈষ্ণবী শক্তি পরশুরামে আবিষ্ট ছিল, আর তাহার প্রয়োজন রহিল না। পরশুরামের দেহ হইতে সেই বৈষ্ণবী শক্তি নির্গত হইয়া রামচন্দ্রে প্রবেশ করিল।

ততঃ পরশুরামস্য দেহান্নির্গত্য বৈষ্ণবম্।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং তেজো রামমুপাগমৎ॥

পুত্রধর্ম্ম, পতিধর্ম্ম, ভ্রাতৃধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম—একাধারে সকল ধর্ম্মই রামচন্দ্রকে আশ্রয় করিল। নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ত্যাগ। ত্যাগের জলন্ত মূর্ত্তি রামচন্দ্র। রাজ্যত্যাগ, বনবাস, পত্নী-বিসর্জ্জন প্রত্যেক চিত্রই কি পবিত্রতাময়, কি বিস্ময়জনক, কি হৃদয়বিদারক। এত বিকীর্ণ কণ্টকের মধ্যে রামচন্দ্র কি মধুর। এত উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে, তাঁহার কি শান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি। নিষ্কাম ধর্ম্মের কি সুন্দর চিত্র। ইহাতেও কি আমরা শিখিব না যে নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করাই আমাদের প্রধান ধর্ম্ম, প্রধান যজ্ঞ। এত নিষ্কাম-

তার মধ্যে কি সকামতা স্থান পায়। কাম্য কর্ম্ম তুমি এইবার দূরে যাও।

রামচন্দ্র, তুমি ত্যাগের জন্যই অবতার গ্রহণ করিয়াছিলে! তোমার দ্রব্য তুমি সকলই ত্যাগ করিতে পার। কিন্তু দেব, তুমি আমাদের জননী সীতাকে কেন পরিত্যাগ করিলে। মা বেদময়ি সীতে, মা তুমি কি দোষে আমাদিগকে ত্যাগ করিলে। পবিত্র মন্ত্রশক্তি, বেদের সাবিত্রী, যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী, মা তুমি এই কলুষিত জগৎ হইতে আপনার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি অন্তর্হিত করিলে। আর কি বেদের পবিত্র ওঁকার ধ্বনি আপনার মহাশক্তি বিস্তার করিবে না? আর কি মন্ত্রের যথার্থ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাইব না? হায় বাল্মীকি ঋষি, তুমি কি করিলে? তুমি কাহাকে শাপ দিলে? নিষাদের কি ক্ষতি বৃদ্ধি? তবে আর যজ্ঞ কেন? তবে আর বেদের কর্ম্মকাণ্ড কেন? সোণার সীতা লইয়া আর যজ্ঞ আচরণ কেন? মা তোমার সেই শেষোক্তি শ্রবণ করিয়া এখনও আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রাগাৎপরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

মা তুমি পৃথিবীর বিবর মধ্যে প্রবেশ করিলে আর "তম্মুহূর্ত্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ॥"

ব্রহ্মার বাক্যে রামচন্দ্রের মোহ অপনীত হইল এবং আমরাও আশ্বস্ত হইলাম।

সীতা হি বিমলা সাধ্বী তব পূর্ব্বপরায়ণা।
নাগলোকং সুখং প্রায়াত্ত্বদাশ্রয়তপোবলাৎ॥
স্বর্গে তে সঙ্গমো ভূয়ো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।

বেদময়ি, তুমি যেরূপে আমাদের নিকট হইতে অপসরণ করিয়াছ স্বর্গে সেইরূপ দেখিতে পাইব। কিন্তু তোমার উপনিষদ-ময়ী অন্যরূপ আমাদিগকে সতত আলোকিত করিবে, সেই আলোকে আমরা প্রকৃত পন্থা অনুসরণ করিতে পারিব এবং সেই পন্থার অধিনায়ক সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন পাইব।

এইখানেই রামকথা শেষ করিতাম এবং কৃষ্ণ কথার আরম্ভ করিতাম। কিন্তু একটি কথা বলিবার প্রবল ইচ্ছা অতিক্রম করিতে পারিলাম না। নিষ্কলঙ্ক রামচরিত্রে লোকে এক কলঙ্ক আরোপণ করে—চোরাবাণে বালি বধ। উৎকট পাপে যখন মনুষ্যের মস্তকে বজ্রপাত হয়, তখন কেহ বজ্রের দোষ দেয় না, কেহ দৈবের দোষ দেয় না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত নানা রূপে হয়। মনুষ্যের অধিকার নাই যে, সে বলে কোন রূপে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। বালির সহিত রাম যুদ্ধ করেন নাই। যুদ্ধের নিয়ম দেখা তাঁহার আবশ্যক ছিল না।

যখন বালি বলিলেন, তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া, আমাকে কেন বাণবিদ্ধ করিলে, তখন রামচন্দ্র বলিলেন—

তদেতৎ কারণং পশ্য যদর্থন্ত্বং ময়া হতঃ।
ভ্রাতুর্ব্বর্ত্তসি ভার্য্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্॥
প্রচরেত নরঃ কামাত্তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ।
ভরতস্ত মহীপালো বয়ং ত্বাদেশবর্ত্তিনঃ॥
শাসনাদ্বাপি মোক্ষাদ্বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
রাজা ত্বশাসৎ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

আর্য্যেণ মম মান্ধাত্রা ব্যসনং ঘোরমীপ্সিতম্।
শ্রমণেন কৃতে পাপে যথা পাপং কৃতং ত্বয়া॥
অন্যৈরপি কৃতং পাপং প্রমত্তৈ র্বসুধাধিপৈঃ
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কুর্ব্বন্তি তেন তচ্ছাম্যতে রজঃ॥

রাজদণ্ড কিংবা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপীর রজোগুণ শান্ত হয়। আমার পূর্ব্ব পুরুষ মান্ধাতা এক শ্রমণের প্রতি এইরূপ পাপাচরণের জন্য এইরূপ দণ্ড করিয়াছিলেন। তাই তোমার অনুগ্রহের জন্য, তোমার রজোগুণের শান্তির জন্য এইরূপ দণ্ড করিলাম। বাস্তবিক ভক্ত বলিয়াই বালি এইরূপে অনুগৃহীত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। কর্ম্মবিপাক অতি দুর্ব্বোধ। না জানিয়াই, আমরা রামচন্দ্রের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপণ করি।

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥
শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি,
কেহ কোন মতে কহে, যেমন যার মতি।
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নর নারায়ণ,
কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন।

কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার ;
অসম্ভব নহে—সত্য বচন সবার।
কেহ কেহ পরব্যোমে নারায়ণ করি ;
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী।
চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।

নরনারায়ণ

মূর্ত্তিঃ সর্ব্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণাবৃষী।
যয়োর্জন্মন্যদো বিশ্বমভ্যনন্দৎ সুনির্বৃতম্॥ ৪—১

সকল গুণের আস্পদ দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জন্মে এই বিশ্ব অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিল

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ॥ ৪—১

পৃথিবীর ভারহরণ করিবার জন্য ভগবান হরির অংশরূপী সেই ঋষিদ্বয়ই যদুকুলে ও কুরুকুলে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কুরুকুলের কৃষ্ণ অর্জ্জুন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী নিম্নলিখিত তন্ত্রোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ম্।

অর্জ্জুন নরের আবেশ অবতার। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ।

ব্যাসদেব মহাভারতের মঙ্গলাচরণে নরনারায়ণকে নমস্কার করিয়াছেন।

অর্জ্জুন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তিনি সদ্যোজাত ব্রাহ্মণ শিশুকে রক্ষা করিবেন। কিন্তু তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে সেই শিশুর অনুসন্ধান পাইলেন না। অবশেষে "মহাযোগেশ্বরেশ্বর" শ্রীকৃষ্ণের সহিত তিনি অনন্তশায়ী পুরুষের নিকট গমন করিলেন। সেই

পুরুষ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া সস্মিত তেজোময় বাক্যে বলিতে লাগিলেন—

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তিমে॥ ১০।৮৯।৫৮
পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী।
ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্॥ ১০।৮৯।৫৯

তোমাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া আমি ব্রাহ্মণ বালকদিগকে এখানে আনিয়াছি। পৃথিবীতে ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আমার কলারূপে তোমরা অবতীর্ণ হইয়াছ। এখন পৃথিবীর ভাররূপী অসুরগণকে বিনাশ করিয়া, তোমরা সত্বর আমার নিকট পুনরাগমন কর। হে নরনারায়ণ, তোমরা উভয়ে পূর্ণকাম। তথাপি জগতের স্থিতির জন্য লোকসংগ্রহ-মূলক ধর্ম্মের আচরণ কর।

বামন

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মাতা দেবকীকে স্বয়ং বলিয়াছেন—

তয়োর্ব্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ।
উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ॥ ১০।৪।৪২

ক্ষীরোদশায়ী অবতার

গোরূপিণী পৃথিবীর কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা দেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীর সমুদ্রের তীরে গমন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহদেবৈ স্তয়াসহ।
জগাম স ত্রিনয়ন স্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ॥

তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্।
পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ॥
গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং
নিশম্য বেধা স্ত্রিদশানুবাচ হ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুন
র্বিধীয়তামাশু তথৈব মাচিরম্॥
পুরৈব পুংসা বধৃতো ধরাজ্বরো
ভবদ্ভিরংশৈ র্যদুষূপজন্যতাম্।
স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ
স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি॥

ব্রহ্মা বলিলেন, পুরুষ স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন। ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ সকল জীবের অন্তর্যামী। শ্রীকৃষ্ণও সকল জীবের অন্তর্যামী।

পরব্যোমে নারায়ণ

বৃন্দাবন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রহ্মা তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন।

জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে
নারায়ণস্যোদর নাভিনালাৎ।
বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙনবৈমৃষা
কিন্ত্বীশ্বরত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি।
নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূ জলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ ১০।১৪

শিশু বৎস হরি, ব্রহ্মা করি অপরাধ,
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ—
"তোমার নাভিপদ্ম হইতে আমার জন্মোদয়
তুমি পিতা মাতা ; আমি তোমার তনয়।
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ,
অপরাধ ক্ষম মোরে করহ প্রসাদ।"
কৃষ্ণ কহেন, "ব্রহ্মা, তোমার পিতা নারায়ণ
আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন,"
ব্রহ্মা বলেন "তুমি কিনা হও নারায়ণ
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ—
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টে যত জীবরূপ ;
তাহার যে আত্মা তুমি, মূলস্বরূপ।
পৃথী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয়।
'নার শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়
'অয়ন' শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়।
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু ; শুন, দ্বিতীয় কারণ—
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার
তাঁহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার।
অতএব অধীশ্বর, তুমি সর্ব্বপিতা ;
তোমার শক্তিতে তারা জগৎ রক্ষিতা।
নারের অয়ন যাতে করহ পালন
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ।

তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
ইথে যত জীব তার ত্রিকালিক কর্ম্ম
তাহা দেখ সাক্ষী তুমি জান তার মর্ম্ম।
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কার নহি স্থিতি গতি।
নারের অয়ন যাতে কর দরশন
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ”

চৈ, চ, আ, লী,

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান—

এতেবাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

অন্যান্য লীলা অবতারেরা পুরুষের কলা ও অংশ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন।
তবে শুকদেব, মনে পেয়ে বড় ভয়
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়।
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস।
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব। তিনি প্রথম পুরুষ হউন, বা দ্বিতীয় পুরুষ হউন, বা তৃতীয় পুরুষ হউন কিংবা পুরুষ অবতারদিগের প্রবর্ত্তক স্বয়ং ভগবান্ হউন, তিনি যে শ্রেণীর ঈশ্বর হউন এবং যে রূপে যে কালে আবির্ভূত হউন,

তিনি আমাদের সর্ব্বস্ব। তিনি কৃষ্ণ রূপে অবতার গ্রহণ করিয়া, জগতের আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রতি জীবের সহিত আপনার সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং অষ্টধা প্রকৃতির নায়ক হইয়াছেন। জীবের তিনিই সম্বল। জীবের তিনিই পরম আশ্রয়। তাঁহাকে অতিক্রম করিতে কোন জীব সমর্থ হয় না। যে যে ভাবে তাঁহাকে আশ্রয় করে, তিনি সেই ভাবে জীবকে আশ্রয় করেন। এই জন্যই তিনি আমাদের পর-তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য অবতার জানিবার আমাদের আবশ্যক নাই। সকল অবতারই তাঁহার অন্তর্ভূত। যেমন দেহের দেহী, তেমনি তিনি সকল অবতারের অবতারী। "অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।" শ্রীকৃষ্ণ নিজেও কত অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি তিনি "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।"

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবে জগৎ আলোকিত হইয়াছিল। সেই আলোক অনুসরণ করিয়া কতলোক নবীন উদ্যমে, নবীন উৎসাহে নব নব মার্গে গমন করিতে লাগিল। কত নূতন পন্থা প্রবর্ত্তিত হইল। দর্শন শাস্ত্রের আবির্ভাব ও প্রচার হইতে লাগিল। বোধ হয়, এই কালের জন্যই বলা হইয়াছে, "নাসৌ মুনি র্যস্য মতংন ভিন্নম্"। যেমন এক শ্বেত রশ্মি দৃষ্টির আনুষঙ্গিক উপাধি দ্বারা বিভক্ত হইয়া সাত বিভিন্ন বর্ণে পরিণত হয়, সেই রূপ এক উপনিষদ দর্শকের বুদ্ধিভেদ দ্বারা বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দর্শনে পরিণত হয়। ভেদ দ্বারা কিনা হইতে পারে? ধর্ম্ম কেবল আপন আপন বুদ্ধিতে পরিণত হইল। সকলে অহঙ্কারে উন্মত্ত হইল। বিরোধী আচার্য্যদিগের শিষ্যগণ যেমন হইয়া থাকে তাহাই হইল।

অহঙ্কারের আনুষঙ্গিক ক্রোধ, দর্প, অভিমান, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি অত্যন্ত প্রবল হইল। আলোর পর অন্ধকার অতি ভীষণ। এরূপ অন্ধকার ধর্ম্মজগতে কখনও দেখা যায় নাই। আসুরিক ভাবের এরূপ প্রচার, পূর্ব্বে কখনও সম্ভব ছিল না। বুদ্ধির বিকাশের সহিত যে আসুরিক ভাব হয়, তাহা অতি দুর্দ্দণ্ড্য। পৃথিবীদেবী আজ অতি অধীর। তিনি পূর্ব্বে কখনও এত আকুল হন নাই। অসুরের ভার তিনি আর সহ্য করিতে পারেন না। কাতরা পৃথিবী মাতা গোমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা দেবগণ ও পৃথিবীদেবীর সহিত ক্ষীর সমুদ্রের তীরে গমন করিলেন এবং সেখানে পুরুষ সূক্ত দ্বারা পুরুষের উপাসনা করিলেন। ব্রহ্মা আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন—

পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো
ভবদ্ভিরংশৈ র্যদুষূপজন্যতাম্।
স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ
স্বকাল শক্ত্যা ক্ষপয়ং শ্চরেদ্ভুবি॥

ঈশ্বর পূর্ব্বেই পৃথিবীর দুঃখের কথা জানিতে পারিয়াছেন। ঈশ্বরের ঈশ্বর কালশক্তি অবলম্বন করিয়া যে কালে পৃথিবীর ভার অপহরণ করিবার জন্য পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিবেন, তোমরা তাহার পূর্ব্বেই আপন আপন অংশে যদুকুলে জন্মগ্রহণ কর।

বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥

বসুদেবের গৃহে সাক্ষাৎ ভগবান পরম পুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। দেবনারীগণ তাঁহার প্রীতিসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করুন।

বাসুদেব-কলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া॥

বাসুদেবের কলাস্বরূপ সহস্রবদন অনন্ত দেব শ্রীহরির প্রিয়সাধনেচ্ছায় অগ্রে জন্মগ্রহণ করিবেন।

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি ॥

ভগবতী বিশ্বমোহিনী বিষ্ণুমায়া প্রভুদ্বারা আদিষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্যের জন্য অংশে অবতীর্ণ হইবেন।

ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ পৃথিবীর রাজা। তাই পৃথিবীর দুঃখ জানাইবার জন্য তাঁহার নিকট যাওয়া। কিন্তু তিনি একথা বলেন নাই যে, আমি অবতীর্ণ হইব। বরং তিনি বলিয়াছিলেন সাক্ষাৎ পরম পুরুষ ভগবান অবতীর্ণ হইবেন। যাহারা একথা বলে যে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ তাহারা ভ্রান্ত।

বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন। কংস ভগিনীর আনন্দ বর্দ্ধন করিবার জন্য রথবাহী অশ্বের রশ্মি ধারণ করিয়াছেন। দৈববাণী হইল "রে কংস, যে দেবকীকে মূর্খের ন্যায় বহন করিতেছ, তাহারই অষ্টমগর্ভ তোমার হন্তা হইবে।"

বসুদেবের ছয় পুত্র হইল। ছয় জনকেই কংস বধ করিলেন। সপ্তম গর্ভে অনন্তদেবের আবির্ভাব হইল।

তখন ভগবান্ যোগমায়াকে সম্বোধন করিয়া আদেশ করিলেন—

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥
অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি।

অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্।
ধূপোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্॥
নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ॥

হে দেবি, হে ভদ্রে তুমি ব্রজ গমন কর। গোপ ও গোসমূহ দ্বারা সেই ব্রজ অলঙ্কৃত। বসুদেবের ভার্য্যা রোহিণী নন্দগোকুলে আছেন; কংস-ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া অন্য ভার্য্যাগণও অলক্ষিত স্থানে বাস করিতেছেন। দেবকীর জঠরে এখন যে গর্ভ আছে, তাহা আমার শেষাখ্য ধাম। সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে সন্নিবেশিত কর। অনন্তর হে মঙ্গলময়ি, আমি অংশভাগে দেবকীর পুত্রতা প্রাপ্ত হইব। আর তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। মনুষ্যেরা তোমাকে সর্ব্বকামবরেশ্বরী সর্ব্বকাম-বরপ্রদা বলিয়া ধূপ, উপহার ও বলি দ্বারা পূজা করিবে। তাহারা তোমাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পূজা করিবে ও দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অম্বিকা এই সকল নাম দ্বারা সম্বোধন করিবে।

মা, ভগবতি, মহামায়ে, যোগমায়ে মা, একবার ভক্তি ভাবে তোমাকে প্রণাম করি। মা, তোমাকে পূজা করিয়া, রামচন্দ্র রাবণকে বধ করেন। তুমি বলদেবকে রক্ষা কর, তুমি যশোদার মোহ উৎপাদন কর; মা, তোমাকে অর্চ্চনা করিয়া ব্রজগোপীরা কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়। মা, তোমাকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিতে সমর্থ হন। মা, গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সম্বন্ধ, কেবল মাত্র তুমিই তাহার মূল। মা, তোমার সাহায্য ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ। তিনি কোন লীলা করিতেও সমর্থ হইতেন না। সেই

আত্মারাম, মহাযোগেশ্বরেশ্বর, সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ, মায়াতীত পুরুষে তুমিই লীলার ভান করাইয়াছিলে। মা, তাঁহার মোহন বাঁশী ও মধুর হাঁসি তুমিই দিয়াছিলে। সেই নির্গুণ পুরুষকে তুমিই সগুণ করিয়াছিলে। সব তোমারি ভেল্কি, মা। কৃষ্ণের লীলা বুঝিতে পারি, ত তোমার লীলা বুঝিতে পারি না। মা, যদি এত করেছ, ত আরও কিছু কর। মা, আমাদিগকে আর মনের আগুনে দগ্ধ করিও না। সেই মনচোরা, মা! তোমারি শিক্ষাতে সে এত শঠ, মা। আর সে বৃন্দাবন নাই। আর ব্রজগোপী নাই। সে শঠকে বশ করিবার আমাদের সাধ্য নাই। মা, তুমিই ইহার উপায় বলিয়া দাও। এস, ভারতবাসিগণ, এস কায়মনোবাক্যে মা ভগবতীর পূজা করি।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

সঙ্কর্ষণ রোহিণীর গর্ভে আকৃষ্ট হইলেন। তখন ভগবান দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। আর জগন্মাতা দেবকীর শোভা দেখে কে?

সা দেবকী সর্ব্বজগন্নিবাস-
নিবাসভূতা নিতরাং ম রেজে।
ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেব রুদ্ধা
সরস্বতী জ্ঞান খলে যথা সতী॥

কিন্তু সে শোভা কেবল দেবকীই দেখিতে লাগিলেন। জগতের লোক বঞ্চিত হইল। ভোজরাজের কারাগারে আজ অগ্নিশিখা রুদ্ধ হইল। জ্ঞান বঞ্চক পণ্ডিতের পেটে আজ সরস্বতী আবদ্ধ হইল।

আর কংস! কংস আজ মহাভাগ্যবান্। তাঁহার তন্ময়তা যোগের বীজ আজ অঙ্কুরিত হইল। তিনি শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে, আজ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ মহীম্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ॥

দেবতাগণের মহা আনন্দ। ব্রহ্মা, শিব, নারদাদি ঋষিগণ ও সানুচর দেবগণ সকলেই গর্ভস্থ বালকের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যামৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ, তুমিই সত্য ইহাতে আর ভুল কি? আজ গর্ভমধ্যেও পূর্ণাবতারের পরম ভাব দেখিয়া, দেবতারা বিভোর হইলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তি উথলিতে লাগিল।

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি
সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন
কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্॥

হে পদ্মলোচন, অখিল সত্ত্বের আস্পদ তোমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরণতরি দ্বারা কেহ কেহ অপার ভবসমুদ্রকে গোবৎসপদগামী করেন। তাঁহারা মুক্তির জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করেন না। "ভজনানুনিষ্পাদিনী তেষাং মুক্তিঃ।" কিন্তু ভক্তি বলে কাকে? নিজের ভজনকে ভক্তি বলে না। ভক্তের নিজপর নাই। যাহা ভগবানের রাজ্য তাহাই ভক্তের রাজ্য। ভক্ত নিজের ভাবনা করেন না, কেবল পরের ভাবনা করেন। তাই দেবতারা বলিতেছেন—

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদঃ।

ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥

হে স্বপ্রকাশ, স্বয়ং এই সুদুস্তর, ভীম ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইয়াও সকল জীবের অত্যন্ত সুহৃদ্ সেই করুণহৃদয় ভক্তগণ তোমার চরণকমলরূপ তরি অন্যের জন্য পশ্চাতে রাখিয়া গমন করেন। তুমি ভক্তের অনুগ্রাহক, তাই তোমার চরণ তরির এত মহিমা।

হরি, হরি বল। এইবার ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তিত হইল। আর শুষ্ক জ্ঞান লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবেনা। জ্ঞানের পর ভক্তি বড় মিষ্ট লাগে। দেবতাদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আজ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে দেবতারাও ভক্ত।

এস, এস, একবার দেবতাদের সহিত আমরা জগন্মাতা দেবকীমাতাকে সান্ত্বনা করি।

দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমা-
নংশেন সাক্ষাৎ ভগবান্ ভবায়নঃ।
মাভূদ্ভয়ং ভোজপতে মুর্মূর্ষো-
র্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ॥

মা, সাক্ষাৎ ভগবান্ পরমপুরুষ তোমার কুক্ষিগত। আর তোমার ভোজপতিকে ভয় কি ? কংসের মৃত্যু সন্নিহিত। তোমার পুত্র কেবল তোমাদের নয়, যদুকুলের রক্ষক।

যথাকালে ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিলেন। দিক্ সকল প্রসন্ন হইল। গগন নির্ম্মল হইল। পৃথিবী মঙ্গলভূয়িষ্ঠ হইল। নদী প্রসন্নসলিলা হইল। পুণ্যগন্ধ, সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হইল। অসুর ভিন্ন অন্য যাবতীয় প্রাণীর মন প্রসন্ন হইল। স্বর্গে দুন্দুভিনাদ হইল। গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ গান করিতে লাগিলেন। দেবগণ ও মুনিগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥

দেবরূপিণী দেবকীতে সর্ব্বগুহাশয় বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন। পূর্ব্বদিকে যেন পুষ্কল চন্দ্র আবির্ভূত হইল।

গোপ, গোপী, ব্রজধাম।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াই বলিলেন, আমাকে নন্দালয়ে লইয়া যাও। যেমন বসুদেব সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গত হইবেন, তেমনি যোগমায়া যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার স্থান অধিকার করিলেন। কংসকে ভর্ৎসনা করিয়া ভগবতী যোগমায়া পৃথিবীর মধ্যে বহুনাম ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে যোগমায়া। কাশীতে অন্নপূর্ণা।

ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি।
বহুনাম-নিকেতেষু বহুনামা বভূবহ॥

ভগবতী আজ বিষ্ণুর অনুজা। তিনি আজ বিষ্ণুর সহকারিণী। তাঁহারি কৃপায় আজ আমাদের বিষ্ণুভক্তি। তাঁহারি প্রসাদে আমরা শ্রীকৃষ্ণ লাভ করিতে কৃতোদ্যম। ব্রজগোপীরা কাত্যায়নী ব্রত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া ব্রজগোপীদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। যে মায়া অবলম্বন করিয়া এই পৃথিবী মধ্যে রাসলীলা সংঘটিত হইয়াছিল, আমরা সেই মহামায়াকে নমস্কার করি।

শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে গেলেন। আর নন্দের ব্রজ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান হইল।

আনন্দের আর সীমা থাকিল না। সকলের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ হইল।

ততআরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ॥

বালক নিজ জনের অন্বেষণ করে। শ্রীকৃষ্ণও বাল্যলীলায় নিজ জনের অন্বেষণ করিয়াছিলেন। তাই ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া, রাজ্য ছাড়িয়া, কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া, গোপনে গোপ, গোপীদিগের সহচর হইলেন। আহা, যতদিন সেই ভক্তসঙ্গে থাকিতে পারেন! যতদিন সেই মধুর হইতে সুমধুর আনন্দময় ভক্তনিকেতনে আনন্দ অনুভব করিতে পারেন! প্রকৃতি পুরুষের নিত্য অনুসরণ করিতেছে। পুরুষের আভায় পুরুষকে প্রতিভাষিত করিতেছে। পুরুষের আলোক লইয়া পুরুষকে আলোকিত করিতেছে। পুরুষের দান পুরুষকে প্রতিদান করিতেছে। সদংশ লইয়া সন্ধিনী, চিদংশ লইয়া সম্বিৎ আনন্দ লইয়া হ্লাদিনী। হ্লাদিনী প্রকৃতি সতত ভগবান্‌কে আনন্দ প্রতিদান করিতে উৎকণ্ঠিত। হ্লাদিনী প্রকৃতি লইয়া ভক্ত উন্মত্ত। কোনদিকে দৃষ্টিপাত নাই। কোন বিষয়ের অপেক্ষা নাই। কোন বিশেষ আকাঙ্ক্ষা নাই। ভগবান্ এই হ্লাদিনী প্রকৃতির নিত্য প্রতিদান করিতেছেন। তিনি নিত্য ভক্তের সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু গোপনে। অন্যে কি জানিবে, অন্যে কি বুঝিবে! বিশুদ্ধ আনন্দময়ী ভক্তি, হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ, যে আস্বাদন করে নাই, সে কেমনে জানিবে। তাই গোলোক ধামে অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া ভগবান্ নিত্যলীলা করিতেছেন। সেখানে ভগবানের আনন্দ ভক্তগণ ভগবান্‌কে নিত্য প্রতিদান করিতেছেন এবং ভগবান্ তাহা নিত্য অনুভব করিতেছেন। সেই অতি গুহ্য গোলোক ধামে ভক্ত ও ভগবানের অতি গুহ্য সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীধামে আসিবেন। তাঁহার ভক্তেরা কি করিবেন। তিনি যদি মনুষ্য ভাবে অবতীর্ণ

হন, তাহা হইলে তাঁহারা মনুষ্যভাবে তাঁহার নিকট আনন্দ বহন করিবেন।

সেই আনন্দে নিত্য ভাসিতেছেন, এইজন্য ভগবানের বিশ্বপালন কায গায়ে লাগে না। বিশ্বপালনের ভার গোপ, গোপীরা আপনার উপর গ্রহণ করেন, যাহাতে ভগবানের শ্রমলাঘব হয়। রাগাত্মিকা ভক্তির নিকট ভগবান চিরবশীভূত। ভক্তের নিকট ভগবান চির ঋণী।

ভগবান্ জন্মিয়াই মনে করিলেন, আমি সেই নিজ জনের কাছে একবার যাই। এই ত সময়। আবার অবতারের কার্য্য যখন আরম্ভ করিব, তখন আর তাদের সহিত কখন মিলিত হইব। বাল্যকালে অবতারের কোন কায করা হবে না। তাই বলি এইত সময়। আর একটি কথা। বালক হইয়া গোপীদের সহিত মিলিত হইব, একথা কেবল গোপীরাই জানিবে। গোপীদের কথা কেবল গোপীরাই জানিবে। দুষ্ট সংসার তাহা জানিতে পারিবে না। কুৎসাকারী ব্যভিচারী লোকেরা তাহা জানিতে পারিবে না। গোপগণও তাহা জানিতে পারিবে না। সেই গুপ্ত মিলনের একটি ঢেউ আসিয়াও বহির্জগৎকে বিক্ষিপ্ত করিবে না। গোপনও কি এমনি গোপন।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতঃ প্রচলিতপ্রত্যধ্বি কুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়ো র্জয়োন্তু যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥

নন্দ বালকটিকে দিলেন রাধিকার কোলে। কিন্তু যখন কেবল মাত্র বালক ও রাধিকা, তখন বালক কিশোরবয়স্ক হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ নন্দব্রজে গেলেন। তিনি গোপীদিগের সহিত মিলিত হইবেন। সে মিলন ত বড়ু সহজ নয়। সে প্রেমের মিলন, কামের মিলন নয়।

কাম, প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যেছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা" তারে বলি কাম।
"কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা" ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমেতে প্রবল॥
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধ তমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥
... ...
গোপী প্রেম করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্ট।
মাধুর্য্য বাড়য়ে প্রেমে হইয়া সন্তুষ্ট॥ চৈতন্য চরিতামৃত।

গোপীস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্বসমূহকঃ।
অথবা গোপীপ্রকৃতিং জনস্তত্রাংশ মণ্ডলঃ॥

গৌতমীয় তন্ত্র।

গোপীকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি বলিয়া জানিবে।

গোপায়তি সকলমিদং গোপায়তি
পরম পুমাংসমিতি গোপী প্রকৃতিঃ ॥

ক্রমদীপিকা।

গোপীরা সকল জীবকে রক্ষা করিতেছেন না। তাঁহারা পরম পুরুষকে পর্য্যন্ত রক্ষা করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সহিত মিলিত হইবেন। সে এই মর্ত্ত্য ভূমিতে নয়। সে এই পাপময় রসহীন জগতে নয়। সে দুর্বিনীত পরিহাসকারী ব্যক্তি-দিগের মধ্যে নয়। তবে ভবে কি গোলোকধাম বিরচিত হবে? রসরাজ, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে তাহাই হউক। আজ্ যদি আদিপুরুষ মহাপুরুষ গোলক-বিহারী হরি স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেন, তবে ভবের মধ্যে গোলোক ধাম হইবে, সে কথা বিচিত্র কি?

ব্রজধাম যদি গোলোক ধাম হবে, তবে সে ধামে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য থাকিবে না। সে ধামে দর্প, অহঙ্কার থাকিবে না। কেবল তাহাই নয়, সেই মাধুর্য্যময় ধামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র থাকিবে না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ সন্ন্যাসী থাকিবে না। সে ধামে ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা থাকিবে না। ভেদের মুখে ছাই। ভেদের জন্য বিধি। ভেদের জন্য নিষেধ। মধুর গোলোকধামে ভেদ নাই। মধুর ব্রজধামে ভেদ থাকিবে না। বেদের বিধি, বেদের নিষেধ ঐশ্বর্য্যময় জগতে থাকুক, বৈকুণ্ঠেশ্বরের রাজ্যে থাকুক, মধুর বৃন্দাবনে যেন না থাকে।

রসিকশেখর কৃষ্ণ, পরম করুণ
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত
ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত।

আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন।
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে
তারে সে সে ভাবে ভজি মোর এ স্বভাবে।
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি।
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম, হীন
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন।
"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ।" ১০।৮২।৪৪
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন।
সখা, শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম।
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন।
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার।
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার
সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার।
মোবিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।

আমিহ না জানি, তাহা না জানে গোপীগণ
তুঁহার রূপ গুণে তুঁহার নিত্য হরে মন।
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে তুঁহে করয়ে মিলন
কভু মিলে, কভু না মিলে দৈবের ঘটন।
এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ।
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ
রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

এই বার দেখ্‌ব কেমন ব্রজধাম, দেখ্‌ব কেমন বৃন্দাবন। যদি "ধর্ম্ম, কর্ম্ম" ছাড়িয়া রাগমার্গ ভজনা করিতে হয়, তবে সেই মার্গ কি তাহা জানা আবশ্যক।

বৃন্দাবন তত্ত্ব।

আনন্দের রাজ্য। সকলেই আনন্দের জন্য উন্মত্ত। কিন্তু পূর্ণ আনন্দ কোথায়? ঐ আনন্দের আলোক! কিন্তু ছুঁইতে গেলেই হস্তদাহ। ঐ আনন্দের মধুর আস্বাদ! কিন্তু পানেই মৃত্যু। আনন্দের মধুর ধ্বনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিষাদের তীক্ষ্ণ বাণ। হায়! সে আনন্দ কোথায়, যাহাতে সন্তাপ নাই। তাই "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা।" জিজ্ঞাসার চরম সিদ্ধান্ত এই যে যদি দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি চাহ, তাহা হইলে সেই নর্ত্তকীর নৃত্যে ভুলিও না। দূর হইতে সেই অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং সেই বহুরূপিণী বিশ্ববিনোদিনী, বিশ্বজননী, কুহকিনী প্রকৃতি দেবীকে নমস্কার করিবে। একে একে তাহার মায়াজাল কাটাইবে। একে একে ইন্দ্রিয়জনিত রাগদ্বেষ ত্যাগ করিবে। একে একে ছয় রিপুর নাশ করিবে।

একে একে মন বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিবে। কিন্তু মন বিষয় বিমুখ হবে কেন ?

জানিলাম প্রকৃতি লীলাময়ী। জানিলাম পুরুষ স্বতন্ত্র। প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম তাহার প্রকৃতি, দেখিলাম তাহার বিকৃতি। জানিলাম পুরুষ প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয়। জানিলাম সব। বিবেকশীল ও বিচারপরায়ণ হইয়া জীবন অতিবাহিত করিলাম। কিন্তু মন ত বিষয়বিমুখ হইল না। প্রকৃতির নাচ মনত ভুলিতে পারিল না। এক এক তরঙ্গে সকল বিচার ভাসিয়া গেল। চক্ষু মুদিয়া ত মুনি হইতে পারিলাম না।

বিবেক ছাড়িয়া একবার বৈদান্তিক জ্ঞানের পথে যাই দেখি। ভাই প্রথমেই বাধা। এ জ্ঞানে ত আমার অধিকার নাই। এখানে অধিকারের বড় ধূমধাম। অধিকার লইয়া বড় আঁটাআঁটি। আমার বিবেক আছে ত বৈরাগ্য নাই। বৈরাগ্য আছে ত ষট্সম্পত্তি নাই। আমার শমদমাদি কেমনে হইবে, তাই আমি সকলের নিকট ধর্ম্মভিক্ষা করি। ভাই আমার জ্ঞান পথে যাওয়াত হইল না। আবার মুমুক্ষুত্ব। যার মুক্তির ইচ্ছা প্রবল, সে জ্ঞানপথ অনুসরণ করুক। যে নিজের বন্ধনকে প্রবলভাবে দেখে, যে নিজের বন্ধনমুক্তির জন্যই সর্ব্বতোভাবে উদ্যম করে, সে জ্ঞানী হইয়া মুক্তিলাভ করুক। কিন্তু আমরা সে মুক্তি চাহি না। আমরা চিরবন্ধনে আবদ্ধ থাকিব, তথাপি ভক্ত প্রহ্লাদের সহিত বলিব—

নৈবোদ্বিজে পরদুরত্যয়বৈতরণ্যাস্তদ্বীর্য্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ।
শোচে ততো বিমুখ চেতস ইন্দ্রিয়ার্থমায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্॥
প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষু রেকো নান্যং তদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥

দুর্ব্বলের বল কে আছে ? কাহাকে আশ্রয় করিয়া সকল বল লাভ করা

যায়? কাহার কটাক্ষে দুঃখের চির বিনাশ হয়? কাহার করুণায় জীব সর্ব্ব বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারে? শমদমাদি সাধন লাভ করিতে পারে? জীব নিস্তারের জন্য সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং করুণার সাগর হইয়া জীবের হৃদয়ে অমৃত সেচন করিতে পারে? ভক্তের সম্বল, জীবের সর্ব্বস্বধন, জীবনের জীবন, প্রাণের বল্লভ, এস দয়াময়, তোমাকে আশ্রয় করি। আর কিছু চাহি না। তুমি আনন্দময়। তুমি স্বয়ং আনন্দ। তোমাকে দেখিলে দুঃখ তাপ দূরে পলাইয়া যায়। বৃন্দাবন তোমার আনন্দধাম। সেখানে পূর্ণ আনন্দ। কেমনে সেই বৃন্দাবনে যাইব। শ্রীবৃন্দাবনে রাগদ্বেষের মলিনতা নাই। রিপুর ঝঞ্ঝাবাত নাই। সেখানে সকলই স্বচ্ছ, সকলই পবিত্র। সেই পবিত্রধামে, সেই পূর্ণধামে, সেই পার্থিব গোলোকধামে, শ্রীকৃষ্ণ চিরবিরাজিত। কেমনে শ্রীবৃন্দাবনে যাব? কেমনে রিপুর নাশ হবে, কেমনে মনের মলিনতা যাবে? শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, গোপীর প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণ, কেমনে বৃন্দাবনে যাব?

গোপ গোপী আজ গোকুলে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মে সকলে আনন্দিত। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে সকলেরই আনন্দবৃদ্ধি। আজ ব্রজে সহজ ভক্তি। সংস্কার বশতঃ গোপ গোপীর নির্ম্মল চিত্ত। তাঁহাদের বিবেকের অপেক্ষা নাই; জ্ঞানের অপেক্ষা নাই। আনন্দমূর্ত্তি, চিন্মূর্ত্তি, ভগবানের নিত্য দর্শন, এই তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম্ম। ইহাতেই তাঁহাদের সত্ত্ববৃদ্ধি।

ভগবানের গোপগোপী নিজ জন। তিনি নিজরূপে তাহাদের নিকট প্রকট। নিজজনের ভার তাঁহার উপর। তিনি লীলার ছলে, জগতের উপদেশের জন্য সেই ভার বহন করিয়াছিলেন।

যে ভগবানের নিজ জন হইতে ইচ্ছা করিবে, যে ভগবান্‌কে আত্মসমর্পণ করিবে, ভগবান্ তাহারি ভার বহন করিবেন। গোপগোপীরা জন্মজন্মান্তরে ভগবানকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, জন্মজন্মান্তরে তাঁহার

নিজজন হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, ভগবান্ তাই তাহাদের ভার বহন করিয়াছিলেন।

আজ গোকুলে গোপগোপীগণ ভক্তির বাল্যাবস্থায়। তাই ভগবান্ স্বয়ং গোপ হইয়া তাহাদের বিঘ্ন নাশ করিতে লাগিলেন। কামচারিণী পূতনা কত বালক ভক্তকে নাশ করিল। কি তাহার প্রলোভন! কি তাহার বিশ্ববিমোহন রূপ!

তাং কেশবন্ধব্যতিষক্ত মল্লিকাং
বৃহন্নিতম্বস্তনকৃচ্ছ্রমধ্যমাম্।
সুবাসসং কম্পিতকর্ণভূষণ-
ত্বিষোল্লসৎ কুন্তলমণ্ডিতাননাম্॥
বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈ
র্মনো হরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাম্।
অসংগতাম্ভোজকরেণ রূপিণীং
গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবাগতং পতিম্॥

ভাই, কে স্থির আছ দেখ। বালঘাতিনী, শীলগ্রহ পূতনার এই রূপ দেখিয়া কে স্থির আছ বল। কে বুঝিতে পারিয়াছ, এই মনোমোহিনী কাম-রূপিণীর ভিতরে ভিতরে বিষ। কামের মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া যদি তুমি ভুলিয়া থাক, তাহা হইলে চকিতের ন্যায় দেখ, কেমনে শ্রীকৃষ্ণ এই পয়োমুখ বিষকুম্ভ হইতে নিজ জনকে উদ্ধার করিলেন। আর গোকুলে কাম থাকিল না। কাম রূপান্তরিত হইল। দূষিত কাম কৃষ্ণ প্রেমে পরিণত হইল। দহ্যমান পূতনাদেহ হইতে অগুরু সৌরভ উঠিতে লাগিল।

দহ্যমানস্য দেহস্য ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ।
উত্থিতঃ কৃষ্ণনির্ভুক্ত সপদ্যাহতপাপ্মনঃ॥

পূতনা বধ দ্বারা ব্রজে গোপ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ রতি লাভ করিল। আর

যে ভক্তিপূর্ব্বক পূতনাবধ শ্রবণ করিবে, সেও চিরকালের জন্য গোবিন্দে রতি লাভ করিবে।

য এতৎ পূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যার্ভকমদ্ভুতম্।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো গোবিন্দে লভতে রতিম্॥

শিশু শ্রীকৃষ্ণের প্রবালমৃদু অঙ্ঘ্রি-কমল দ্বারা আহত হইয়া শকট 'বিধ্বস্ত-নানারসকুপ্যভাজন' ও 'ব্যত্যস্তচক্রাক্ষবিভিন্নকুবর' হইয়া উল্টাইয়া গেল। স্বয়ং বিক্ষেপ, রজোগুণসমুদ্ভূত তৃণাবর্ত্ত, চক্রবাতরূপে মনুষ্যের চিত্তঘূর্ণক মহাসুর ব্রজে প্রাণত্যাগ করিল। সাক্ষাৎ মদ ও মোহরূপ যমলার্জ্জুনরূপী নলকুবর ও মণিগ্রীব ব্রজে উৎপাটিত হইল। আর ব্রজে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য থাকিল না। মলদোষ ও বিক্ষেপদোষ দূর হইল। ভগবানের স্বরূপ অমনি স্বচ্ছ গোপীর হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। সংসারের ছায়া যেমন যেমন সরিয়া যাইতে লাগিল, তেমনি তেমনি সেই প্রতিবিম্ব গাঢ় অঙ্কিত হইতে লাগিল।

"লোভক্রোধাদয়ো দৈত্যাঃ কলিকালোহতিরস্কৃতঃ।
গোপরূপো হরিঃ সাক্ষাৎ মায়াবিগ্রহধারণঃ॥"

কৃষ্ণোপনিষৎ।

নন্দগেহিনী যশোদা পুত্রের মুখে বিশ্ব দর্শন করিলেন। যদু পুরোহিত গর্গ ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিয়া গোপনে নন্দকে বলিলেন—

তস্মান্নন্দাত্মজোহয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ॥

গোপ গোপীর মনে মনে কত ভাব হইতে লাগিল। তাহাদের ভাব-তরঙ্গের [illegible]ণিকা হইতে লাগিল। রামকৃষ্ণ তখন হাঁটি হাঁটি পা পা করিতে [illegible]াছেন। তাঁহারা তখন সেই ভাব আত্মভাবে রঞ্জিত ও বর্দ্ধিত করিতে[illegible]রম্ভ করিলেন। সেই হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ চৌর্য্য-

বৃত্তি আরম্ভ করিলেন। জোর করিয়া গোপীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলেন জোর করিয়া তাহাদের কর্ম্মফল, সমস্ত দিনের অর্জ্জিত গব্য, গোপীদের সর্ব্বস্ব পার্থিব ধন, তাহাদের একমাত্র উপার্জ্জিত কর্ম্ম—তাহাদের আদরের, যত্নের ননি মাখন, সেই হাঁটি হাঁটি শ্রীকৃষ্ণ চুরি করিতে লাগিলেন। চুরি করিয়া বিলাইতে লাগিলেন।

বৎসান্ মুঞ্চন্ কচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ!
মর্কান্ ভোক্ষ্য ন বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্॥
হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদ্যৈ
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ।
ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং
কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রচিত্তাঃ॥

কেন চুরি করিবেন না? ননি মাখনে তিনি ভিন্ন কার অধিকার? কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। ভক্তের কর্ম্মফল ভগবান্ জোরপূর্ব্বক চুরি করেন। ভক্তের মত ভাগ্যবান্ কে আছে। এইরূপে গোপ গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে চলিল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোপগোপীর নিজ জন হইতে লাগিলেন। এইরূপে গোপগোপীর নির্ম্মল হৃদয়ে তিনি প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে প্রেমের বীজ রোপিত হইল।

কিন্তু এই জন সমাজে, এই কংসের রাজ্যে, এই গোকুলধামে, প্রেমের বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। যেখানে পার্থিব ভাবের সংস্রব আছে, যেখানে ভেদের জ্ঞান আছে, যেখানে বিষয়ের কীট আশে পাশে কিরিতেছে, যেখানে গোপগোপীর সহজভাব ফোট ফোট হইয়া রহিয়া যাইবে, যেখানে গোপ

গোপী প্রাণ খুলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিতে না পারিবে, সেখানে প্রেমের পূর্ণ বিকাশ কিরূপে হইতে পারিবে ?

যেন উপানন্দের মুখ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্॥
তৎতত্রাদ্যৈব যাস্যামঃ শকটান্ যুঙ্‌ক্ত মাচিরম্।
গোধনান্যগ্রতো যান্তু ভবতাং যদি রোচতে॥

অমনি সকলে একবাক্য হইয়া সেই দণ্ডে গোকুল ত্যাগ করিলেন এবং "সর্ব্বকাল সুখাবহ" বৃন্দাবন প্রবেশ করিলেন।

বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সর্ব্বকাল সুখাবহম্।
তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ॥
বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতিঃ রামমাধবয়োর্নৃপ॥

বৃন্দাবনে রাজার সহিত সম্বন্ধ নাই। রাজা প্রজার ভাব নাই। জনসমাজের ঢেউ নাই। সামাজিক ধর্ম্মের উকি ঝুঁকি দ্বারা ভাগবত ধর্ম্মের সঙ্কোচ নাই। লোকসংগ্রহের জন্য সেখানে ধর্ম্মভাণের প্রয়োজন নাই। সেখানে সহজ ভাব। সহজ প্রেম। প্রেমের সহজ উচ্চারণ। সহজ বিকাশ। সে প্রেমে কাম নাই, ক্রোধ নাই, মোহ নাই, মদ নাই, মাৎসর্য্য নাই। রাগ, দ্বেষের লেশ নাই। মল নাই। বিক্ষেপ নাই। সেখানে একমাত্র মধুর বংশীনাদই বিষয়। অন্য বিষয় নাই।

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন।
মধুর মধুর বংশী বাজে সেই বৃন্দাবন॥

সেই মধুর বংশীনাদে গোপীদের নির্ম্মল অন্তঃকরণে সহজ কৃষ্ণপ্রেম উথলাইয়া উঠে। যাহাতে বৃন্দাবনে এই সহজ মধুর ভাব বৰ্দ্ধিত, পরিপুষ্ট ও

চরম সীমা প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই নিভৃত জনসমাজশূন্য স্থানকে স্বীয় মধুর রসে পূর্ণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের মৃত্তিকা, বৃন্দাবনের তরুলতা তাঁহার সেই মধুর ভাব, সেই শুদ্ধ সত্ত্ব, নির্ম্মল আনন্দে পরিপূর্ণ। তিনি গিরি গোবর্দ্ধনকে আপনভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গিরি, ভূমি, বৃক্ষলতা তাঁহার মধুর বেণুরব আস্বাদন করিয়া মধুরতাময় হইয়াছিল। পাঁচ হাজার বৎসর পরে আজও সেই মধুরভাবে বৃন্দাবন পরিপূর্ণ। সেই মধুর ভাব এখনও গিরি গোবর্দ্ধন হইতে বাহির হইতেছে। সেইমধুরভাবে এখনও বৃন্দাবনস্থ তরুলতা পূর্ণ রহিয়াছে। কেবল নাই সেই ভাব হর্ম্ম্য অট্টালিকায়। নাই সেই ভাব ঘন গৃহস্থ আবাসে। নাই সেই ভাব যেখানে গোস্বামী কুলধ্বজ দোলোৎসবে মথুরা হইতে বেশ্যা আনাইয়া নিজমন্দিরে নাচ করাইতেছেন। বৃন্দাবনের দেবমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ নাই। শ্রীকৃষ্ণ আছেন নিভৃত নিকুঞ্জবনের তরুলতায়। কোথায় নিকুঞ্জবন, কোথায় নিধুবন ; আর কোথায় হর্ম্ম্য অট্টালিকা পূর্ণ জননিবাস। ভাই, ব্রজভাব হইয়া থাকে বৃন্দাবনে বাস কর। "বৃন্দাবনে যাবে, না রহিবে বহুকাল।" ভাই, বৃন্দাবনের সেই পবিত্র ভাব থাকিতে দাও। বৃন্দাবন বন থাকিতে দাও।

পবিত্র গোস্বামিগণ ব্রজভাবে দীনভাবে সংসার ত্যাগী হইয়া বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভাবে বৃন্দাবন অধিকতর পবিত্র হইয়াছিল। ভগবান হইতেও ভক্তের ভাব অতি মধুর। ভক্তনিবাস বৃন্দাবনে কেবল ভক্তকেই থাকিতে দাও। শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় বৃন্দাবন অপার্থিব স্থান। বৃন্দাবনের প্রতিস্থান তাঁহার চরণাঙ্কিত। প্রতি স্থানে তাঁহার বংশীধ্বনি এখনও প্রতিধ্বনিত। গোকুল ত্যাগ করিয়া যে ভাবে ব্রজবাসীরা বৃন্দাবন প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইভাবে বৃন্দাবন প্রবেশ কর। নিশ্চয় রাধাকৃষ্ণের দর্শন পাইবে। যদি সে ভাবে প্রবেশ না করিতে পার, অন্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণ

যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণ কর। এবং ভগবানকে কায়মনোবাক্যে আশ্রয় কর। যখন কৃত্রিম ভক্তি, স্বার্থময় ভক্তি গিয়া সহজ ভক্তি হইবে, যখন সেই সহজ ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে নিজজন করিতে পারিবে, তাঁহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারিবে, তখনই সংসারে থাকিয়াও তোমার গোকুলবাসের ফল হইবে, এবং তখনই তোমার বৃন্দাবন প্রবেশের অধিকার হইবে। এ পথে কণ্টক নাই। এ পথে দুর্গমতা নাই। এক ভক্তি। ভাই, ভক্তি, ভক্তি, ভক্তি। এস ভাই, পরস্পরে হাত ধরিয়া ভক্ত হইতে চেষ্টা করি। তবে ব্রজের ভাব বুঝিতে পারিব। তবে বৃন্দাবনরহস্য বুঝিতে পারিব।

রাধা-ষোড়শ-নাম্নাঞ্চ বৃন্দানাম শ্রুতৌ শ্রুতম্।
তস্যা রম্যবনং গোপ্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্॥
অক্ষরং নিত্যমানন্দং গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্।
গোবিন্দদেহতোঽভিন্নং পূর্ণব্রহ্ম সুখাশ্রয়ম্॥ পদ্মপুরাণ

শ্রীরাধার ষোলনামের মধ্যে এক নাম 'বৃন্দা'। বৃন্দাবন তাঁহার অতি রমণীয় গোপ্য স্থান। সে স্থানে জরা, মৃত্যু, শোক আদি নাই। সেখানে নিত্য আনন্দ। বৃন্দাবন গোবিন্দের অব্যয় স্থান।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দরসাশ্রয়ম্।
ভূমিশ্চিন্তামণিস্তোয়মমৃতং রসপূরিতম্॥ পদ্মপুরাণ

শ্রীবৃন্দাবন রম্য স্থান। সেখানে পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ রস। ভূমি চিন্তামণি সদৃশ। জল অমৃত রসপূরিত।

তথাহি তত্রৈব।

সুস্নিগ্ধ সৌরভাক্রান্ত মুগ্ধীকৃতজগত্রয়ম্।
মন্দমারুতসংসিক্ত-বসন্ত-ঋতুসেবিতম্॥
পূর্ণেন্দুনিত্যাভ্যুদয়ং সূর্য্যমন্দাংশুসেবিতম্।
অদুঃখসুখবিচ্ছেদং জরামরণবর্জ্জিতম্॥

অক্রোধগতমাৎসর্য্যং অভিন্নমনহঙ্কৃতম্ ॥
পূর্ণানন্দামৃতরসং পূর্ণপ্রেম সুখাবহম্।
গুণাতীতং পরং ধাম পূর্ণ প্রেম স্বরূপকম্ ॥

বৃন্দাবন সুস্নিগ্ধ, সৌরভাক্রান্ত, ও ত্রিভুবন বিমোহনকারী। সেখানে মন্দ পবন ও বসন্ত ঋতু চিরবিরাজিত। পূর্ণ শশধর নিয়ত শীতল রশ্মি বিতরণ করিতেছেন। ভগবান্ অংশুমালীও সেখানে মন্দাংশু। সেখানে দুঃখ নাই। সুখের বিচ্ছেদ নাই। জরা নাই, মরণ নাই। ক্রোধ নাই। মাৎসর্য্য নাই। ভেদ জ্ঞান নাই। অহঙ্কার নাই। সেখানে পূর্ণানন্দ, অমৃতরস, সুখাবহ পূর্ণপ্রেম। গুণাতীত সেই পরম ধাম পূর্ণ প্রেম স্বরূপ।

এই বর্ণনা নিত্য বৃন্দাবনের বর্ণনা। সেখানে প্রতিদিন প্রতিরাত্রি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা হইতেছে। সেই নিত্য বৃন্দাবনের আবরণ, আমাদের বৃন্দাবন। সেই নিত্য বৃন্দাবনের আভায় আমাদের বৃন্দাবন প্রতিভাষিত। এবং আমরা যদি শ্রীবৃন্দাবনকে কলুষিত না করি, তাহাহইলে নিত্য বৃন্দাবনের পূর্ণ আভা আমাদের বৃন্দাবনে চিরবিরাজিত থাকিবে। নিত্য বৃন্দাবন আমাদের বৃন্দাবন হইতে স্বতন্ত্র নহে। আমাদের ভেদ জ্ঞান দ্বারা সে বৃন্দাবন আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হয় না। কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ব্রজভাবে আমরা সেই বৃন্দাবন প্রত্যক্ষ করিতে পারি। এই বৃন্দাবনের রাজা নন্দ বা পরমানন্দ।

"যোনন্দঃ পরমানন্দো যশোদা মুক্তিগেহিনী"

কৃষ্ণোপনিষৎ

কৌমারলীলা ও তন্ময়তা।

প্রথমে তন্ময়তা, তাহার পর তদ্রূপতা। যে দিন হইতে শ্বেতকেতু "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে কত তপস্বী এই মহাবাক্যের নিত্য উচ্চারণ করিতেছেন। কত মহাত্মা নিত্য বলিতেছেন "অহং ব্রহ্মাস্মি"। "শিবোঽহং" বলিয়া কত মহাপুরুষ সংসার ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দমনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। কে জানে, কত কাল হইতে এই মহাবাক্যের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে! কে জানে, কত আচার্য্য এই সুপ্তপ্রায় ধ্বনি মধ্যে মধ্যে পুনর্জাগরিত করিতেছেন! যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের ভাবগম্ভীর বাক্য বুঝিবার অবকাশ পান না, তাঁহারাও নিশ্চল দাসকে অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, "সোঽহং আপে আপ্"। আবার আজ আমার প্রিয়বন্ধু বিজয় বাবুকে অনুসরণ করিয়া অনেকে বলিবেন "সোঽহম্—আমাতে তিনি আপনে আপনি।"

অনেক দিনের কথা 'তত্ত্বমসি'। আর্য্যদিগের অতি পুরাতন শিক্ষা 'তত্ত্বমসি'। কিন্তু এই শিক্ষায় কত জন শিক্ষিত হইয়াছেন? কত জন সত্য সত্য বলিতে পারেন "অহং ব্রহ্মাস্মি"; "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।" "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞানের নিত্য প্রবাহ চাই, এই জ্ঞানে নিত্যস্থিতি চাই। জ্ঞান হইতে জ্ঞান-নিষ্ঠতার অধিক প্রয়োজন। আচার্য্যেরা বলিলেন, "শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন" দ্বারা জ্ঞান-নিষ্ঠতা হইবে। সত্য, সংসার যদি থাকিয়াও না থাকে, ব্রহ্মে যদি একান্ত আসক্তি জন্মে, তবে মনন এবং নিদিধ্যাসন সম্ভবপর হয়। সংসার ত্যাগ করিলে ত সংসার যায় না। আর যদিও সংসারে বৈরাগ্য হয়, তাহা হইলেও "অস্তি, ভাতি প্রিয়" বলিয়া ব্রহ্মে তন্ময়তা ত হয় না। ধন্য সেই মহাপুরুষ, যিনি ব্রহ্মবেত্তা ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার। তিনি নিজবলে সংসার

জয়ী। কিন্তু আমাদের সে বল নাই। দুর্ব্বলের বল ভগবান্। তাই আমরা ভগবান্‌কে আশ্রয় করি। ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া গোপীগণ বৃন্দাবনে বাস করিয়াছে। তিনি তাহাদের চিত্ত নির্ম্মল করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে সহজ ভক্তি দিয়াছেন। দেখি, সেই সহজ ভক্তি অবলম্বন করিয়া গোপীগণ তন্ময়তা লাভ করিতে পারে কিনা! দেখি, তাহারা ভক্ত জীবনে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের সার্থকতা সাধন করিতে পারে কিনা!

'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' বলিয়া গোপগোপীগণ বৃন্দাবনরূপ আনন্দ-সাগরে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহাদের বিঘ্ন তাঁহারা জানেন না। তাঁহাদের সুখ দুঃখ তাঁহারা জানেন না। জানেন, তাঁহারা কেবল একমাত্র "শ্রীকৃষ্ণ' কাহাকেও শিখাইতে হয় না, কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না; "শ্রীকৃষ্ণ" তাঁহাদের সহজ ভাব। বেদের শাসন, রাজার পালন, দেবতার কৃপা—তাঁহারা কিছুরই অপেক্ষা করেন না। কৃষ্ণই তাঁহাদের বেদ, কৃষ্ণই তাহাদের রাজা, কৃষ্ণই তাঁহাদের দেবতা। তাই কৃষ্ণকে তাঁহাদের নিকট সকলই হইতে হইয়াছে। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সকল বিঘ্ন হইতে অতিক্রম করাইয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগের দেবতা হইয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগের রাজা হইয়াছেন। কেবল কংসের শাসনই বৃন্দাবন হইতে অপসারিত হয় নাই। ত্রৈলোক্যের রাজা ইন্দ্র এবং সপ্তলোক পিতামহ ব্রহ্মাও এই অলৌকিক বৃন্দাবনে আপন আপন অধিকার হইতে স্খলিত হইয়াছিলেন। ভক্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনের সকল ভার বহন করিতে হইয়াছিল।

বৃন্দাবন অপার্থিব, অলৌকিক। বৃন্দাবনের জল, বায়ু, মৃত্তিকা আমাদের জল, বায়ু, মৃত্তিকা নহে। বৃন্দাবনের প্রকৃতি, বৃন্দাবনের অধিদেবতা সকলই ভিন্ন। বৃন্দাবন নিত্য সুখময়। বৃন্দাবনের সকলই আনন্দময়। এ নিত্য বৃন্দাবনের কথা। যেকালে গোলোকবিহারী বৃন্দাবনে বিরাজ করিয়াছিলেন, সেই কালের বৃন্দাবনের কথা। এখনও বৃন্দাবনে সেই ভাব

অনেক পরিমাণে আছে। এবং আমাদের মলিনতা যদি সেই ভাবকে আক্রমণ না করে, তাহা হইলে এখনও সেই ভাবের অনেক থাকিবে। বেদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যিনি গোপীজন-বল্লভকে সার করিয়াছেন, সেই ভক্তের হৃদয়ে বৃন্দাবন নিত্য বিরাজিত।

আমাদের মনোবৃত্তি অত্যন্ত চঞ্চল এবং সর্ব্বদা নানাভাবাপন্ন। কখন্ কোন্ ভাবে সেই বৃত্তি দূষিত হয়, আমরা জানিতেও পারি না। ব্রজবালকেরা কেহই জনিতে পারিলেন না, অথচ তাঁহাদের বৎসকুলের মধ্যে একটি আসুরিক বৎস মিলিয়া গেল। যখন শ্রীকৃষ্ণ সেই বৎসাসুরকে নাশ করিলেন, তখন গোপ বালকেরা বিস্মিত হইলেন এবং অসুরকে চিনিতে পারিয়া 'সাধু, সাধু' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিলেন।

কে আছে, যাহার মনের মধ্যে কখনও কখনও অভিমান উদয় হয় না? কে আছে, যাহার মনে কখনও কখনও কোনরূপ ভাণের আবির্ভাব হয় না? কাহারও ধর্ম্মভাণ, কাহারও বিদ্যাভাণ,—নানারূপ ভাণ অতি সূক্ষ্মরূপে মনুষ্য-হৃদয় আক্রমণ করে। শ্রীকৃষ্ণ এই বকাসুরের আক্রমণ হইতে বৃন্দাবন রক্ষা করিলেন।

যাহাদিগকে ব্রজরমণীরা পতিপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিবেন, তাহারা একে একে অপার্থিব হইতে চলিল। যাহাদিগকে লইয়া ব্রজরমণীগণের বিষয় বুদ্ধি, তাঁহারা পার্থিব বিষয়ে থাকিলেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহচর। প্রায় শ্রীকৃষ্ণের তুল্য হইয়া উঠিলেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ বিষয় হয়, তবে আর ভাবনা কি? যদি পতি, পুত্র, সুহৃৎ, বান্ধব, গো, বৎস সকলই কৃষ্ণময় হয়, তবে আর সাধনের বাকি কি থাকিল? কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর গোপীগণ! বুঝিতে পারিবে, তোমাদের তুলনায় স্বয়ং লক্ষ্মীও কেন আপনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। ধন্য বৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় যত তুমি আলোকিত না হইয়াছিলে, ততোধিক গোপীদের মহিমায় তুমি আলোকিত হইয়াছিলে!

এ জন্মের সংস্কার মার্জ্জিত হইলেই বা কি ? কত জন্ম জন্মান্তরের পাপ আমরা সঞ্চিত রূপে পৃষ্ঠে বহন করিতেছি। যেই আমরা এ জন্মে পবিত্র হইবার চেষ্টা করি, যেই আমাদের প্রারব্ধ দেহ পবিত্র হয়, যেই আমাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, অমনি শত জন্মের পাপ আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। গৃহদাহ জন্য যদি কোন গৃহে বায়ু লঘুতর হইয়া উর্দ্ধগমনশীল হয়, অমনি চারিদিক হইতে ঘন বায়ু আসিয়া সেই গৃহকে আক্রমণ করে। শত জন্মার্জ্জিত সঞ্চিত কর্ম্মই আমাদের "অঘ"। এই অঘমর্ষণ বড় সহজ ব্যাপার নহে। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিবে, জন্মের অবধি নাই। কোথায় গিয়া কোন্ জন্মে কোন্ পাপের অঙ্কুর হইয়াছে, কে বলিতে পারে ? চলিয়া যাও, সৃষ্টির প্রাক্কালে। যদি সেখানে পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা দেখিতে পাও।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত
ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ
ধাতা যথাপূর্ব্ব মকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথোস্বঃ॥

মহাপ্রলয় সময়ে জগৎ একমাত্র পরব্রহ্মে বিলীন হইয়াছিল, তৎকালে কেবল রাত্রি অর্থাৎ জগৎ অন্ধকারময় ছিল। পরে সৃষ্টির আরম্ভে অদৃষ্টবলে সৃষ্টির মূলস্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হয়। সেই প্রলয়পয়োধিজল হইতে বিশ্ব প্রকটনকারী বিধাতা জন্মিলেন। তিনি দিবাপ্রকাশক সূর্য্য এবং রজনী প্রকাশক চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া বৎসর কল্পনা করেন। তদবধি দিন, রাত্রি, ঋতু, অয়ন প্রভৃতি এবং স্বর্লোকাদি কল্পিত হইতে লাগিল।

(মন্মথনাথ স্মৃতিরত্নের হিন্দু সৎকর্ম্মমালা।)

ব্রাহ্মণেরা এই অঘমর্ষণ মন্ত্র নিত্য পাঠ করেন। তাঁহারা বিশ্বকে বিলীন করিয়া, আপনাকে বিলীন করিয়া, প্রলয়ের অবস্থা কল্পনা করেন, যদি

তাহাতেও প্রবল "অঘের" মর্ষণ হয়। গোপবালকেরাও অঘের মুখে বিলীন হইলেন। অঘাসুর মুখ ব্যাদান করিয়া পড়িয়া আছে।

ধরাধরোষ্ঠো জলদোত্তরোষ্ঠো দর্য্যাননান্তো গিরিশৃঙ্গদংষ্ট্রঃ।

ধ্বান্তান্তরাস্যো বিততাধ্বজিহ্বঃ পরুষানিলশ্বাস দবেক্ষণোষ্ণঃ ॥ ১০-১২-১৬

অঘাসুরের অধরোষ্ঠ ধরাতলকে এবং উত্তরোষ্ঠ মেঘমণ্ডলকে স্পর্শ করিল। তাহার ওষ্ঠদ্বয়ের প্রান্তভাগ পর্ব্বতগুহার ন্যায় ও দন্তপঙ্‌ক্তি গিরিশৃঙ্গের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। মুখের মধ্য ভাগ অন্ধকার ময়, জিহ্বা বিস্তৃত পথের ন্যায় এবং শ্বাস খরতর বায়ুর ন্যায় ও দৃষ্টি উষ্ণ দাবানলের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল।

ব্রজবালকেরা মনে করিলেন, এ বুঝি বৃন্দাবনলক্ষ্মী। কিংবা হয়ত কোন প্রাণী আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়া আছে? যাহা হউক, এ যদি আমাদিগকে গ্রাস করে, তাহা হইলে বকারি শ্রীকৃষ্ণ বকের ন্যায় ইহাকে নিমিষের মধ্যে নাশ করিবেন। এই বলিয়া ব্রজবালকগণ হাসিতে হাসিতে এবং করতালি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বৎসগণ সহিত সেই ভীষণ অজগরের মুখে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিষেধ করিবারও সময় পাইলেন না। কিংবা তাঁহার মায়া, তাঁহার লীলা কে বুঝিতে পারে! শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় অঘাসুর সবৎস শিশুদিগকে একেবারে উদরস্থ করিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বগণদিগকে বাঁচাইবার জন্য এবং খল অসুরকে নাশ করিবার জন্য স্বয়ং সেই সর্পের মুখে প্রবেশ করিলেন। দেবতারা হায় হায় করিয়া উঠিল। কংসাদি অসুরগণ অত্যন্ত হর্ষ প্রাপ্ত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অসুরের গলদেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া অসুরের প্রাণ বিনির্গত হইল। তখন অমৃতবর্ষিণী আত্মদৃষ্টি দ্বারা সবৎস গোপবালকদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বহির্নির্গত হইলেন। দেবতারা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে জয় জয় শব্দ হইতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি দ্বারা পুনর্জ্জীবন। এ অন্য জীবন। যাহার অঘনাশ হইয়াছে, সে আর ত্রৈলোক্যের নহে। সে আর ব্রহ্মাণ্ডের নহে। ব্রহ্মার আর তাহার উপর কি অধিকার! আর কি সে গোপবালক আছে! আর কি সেই গোবৎস আছে। এখন যে তাহারা কৃষ্ণময়। গোপীগণের বিষয় সকল কেবল কৃষ্ণের ছায়ামাত্র। এইবার ইহার চূড়ান্ত পরীক্ষা দেখিতে পাইবে।

অঘাসুর বধে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, লোকপিতামহ ব্রহ্মা বৎস ও বৎসপাল গোপবালকগণকে হরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

> ক্বাপ্যদৃষ্ট্বান্ত র্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ।
> সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ॥ ১০-১৩-১৭

বনের মধ্যে কুত্রাপি বৎস ও বৎসপালদিগকে দেখিতে না পাইয়া, বিশ্ববিৎ শ্রীকৃষ্ণ সহসা জানিলেন, যে এ সকলই বিধিকৃত।

> যাবদ্বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকং
> যাবদ্‌যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্‌ যাবদ্বিভূষাম্বরম্।
> যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতি বয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
> সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপো বভৌ॥ ১০-১৩-১৬

যেমন যে বৎসপাল, যেমন যে বৎসের শরীর, যেমন যাহার হস্ত, পদাদি, যেমন যাহার যষ্টি, বিষাণাদি, যেমন যাহার শীল, গুণ ইত্যাদি,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলই সেইরূপ হইলেন। "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" এই বাক্য তিনি সার্থক করিলেন।

> স্বয়মাত্মাত্মগোবৎসান্ প্রতিবার্য্যাত্মবৎসপৈঃ।
> ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্ব্বাত্মা প্রাবিশদ্ ব্রজম্॥ ১০-১৩-১৭

তিনি নিজেই গোবৎস! তিনি নিজেই বৎসপালক। তিনি নিজেই

সর্ব্বস্বরূপ হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে এবং বিভিন্ন চেষ্টা করিতে করিতে ব্রজ প্রবেশ করিলেন।

ব্রজে আর মায়া থাকিল না। ব্রজে আর বিষয় ভাবনা থাকিল না। গোপ-গোপীরা পুত্রের উপর স্নেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে স্নেহ যেন আত্মার প্রতি, কৃষ্ণের প্রতি স্নেহ। সে স্নেহ অসীম, অপূর্ব্ব।

একদা বলরাম এই অদ্ভুত স্নেহের বিকাশ দেখিয়া, চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিলেন যে সকলই শ্রীকৃষ্ণ।

নৈতে স্বরেশা ঋষয়ো ন বৈতে
ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েঽপি।
সর্ব্বং পৃথক্ ত্বং নিগমাৎ কথং বদে
ত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুনা বলোঽবৈৎ॥ ১০-১৩-৩৬

হে কৃষ্ণ, আমি জানিতাম গোবৎস ও গোপবালকগণ দেবতা ও ঋষি। কিন্তু এখন ত আর সে ভেদ দেখা যায় না। এখন ত ইহারা দেবতা ও ঋষি বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে না। হে ঈশ, সর্ব্বত্র তুমিই প্রতিভাত হইতেছ। ইহার কারণ কি বল।

বৃন্দাবনে এই তন্ময়তার অঙ্কুর। বৃন্দাবন এখন পার্থিব নহে, বৃন্দাবন এখন লৌকিক নহে। যে মায়ায় ভুবন মুগ্ধ, বৃন্দাবনে আর সে মায়া নাই। বৃন্দাবনের মায়া ভাগবতী মায়া। বিষয়ের আর বিষয়তা নাই। সকলই আত্মময়। আত্মা অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর কিছুই নাই। সেই আত্মা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনের সকল বিষয়, সকল পদার্থ শ্রীকৃষ্ণের ছায়া মাত্র। গোপীরা আর কাহার চিন্তা করিবে! গোপীদের হৃদয় এখন কৃষ্ণময়! কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ!

মধুময় প্রেমবৃক্ষের এই অঙ্কুর এবং শ্রীকৃষ্ণের কৌমার লীলার এই শেষ। এইবার ভগবানের পৌগণ্ড লীলা আরম্ভ হইবে। এতদিন শ্রীকৃষ্ণ বৎস

চারণ করিতেন, এইবার তিনি গোচারণ করিবেন। এতদিন ব্রজে অধিদে-বতাগণের অধিকার ছিল, এইবার তিনি নিজে অধিদেবতা হইবেন। এত-দিন ব্রজে বাৎসল্য ভাব, এইবার সখ্য। এতদিন গোপীদের অপত্য স্নেহ, এইবার গোপবালাদিগের আত্ম-নিবেদন। পৌগণ্ড-লীলার প্রেমের উঁকি ঝুঁকি, কৈশোর-লীলার প্রেমের ঢলাঢলি। ব্রহ্মার শিশুবৎস অপহরণের পর, গোপীরা শিশু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করিল, এবং অপূর্ব্ব আকর্ষণে আর শ্রীকৃষ্ণকে কোল ছাড়া করিতে পারিল না। এইবার শ্যাম রাখি কি কুল রাখি! ব্রহ্মাও দেখিয়া অবাক। বিধির, বিধির বহির্ভূত ব্যাপার। তাঁহার বেদে নাই, তাঁহার সৃষ্টিতে নাই। বিমোহিত হইয়া ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন।—

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঙ্গং নরভূ-জলায়না‍ৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥

তুমি যখন সর্ব্বদেহীর আত্মা, সকলের অধীশ্বর, অখিললোকসাক্ষী, তখন কি তুমি মূলনারায়ণ নহ! চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব ও জল যাঁহার আশ্রয় সেই নারায়ণ তোমারই মূর্ত্তি বিশেষ। সে নারায়ণেরও যদি পরিচ্ছিন্নতা থাকে তথাপি তোমার লীলা নিত্যরূপে সত্য।

বেদের বিধাতা না জানে,
নইলে বিধি বল্‌বে কেনে
যত অবধি ব্রজবাসিগণে।
তাদের ঘুচে গেছে মনের ধাঁধা
আনন্দ অম্বুজে বাঁধা।
লগ্ন যেমন চকোর আর চাঁদা।
তাদের অবিচ্ছেদ নাই নিশি দিশি

প্রতিপদে পূর্ণমসী
সেথা নাই অমাবস্যা
কিরণে প্রকাশ্যা
মুখে মধুর হাস্যা নিশি দিশি।

পৌগণ্ডলীলা ও বনরমণ।

পৌগণ্ড লীলায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ বিকাশ। কিশোর কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্। এই দুই লীলার বৃন্দাবন যথার্থ বৃন্দাবন। এই দুই লীলার শ্রীকৃষ্ণ নিত্য গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। যেমন নারায়ণ-রূপী শ্রীকৃষ্ণ,—বিশ্বাত্মা, বিশ্বভাবন, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ—কুরুক্ষেত্রে আপনার সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ পৌগণ্ড লীলায় ও কিশোর লীলায় স্বয়ং ভগবত্তার পূর্ণ মধুরিমা ও পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়াছিলেন।

এইবার আমরা তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিব।

যিনি বিশ্বের কর্ত্তা, হর্ত্তা ও পালক, যাঁহা হইতে বিশ্ব এবং বিশ্ব যাঁহাতে, যিনি বিশ্বময় অথচ বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র, যিনি অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয়, তিনিই মূল নারায়ণ।

আর যিনি ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া, আপনার বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব ভুলিয়া সমান ভাবে ভক্তের সহিত বিহার করেন, যিনি ভক্তকে সখা বলিয়া সম্বোধন করেন, ও ভক্ত যাঁহাকে "সুমিষ্ট ফল খাও, হে কৃষ্ণ, আমরা খেয়েছি", এই বলিয়া উচ্ছিষ্ট ফল অকুণ্ঠিতচিত্তে অর্পণ করে, যাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যাঁহাকে পতিভাবে আলিঙ্গন করে এবং যিনি সেই সকল ভক্তকে পত্নীভাবে স্বীকার করেন, যিনি ভক্তদের সর্ব্বস্ব ও ভক্তগণ যাঁহার সর্ব্বস্ব, সেই মধুর,—সুমধুর, একান্ত ও অত্যন্ত মধুর—ভগবান্ গোলোকবিহারী—শ্রীকৃষ্ণ।

বিশ্বের ভগবান্ নারায়ণ-রূপী শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তের ভগবান্ গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ।

পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্॥
বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে নাহি যাঁর সম॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেমন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞান-যোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মা রূপে তাঁরে করে অনুভব॥
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়ে ত উপমা॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ॥
ইহোঁত দ্বিভুজ তিঁহো ধরে চারি হাথ।
ইহোঁ বেণু ধরে তিঁহো চক্রাদিক সাথ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

নারায়ণ চতুর্ভুজ এবং শঙ্খচক্রাদি তাঁহার হাতে। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ এবং বেণু তাঁহার হাতে। শঙ্খচক্রাদি দ্বারা নারায়ণ-রূপী শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এবং বেণুদ্বারা গোলোক-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের তরুলতা মৃত্তিকায় সত্ত্ব সেচন করিয়াছিলেন, বেণু দ্বারা তিনি বৃন্দাবনের মিলনতা নষ্ট করিয়াছিলেন, বেণুদ্বারা তিনি শুদ্ধসত্ত্বময় বৃন্দাবনে জীবের সহিত এক মধুর আকর্ষণময় সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সে কেবল মনুষ্যরূপী জীব নহে, সে কেবল গোপগোপী নহে,

জীব মাত্রই বেণুরবে শোধিত, মার্জ্জিত ও আকৃষ্ট হইত। পশু, পক্ষী, তরু, লতা ও মৃত্তিকা সকলেরই মধ্যে জীবশক্তি আছে। সেই জীবশক্তি ঐশ্বরিক শক্তি। ঐ শক্তি আছে বলিয়াই, জীব জীবকে আকর্ষণ করিতে পারে, জীব জীবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু জীবের উপাধি পরিচ্ছিন্ন। অন্যে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তরু, লতা, মৃত্তিকার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। বৃন্দাবন তাঁহার আত্মস্থল, তাঁহার ভগবত্ত্ববিকাশের স্থল। সুতরাং, তিনি বেণুরূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া উত্তম হইতে অধম জীব পর্য্যন্ত স্থাবর, অস্থাবর সকল প্রাণীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সকল প্রাণীরই প্রাণে প্রাণে মধুরিমা সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবে তরু, লতা, মৃগ, পক্ষী সকলেই স্তব্ধ।

যেমন নারায়ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়" অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেইকালে গোলোক-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ জগতে মধুর ভক্তি অর্পণ করিবার জন্য এবং নিজ জনের মধুর নির্ম্মল, নিঃস্বার্থ প্রেম আস্বাদন করিয়া ভক্তবৃন্দকে চরিতার্থ করিবার জন্য বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সাধুদের পরিত্রাণ ইত্যাদির জন্য ত অংশ অবতার অবতীর্ণ হইলেই হইত, স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইবার কি প্রয়োজন? "অংশকলাঃ পুংসঃ" যুগধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেন, সাধুদের পরিত্রাণ করিতে পারিতেন, অসাধুর নাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু স্বয়ং ভগবান ভিন্ন কেহ মধুর প্রেমভক্তি প্রচার করিতে পারিতেন না। পতি বলিয়া যাঁহাকে সম্বোধন করিব, যিনি জগতের নাগর, যাঁহার প্রেমে জগৎ মজিবে, তিনি স্বয়ং ভগবান ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না। কেবল বৃন্দাবন লীলা করিবার জন্যই স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ! ব্রহ্মার প্রতিদিনে প্রতি কল্পে, গোলোকবিহারী ভগবান্ একবার মাত্র প্রকট হন। অষ্টাবিংশতি দ্বাপরের শেষে তাঁহার এইরূপ প্রকট হইবারকাল উপস্থিত হইয়াছিল।

সেই জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়া যুগাবতারের কার্য্যও করিয়াছিলেন।

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হয়ে করেন প্রকট বিহার॥

* * *

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে

* * *

* * *

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতি কর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের হয় সেই অবতার কাল।
ভার হরণ কাল তাতে হইল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান অবতার যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতার কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু দ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥

আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিনু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥

বৈকুণ্ঠেতে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপ গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাবে চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে॥
তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।
সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥
অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

এই অন্তরঙ্গ প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য বৃন্দাবন লীলা। কৌমার-

লীলা আয়োজন মাত্র। পৌগণ্ড ও কিশোর লীলায় মুখ্য প্রয়োজন সাধন। কৌমার লীলায় তন্ময়তার অঙ্কুর। পৌগণ্ড লীলায় কৃষ্ণ-তন্ময় ভাবের বিকাশ। এবং কিশোর লীলায় তাহার পর্য্যবসান। পৌগণ্ড লীলায় বেণুরবে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের নদী ভাসাইয়া দিলেন, এবং সেই নদীতে ভাসমান হইয়া সকলে তাঁহাতে আকৃষ্ট হইল। তুমি আমি এক। তত্ত্বমসি। সখা সখা গলাগলি। তত্ত্বমসি। রসের উল্লাসে আপনা ভুলিয়া গোপীগণ কৃষ্ণ-ময়। তত্ত্বমসি। যেখানে কৃষ্ণ নাই, তাহার দাহ, তাহার নাশ। এই জন্য পুনঃ পুনঃ বৃন্দাবনে দাবদাহ। যাহা নিত্য কৃষ্ণ প্রাপ্তির বিরোধী, তাহার দমন বা বধ। এই জন্য কালিয় দমন, ধেনুক, প্রলম্বাদির নাশ। শেষে কিশোর লীলায় শেষ মিলন। কৈশোরে কৃষ্ণের নিত্য অবস্থিতি।

বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুইত প্রকার।
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতার।

এবার শ্রীকৃষ্ণ আর বৎসচারণ করেন না। এবার বেণু হস্তে তিনি স্বয়ং গোচারণ করেন।

ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃশ্রিতৌ ব্রজে
বভূবতু স্তে পশুপালসম্মতৌ।
গাশ্চারয়ন্তৌ সখিভিঃ সমং পদৈ
বৃন্দাবনং পুণ্যমতীব চক্রতুঃ॥১০-১৫-১

পৌগণ্ডবয়স আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণ বলরাম ব্রজে গোচারণ করিতে লাগিলেন। এবং গোচারণ করিতে করিতে তাঁহারা বৃন্দাবন অত্যন্ত পবিত্র করিয়াছিলেন।

তন্মাধবো বেণুমুদীরয়ন্ বৃতো
গোপৈ র্গৃণদ্ভিঃ স্বযশো বলান্বিতঃ।

পশূন পুরস্কৃত্য পশব্যমাবিশৎ

বিহর্ত্তু কামঃ কুসুমাকরং বনম্॥

শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাদন করিতে করিতে বলরাম এবং যশোগানকারী গোপবৃন্দ সমভিব্যাহারে বিহারের জন্য কুসুমাকর বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পশুগণ তাঁহার সম্মুখভাগে চলিতে লাগিল।

তন্মঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং

মহন্মনঃ স্বচ্ছপয়ঃসরস্বতা।

বাতেন জুষ্টং শতপত্রগন্ধিনা

নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্ মনো দধে॥

সেই বনে ভ্রমর, মৃগ, পক্ষী সকলেই মধুর রব করিতেছিল। এবং সাধুদিগের মন তুল্য নির্ম্মল জল সংস্পর্শে শীতল, যে কমলপরিমলসুগন্ধী,মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল। অমনি শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। এ রমণ গোপীদিগের সহিত নহে; গোপসখাদিগের সহিত। এই রমণে সখাগণ চরিতার্থ হইয়াছিল এবং বনভূমি তরু, লতা, মৃগ, পক্ষী সহ অত্যন্ত পবিত্র হইয়াছিল।

বলরামকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন

অহো অমী দেববরামরার্চ্চিতং

পাদাম্বুজং তে সুমনঃফলার্হণম্।

নমন্ত্যপাদায় শিখাভিরাত্মন

স্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্॥

হে ভগবন্! এই তরু সকল শিখা দ্বারা আপনার পাদাম্বুজে নমস্কার করিতেছে এবং প্রার্থনা করিতেছে যে, যে তমোগুণের প্রবলতা জন্য তাহাদের তরু জন্ম হইয়াছে, সেই তমোগুণের যেন নাশ হয়। বলরাম এ কথা শুনিলেন কি না তাহা জানি না। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনস্থ

তরুগণকে নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত করিলেন। সত্য সত্যই কৃষ্ণোপনিষদে কথিত হইয়াছে, "গোকুলবনং বৈকুণ্ঠং তাপসাস্তত্র তে দ্রুমাঃ।"

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়োঅমী মুনিগণাভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্॥

এই অলি সকল আপনার ভজনা করিতেছে। ইহারা প্রায় মুনিগণ। আপনি প্রচ্ছন্নভাবে মনুষ্যবেশে এই বন মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, মুনিরাও তাই অলিবেশে আপনাদিগকে গুপ্ত রাখিয়া আপনার উপাসনা করিতেছে। ধন্য মুনিগণ! যদি মনুষ্য হইয়া বৃন্দাবনে থাকিতে, তাহা হইলে অতি গুহ্য, অতি অলৌকিক নিকুঞ্জ বন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা কেমন করিয়া দেখিতে?

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ॥

ধন্যেয়মদ্যধরণীতৃণবীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥

হে আর্য্য, দেখুন শিখিগণ কেমন নৃত্য করিতেছে। হরিণীগণ চঞ্চল কটাক্ষ দ্বারা গোপীদিগের ন্যায় আপনার প্রিয়সাধন করিতেছে। আর এই কোকিলগণ সূক্ত দ্বারা গৃহাগত আপনার ন্যায় মহাপুরুষের অর্চ্চনা করিতেছে। সত্যই তাহারা সাধুদিগের আচরণ করিতেছে। ধন্য বনচারী পশু পক্ষিগণ। আজ এই ধরণী ধন্য। তৃণ, বীরুধগণ আপনার পাদ স্পর্শ

করিতেছে। দ্রুমলতা আপনার নামে হৃষ্ট হইতেছে। আপনার সদয় অবলোকন দ্বারা নদী, পর্ব্বত, পক্ষী, মৃগ সকলই ধন্য।

বাস্তবিক গোপবালকগণ দেবতা। তাঁহারা গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সখা। বৈকুণ্ঠ-পালনে তাঁহার সহকারী।

"বেত্র বেণু দল শৃঙ্গ বস্ত্র অলঙ্কার।
গোপগণের যত তার নাহি লেখাপার॥
সবে হৈল চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি॥" চৈ, চ,

গোপ ও গোপী, সখা ও সখী দুই ভিন্ন। সখার সহিত সখ্য ও সখীর সহিত মাধুর্য্য। একত্র খেলা ধূলায়, একত্র বন-রমণে সখ্য প্রেমের পর্য্যবসান। সখারা কৃষ্ণের সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসেন। কৃষ্ণের যে কায তাহার নিজের কায জানেন। কৃষ্ণের কার্য্যে কৃষ্ণের সহায়তা করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করেন। যে কায অন্য দেবতার দ্বারা হইতে পারে না, যে কায ব্রহ্মা আদি দেবগণেরও অধিকার বহির্ভূত, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের নিজের কায। সে কায বৈকুণ্ঠ লোকের অন্তর্গত, ব্রহ্মাণ্ডের সীমানার বহির্ভূত। গোপগণ সে কায শ্রীকৃষ্ণকে করিতে দেন না। তাঁহাদের সখার কায নিজেই করেন। তাঁহাদের নিজের কায কিছুই নাই। তাঁহারা যাহা কিছু নিজত্ব, তাহা শ্রীকৃষ্ণের সখা বলিয়া। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলিয়াই তাঁহারা পাগল। কৃষ্ণের বিরহ তাঁহাদের পক্ষে মৃত্যু। তাঁহারা পর দেবতা। তাঁহাদের উপর দেবতা নাই। পৌগণ্ড অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সহিত পূর্ণ ভাবে মিলিত হন। বন-রমণ তাঁহাদের রাস। মধুর শ্রীকৃষ্ণ বন-রমণে তাঁহাদিগকে মধুরতার পরাকাষ্ঠা দেখান্। গোপী-দিগের যেমন শ্রীরাধা প্রধান, গোপদিগের মধ্যে সেইরূপ শ্রীবলরাম প্রধান। যেমন রাধা কৃষ্ণ, সেইরূপ রাম কৃষ্ণ।

সত্য সত্যই এবার বৃন্দাবনে সকলই ধন্য হইল।

গোপবালকদিগের রমণে বৃন্দাবন আরও ধন্য হইল।

গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণঃ।

ঈড়িরে কৃষ্ণরামৌ চ নটা ইব নটং নৃপ ॥ ১০-১৮-১১

বাল্য লীলায় বাৎসল্য, পৌগণ্ডে সখ্য এবং কিশোরে শৃঙ্গার। বৃন্দাবনে প্রকাশ্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণ বাল্য ও পৌগণ্ড লীলা দেখাইয়াছিলেন এবং অতি গোপনে তিনি কিশোর বেশে আবির্ভূত হইতেন। কেবল গোপীদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্যই তিনি কিশোর হইতেন। গোলোকে তিনি সর্ব্বদা কিশোর। কিন্তু মর্ত্ত্য বৃন্দাবনে,—যাহাকে অপার্থিব, অলৌকিক করিতে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা প্রয়াস করিয়াছিলেন—এই বৃন্দাবনেও শ্রীকৃষ্ণ আপন কিশোর ভাব কেবল মাত্র স্বজন গোপীদের নিকট গোপনে প্রকাশ করিতেন। বৃন্দাবনে গোপেরাও জানিত তিনি বালক। অথচ প্রচ্ছন্নভাবে গোপীদের নিকট তিনি কিশোর। আজ ভাগবতাদি পুরাণে লিখিত আছে বলিয়া আমরা তাঁহার শৃঙ্গার লীলার বিষয় অবগত আছি। নতুবা বৃন্দাবনে থাকিয়া গোপেরা ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিত না। স্বজনের সহিত একান্ত মিলন, অত্যন্ত সুমধুর মিলন, কেবল অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্তের জন্য। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ এই মিলন অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন, অত্যন্ত গুপ্ত রাখিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের তরুলতাদিই কেবল এই লীলা জানিত। ঋষিগণ অলি হইয়াই কেবল এই লীলা জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু গোপীগণ যাহাদের পত্নী, যাহাদের কন্যা, তাহারা এ লীলা জানিত না। শ্রীকৃষ্ণ আপন অবতারে কোনরূপ বুদ্ধি বিপর্য্যয় হইতে দেন নাই। লোক সংগ্রহের চেষ্টা তাঁহার সর্ব্বদাই ছিল। যে যে ধর্ম্মের অধিকারী, তিনি তাহাকে সেই ধর্ম্ম দিয়াছিলেন। গোপীদের ধর্ম্ম যাহার জন্য নহে, তাহার সে ধর্ম্ম জানিবারও প্রয়োজন নাই। এবং সে ধর্ম্মের প্রচারও

অত্যন্ত সাবধানে হইতেছে। তবে যাঁহার অন্য লীলা বুঝিয়া ভগবান্ বলিতে তুমি কুণ্ঠিত নও, যাঁহার গীতা শুনিয়া তুমি ও জগৎ মুগ্ধ, তাঁহার বৃন্দাবন লীলা না বুঝিতে পারিলেও তুমি তাঁহার কুৎসা করিও না। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ বাল্য ও পৌগণ্ড ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বদাই কিশোর।

বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুইত প্রকার।
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতার॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

বৃন্দাবনে ঋতুপরিবর্ত্তন।

গ্রীষ্মের প্রখর তাপ। সে তাপে সকল পাপ-পঙ্ক শুকাইয়া যায়। তাহার উপর দাবানল। সেই অনলে গোপ ও গো সমূহ চতুর্দ্দিকে আচ্ছন্ন। সে অনল হইতে কিরূপে পরিত্রাণ হয়? বিপত্তির মধুসূদন, বিপদভঞ্জন, শ্রীকৃষ্ণ এইবার রক্ষা কর।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর্য্য হে রামামোঘবিক্রম।
দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাং স্ত্রাতুমর্হথঃ॥ ১০-১৯-৬।

'হে কৃষ্ণ, হে রাম, আমরা তোমাদের শরণাগত, এই দাবাগ্নি দহন হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।'

নূনং ত্বদ্বান্ধবাঃ কৃষ্ণ নচার্হন্ত্যবসাদিতুম্।
বয়ং হি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ত্বন্নাথাস্ত্বৎপরায়ণাঃ॥

'হে কৃষ্ণ, নিশ্চয় আমরা তোমার বন্ধু; তুমি আমাদের নাথ। এক মাত্র তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছি।'

বিপদে ভক্তি দৃঢ় হয়। আমরা আর্ত্ত হইয়া ভগবানকে স্মরণ করি। আর্ত্ত হইলে ভক্তির শিথিলতা দূর হয়। ইচ্ছা করিয়া ভগবান্ আমাদের নিকট বিপদ প্রেরণ করেন। বিপদের শিক্ষা যদি স্থায়ী হয়, তবে আমরা শ্রীকৃষ্ণ পাইতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ভয় নাই, তোমরা চক্ষু নিমীলিত কর। গোপগণ তাহাই করিলেন। ভগবান্ তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নি পান করিলেন।

গ্রীষ্মের পর বর্ষা; দুঃখের পর সুখ; অতি ভয়ানক। সেই সুখে আমরা সকল ভুলিয়া যাই। সেই সুখে আমাদের অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। সেই সুখে আমাদের সকল সদ্গুণ ভাসিয়া যায়। অনেক তপস্যায় যে-ফল লাভ হয়, সে ফলে জীব অতি সহজে বঞ্চিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি ঈশ্বর ফল দিবেন না? পৃথিবীদেবী কি চিরকাল তপঃকৃশা থাকিবেন? ঈশ্বরের নিয়ম অকুণ্ঠিত ভাবে চলিবে। দুঃখের পর সুখ অবশ্যই হইবে। সেই নিয়মে যে ঈশ্বর স্মরণ করিয়া গা ঢালা দিবে, সেই সুখী। যে সেই নিয়মে আত্মহারা হইয়া নিয়ম ভুলিয়া আপনাকে দেখিবে, সেই দুঃখী হইবে।

দেবতারা কৃপালু। তাহারা "প্রীণনং জীবনং হ্যস্য মুমুচুঃ করুণা ইব।" কৃপালু সাধুদিগের ন্যায় এই বিশ্বের প্রীতিকর জলমোচন করিতে লাগিলেন।

তপঃকৃশা দেবমীঢ়া আসীদ্বর্ষীয়সী মহী।
যথৈব কাম্যতপসস্তনুঃ সংপ্রাপ্য তৎফলম্॥ ১০-২০-৬।

'তপঃ কৃশা পৃথিবী জলসিক্ত হইয়া কাম্যফললাভী তপস্বীর ন্যায় হইলেন।'

নিশামুখেষু খদ্যোতা স্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ।
যথা পাপেন পাষণ্ডা নহি বেদাঃ কলৌ যুগে॥ ১০-২০-৬।

'রাত্রিকালে খদ্যোত সকলই প্রকাশ পাইতে লাগিল, আর গ্রহ সকল

আচ্ছন্ন হইল। কলিযুগে পাষণ্ডদিগেরই প্রাদুর্ভাব হয়, আর বেদ সকল তিরোহিত হয়।'

আসন্নুৎপথগামিন্যঃ ক্ষুদ্রনদ্যোঽনুশুষ্যতীঃ।
পুংসো যথাঽস্বতন্ত্রস্য দেহদ্রবিণসম্পদঃ॥ ১০-২০-৮।

'ক্ষুদ্র নদী সকল ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র পুরুষের দেহ ও ধন সম্পত্তির ন্যায় উৎপথবাহী হইতে লাগিল।'

জলৌঘৈ র্নিরভিদ্যন্ত সেতবো বর্ষতীশ্বরে।
পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈ র্বেদমার্গাঃ কলৌ যথা॥ ১০-২০-২৩।

'বর্ষার জলস্রোতে সেতু সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। পাষণ্ডিদিগের অসদ্বাদে বেদমার্গ সকল কলিযুগে এইরূপে নষ্ট হয়।'

এই দুঃসময়ে, এই বিপরীত কালে, এই দুঃখানুগামী সুখের উৎপথ-গামিনী প্রবৃত্তির প্রবল স্রোতে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপদিগকে আপনার মধুর রসে পরিপ্লুত করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে সুখ দুঃখ, আপদ সম্পদময় বর্ষাকালের স্রোত অতি-বাহিত হইল। আর স্বচ্ছ নির্ম্মল শরৎকাল আসিয়া পড়িল। শরৎকাল আসিলেই ভক্ত, সকল বিপদ, সকল বিঘ্ন, সকল দোষ অতিক্রম করেন। আর তাঁহার পতনের সম্ভাবনা থাকে না। ভক্তের নির্ম্মল হৃদয়ে ভগবান্ প্রতিবিম্বিত হন। ভক্ত দৃঢ়ভক্তিভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন।

এবং নিবসতোস্তস্মিন্ রামকেশবয়োর্ব্রজে।
শরৎ সমভবৎ ব্যভ্রা স্বচ্ছাম্বপরুষানিলা॥ ১০-২০-২৫।

'রামকৃষ্ণ ব্রজে বাস করিতে করিতে বিগত-মেঘ শরৎ আসিয়া পড়িল। জল নির্ম্মল হইল। অনিল মন্দগতি হইল।'

শরদা নীরজোৎপত্ত্যা নীরাণি প্রকৃতিং যযুঃ।
ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্যোগনিষেবয়া॥ ১০-২০-২৬।

'জলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল, জলও প্রকৃতিস্থ হইল। যোগ-ভ্রষ্টের মন পুনরায় যোগ সেবা দ্বারা এইরূপ প্রকৃতিস্থ হয়।'

ব্যোম্নোঽভ্রং ভূতশাবল্যং ভুবঃ পঙ্কমপাং মলম্।
শরজ্জহারাশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তির্যথাশুভম্॥ ১০-২০-২৭।

'আকাশাদির মল শরৎ হরণ করিল। আশ্রম চতুষ্টয়ের অমঙ্গল, কৃষ্ণ-ভক্তি এইরূপে হরণ করে।'

সর্ব্বস্বং জলদা হিত্বা বিরেজুঃ শুভ্রবর্চ্চসঃ।
যথা ত্যক্তৈষণাঃ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিল্বিষাঃ॥ ১০-২০-২৮।

'মেঘ সকল সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শুভ্র কান্তিতে বিরাজ করিতে লাগিল। মুনিগণ পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা এই এষণাত্রয় ত্যাগ করিয়া মুক্ত-পাপ হইয়া শান্ত মনে বিরাজিত হন।'

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা॥ ১০-২০-২৯।

'পর্ব্বত সকল কথন কথন নির্ম্মল জল ত্যাগ করিতে লাগিল। জ্ঞানীরা সময় বুঝিয়াই জ্ঞানামৃত দান করেন।'

শনৈঃ শনৈর্জহুঃ পঙ্কং স্থলান্যামঞ্চ বীরুধঃ।
যথাহং মমতাং ধীরাঃ শরীরাদিষ্বনাত্মসু॥ ১০-২০-৩২।

'স্থলভূমি সকল ক্রমে ক্রমে পঙ্ক ত্যাগ করিতে লাগিল। এবং বীরুধ সকল অপক্কতা ত্যাগ করিতে লাগিল। পণ্ডিতগণ শরীরাদি অনাত্ম বিষয়ে এইরূপ অহং-মমতা-জ্ঞান ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করেন।'

নিশ্চলাম্বুরভূৎ তূষ্ণীং সমুদ্রঃ শরদাগমে।
আত্মন্যুপরতে সম্যঙ্মুনির্ব্যুপরতাগমঃ॥ ১০-২০-৩৩।

'উপরতকর্ম্ম আত্মনিষ্ঠ মুনির ন্যায় সমুদ্রও শরতের আগমনে নিশ্চল হইল।'

শরদর্কাংশুজাংস্তাপান ভূতানামুড়ুপোঽহরৎ।
দেহাভিমানজং বোধো মুকুন্দো ব্রজযোষিতাম্॥ ১০-২০-৩৫।

আত্মজ্ঞান যেরূপ দেহাভিমানজ তাপ হরণ করিয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ব্রজগোপীদিগের তাপ হরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ চন্দ্র প্রাণীদিগের শরৎকালীন সূর্য্যের প্রখর কিরণ বা সন্তাপ হরণ করিলেন।

এইবার ঘনিয়ে আস্‌ছে। পাঠক এইবার উৎসুকচিত্তে দেখিতে থাকুন, গোপীর নির্ম্মল চিত্তে ব্রজের নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হইয়া কত জোয়ার ভাটার উপক্রম করিতেছেন।

খমশোভত নির্ম্মেঘং শরদ্বিমল তারকম্।
সত্ত্বযুক্তং যথা চিত্তং শব্দব্রহ্মার্থদর্শনম্॥ ১০-২০-৩৬।

'আকাশ নির্ম্মেঘ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তারকা সকল বিমল আকাশে প্রস্ফুটিত হইল। তত্ত্বযুক্ত নির্ম্মল চিত্তই বেদের অর্থ প্রস্ফুটিত করে। আর এই নির্ম্মল বিশুদ্ধ অন্তঃকরণেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রস্ফুটিত হন।'

আশ্লিষ্য সমশীতোষ্ণং প্রসূনবনমারুতম্।
জনাস্তাপং জহু র্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃতচেতসঃ॥ ১০-২০-৩৭।

সমশীতোষ্ণ সুরভি বনমারুত সংস্পর্শে লোকের তাপ গেল। কিন্তু গোপীদিগের নির্ম্মল চিত্তে গভীর অঙ্কিত কৃষ্ণ—সেই চোরা কৃষ্ণ—গোপী-দিগের চিত্তহরণ করিলেন। তাঁহাদের তাপ যাইবার নহে।

কৃষ্ণ, তুমি ব্রজভূমিকে আত্মময় করিলে। নিজেই বৎস বালকের স্বরূপ ধারণ করিলে। আপনার আনন্দ চারিদিকে বিস্তার করিলে। তুমি আনন্দরূপ, তোমাকে দেখিলেই সকলে আনন্দিত। তোমার আনন্দের কণা মাত্র লইয়া বিষয় সকল লোককে আনন্দিত করে। কিন্তু এই আনন্দের ভাণ ও বিষয়ের অনাত্মতা মিলিয়া লোককে মুগ্ধ করে এবং মিশ্রিত সুখ-দুঃখে মানুষ তোলাপারা হয়। সুখ দুঃখের তারতম্যে মানুষ কখনও

উপরে উঠে, কখনও নীচে যায়, কখনও বা একই স্থানে থাকে। কিন্তু ব্রজে অন্য বিষয় নাই। বিষয়ের মধ্যে কেবল গোধন ও গোপবালক। তুমিই তাহাদের চারণ কর। তাহারা তোমাময়—তোমারই স্বরূপ; এবং তুমিও তাহাদের স্বরূপ ধারণ করিয়াছ। গোপীদের ত কেবল কৃষ্ণানন্দ। ঠাকুর, তুমিই ত ইহা ঘটাইয়াছ। ঘটাইলে, ঘটাইলে। মনে মনে তোমাকে লইয়া, তোমাতে মগ্ন হইয়া গোপবালিকারা সুখ অনুভব করুক্। মনের আগুন মনে থাকুক। কিন্তু ঠাকুর তুমি ত সহজ নও।

কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গদ্বিজকুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রম্।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্॥
১০-২১-২॥

শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও গোপবালকদিগের সহিত গোচারণ করিতে করিতে কুসুমিত বনরাজিস্থিত মদমত্ত ভ্রমরনিকর ও পক্ষিকুল কর্ত্তৃক নাদিত সরিৎ-সরোবর ও পর্ব্বতবিশিষ্ট অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া বেণুনাদ করিলেন।

"চুকূজ বেণুম্"। শ্রীকৃষ্ণ বেণুনাদ করিলেন। বেণু বাজ, বাজ। পাঁচ হাজার বর্ষ হইল তুমি বৃন্দাবনে মধুর নাদ করিতে করিতে গোপীর মন হরণ করিয়াছিলে। তোমার নাদে যাহারা গমনশীল তাহারা স্পন্দন শূন্য হইত এবং স্থাবর তরুলতাদি পুলকে পরিপূর্ণ হইত।

"অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাম্।" ১০-২১-১৯।

তুমি আনন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ, বৃন্দাবনের ধূলিতে ধূলিতে, পত্রে পত্রে, স্থাবরজঙ্গমাদি সকল জীবে বিস্তার করিয়াছিলে। বেণু, তুমি গোলোকের অমৃত মর্ত্ত্যভূমিতে বর্ষণ করিয়াছিলে। তোমার অমৃতবর্ষিণী ধারা প্রবাহিত হইয়া মধুর ভক্তি ভাব এই জগতে প্রকাশিত করিয়াছে। সেই মধুর ভাবে জগৎ মধুর হইয়াছে। কিন্তু এখনও এত কঠোরতা; এখনও এত নির্দ্দয়তা; এখনও এত বিষয়লুব্ধতা! বেণু আবার বাজ।

তখন ঘোর অসুরত্বা-পূর্ণ জনসমাজে তুমি বাজিতে পাও নাই। তাই গোপনে শ্রীবৃন্দাবনে বাজিয়াছিলে। এবার প্রকাশ্যভাবে বাজ। ভক্তের হৃদয়ে হৃদয়ে বাজ। বেণু, মাথা খাও, আবার বাজ। তুমিই যথার্থ যোগমায়া। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ, এ দুইয়ের মধ্যে তুমিই দূতী।

তদ্‌ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্।

কাশ্চিৎপরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্॥ ১০-২১-৩॥

সেই বেণুগীত শ্রবণ করিয়া, কি এক প্রবল ভাব আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। কি যেন কি ভাব। যেন কৃষ্ণকে দেখি, কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করি। যেন সকল ছাড়িয়া তাঁর কাছে যাই। হায়রে! মনুষ্যভাষায় সে দেব ভাব, সে গোলোকের মধুর ভাব, কেমন করিয়া প্রকাশ করিব। যে যা বলে বলুক। মানুষ যদি বুঝিতে পারে বুঝুক্। তাদের ভাষায় তাদিকে বলি। সেই বেণুগীতে স্মরের উদয় হইয়াছিল। ব্রজবালাদিগের এ নূতন ভাব। এ ভাবে তাঁহারা ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিলেন; ধৈর্য্যহারা হইলেন। কি করিবেন? সেই ভাব প্রণোদিত হইয়া পরস্পরে শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন।

তদ্বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্

নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসোনৃপ॥ ১০-২১-৪।

কৃষ্ণের গুণ-বর্ণন করিতে করিতে, কৃষ্ণের গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে করিতে স্মরবেগে গোপবালিকাদিগের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। আর তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না।

হায়রে, যে কৃষ্ণের মুখ-চন্দ্র দেখে নাই, তার চক্ষু বৃথা। সভা মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কি বিচিত্র শোভা। আর এই বেণু কি ভাগ্যবান্! দামোদরের অধর-সুধাপানে যেন ইহার একমাত্র অধিকার! যে বংশে এই বেণুর জন্ম হইয়াছে, সেই বংশ ধন্য। কৃষ্ণপদাঙ্কিত বৃন্দাবন স্বর্গ অপেক্ষা পৃথিবীর

কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে। আহা, গোবিন্দের বেণুরব শ্রবণ করিয়া ময়ূরগণ মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। মৃগগণ স্থিরভাবে সেই রব শ্রবণ করিয়া প্রণয়াবলোকন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেছে। দেবকন্যাগণ পতির অঙ্কেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন এবং তাহাদের মস্তকের কুসুম স্খলিত হইতেছে। বৎসগণ ঐ বেণুরবই পান করিতেছে। স্তন কেবল উপলক্ষণ মাত্র মুখে আছে। আহা! এই বৃন্দাবনের পাখীগুলি যেন সত্য সত্যই মুনি। ইহাদের আর অন্য কর্ম্ম নাই। ইহারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বৃক্ষোপরি নিমীলিত-নেত্রে নিঃশব্দে তাঁহার মধুর বেণুগীত শ্রবণ করিতেছে। নদী সকলও মুকুন্দগীত শ্রবণ করিয়া ঊর্ম্মি-ভুজ দ্বারা কমলের উপহার প্রদান করিতেছে।

এইরূপ নানা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণন করিয়া গোপবালাগণ বিহ্বল হইয়া পড়িল। প্রেমের কীট তাহাদিগকে দংশন করিল। শ্রীকৃষ্ণ, সেই সরলচিত্ত বালিকাগণ ভাল মন্দ কিছুই জানে না, জানে কেবল তোমাকে। তাহাদের লজ্জা তোমার হাতে। তুমি যে নাচে তাহাদিগকে নাচাইবে, সেই নাচেই তাহারা নাচিবে। তাহাদের কোন দোষ নাই। যদি তাহাদিগকে কেহ কলঙ্কিনী বলে, শ্রীকৃষ্ণ, এ দোষ তোমাকেই লাগিবে। যদি শ্রুতিগণ গোপাঙ্গনাদিগকে কটাক্ষ করে, যদি দেবগণ গোপাঙ্গনাদিগের উপর আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে চায়, যদি সংসার আপন সংকীর্ণ নিয়মে সেই অলৌকিক বালিকাগণকে আবদ্ধ করিতে চায়, যদি ভেদের দর্শনে, বিধির শাসনে, সেই ভেদ-রহিত, অবৈধ, সহজ-ভাবাপন্ন—সেই সহজ প্রেমিকাদিগকে কেহ দেখিতে চায়, শ্রীকৃষ্ণ, তুমিই তাহার জন্য দায়ী। হে নটবর! তুমি এ সকলের বিধান কর।

বৃন্দাবনে শরৎকাল আসিল। আর গোপীদিগের এই প্রেমভাব উদ্দীপিত হইল। অন্য শরতে এই প্রেমের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। অন্য

শরতে দেবের দুর্ল্লভ, অভাবনীয় পবিত্র রাসলীলা সম্পাদিত হইবে। এই শরতের পর হেমন্ত আসিবে। সেই হেমন্তে গোপবালাদিগের কাত্যায়নী ব্রত পূর্ণ হইবে। আবার গ্রীষ্ম আসিবে। আবার বর্ষা আসিবে। তাহার পর সেই চিরপ্রসিদ্ধ শারদোৎফুল্ল মল্লিকা রাত্রি আসিবে। মধুর হইতে মধুর, গভীর হইতে গভীর, গূঢ় হইতে গূঢ়, এই গোপী-সম্মিলন-লীলা, যাঁহারা নির্ম্মল চিত্তে আস্বাদন করিবেন, তাঁহারা ভক্তির পরম ভাব জানিতে পারিবেন।

বস্ত্রহরণ।

সেই নূতন ভাবের ছট্‌ফটিতে, গোপবালাগণ কাত্যায়নী ব্রত আরম্ভ করিলেন। কাত্যায়নীর অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তাঁহাদের কামনা পূর্ণ হইবার নহে।

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরু র্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্॥

১০-২২-১

হেমন্ত কালে অগ্রহায়ণ মাসে নন্দব্রজের কুমারীগণ হবিষ্যান্ন করিয়া কাত্যায়নী ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন।

আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেঽরুণে।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবী মানর্চু র্নৃপ সৈকতীম্॥ ১০-২২-২

কালিন্দীর জলে স্নান করিয়া অরুণোদয়কালে তাঁহারা কাত্যায়নীর বালুময় প্রতিমা রচনা করিয়া পূজা করিতেন।

গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভি র্বলিভি র্ধূপদীপকৈঃ।
উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ॥ ১০-২২-৩

গন্ধ মাল্যাদি নানা উপহার দিয়া তাঁহারা এইরূপে পূজা করিতেন।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।

নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! হে দেবি! নন্দ গোপের পুত্রকে আমার পতি কর। তোমাকে নমস্কার।

ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ॥ ১০-২২-৪

এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই কুমারীগণ পূজা করিতেন।

এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ।

ভদ্রকালীং সমানর্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ॥ ১০-২২ ৫

এইরূপে কৃষ্ণময়চিত্ত হইয়া কুমারীগণ একমাস যাবৎ ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন এবং ভগবতী ভদ্রকালীর সমীপে নিত্য এই প্রার্থনা করিতেন যে নন্দসুত আমার পতি হউন।

ব্রজবালাগণ এখনও কুমারী। কৃষ্ণ ভিন্ন তাঁহারা আর কিছু জানেন না। তাঁহারা কৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ করিতে চাহেন। সাংসারিক নিয়ম অনুসারে, ভেদের শাস্ত্র অনুসারে, বেদের বিধি অনুসারে, ইহাতে কোন দোষ নাই। এরূপ কামনা জুগুপ্সিত নহে। কুমারীর কি পতি নির্ব্বাচনে অধিকার নাই?

এই কামনা পূর্ণ করিতে গেলে বৈধধর্ম্মের অপলাপ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহারিক জগতে ক্ষত্রিয়। তিনি বিধিমত ক্ষত্রিয়া রমণীর পাণি গ্রহণ করিতে পারেন। এবং যদিও বৈশ্যার পাণিগ্রহণ একবারে অবৈধ ছিল না, তথাপি নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু গোপবালাগণ ভেদের নিয়মে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁহাদের বৈবাহিক সংস্কার উপলক্ষণ মাত্র। সংসার তাঁহাদের জীর্ণ বাস। সংসার তাঁহারা মনে মনে ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিষয়ের গন্ধ তাঁহাদের হৃদয়ে ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ

কাম নহে, প্রেম। সে অনুরাগ সহজ অনুরাগ। আত্মার প্রতি যেমন সকলের সহজ অনুরাগ হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আত্ম-স্থানীয়; তাঁহার প্রতি তাঁহাদের সহজ অনুরাগ। ইহাতে আবার বিবাহ কি? ইহাতে আবার ভেদমূলক সংস্কার কি? ইহাতে আবার সামাজিক সম্বন্ধ কি?

আমাদের সামাজিক সম্বন্ধ ভেদমূলক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র, দেবতা, মনুষ্য ইত্যাদি ভেদ সকল দ্বারা ভেদের প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। সেই ভেদমূলক শাস্ত্র লইয়া আমরা বলি, এইটি পাপ ও এইটি পুণ্য। এইটি ধর্ম্ম, এইটি অধর্ম্ম।

মায়া কর্ত্তৃক ভেদ রচিত হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলে বৈকুণ্ঠের নীচে এই মায়ার অধিকার। মায়ার জালে আমরা সকলে বেষ্টিত আছি। যেমন জলের মধ্যে যে জন্তু থাকে, তাহার জলানুযায়ী প্রকৃতি হয়, এবং জলের বাহিরে আসিলেই সে অপ্রকৃতিস্থ হয়, সেইরূপ মায়ার মধ্যে বাস করিয়া আমাদের প্রকৃতি, ব্যবহার ও চেষ্টা মায়ার অনুগামী হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

কেবল মাত্র ভগবানকে আশ্রয় করিলে সেই মায়া অতিক্রম করিতে পারা যায়।

রজোগুণ ও তমোগুণপ্রধান মায়ার সীমা অতিক্রম করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে পারা যায়। সেই বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধদেশকে গোলোক বলে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের যে সম্বন্ধ, সে গোলোকগত সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধে মায়ার অধিকার নাই। ভেদের স্পর্শ নাই। রজোগুণ ও তমোগুণের সেবা নাই। সে সম্বন্ধ শুদ্ধ সত্ত্ব ময়। শুদ্ধ সত্ত্বময়ী দেবী, যিনি বৈকুণ্ঠে ও গোলোকে মায়ার স্থান অধিকার করিয়াছেন—তাঁহার নাম মহামায়া,

যোগমায়া, কাত্যায়নী। তাঁহারই প্রসাদে জীব ঈশ্বরকে পাইতে পারে। তাঁহার কৃপাব্যতিরেকে কেহ বৈকুণ্ঠে কি গোলোকে যাইতে পারে না। তিনিই যখন মায়ার অধিকার নষ্ট করিয়া আপন অধিকার বিস্তার করেন, তখনই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের যে সম্বন্ধ তাহার ঘটক তিনি। সে সম্বন্ধের যে বিধি নিষেধ, তাহা কেবল ভগবতীই জানেন। বেদের বিধাতা তাহার কিছুই জানেন না। যেমন জলজীবের পক্ষে স্থলজীবের কথা বলা অনধিকার চর্চ্চা, তেমনি যাহারা মায়ায় ডুবিয়া আছে তাহাদের পক্ষে পূর্ণমাসী ভগবতীর অপার্থিব নিয়মের সমালোচনা, ধৃষ্টতা মাত্র।

আমাদের মায়ার জগতে বৃন্দাবন লীলা সংঘটিত হয় নাই। মহামায়ার জগতে—যোগমায়ার জগতে—গোলোকধাম বৃন্দাবনে—এক অপার্থিব অভিনয় হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা মায়ার সীমা অতিক্রম করিতে চাহেন, যাঁহারা ভগবানকে আশ্রয় করিতে চাহেন, তাঁহারাই কেবল যোগমায়ার অভিনয় দর্শন করিবার যোগ্য।

যে পাঠক মায়ার চক্ষুতে মহামায়ার অভিনয় দেখিতে চাহেন, তাঁহার সহিত এই স্থান হইতে বিদায়।

গোপের কুমারীগণ একমাস যাবৎ কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিলেন।

> উষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ।
> কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যাঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহম্ ॥ ১০-২২-৬

ঊষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া পরস্পরের বাহু ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণের গান করিতে করিতে তাঁহারা প্রত্যহ কালিন্দীর জলে স্নান করিতে যাইতেন। ইহাতে কোন লুকাচুরি ছিল না। তাঁহারা যাহা করিতেন, প্রকাশ্যভাবে করিতেন। পরস্পর পরস্পরের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন। সকলেই কৃষ্ণাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। কিন্তু কেহ কাহারও ঈর্ষা কি দ্বেষ করি-

তেন না। গোপবালাদিগের দেহ ভিন্ন ; মন কিন্তু এক। সেই মন কেবল কৃষ্ণের অঙ্কে অঙ্কিত ; সে মনে অন্য বিষয়ের স্থান নাই।

নদ্যাং কদাচিদাগত্য তীরে নিক্ষিপ্য পূর্ব্ববৎ।
বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহ্রুঃ সলিলে মুদা॥ ১০-২২-৭

একদিন ব্রজের কুমারীগণ তীরে বস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণের গান করিতে করিতে প্রতিদিনের ন্যায় জলে প্রবেশ করিলেন।

ভগবাং স্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
বয়স্যৈরাবৃতস্তত্র গতস্তৎকর্ম্মসিদ্ধয়ে॥ ১০-২২-৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (যিনি যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর), কুমারীদিগের কর্ম্মসিদ্ধির জন্য বয়স্যদিগের সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ ; তাই কুমারীগণের মনোরথ সিদ্ধির জন্য তাঁহার অধিকার। তিনি যোগেশ্বরেশ্বর ; তাই মনোরথ পূরণে তাঁহার ক্ষমতা। এককালে সকল বালিকার অভিলাষ পূর্ণ করা মনুষ্যের কর্ম্ম নহে। তিনি এক এক করিয়া গোপীদিগের সহিত মিলিত হন নাই। তিনি রাসমণ্ডলে একত্র সকল গোপীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি মায়ার ক্ষেত্রে গোপীদিগের সহিত মিলিত হন নাই। মহামায়ার ক্ষেত্রে তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। যেমন আমরা এই পার্থিব লোকে থাকিয়া দেবতা কিংবা প্রেত নিকটে থাকিলেও দেখিতে পাই না, যেমন ভুবর্লোকাদি ভূর্লোকস্থ জীবের পক্ষে অদৃশ্য ; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ মহামায়ার ক্ষেত্রে যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া যাহা কিছু করিতেন তাহা মায়িক জীব দেখিতে পাইত না। তাই গোপীদিগের পতি, পুত্র, পিতা জানিতেন না—শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের কিরূপ সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ "যোগেশ্বরেশ্বর" হইয়াই গোপীদের সহিত মিলিত হইতেন। ভগবান হইয়া তাঁহাদের প্রেমের প্রতিদান করিতেন। মনুষ্য হইয়া নহে। মনুষ্য লোকে নহে। মায়িক লোকে নহে।

তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ।
হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাস মুবাচ হ ॥ ১০-২২-৯

শ্রীকৃষ্ণ সেই বালিকাদিগের বস্ত্র লইয়া সত্বর কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। বালক সকল হাসিতে লাগিল। তিনিও হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—

অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্।
সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম্ম যদ্যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ ॥ ১০-২২-১০

'হে অবলাগণ,এইস্থানে আসিয়া আপন আপন বস্ত্র গ্রহণ কর। তোমরা ব্রতশ্রান্ত। আমি তোমাদের সহিত পরিহাস করিতেছি না। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি।'

বাস্তবিক ইহা পরিহাস বাক্য নহে; অত্যন্ত গুরুতর বাক্য। এই বাক্যের উপর গোপীদিগের ভগবানের সহিত ভাবী সম্বন্ধ নির্ভর করিতেছে। গোপকুমারীরা শ্রীকৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে আপনাদিগকে সমর্পণ করিতে চাহেন, শ্রীকৃষ্ণ কি সেই ভাবে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবেন? তাঁহার কি ইহা বলিবার অধিকার নাই যে তোমরা যদি আমাকে পতি ভাবিতে চাহ, যদি আমি তোমাদের জীবনের সর্ব্বস্বধন হই, তাহা হইলে তোমরা মায়ার জগতে, কি মহামায়ার জগতে? তোমাদের যদি ভেদ জ্ঞান থাকে, যদি আমি তুমি ভেদ থাকে, তবে তোমরা বৈধধর্ম্ম অনুসরণ কর। যদি তোমরা মায়ার সীমা অতিক্রম করিয়া থাক, তবেই আত্মজন বলিয়া নিজের পতি বলিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিতে পারিবে। অবশ্য, বালিকার বস্ত্রহরণ করিতে আমার কোন অধিকার নাই। আমিই ধর্ম্মের কর্ত্তা; আমাকে ধর্ম্মের সংকার করিতে হইবে। কিন্তু মানব ধর্ম্মের উপরে ভাগবত ধর্ম্ম। তোমরা সেই ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে চাহ। তোমরা আমাকে আশ্রয় করিতে চাহ। এই জন্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা

করিতে আমার অধিকার। ভেদমূলক বৈধ ধর্ম্ম দ্বারা নিত্য পতি ভাবে আমাকে পাইতে পার না। যদি আমার জন্য অবলীলাক্রমে সেই ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে তোমরা প্রস্তুত থাক, তবে এস এই খানে আসিয়া তোমাদের বস্ত্র গ্রহণ কর।

ন ময়োদিতপূর্ব্বং বা অনৃতং তদিমে বিদুঃ।

একৈকশঃ প্রতীচ্ছধ্বং সহৈবোত সুমধ্যমাঃ॥ ১০-২২-১১

'আমি কথনও মিথ্যা কথা বলি না। তাহা এই বালক সকল জানে। তোমরা একে একে কিংবা একত্র আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর।'

তস্য তৎ ক্ষ্বেলিতং দৃষ্টা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ॥

ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ॥ ১০-২২-১২

গোপীগণ প্রেমে নিমগ্ন হইলেন। তবে পরস্পরকে দেখিয়া লজ্জা পাইতে লাগিলেন। এবং সেই জন্যই শ্রবণ মাত্র শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অঙ্গীকার করিতে পারিলেন না। এ লজ্জা স্বতঃসিদ্ধ। নারীর জাতিধর্ম্ম। যদি রমণী লজ্জা ত্যাগ করে তবে তাহার রমণীত্ব ত্যাগ করা হইল। শ্রীকৃষ্ণের বিষম পরাক্ষাতে তাহাই করিতে হইবে। গোপীরা কেবল মাত্র মৃদুভাবে অর্দ্ধ অনুযোগ করিলেন।

এবং ব্রুবতি গোবিন্দে নর্ম্মণা ক্ষিপ্তচেতসঃ।

আকণ্ঠমগ্নাঃ শীতোদে বেপমানাস্তমব্রুবন্॥ ১০-২২-১৩

'গোবিন্দ এইরূপ বলিলে, যমুনার শীতল জলে আকণ্ঠমগ্ন গোপীগণ লজ্জা বিক্ষিপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন।'

মাহনয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বাস্ত নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।

জানীমোহঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ॥ ১০-২২-১৪

'হে অঙ্গ,অন্যায় করিও না। আমরা তোমাকে প্রিয় বলিয়া জানি। তুমি ব্রজের শ্লাঘ্য, নন্দের পুত্র। আমরা শীতে কাঁপিতেছি। আমাদের বস্ত্র দাও।'

শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্।
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবামহে ॥ ১০-২২-১৫

'হে শ্যামসুন্দর! আমরা তোমার দাসী। তুমি যাহা বলিবে আমরা তাহাই করিব। হে ধর্ম্মজ্ঞ আমাদের বস্ত্র দাও; নতুবা আমরা রাজাকে বলিয়া দিব।'

ভগবান্ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, আমাকে পাইবার অন্য উপায় নাই।

ভবত্যো যদিমে দাস্যো ময়োক্তং বা করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছন্তু শুচিস্মিতাঃ॥ ১০-২২-১৬

'যদি আপনারা আমার দাসী, যদি আমি যাহা বলিব তাহাই করিবেন, তাহা হইলে এই স্থানে আসিয়া আপন আপন বস্ত্র গ্রহণ করুন।'

অমনি সকল অনুযোগ ভাসিয়া গেল। সংসার বহিয়া গেল। ভেদের ধর্ম্ম সহস্র হস্ত দূরে পড়িয়া থাকিল। বেদ ও কাম বৃন্দাবন হইতে অন্তর্হিত হইল। বিধিনিষেধের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। বৃন্দাবন গোলোকধাম হইল। আজ বৃন্দাবনে নূতন ধর্ম্মের অঙ্কুর হইল। যাহাদের ভেদ জ্ঞান নাই, যাহাদের সর্ব্বভূতে সমান দয়া, যাহাদের করুণায় জগৎ ভাসিয়া যায়, যাহারা আত্মপর জানে না, যাহারা সর্ব্বভূতকে আত্মময় দেখে এবং আপনাকে সকল ভূতে অবস্থিত দেখে—যাহারা বিধি নিষেধের অপেক্ষা রাখে না—বৈধ ধর্ম্ম যাহাদিগের নিকট বালকের খেলা—সেই মহাত্মাদিগের এই ধর্ম্মে অধিকার। যাহাদের দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে, যাহাদের অনাত্মবস্তুতে আস্থা থাকে, তাহাদের জন্য এ ধর্ম্ম নহে।

গোপবালিকাগণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে যমুনার জল হইতে নির্গত হইলেন এবং হস্ত দ্বারা কথঞ্চিৎ লজ্জা রক্ষা করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কঠোর পণ। তাঁহার পরীক্ষার তিলমাত্র ব্যতিক্রম তিনি হইতে দিবেন

না। এবং সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলেও তিনি গোপবালিকাদিগকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিবেন না।

যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনম্।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্ন্যপনুত্তয়েহংহসঃ কৃত্বা নমোহধো বসনং প্রগৃহ্যতাম॥
১০-২২-১৯

'তোমরা ব্রত ধারণ করিয়া জলে অবগাহন করিয়াছ। এরূপ অবস্থায় বিবস্ত্রা হওয়াতে দেবতার অবহেলনা করা হইয়াছে। অতএব, তোমরা পাপের নিবৃত্তি জন্য মস্তকের উপরি অঞ্জলি বদ্ধ পূর্ব্বক অধোভাবে নমস্কার করিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর।' হায়রে, আর লজ্জা রক্ষা হয় না। কিন্তু সত্য সত্য ব্রত ভঙ্গের আশঙ্কা আছে। ব্রত ভঙ্গ হইলে শ্রীকৃষ্ণ পতি হইবেন না। বিচারের অবসর নাই। ভাবিবার প্রয়োজন নাই।

ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্।
তৎ পূর্ত্তিকামাস্তদশেষকর্ম্মণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্‌যতঃ॥
১০-২২-২০

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে পর ব্রজবালাগণ মনে করিলেন বিবস্ত্র হইয়া অবগাহন করাতে সত্য সত্যই ব্রতভঙ্গ হইয়াছে। তখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত জন্য সাক্ষাৎ ব্রতের ফল স্বরূপ, সকল পাপের নাশক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন।

ধন্য ব্রজাঙ্গনাগণ, তোমাদের মহিমা বেদের বিধাতা জানেন না, অন্যে কি জানিবে। আজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের নিকট পরাজিত হইলেন। এবং সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণ রাস লীলায় বলিয়াছিলেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যামাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥
১০-৩২-২২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপবালিকাদিগকে অবনত মস্তক দেখিয়া করুণচিত্তে তাহাদের বস্ত্র ফিরাইয়া দিলেন।

শুকদেব বলিতেছেন,

দৃঢ়ং প্রলব্ধা স্ত্রপয়াব হাপিতাঃ প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ।
বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং তানাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ॥

১০-২২-২২

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিলেন, তাঁহাদিগকে লজ্জা ত্যাগ করাইলেন, তাঁহাদিগকে পরিহাস করিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া যেন খেলনার মত করিতে লাগিলেন—তথাপি সেই গোপবালিকারা তাঁহার কিছু মাত্র দোষ দর্শন করিলেন না। যথার্থ প্রেমের এই স্বভাব।

পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ।
গৃহীতচিত্তা নো চেলু স্তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ॥ ১০-২২-২৩

তাঁহারা বস্ত্র পরিধান করিলেন। কিন্তু প্রিয়তমের সঙ্গম দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত একবারে অবশ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের আর চলিবার শক্তি থাকিল না। কেবল এক এক বার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া।
ধৃতব্রতানাং সঙ্কল্পমাহ দামোদরোঽবলাঃ॥ ১০-২২-২৪

ভগবান্ জানেন যে কুমারীগণের ব্রত ধারণ করা কেবল তাঁহার পাদ স্পর্শের জন্য। তাঁহাদের এই সঙ্কল্প বিদিত হইয়া দামোদর শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥ ১০-২২-২৫

হে সাধ্বীগণ, তোমাদের সঙ্কল্প আমার অর্চ্চনা করা। আমি সেই

সঙ্কল্পের অনুমোদন করিলাম। তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ! এ প্রতিজ্ঞা কেন করিলে? কাম দ্বারা যদি গোপীরা তোমাকে পায় তাহা হইলে লোকে গোপীদিগকে কামাতুরা বলিবে। গোপীদের তোমার প্রতি বৃত্তি কি কাম?

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।

ভর্জ্জিতা ক্বথিতাধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥ ১০-২২-২৬

আমার প্রতি চিত্ত আবিষ্ট হইলে, যে আসক্তি জন্মে তাহা কাম নহে। কামের স্বভাব ভোগদ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর আমার প্রতি আসক্তি জন্মিলে কামের নাশ হয়। আমাতে অর্পিত কাম, কাম নহে, প্রেম। ধান ভাজিয়া কিংবা সিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকায় রোপণ করিলে অঙ্কুর জন্মে না। যেমন তাপ স্পর্শে বীজের বীজত্ব থাকে না, তেমনি আমাকে স্পর্শ করিলে কামের কামত্ব থাকে না।

গোপবালিকারা কি জানিতেন না শ্রীকৃষ্ণ কে? বৃন্দাবনে এত লীলা কি বৃথা সম্পাদিত হইয়াছে? গর্গ যে নন্দকে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা কি ব্রজে নিষ্ফল হইয়াছে? সামান্য মানব জ্ঞানে ব্রজ বালিকারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিতেন না।

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।

যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥ ১০-২২-২৭

হে অবলাগণ, তোমরা ব্রজে প্রত্যাগমন কর। যে কামনা করিয়া তোমরা ভগবতী কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছ তাহা তোমাদের সিদ্ধ হইল। আমি কোন রাত্রিতে তোমাদের সহিত মিলিত হইব।

সেই রাত্রি রাসের রাত্রি। কুমারীগণ আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল বটে; কিন্তু অলৌকিক ভার ভগবানের স্কন্ধে পড়িল। ভক্তের জন্য ভগবান্ কি না করেন! তিনি আজ গোপাঙ্গনাগণের লোক-

বিরুদ্ধ বেদ-বিরুদ্ধ কামনা পূর্ণ করিতে তৎপর হইলেন। অথচ লোকের ও বেদের বিরুদ্ধাচরণ তিনি কখনই করিতে পারেন না। এ সমস্যার পূরণ কেবল ভগবানই করিতে পারেন এবং তিনিই করিয়াছিলেন।

নিদাঘ ও ঋষিপত্নী।

দেখিলাম বেদের অর্থ না জানিয়া, বৈদিক সংস্কারবিহীন হইয়া, মীমাংসাদি শাস্ত্র না পড়িয়া, কেবল মাত্র একান্ত ভক্তি অবলম্বন করিয়া গোপ রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাদের আর "আমিত্ব" থাকিল না। ত্বংরূপী গোপীগণ অবলীলা ক্রমে বেদধর্ম্ম কর্ম্ম রূপ লজ্জা বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ তৎ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহারা হেলায় বলিলেন "তত্ত্বমসি"।

দেখি, যাঁহারা পণ্ডিতাভিমানী, যাঁহারা "বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ" তাঁহারা কি করেন। দেখি, তাঁহাদের জ্ঞানের কতদূর দৌড়, দেখি তাঁহাদের কর্ম্মের গতি কতদূর।

একদা নিদাঘ কালে রামকৃষ্ণ গোপবালকদিগের সহিত গোচারণ করিতেছিলেন। গোপবালকেরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে আহারের জন্য জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বেদবাদী ব্রাহ্মণসকল স্বর্গ কামনায় যজ্ঞ করিতেছে, তাঁহাদের নিকট আমার ও আর্য্যপাদের নাম লইয়া অন্ন যাচ্ঞা কর। গোপবালকেরা তাহাই করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মের ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া অদেশ কালে অন্ন দিবেন না, সেই জন্য তাঁহারা বালকদিগের কথায় কাণ দিলেন না। যাঁহাকে লইয়া বেদ, যাঁহাকে লইয়া ধর্ম্ম, যিনি স্বয়ং যজ্ঞরূপ ও যজ্ঞের গতি, ভেদদৃষ্টিময় সকাম বৈদিক ব্রাহ্মণ তাহাকে উপেক্ষা করিলেন।

বেদবৃদ্ধ কর্ম্মাভিমানী ব্রাহ্মণদিগকে দূরে হইতে নমস্কার করি। তাঁহাদের অপেক্ষায় সরলচিত্ত নির্ম্মল গোপীগণ শত সহস্রবার আমার গুরু।

যাও বয়স্তগণ, ঋষিপত্নীদের নিকট। তাঁহারা তোমাদিগকে অন্ন দিবেন, ঋষিপত্নীরা অনেক দিন হইতে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতেন। তাঁহাদের চিত্ত কর্ম্মের বহুলতায় ও নানাত্বে পূর্ণ ছিল না। তাঁহাদের জ্ঞানাভিমান ও কর্ম্মাভিমান ছিল না। তাই তাঁহাদের চিত্তে ভক্তির স্থান ছিল। যাহার চিত্তে "কিন্তু" না থাকিত, তাহারই চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ সহজে আকৃষ্ট হইতেন। এইত তাঁহার অবতারের প্রয়োজন। যাহারা জোর পূর্ব্বক, হঠদ্বারা তাঁহার প্রতি বিমুখ হইত, কেবল তাহাদেরই চিত্ত তিনি হরণ করিতে পারিতেন না, কিংবা করিতেন না। এমন দয়ার অবতার আর কে হবে। "এই যে আমি" বলিয়া কে জীবের হৃদয়ে হৃদয়ে উচ্চনাদ করিবে—কে জীবের সকল সন্তাপ দূর করিবার জন্য এমন মধুর ভঙ্গিমা করিবে—কে মধুর হইতে এমন মধুর হইয়া জগতে মধুরতা বিস্তার করিবে।

শ্রুত্বাচ্যুত মুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ॥ ১০-২৩-১৮

ঋষিপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে শুনিতে ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে নিত্য এই হইত যে কবে তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আজ শ্রীকৃষ্ণ নিকটবর্ত্তী শুনিয়া তাঁহাদের অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিল।

চতুর্ব্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ।
অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ॥ ১০-২৩-১৯

তাঁহারা নানাবিধ অন্ন লইয়া মনের আবেগে সমুদ্র দর্শনে তরঙ্গিণীর ন্যায় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন।

নিষিধ্যমানাঃ পতিভির্ভ্রাতৃভি র্বন্ধুভিঃ সুতৈঃ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ॥ ১০-২৩-২০

পতি, পুত্র, ভ্রাতৃ, বন্ধু সকলেই নিষেধ করিতে লাগিল। কিন্তু অনেক দিন হইতে ভগবান্ উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার প্রতি তাঁহাদের এত প্রবল অনুরাগ জন্মিয়াছিল, যে তাঁহারা কোন বাধা মানিলেন না। নদী সকল সমুদ্রের নিকট গমন করিতে সকল বাধাই উল্লঙ্ঘন করে।

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনট বেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্ত হস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্"—

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রকে তাঁহারা দর্শন করিলেন। দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা সেইরূপে গভীর নিমগ্ন হইলেন এবং সেই রূপসুধা মনের সুখে পান করিতে করিতে সকল তাপ দূর করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণত সর্ব্ব ঘটেই আছেন। তিনিত সকলের হৃদয়েই বিরাজমান। কিন্তু তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রবল লালসা কার আছে? তাঁহার রূপসুধা পান করিবার জন্য চকোরের ন্যায় কে লালায়িত? কে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নিম্নগামিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় তাঁহার রূপ সমুদ্রের অভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত। চাতকের তীব্র পিপাসারই পরিতৃপ্তি। পিপাসানিবৃত্তির পরম আনন্দে চাতক বহির্জগৎ ভুলিয়া যায়। ঋষিপত্নীগণ পরম আনন্দে জগৎ ভুলিয়া গেলেন। সুষুপ্তি অভিমানী প্রাজ্ঞের ন্যায় তাঁহারা কৃষ্ণরূপ আত্মায় সমাধিস্থ হইলেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অখিলহৃদয়দ্রষ্টা। যদিও ঋষিপত্নীগণ সেই মুহূর্ত্তে "ত্যক্তসর্ব্বাশাঃ" তথাপি তাঁহাদের বন্ধন একবারে প্রচ্ছিন্ন হয় নাই। এখনও তাঁহারা মায়ার অধিকার ভুক্ত। এখনও তাঁহাদের মনে পতি পুত্র সুহৃদের স্থান আছে। এখনও তাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণ নয়। এখনও তাঁহারা গোপীদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণময় নহেন।

তাই শ্রীকৃষ্ণের পরীক্ষা। তাই তাঁহার নীতিশিক্ষা। তাই ভেদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার ভেদধর্ম্ম প্রণোদন।

স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্।
যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ॥ ১০-২৩-২৫-

হে মহাভাগগণ, আপনাদের শুভাগমন হউক। আপনারা উপবেশন করুন্। আমি আপনাদের কি করিতে পারি বলুন্। আপনারা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আমার দর্শন ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছেন, তাহা এখন সম্পন্ন হইল। আর এরূপ ইচ্ছা সঙ্গতও বটে।

নন্বদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শনাঃ।
অহেতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা॥ ১০-২৩-২৬

যাঁহারা কুশল, যাঁহারা যথার্থ স্বার্থদর্শী তাঁহারা আমার প্রতি সাক্ষাৎ অহেতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন। কারণ আমি সকলের আত্মা এই জন্য সকলের প্রিয়।

স্ত্রীসম্ভাষণ কালে, শ্রীকৃষ্ণ নিয়ত পরমাত্ম ভাব ধারণ করিতেন। তিনি প্রকৃতির দর্শন মাত্র করিতেন না। তিনি রমণীকে রমণী বলিয়া জানিতেন না, রমণী দেখিলেই তিনি তাহার জীবাত্মত্ব গ্রহণ করিতেন। এবং নিজে পরমাত্মভাব ধারণ করিতেন। এই জন্যই তিনি মহাযোগেশ্বরেশ্বর। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন নিত্য ও নিত্য সুখাবহ। তাঁহারা অন্যোন্য প্রিয়। এই মিলনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অধিকার। কিন্তু এই মিলনে যে টুকু প্রাকৃতিক অংশ, সে টুকু যোগমায়া ঘটিত। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। নতুবা তিনি মনুষ্যের সহিত কিরূপে মিলিত হইবেন। কোথায় ভগবান! আর কোথায় উপাধি জড়িত পরিচ্ছিন্ন মনুষ্য তাঁহার নিজদেহ তাঁহার নিজ মায়া রচিত। তাঁহার দৃষ্টিতে মনুষ্যের দেহ ও প্রাকৃতিক ব্যাপার সকলই মিথ্যা। তিনি ব্যব-

হারিক সত্তার কি জানেন ? কেন তাঁহাকে লম্পট বল ? কেন তাঁহাকে পারদারিক বল। তিনি ভেদের জগতে কোন রমণীর সহিত মিলিত হন নাই। যতক্ষণ ভেদের লেশ মাত্র থাকিত, ততক্ষণ পরমাত্মা যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া জীবাত্মার সহিত মিলিত হইতেন না।

প্রাণবুদ্ধিমনঃ স্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোন্বপরঃ প্রিয়ঃ॥ ১০-২৩-২৭

আত্মার সম্পর্কেই প্রাণ, বুদ্ধি, মন, জাতি, দেহ, দার, অপত্য ও ধনাদি প্রিয়। সেই আত্মা অপেক্ষা আর কি প্রিয় হইতে পারে।

ঋষিপত্নীগণ, যদি আমার নিকট আসিয়াছ, আত্মবুদ্ধিতেই আমাকে দেখ আত্মবুদ্ধিতে আমাকে দর্শন করিয়া তোমরা ফিরিয়া যাও।

তদ্‌যাত দেবযজনং পতয়োবো দ্বিজাতয়ঃ।
স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভির্গৃহমেধিনঃ॥ ১০-২৩-২৮

এখন তোমরা দেবযজ্ঞ স্থানে প্রতিগমন কর। তোমাদের পতিগণ গৃহমেধী ব্রাহ্মণ। তাঁহারা সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিবেন।

গোপবালিকাগণ এরূপ কথা শুনিলে, তাঁহাদের মাথায় বাজ পড়িত। তাঁহাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইত। ঋষিপত্নীগণেরও কষ্ট হইল। কিন্তু তাহারা বলিতে লাগিলেন।

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলম্।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসিদামপদাবসৃষ্টং
কেশৈর্নিবোঢ়ুমতিলঙ্ঘ্য সমস্তবন্ধূন্॥ ১০-২৩-২৯
গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতৌ বা
ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাদ্ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো
নান্যা ভবেদ্গতিররিন্দম তদ্বিধেহি॥ ১০-২৩-৩০

হে বিভূ আপনি এরূপ নৃশংস বাক্য বলিবেন না। বেদের বাক্য সত্য করুন। আমরা সমস্ত বন্ধুবর্গকে উল্লঙ্ঘন করিয়া দাসী হইবার নিমিত্ত আপনার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছি। "ন স পুনরাবর্ত্ততে" এত আপনারই বাক্য। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" এত আপনারই প্রতিজ্ঞা। এখন যদি আমরা গৃহে গমন করি, তাহা হইলে আমাদের মাতা, পিতা, পতি, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, সুহৃৎ কেহই আমাদিগকে গ্রহণ করিবে না। আমরা আপনার পদাগ্রে পতিত। আমাদের স্বর্গাদি না হউক ; আমরা তাহা প্রার্থনাও করি না ; আপনার দাসীবৃত্তিই এখন আমাদের একমাত্র গতি। এখন সেই গতি আমাদের বিধান করুন।

ভগবান্ বলিলেন, যে ভয়ে তোমরা কাতর, সে ভয় নিবারণ ত সহজ কথা এই জন্যইত যোগমায়া আমার সহকারিণী। পতি, পুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বান্ধবগণ, আদরের সহিত তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। আমার এই আজ্ঞা সকল লোক প্রতিপালন করিবে ; ঐ দেখ, দেবতারাও তোমাদের কার্য্যের অনুমোদন করিতেছেন। কিন্তু আর একটি কথা যাহা বলিলে সেইটি গুরুতর। তোমরা আমার দাসী হইয়া আমার নিকট থাকিতে চাহ। ভাবে বুঝিলাম, তোমরা আমার অঙ্গসঙ্গের প্রার্থী। অঙ্গসঙ্গে কে কোথায় সুখপায় ? ভালবাসা মনের কায। মনের মিলনই মিলন। শরীরের সম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী, মায়িক। বাস্তবিক তাহাতে সুখ নাই। আর শারীরিক ব্যাপারে অনুরাগেরও বৃদ্ধি হয় না। তোমাদের মন আমাছাড়া করিওনা। মনে মনে সর্ব্বদা আমাকে ভাবনা করিবে। মনোমধ্যে আমার মূর্ত্তি নিয়ত ধ্যান করিবে। তবে অচিরাৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।

তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ ॥ ১০-২৩-৩২

ভগবান্ জানিতেন, ঋষিপত্নীদের ভেদজ্ঞান এখনও একবারে তিরো-

হিত হয় নাই। তাঁহাদের আমিত্ব এখনও রহিয়াছে। যদিও তাঁহারা পরম ভক্ত, যদিও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জন্য সকল ত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি এখনও তাঁহাদের লজ্জা ভয় আছে, তাঁহাদের শরীরসম্বন্ধে অধ্যাস আছে, এখনও তাঁহাদের সহিত দৈহিক মিলনে, কামের আভাস থাকিবে, দ্বৈতের ছায়া থাকিবে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে প্রকৃতির ভেদময়ী লীলা ব্যবধান করিবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ তন্ময়তার উপদেশ দিলেন। এজন্মে তন্ময়তার শিক্ষা লাভ করিলে পরজন্মে শ্রীকৃষ্ণলাভ সুলভ হইবে।

ঋষিপত্নীরা ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করিলেন। এবং প্রারব্ধ অনুযায়ী দেহ ধারণ করিয়া হৃদয়ে নিত্য ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের প্রারব্ধ অবসন্নপ্রায়। তাঁহার স্বামী সত্রপারণের জন্য যেমন তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন, অমনি তিনি হৃদয়মধ্যে ভগবান্‌কে আলিঙ্গন করিয়া কর্ম্মানুবন্ধন দেহ ত্যাগ করিলেন।

তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্ম্মানুবন্ধনম্॥ ১৯-২৩-৩৪

ব্রজগোপীদিগের সহিত মিলিত হইবার এই পূর্ব্বলীলা। "যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ" এই কথা শুনিয়া গোপবালাগণ নিশ্চিত হইয়া গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া অবধি স্থির নহেন। গোপিকাগণ ত পরীক্ষার অবধি দিল। তাহারা লোকলজ্জা ভয় সকলই আমার জন্য বিসর্জ্জন দিল। আমি কিরূপে লোকলাজ ভয় হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করি। তাহাদের ধর্ম্ম কেবল আমি। আমি ত্রিজগৎকে কিরূপে সেই ধর্ম্ম জানাইয়া তাহাদের কলঙ্ক নাশ করি। এই ত্রিজগতের মধ্যে তাহাদের নিগূঢ় ধর্ম্ম আমি কিরূপে প্রকট করি। দেবগণ ও ঋষিগণ এ ধর্ম্মের কিছুই জানেন না। তাঁহারাই মানব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও পালক। যদি তাঁহাদের মতিভ্রম হয়, তাহা হইলে ত্রিলোকবাসী সকলে

মোহ-বিচলিত হইবে; এ ধর্ম্মের রক্ষা আমাকেই করিতে হইবে। আমিই গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা।

ভগবান্ আজ গোপীদের জন্য স্বয়ং নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে ব্রতী। গোপী সম্মিলন এই ধর্ম্মের চরম। এই ধর্ম্ম অনবদ্যভাবে প্রকট করিবার জন্য তিনি ঋষিদের চিত্তে আপন অধিকার বিস্তার করিয়া যথোচিত ভাব প্রেরণা করিলেন। সেই প্রেরণায় তাঁহারা পত্নীদিগের দোষ দর্শন করিলেন না, তাহাদিগকে আদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

ধিগ্‌জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যেত্বধোক্ষজে॥ ১০-২৩-৩৯

এইবার বাকি থাকিল দেবগণ, যাঁহাদের রাজা ইন্দ্র। দেখি শ্রীকৃষ্ণ কি করেন।

গোবর্দ্ধন-ধারণ ও গোবিন্দ।

ব্রজে ইন্দ্রযাগের জন্য মহা উদ্যম। শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কথ্যতাং মে পিতঃ কোঽয়ং সংভ্রমো বা উপাগতঃ।
কিং ফলং কস্য চোদ্দেশঃ কেন বা সাধ্যতে মখঃ॥ ১০-২৪-৩

হে পিতঃ! কাহার উদ্দেশ্যে এই মহা উদ্যোগ? এই যজ্ঞ সাধন করিলে কি ফললাভ হইবে? আর কিরূপেই বা এ যজ্ঞ সাধন করিতে হইবে?

নন্দ বলিলেন—

পর্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ।

তং তাত বয়মন্যে চ বার্ম্মুচাং পতিমীশ্বরম্।
দ্রব্যৈ স্তদ্রেতসা সিদ্ধৈ র্যজন্তে ক্রতুভির্নরাঃ॥
তচ্ছেষেণোপজীবন্তি ত্রিবর্গফলহেতবে।
পুংসাং পুরুষকারাণাং পর্জন্যঃ ফলভাবনঃ॥
য এবং বিসৃজেদ্ধর্ম্মং পারম্পর্য্যাগতং নরঃ।
কামাল্লোভাদ্ভয়াদ্দ্বেষাৎ স বৈ নাপ্নোতি শোভনম্॥ ১০-২৪

ভগবান ইন্দ্র স্বয়ং পর্জন্য। মেঘ সকল তাঁহার মূর্ত্তি। তাহারা বৃষ্টিদান করিলে জীবসকল প্রাণ পায়। আমরা এবং অন্যান্য মনুষ্যেরা সেই জলদ্বারা লব্ধ দ্রব্যদ্বারা মেঘপতি ইন্দ্রের যজ্ঞ করিয়া থাকি। এই যজ্ঞ শেষ দ্বারা মনুষ্য জীবন ধারণ করে। এই যজ্ঞই ত্রিবর্গের ফলদাতা। পর্জন্য হইতেই পুরুষকারের ফল লাভ হয়। যাহারা কাম কি লোভ কি ভয় বশতঃ এই পরম্পরাগত ধর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহারা নিন্দালাভ করে।

এ ত দেবযজ্ঞের কথাই বটে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে এই যজ্ঞের শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু সে কুরুক্ষেত্রে, সমরক্ষেত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে। বৃন্দাবনে ভেদ নাই, কর্ম্ম নাই। সেখানে যজ্ঞের আবশ্যকতা নাই। জীবের অন্যোন্য সহকারিতা নাই। পরস্পর ভাবনার প্রয়োজন নাই। "দেবান্ ভাবয়-তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ" এই বাক্য সেখানে নিরর্থক। বৃন্দাবনে সকলেই স্বতন্ত্র, সকলেই নিরপেক্ষ। অপেক্ষা কেবল শ্রীকৃষ্ণের। অধীনতা কেবল তাঁহারই। প্রয়োজন একমাত্র তিনি।

বৃন্দাবনে আবার কর্ম্ম কি? কর্ম্মের সীমা, কর্ম্মের অধিকার ত বহুদূরে। ভেদের রাজ্যে বেদের ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম লইয়া অভেদাত্মক বৃন্দাবনকে কলুষিত করিও না। সেই ধর্ম্মের ভাণ করিয়া, গোপীদের প্রতি কটাক্ষ করিও না। যাঁহারা বেদের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে, শ্রুতির তাৎপর্য্য কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। সেই তত্ত্ব না জানিয়া বেদের দোহাই দিয়া, কর্ম্মের

দোহাই দিয়া, যাঁহারা গোপীভাবকে কলুষিত মনে করেন, তাঁহারা বৃন্দাবন হইতে অপসৃত হউন্। দেব হও, ঋষি হও, আপন আপন অধিকারে থাক। যেখানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজ অধিকার, সেখানে নিজ প্রভুত্ব উঠাইয়া লও। ভাবিবার সময় নাই, বিচারের সময় নাই। আজ শ্রীকৃষ্ণ গোপীসম্মিলন জন্য ব্রতী। আজ তাঁহার সম্মুখে ইন্দ্রযজ্ঞ কেন? ইন্দ্র, তুমি এখনও আত্মকর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলে না। তবে শুন, এইবার শ্রীকৃষ্ণ আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া কি বলিতেছেন।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥ ১০-২৪-১৩

কর্ম্ম দ্বারা জীবের জন্ম ও লয় হয়। কর্ম্ম দ্বারাই তাহার সুখ, দুঃখ, ভয় ও মঙ্গলবিধান হয়।

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥

যদি বল কর্ম্মের ফলদাতা ঈশ্বর আছেন। তিনি স্বয়ং কর্ম্মলিপ্ত না হইলেও, অন্যকে কর্ম্ম অনুরূপা ফলমাত্র দিয়া থাকেন। কিন্তু যে কর্ম্ম করে না, তাহাকে ফলদান করিতে তিনিও অসমর্থ।

কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্বকর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্।
অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্॥

মনুষ্য আপন আপন কর্ম্মের অনুবর্ত্তী। ইন্দ্র কি করিতে পারে? যদি বল দেবতারা শুভকর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি দেন। সেই প্রবৃত্তির সাহায্যে মনুষ্য উত্তম কর্ম্ম করিয়া থাকে। কিন্তু দেবতারা প্রাক্তন সংস্কারের অন্যথা করিতে সমর্থ নহেন। সেই সংস্কারের অনুরূপ প্রবৃত্তিই তাঁহারা দিতে পারেন।

স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে।
স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্॥

মনুষ্যের প্রবৃত্তি সংস্কারাধীন। মনুষ্য সংস্কারেরই অনুবর্ত্তন করে। দেবতা, অসুর, মনুষ্য সকলেই আপন আপন সংস্কারে অবস্থিত। অন্তর্যামী দেবতা কি করিতে পারে ?

দেহানুচ্চবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতিকর্ম্মণা।
শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ॥

কর্ম্ম দ্বারাই জীব উচ্চ নীচ দেহ প্রাপ্ত হয়। আবার কর্ম্ম দ্বারাই সেই দেহ পরিত্যাগ করে। কর্ম্মই শত্রু, কর্ম্মই মিত্র, কর্ম্মই উদাসীন। কর্ম্মই গুরু, কর্ম্মই ঈশ্বর।

তস্মাৎ সংপূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্॥

অতএব কর্ম্মেরই সম্মান কর। যদি বল দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগকে কর্ম্ম বলে। আমি তাহা স্বীকার করি না। যেখানে দেবতার প্রয়োজন, যেখানে দেবতার অপেক্ষা, সেখানে দেবতার পূজা কর। যখন চিত্তশুদ্ধির আবশ্যক, যখন অন্তঃকরণ নির্ম্মল করার প্রয়োজন, যখন ভেদ-জনিত রাগ দ্বেষ দূর করিবার জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম আচরণ করিতে হয়, তখন নিষ্কামভাবে দেবযজ্ঞ কর। তখন দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ কর। ঋষি ও ঋষিপত্নীরা যজ্ঞ আচরণ করুন। কিন্তু তোমাদের ন্যায় যাহার চিত্ত নির্ম্মল, বৃথা দেবযাগ করিয়া তাহার লাভ কি ? যাহার সাহায্যে ঝটিতি আপন আপন বৃত্তিতে লোকে অবস্থিত হইতে পারে, সেই তাহার দেবতা। সেই দেবতার অনুসরণই কর্ত্তব্য। ইন্দ্র যাহাদের দেবতা, যাহারা ইন্দ্রের অপেক্ষা করে, তাহারা ইন্দ্রযাগ করুক। কিন্তু তোমরা আপন বৃত্তির অনুগামী, সেই বৃত্তির সহকারী দেবতার ভজন কর।

আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্বন্যমুপজীবতি।
ন তস্মাদ্বিন্দতে ক্ষেমং জারং নার্য্যসতীযথা॥

একভাবে জীবন ধারণ করিয়া যে অন্য ভাবের সেবা করে, সে জার সেবায় অসতী নারীর ন্যায় মঙ্গল লাভ করে না।

বর্ত্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ।
বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেচ্ছূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া॥
কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষাকুসীদং তূর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্॥

ব্রাহ্মণের বৃত্তি বেদাধ্যাপনাদি; ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি পৃথিবী রক্ষা; শূদ্রের বৃত্তি দ্বিজসেবা। বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ এই চারি প্রকার বৃত্তি। কিন্তু আমাদের এক গোবৃত্তি ভিন্ন অন্য বৃত্তি নাই।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ।
রজসোৎপদ্যতে বিশ্বমন্যোন্যং বিবিধং জগৎ॥
রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বুনি সর্ব্বতঃ।
প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইতেছে। এই গুণ সকল দেবতাদের শীর্ষস্থানীয়। এই তিন গুণ দ্বারা দেবতারাও চালিত হন। রজোগুণ দ্বারা প্রেরিত হইয়া মেঘ সকল সর্ব্বত্র জল বর্ষণ করিবে। সমুদ্র, শিলা, উষর দেশে দেবযজ্ঞ হয় না, সেখানেও বৃষ্টি হইবে। গোরক্ষার জন্য যে বৃষ্টির আবশ্যক, তাহা সেই সর্ব্বত্র বিহারিণী প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইবে। মহেন্দ্র আমাদের কি করিবেন?

ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্।
বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ॥

আমাদের জনপদ, পুর, গ্রাম, গৃহ ইত্যাদি কিছুই নাই। হে পিতঃ আমরা নিত্য বনশৈলে বাস করি। আমাদের নাগরিক বন্ধন, সামাজিক

বন্ধন, রাজবন্ধন, কোন বন্ধনই নাই। আমাদের আবার কর্ম্মইবা কি, দেবতাই বা কি!

তস্মাদ্গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।
য ইন্দ্রযাগসংভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ॥

যদি যজ্ঞ করিতে হয় তবে এই গোবর্দ্ধন গিরির উদ্দেশে যজ্ঞ করুন। গো ব্রাহ্মণের উদ্দেশে যজ্ঞ করুন। ইন্দ্র যাগের জন্য যে বৃহৎ উদ্যোগ হইয়াছে, সেই উদ্যোগে আমার নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যই পরম ধর্ম্ম। তাঁহার আদেশ মাত্র গোপগণ পরম্পরাগত কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ "শৈলোঽস্মি" বলিয়া এক বৃহৎ বপু ধারণ করিলেন। এবং গোপদত্ত প্রভৃত বলি সকল ভোজন করিলেন। সরল চিত্ত গোপগণ সত্য সত্যই বিশ্বাস করিলেন যে, গোবর্দ্ধন গিরিরূপ ধারণ করিয়া উপহার গ্রহণ করিলেন।

ভক্তের বিশ্বাস মিথ্যা হয় না। সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণ অদ্রি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সত্য সত্যই গোবর্দ্ধন কৃষ্ণ ময় হইল। গোবর্দ্ধনের অপরূপ শোভা হইল। সত্ত্বনিধি গোবর্দ্ধন পৃথিবীর মধ্যে পবিত্রতম হইল। আহা, আজও সেই শোভায় নয়ন জুড়ায়। সেই অপরূপ নীলিমায় সেই অপূর্ব্ব মাধুরীতে ভক্তের মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়। যদি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে চাহ, তবে গোবর্দ্ধন দর্শন কর।

ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে মানব জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার আদেশে মেঘসকল অজস্র বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত অশনিনিপাত ও শিলাবর্ষণ। উচ্চ নীচ সকল স্থান জলে পূর্ণ হইল। গোপ, গোপী, গো বৎস সকলেই শীতে কাঁপিতে লাগিল। বিপদে

সম্পদে গোপগোপীর কেবল শ্রীকৃষ্ণই সম্বল। তাঁহারা অন্য দেবতা জানেন না। অন্যের আশ্রয় চাহেন না।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো।

ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ভক্তবৎসল॥ ১০-২৫-১৩

হে কৃষ্ণ, হে প্রভু, হে মহাভাগ, তুমিই একমাত্র গোকুলের নাথ। হে ভক্তবৎসল, কুপিত ইন্দ্র হইতে তুমিই রক্ষা কর।

শ্রীকৃষ্ণ আজ্ সত্য সত্যই বৃন্দাবনেশ্বর। তাঁহার নিগূঢ় লীলার কাল অতি সন্নিকট। আজ্ লোকপালগণ, সমগ্র দেবগণ, একদিকে, আর তিনি ও গোপগোপী একদিকে। আজ্ বেদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও বেদের দেবতা এক-পক্ষে এবং বেদাতীত ভগবান্ ও বেদাতীত ভক্ত অন্য পক্ষে। আজ্ ঈশ্বর-দত্ত অধিকার এবং স্বয়ং ঈশ্বর এই দুয়ের বিরোধ। শ্রীকৃষ্ণ হুঙ্কার করিয়া বলিলেন—

তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্মযোগেন সাধয়ে।

লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধরিষ্যে শ্রীমদং তমঃ॥ ১০-২৫-১৬

অবশ্য আমি আপন সাধ্য অনুসারে ইহার সম্যক্ প্রতিকার করিব। যাহারা মূঢ়তা বশতঃ লোকপাল বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে, আজ্ তাহাদের ঐশ্বর্য্য অভিমান ও মনের অন্ধকার আমি নাশ করিব।

নহি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরাণামীশ বিস্ময়ঃ।

মত্তোঽসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে॥ ১০-২৫-১৭

দেবতারা সাত্বিক। "আমরা ঈশ্বর" এই বলিয়া অভিমান করা তাহা-দের শোভা পায়না। আমিই অসদ্ভাবাপন্নের অভিমান নাশ করি। এই মানভঙ্গ দ্বারাই তাহারা শান্তিলাভ করে।

তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্।

গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥ ১০-২৫-১৮

ব্রজের আমিই শরণ, ব্রজের আমিই নাথ, ব্রজে আমিই পরিগ্রহ। আমি আপন সামর্থ্য অনুসারে ব্রজের রক্ষা করিব। আমি এই ব্রত ধারণ করিয়াছি।

ভক্তের ভগবান, তুমি ধন্য। ভক্তরক্ষা তোমার ব্রত। ছি, ছি, আজ ভক্তরক্ষার জন্য আপন সামর্থ্যের কথা বলিলে। তোমার হেলা খেলায়, তোমার লীলায় মাত্র ভক্তের রক্ষা হয়। তোমার কটাক্ষমাত্র ভক্তের পরম সম্বল। তোমাকে আপন সামর্থ্যের কথা তুলিতে হবে না।

বালক যেমন অবলীলাক্রমে ছত্রকে ধারণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলেন। ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা নাই, ব্যথা নাই, সুখাপেক্ষা নাই,—সাতদিন, সাত রাত্রি এইরূপে ধরিয়া থাকিলেন। গোপ, গোপী, গো, বৎস সেই পর্ব্বতের গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া পরিত্রাণ পাইল।

আর ইন্দ্রদেব। তিনি অতি বিস্মিত ও নিস্তব্ধ হইয়া মেঘ সকলকে নিবারিত করিলেন। ব্রজে পুনরায় সূর্য্যদেব উদিত হইল। গোপ, গোপীগণ স্বস্থানে পুনর্গমন করিলেন। ভগবান গোবর্দ্ধনকে স্বস্থানে পূর্ব্ববৎ স্থাপিত করিলেন।

আর শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য জানিতে গোপগোপীগণের বাকি থাকিল না। এইবার তিনি প্রকট ভগবান্। যখন গোবর্দ্ধন ধারণ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম ৭ বৎসর মাত্র। আর অসাক্ষাতের কথা নয়। আর কানাঘুসির কথা নয়। আর গোপশিশুর মুখে শুনা নয়। সকল গোপ গোপীর সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বত ধারণ করিলেন। গোপবৃদ্ধগণ বলিতে লাগিলেন।

> সপ্তহায়নো বালঃ ক্ব মহাদ্রিবিধারণম্।
> ততো নো জায়তে শঙ্কা ব্রজনাথ তবাত্মজে ॥ ১০-২৬-১৫

হে ব্রজনাথ! কোথায় সাত বৎসরের বালক, আর কোথায় এই মহা

পর্ব্বত ধারণ! আমাদের মনে তোমার পুত্র কি পদার্থ বলিয়া সন্দেহ হইতেছে।

নন্দের মনে পরম আনন্দ। সেই আনন্দে তিনি গর্গের গুপ্তকথা বলিয়া ফেলিলেন।

বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ১০-২৬-১৬!
ইত্যদ্ধা মাং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।
মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্॥ ১০-২৬-২৩

প্রতিযুগে ইনি শরীর ধারণ করেন। ইহাঁর অন্য যুগে শুক্ল, রক্ত ও পীত বর্ণ ছিল। এখন ইহাঁর কৃষ্ণ বর্ণ। এই কথা এবং অনেক কথা বলিয়া গর্গাচার্য্য গৃহে গমন করিলে, আমি মনে মনে জানিলাম অক্লিষ্টকারী শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অংশ।

ব্রজের সকলেই জানিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অংশ। যে ব্রজবালাগণ সাত বৎসরের বালককে পতিভাবে কামনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা জানিলেন যে সেই বালক নারায়ণের অংশ। তবে তাঁহারা সেই বালকের প্রতি কেন প্রেম করিবেন না? এ প্রেমে দোষ কি?

সাত বৎসর কালে শ্রীকৃষ্ণের কিশোর লীলা আরম্ভ। সাত বৎসরে তাঁহার পূর্ণ ভগবত্তা। সাত বৎসরে তিনি প্রকট ভগবান্। রাসলীলার কালে তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ব্রজবাসীদিগকে একথা জানাইলেন। দেবতাদিগকে একথা জানাইলেন। মূর্খ মানব যদি আজি সে কথা ভুলিয়া যায়, তাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দায়ী নহেন। ইন্দ্র পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

গোমাতা সুরভি ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিজ বংশের উৎপীড়ন এবং গোবর্দ্ধন ধারণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাহাদিগের রক্ষা দেখিয়া আর গোলোকে থাকিতে

পারিলেন না। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতার অধীর হইয়া তিনি বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইলেন এবং নিজগণ সমভিব্যাহারে গোপরূপা শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিয়া বলিতে লাগিলেন

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভবঃ।
ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত ॥ ১০-২৭-১৯

হে কৃষ্ণ তুমিই আমাদের লোকপাল। ইন্দ্র লোকপাল হইয়া কি করিল! হে অচ্যুত যদি তুমি না থাকিতে, তাহা হইলে আজ গোকুল কে কে রক্ষা করিত!

ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে।
ভবায় ভব গোবিপ্রদেবানাং যেচ সাধবঃ॥ ১০-২৭-২০

তুমিই আমাদের পরম দেবতা। হে জগৎপতে, গোবিপ্র ও দেবগণের এবং অন্যান্য সাধুগণের মঙ্গলের জন্য তুমিই ইন্দ্র হও। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণ কর্ম্ম অনুসারে বৃষ্টি দেন। তাঁহারা যেমন কর্ম্ম তেমনি ভোগ দিয়া থাকেন। তাঁহারা অধিদেবতারূপে সংস্কার অনুসরণ করিয়া ইন্দ্রিয় বৃত্তির চালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যেখানে কর্ম্মের অপেক্ষা নাই, যেখানে স্বয়ং কৃষ্ণ গোপবেশে স্বর্গরূপী ও ইন্দ্রিয়রূপী গো সকলকে চালাইয়া থাকেন, যেখানে এক শ্রীকৃষ্ণ চালিত হইয়া গো সকল সচ্ছন্দ মনে সত্য-বর্দ্ধন গোবর্দ্ধনে বিহার করে, সেখানে ইন্দ্র কি করিবে? যেখানে অবৈধ ধর্ম্ম, সেখানে বিধির আজ্ঞাকারী ইন্দ্র কি করিতে পারে। বৃন্দাবনে আবার ইন্দ্র কি।

ইন্দ্রং নস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা নোদিতা বয়ম্।
অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে॥ ১০-২৭-২১

আমরা আজ তোমাকে ইন্দ্র বলিয়া অভিষেক করিব। স্বয়ং ব্রহ্মা আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। হে বিশ্বাত্মন্! আর তোমাকে জানিতে আমাদের বাকি নাই। তুমি পৃথিবীর ভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ।

সুরভি আপন দুগ্ধ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিলেন। ইন্দ্র আকাশ গঙ্গার জল দ্বারা অভিষেক করিলেন এবং অভিষেকানন্তর সকলে গোবিন্দ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিলেন।

"গাঃ পশূন্ গাং স্বর্গং বা ইন্দ্রত্বেন বিন্দতীতি কৃত্বা গোবিন্দঃ।

ইত্যভ্যধাৎ নাম কৃতবানিত্যর্থঃ শ্রীধরঃ।

আমাদের ইন্দ্রিয়রূপ পশু, আমাদের মনোরাজ্য রূপ স্বর্গ যিনি ইন্দ্ররূপে, চালকরূপে, রক্ষকরূপে স্বীকার করিলেন, সেই গোপাল শ্রীকৃষ্ণই "গোবিন্দ" এতদিনে মনুষ্য কৃতার্থ হইল। এতদিনে মনুষ্য জন্ম সফল হইল। এত দিনে গোলোকপতি গোবিন্দের সহিত ভক্তের নিত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। আর দেবরাজ ইন্দ্রের অপেক্ষা থাকিল না, আর বেদের অপেক্ষা থাকিল না, আর কর্ম্মের অপেক্ষা থাকিল না, আর বিধি নিষেধের অপেক্ষা থাকিল না। মন প্রাণ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিতে পরিলেই তিনি গ্রহণ করিবেন। তিনিই মনের রাজা, প্রাণের রাজা। তিনিই মনের গতি, প্রাণের পতি। যেমন আমাদের স্বর্গ, এইরূপ প্রতি গ্রহ, উপগ্রহ, প্রতি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে অনন্ত স্বর্গ। অনন্ত ভূমণ্ডল অনন্ত গোরূপে বৈকুণ্ঠের অধিনায়ক কৃষ্ণ সহচর গোপবৃন্দ দ্বারা চালিত ও পালিত। কৃষ্ণ এই গোপবৃন্দের একমাত্র প্রাণ। এই গোপবৃন্দ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপাল। আজ তিনি সর্ব্ববাদি-সম্মত গোবিন্দ।

নারদাদি ঋষি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পৃথিবী মধুর রসে পূর্ণ হইল। জীবগণ বৈরভাব ত্যাগ করিল।

এইবার! এইবার! গোপবালা ধৈর্য্য ধর; এইবার! আর বাধা থাকিল না। আজ অবাধে তোমরা বেদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জলাঞ্জলি দিতে পার। আজ বেদ কৃষ্ণের পদানত। আজ কৃষ্ণ তোমাদের অনুগত।

রাস-পঞ্চাধ্যায়।

গোপীতত্ত্ব।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল-মল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ১০-২৯-১

শারদীয় রাত্রি। প্রস্ফুটিত মল্লিকা। বস্ত্রহরণকালে ব্রজবালার নিকট প্রতিশ্রুত বাক্যের অনুস্মরণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে আশ্রয় করতঃ রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন।

সে কি কথা! ভগবানের আবার রমণ ইচ্ছা কেন? শুনে থাকি ভক্তের কাম বিজয়ের জন্য এই রাসলীলা। কাম বিজয়ের কি এই নমুনা?

"ননু বিপরীতমিদম্। পরদার-বিনোদেন কন্দর্প-বিজেতৃত্বপ্রতীতেঃ। মৈবম্। যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ, আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ, সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথঃ, আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ। তস্মাদ্রাসক্রীড়া-বিড়ম্বনং কামবিজয়খ্যাপনায়েত্যেব তত্ত্বম্। কিঞ্চ শৃঙ্গারকথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ।"—শ্রীধর।

কোথায় পরদার-বিনোদ, কোথায় কন্দর্পবিজয়! এত বিপরীত কথা। শ্রীধর স্বামী বলেন, এমন সন্দেহ মনে স্থান দিও না। "যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া" "আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন" "সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ" "আপনাতেই অবরুদ্ধ সৌরত"—এই সকল বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্রতা স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। তিনি কামের অধীন হইয়া রাসলীলা করেন নাই। কামজয়ের জন্যই রাসলীলা। ইহাই তত্ত্ব কথা। শৃঙ্গার কথার ছলে বিশেষরূপে এই রাসপঞ্চাধ্যায় নিবৃত্তি-পরায়ণ। এই পাঁচ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় আমি তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিব।

শ্রীধর, তোমার ব্যাখ্যা ভক্তের পরম প্রিয়। যাহারা সে ব্যাখ্যা

শুনিবে, তাহাদের মনে সন্দেহের লেশও থাকিবে না। কিন্তু কালের কি মাহাত্ম্য। না দেখিয়া, না শুনিয়াই লোকে মহাপণ্ডিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ পারদারিক ও লম্পট।

হে কৃষ্ণ, হে গোপীগণ, তোমাদের নিকট অকৃতজ্ঞ জীব যথেষ্ট অপ-রাধী। তোমরা করুণাময়। করুণা করিয়া জীবের ভ্রম ঘুচাইয়া দাও।

এইবার গোপীতত্ত্ব জানিবার সময় হইয়াছে। গোপীর প্রকৃতি ও আমার প্রকৃতি কি এক?

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার জন্য পরা ও অপরা বলিয়া প্রকৃতির দুই ভেদ করিয়াছিলেন। "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥" এই অষ্ট তত্ত্বরূপা অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি জীবরূপা "যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।"

ভগবদ্গীতায় যাহাকে পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে, ভগবানের স্বরূপ প্রকৃতির অপেক্ষায় সেও "অপরা।"

ভগবান্ নিজ শক্তিতে যেরূপ প্রকাশিত হন, জীব শক্তিতে সেইরূপ হইতে পারেন না। পরিচ্ছিন্ন, সঙ্কীর্ণ জীবে, ঈশ্বরের বিকাশ কেবল আংশিক মাত্র। ঈশ্বরের নিজ শক্তি, জীব শক্তি অপেক্ষা অত্যন্ত বলবান্।

ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব হইতে কৃষ্ণ তত্ত্ব শক্তিমান।
গীতা বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরম প্রমাণ॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৬-৭-৬০

বিষ্ণুর স্বরূপ শক্তিই পরা শক্তি। এই অন্তরঙ্গ শক্তি সৎ অংশে সন্ধিনী, চিৎ অংশে সম্বিৎ এবং আনন্দ অংশে হলাদিনী। জীবশক্তি বা ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি তটস্থা। তৃতীয় শক্তির নাম অবিদ্যা বা মায়া। মায়াশক্তি বহিরঙ্গ।

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসার-তাপানখিলানবাপ্নোত্যনু সন্ততান্॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৬-৭-৬০

ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি সর্ব্বগত হইলেও অবিদ্যা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অখিল সংসার তাপ প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত হওয়াতেই, ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি সকল প্রাণীতে তারতম্য ভাবে অবস্থান করে।

অবিদ্যা শক্তি বা মায়া শক্তি সর্ব্বদা বিষয় লইয়া আছে। বিষয় সর্ব্বদা বিকারশীল ও নানাত্বে পরিপূর্ণ। গুণময়ী মায়াসমুদ্রে জীব সর্ব্বদা হাবু ডুবু খাইতেছে। কখনও সুখে, কখনও দুঃখে। কখনও উর্দ্ধে, কখনও অধোভাগে। এই মিশ্রভাবে জীব পরিপূর্ণ। যতদিন জীব মায়া দ্বারা অভিভূত, ততদিন তাহার এই দশা। ঈশ্বরকে একান্ত ও অত্যন্ত ভাবে অবলম্বন করিতে পারিলেই এই মায়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

যাহারা ভগবানকে একান্তভাবে আশ্রয় করে, তাহারা মায়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আর মিশ্রভাবে ব্যথিত হয় না। তাহারা ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তিতে পরিণত হয়। তাহারা একরূপ ঈশ্বরেরই প্রকৃতি হয়। তখন তাহাদের সত্তা শুদ্ধ সত্তা; তাহাদের জ্ঞান, বিশুদ্ধ জ্ঞান; তাহাদের আহ্লাদ ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক আহ্লাদ। তাহাদের শক্তি, ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তি। তাহাদের শক্তিকে অবিদ্যভিভূত ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি বলা চলে না।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥

বিষ্ণুপুরাণ। ১-১২-৪৮

হে সর্ব্বাধার, তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ বিশুদ্ধভাবে কেবল রূপে আছে। যেহেতু তুমি গুণবর্জ্জিত। হ্লাদ ও তাপকরী মিশ্রা শক্তি তোমাতে নাই।

ভক্তে স্বরূপ শক্তি প্রকাশিত হইলে তিনি সেই শক্তি ভগবানকে অর্পণ করেন। ভগবান ভিন্ন ভাগবত শক্তি গ্রহণে কাহারও অধিকার নাই। ভগবানে অর্পিত হইলেই সেই শক্তি জগতে প্রত্যর্পিত হয়। ভগবানের নিজ প্রয়োজন কিছুই নাই। তিনি জগতের ঈশ্বর, ভক্তের ভগবান; তাঁহার যাহা কিছু আছে, জগতের জন্য—ভক্তের জন্য। হ্লাদিনী আদি যে শক্তি তাঁহাতে অর্পিত হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ জগৎকে তাহা প্রতিদান করেন। অর্থাৎ ঐ সকল শক্তি লইয়া তিনি জগতের কায করেন। স্বরূপ শক্তি সর্ব্বতোভাবে ঐশ্বরিক শক্তি। তবে তাঁহার স্বরূপ শক্তি তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া অন্য কাহাকে আশ্রয় করিবে? তিনি আপন শক্তি বলিয়া ভক্তের অর্পিত শক্তি গ্রহণ করেন। তিনি শক্তিকে গভীর আলিঙ্গন দেন। তিনি

তাহাকে কিছুতেই আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করেন না। স্বরূপ শক্তি তিনরূপে তাঁহাকে আলিঙ্গন করে। কোন শক্তি সম্বিৎরূপে, কোন শক্তি সন্ধিনীরূপে, কোনশক্তি হ্লাদিনীরূপে। সকল শক্তির শীর্ষস্থানীয়া একটি প্রধানা শক্তি আছে। হ্লাদিনী শক্তিরূপে যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে, তাহারা গোপী। শ্রীরাধিকা তাহাদের শীর্ষস্থানীয়া।

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥
কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।
ব্রহ্ম জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা শিরোমণি॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

হ্লাদিনী কৃষ্ণকে আনন্দ আস্বাদ করান এবং কৃষ্ণ সেই হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা ভক্তের পোষণ করেন, এ দুইই হ্লাদিনী শক্তির সমান কার্য্য। যাঁহা হইতে বিশুদ্ধ আনন্দলাভ করা যায়, তাঁহাকে সেই আনন্দ অর্পণ করা

জীবের মহা কর্ত্তব্য। হ্লাদিনী শক্তি কৃষ্ণে অর্পিত হইলেই জগতে এক মহা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়। সেই আনন্দে ভক্তের মহানন্দ হয়। আনন্দ ও আনন্দিনীর প্রতি ঘর্ষণেই এক মহা আনন্দ জগতে উদ্ভূত হয়।

"আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রতিভাবিতাভি
স্তাভির্যএব নিজরূপতয়া কলাভিঃ !
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ব্রহ্মসংহিতা।

সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি; যিনি আনন্দ চিন্ময় রস দ্বারা প্রতিভাবিত; অতএব আত্মস্বরূপা, আত্মকলা রূপিণী গোপীদিগের সহিত গোলোকে বাস করিতেছেন। সেই গোবিন্দ সকল জীবের আত্মা।

জগতে আনন্দ বিস্তার করিতেছেন বলিয়া, ভক্তের পরিপোষণ করিতেছেন বলিয়া, গোপীগণ জগতের রক্ষয়িত্রী।

"গোপীকা নাম। সংরক্ষণী। কুতঃসংরক্ষণী। লোকস্থ নরকাৎ মৃত্যোভয়াচ্চ সংরক্ষণী।" গোপীবন্দনোপনিষৎ।

তহাহি ক্রমদীপিকায়াম্।
গোপায়তি সকলমিদং গোপায়তি পরং
পুমাংসমিতি গোপী প্রকৃতিঃ ॥

বিষ্ণু যখন যে প্রয়োজনের জন্য যেরূপ অবতার গ্রহণ করেন, তাঁহার শক্তি লক্ষ্মী দেবী সেইরূপে সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তাঁহার সহকারিণী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বৃন্দাবন লীলায় গোপীরা কৃষ্ণের সহকারিণী শক্তি। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ মানুষ। গোপীরা মানুষী। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও বৃন্দাবন মধ্যে এইরূপ মানুষী হইতে ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবন লীলায় তিনি কৃষ্ণের সহকারিণী হইতে পারেন নাই।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে।

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষ তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী॥
পুনশ্চ পদ্মাদুদ্ভূতা আদিত্যোঽভূদ্ যদা হরিঃ।
যদা চ ভার্গবো রামস্তদাভূদ্ধরণীত্বিয়ম্।
রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি॥
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্॥

জগতে প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের নিজ প্রকৃতি বা নিজশক্তি। তাঁহারা কৃষ্ণবিনা আর কিছু জানেন না। কি করিয়া কৃষ্ণকে আনন্দিত করিবেন, এই মাত্র তাঁহাদের একান্ত একমাত্র চেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণ সেই আনন্দ গ্রহণ করিয়া (এ গ্রহণও কেবল জগতের জন্য), জগৎকে প্রতিদান করেন। যেখানে প্রেমভক্তি, সেইখানে গোপী ; যেখানে মধুর অনুরাগ, যেখানে নিষ্কাম প্রণয়, যেখানে হৃদয়ের ভালবাসা, সেইখানে তাঁহারা। তাঁহারা বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের সহকারিণী—জয়দেবের হৃদয়োন্মাদিনী। তাঁহাদের প্রেরণায় বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের মধুর উচ্ছ্বাস। গোপীভাবে প্রতিভাবিত হইয়া জগৎ একদিন আনন্দময় হইবে।

আজ শ্রীকৃষ্ণ মানব। তাই তাঁহারা মানবীরূপে তাঁহার নিকটে উপস্থিত। ব্যবধান—বেদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম। তাই আজ মানব-ইতিহাসে নূতন বেদ, নূতন ধর্ম্ম, নূতন কর্ম্ম। এ বেদের তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণ, এ ধর্ম্মের চরম গতি শ্রীকৃষ্ণ, এ কর্ম্মের [illegible] দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন মানবীয় মিলন নহে ; সে মিলন পার্থিব মিলন নহে। তবে মানবের চক্ষুতে নরনারীর মিলন বলিয়া যাহা বোধ হয়, সে কেবল যোগমায়া কর্ত্তৃক। এই জন্যই "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" ; এই জন্যই "গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে"।

মানব মানবীর মিলনে কাম আছে। গোপীর মিলনে কাম গন্ধ নাই। শ্রীকৃষ্ণ "সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথঃ" ॥

রাস পঞ্চাধ্যায়।

"সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ।"

প্রলয়াবসানে যখন সেই পরম পুরুষ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, "একোঽহং নানা স্যাম," সেই ইচ্ছা মূর্ত্তিমতী হইয়া ভগবানের মায়ারূপে বিরাজ করিতে লাগিল। সেই মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া প্রজাপতিগণ প্রজা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ক্ষয়শীল চন্দ্রলোক হইতে কত প্রজার আবির্ভাব হইতে লাগিল।

সেই সুদূরবর্ত্তী সৃষ্টির কালেও কাম ছিল। কাম ঈশ্বরের আনন্দময় সন্তান। মায়ার মোহনময় অঙ্কে লালিত। যদি কাম না থাকিত, তাহা হইলে জগতে কোনরূপ চেষ্টা থাকিত না। কামই চেষ্টার মূল।

সেই প্রথম জীবাবির্ভাব কালে কাম ছিল। সে কামের স্বরূপ জড়-ভাব। সকল জীব জড় হইতে জড়তর, জড়তর হইতে জড়তম, জড়তম হইতে প্রয়াস করিত। সেই জড় হইবার প্রবৃত্তিই তাহাদের কাম।

যখন ভগবতী মহামায়া শৈলনন্দিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন কামের রূপ পরিবর্ত্তন হইল। সেই নূতন কামের বেগে জড়ভাব অপনীত হইতে লাগিল। জীব স্থাবরতা ত্যাগ করিয়া অস্থাবর হইল। আহারের অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। প্রজা উৎপাদনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। শেষে মিথুনভাবে আনন্দের অপার সমুদ্রে মগ্ন হইল।

সে অনেক দিনের কথা। যখন আমরা উদ্ভিদযোনি লাভ করিয়াছিলাম, সেই পুরাতন কালের কথা।

এই মিথুন ভাব হইতেই সমাজ। সমাজ হইতেই সামাজিক ধর্ম্ম। সামাজিক ধর্ম্ম হইতেই যজ্ঞ। যজ্ঞ হইতেই নিষ্কাম কর্ম্ম। নিষ্কাম কর্ম্ম হইতেই উপাসনা। উপাসনা হইতেই জ্ঞান।

এই মিথুন ভাব হইতেই ভালবাসার সৃষ্টি। ভালবাসা হইতেই প্রেম। প্রেম হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তি।

কিন্তু এই মিথুনভাবেই কামের পঞ্চবাণ। পঞ্চবাণ দ্বারা কামদেব সকলের মন হরণ করেন, চৈতন্য বিলুপ্ত করেন। এই জন্য তিনি মন্মথ। ধূম দ্বারা যেমন বহ্নি আবৃত হয়, সেইরূপ কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়। কে মন্মথের বাণে স্থির থাকিতে পারে? যোগী ঋষিরও মন বিচলিত হয়। মন মোহপ্রাপ্ত হইলে আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জ্ঞান থাকে না, ভাল মন্দের বিচার থাকে না।

সম্মোহনং সমুদ্বেগবীজং স্তম্ভন-কারণম্।
উন্মত্তবীজং জ্বলনং শশ্বচ্চেতন-হারকম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

কামে চৈতন্যের হরণ, প্রেমে চৈতন্যের পূর্ণবিকাশ। কামে গরল মিশ্রিত মধু। প্রেমে বিশুদ্ধ অমৃত। আপাতমনোরম কামের দুঃখই পর্য্যবসান। কণ্টকাবৃত প্রেমের প্রতিকণ্টক বিদ্ধনেই সুধা ক্ষরণ। কামে আত্মজ্ঞান, আত্মতৃপ্তি, আত্মচরিতার্থতা। আত্মহারা প্রেমে একেবারে আত্মজ্ঞান-শূন্যতা।

কামে বিষয় তৃষ্ণা। প্রেমে বিষয় বিস্মরণ।

কাম আপনার সুখ লইয়া সুখী। প্রেম পরের সুখে সুখী।

কামে আত্মচিন্তা। প্রেমে আত্মসমর্পণ।

কামের পূতিগন্ধময় কুসুমে বিষময় হাঁসি। প্রেমের কণ্টকাবৃত ফুল্ল পারিজাতে স্বর্গের নিত্য আনন্দময় পূর্ণ আভা।

কাম আপনা লইয়া, তুচ্ছ বিষয় লইয়া নশ্বর। প্রেম আপনা ভুলিয়া, বিষয় ভুলিয়া অবিনশ্বর।

ইন্দ্রিয় পঙ্কিল অনিত্য কামের ডোবায় হাবু ডুবু খাওয়া মাত্র। নিত্য প্রেমের নিত্য সমুদ্রে উৎসর্গের পবিত্র নির্ঝর, ত্যাগের অমৃত প্রবাহ।

পবিত্র ভালবাসায় কাম প্রশমিত হয়। স্বার্থত্যাগে কাম দুর্ব্বল হয়। আমি সকল জীবে, সকল জীব আমাতে, আমিত্বের এই প্রসার দ্বারা কাম দূরীভূত হয়। মন যখন নির্ম্মল হয়, মন যখন বিক্ষেপশূন্য হয়, তখন কৃষ্ণময় মন কৃষ্ণের বেণুনাদ শুনিয়া বিষয় রাগ ভুলিয়া যায়। "ইতররাগ বিস্মারণং নৃণাম্"। আবার যখন সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ শ্রীকৃষ্ণ, বেণুহস্তে স্বয়ং সম্মুখীন হন, তখন মন্মথ সেই মুহূর্ত্তেই সম্পূর্ণরূপে মথিত হয়। কামের মলিনতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। প্রেমের অমৃতময় ধারা স্বতঃ প্রবাহিত হয়।

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লোহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥
লোক ধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্ম সুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করয়ে করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি অন্য দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

তবে যে বলে "কামাৎ গোপ্যঃ", সেখানে কাম অর্থে প্রেম বুঝিতে হইবে।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

গোপরমণীগণের প্রেমই কাম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই জন্যই উদ্ধবাদি ভগবৎপ্রিয়গণ গোপীর কাম বাঞ্ছনা করেন।

কাম ও প্রেম এই দুইয়ের সাধারণ ধর্ম্ম অন্যের প্রতি প্রীতি এবং সেই প্রীতিবশে নিত্য আদরণীয় অন্য বন্ধন সকল ভুলিয়া যাওয়া। কামে ও প্রেমে উন্মত্ত হইলে মনুষ্য নিত্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম সকল ভুলিয়া যায়। আশ পাশ সকল ভুলিয়া যায়। পতি পুত্র দেহ সম্পত্তি কিছুই মনে থাকে না। মনে হয় কেবল ভালবাসার ধন। এই খানে সাম্যের শেষ। কাম নিজ সুখের জন্য। কামের 'আমিত্ব' প্রবল। অন্যের প্রতি প্রীতি, অন্যকে ভাবনা করা কেবল আপনার জন্য। কামে ভেদ জ্ঞান আছে। কামে আমি তুমি জ্ঞান আছে, কামে মমত্বের অপেক্ষা আছে। কামে ধর্ম্মত্যাগ এক উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি। প্রেমে 'আমিত্বের' জ্ঞান নাই। প্রেমে নিজ ভাবনা নাই। প্রেমে আপনা ভুলিয়া, জগৎ ভুলিয়া, ভেদ ভুলিয়া, দ্বৈত

ভুলিয়া কেবল একমাত্র প্রেমের বস্তুতে অবস্থিতি। প্রেমে উন্মত্ত হইলে তাহার আর ভেদের অপেক্ষা কি? তাহার আর ভেদের নিয়ামক বিধি নিষেধ কি?

পিরিতি পিরিতি, কি রীতি মূরতি, হৃদয়ে লাগিল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরিতি না ছাড়ে, পিরিতি গঢ়ল কে॥
পিরিতি বলিয়া, এ তিন আখর, না জানি আছিল কোথা।
পিরিতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটল, পরাণ পুতলি যথা॥

পিরিতি পিরিতি, পিরিতি অনল, দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিভাইল নহে, হিয়ায় রহিল শেল॥

চণ্ডিদাস বাণী, শুন বিনোদিনী, পিরিতি না কহে কথা।
পিরিতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে, পিরিতি মিলয়ে তথা॥

বহুদিন বিধি, ভাবিতে ভাবিতে, তাহে উপজিল 'পি'।
সুখের সাগর, মথন করিয়া, তাহে উপজিল 'রি'॥

অমিয়া ছানিয়া, যে রস রহিল, তাহে উপজিল 'তি'।
এ হেন পিরিতি, লভিল যে জন, তার অবশেষ কি॥

যাহার অন্তরে, প্রবেশ করিল, এ তিন আখর সার।
করম ধরম, ভরম সরম, সে কিছু না মানে আর॥
ঐছন পিরিতি, জানিব কি রীতি, পরিণামে সুখ হয়।
এমন পিরিতি, স্বরূপ যে জন, সে জন হিয়ায় রয়॥
পিরিতি সুখের, সাগর দেখিয়া, নাহিতে নামিনু তায়।
নাহিয়া উঠিতে, ফিরিয়া চাহিতে, লাগিল দুঃখের বায়॥
কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর, নিরমল তার জল।
দুঃখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ করে টল মল॥

গুরুজন জ্বালা, জলের শিহালা, পড়সি জিয়ল মাছে।
কুল পানিফল, কাঁটায়ে সকল, সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়, ছানিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে, কটু কটু করে, সুখে দুঃখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডিদাস, শুন বিনোদিনী, সুখ দুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরিতি, দুঃখ যায় তার ঠাঞি॥

প্রেমের এই সার কথা চণ্ডিদাস বলিয়াছেন—"সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি, দুঃখ যায় তার ঠাঞি।" প্রেমে সুখের লালসা নাই, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা জ্ঞান নাই, কাম নাই, "আমি" নাই। প্রেম নিষ্কাম, প্রেম স্বার্থত্যাগ, প্রেম আত্মবলি।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

আত্মারাম।

"আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন"। শ্রীকৃষ্ণের নিজের জন্য কি প্রয়োজন আছে! তাঁহার প্রাণে জগৎ অনুপ্রাণিত। তাঁহার সত্তায় জীবের সত্তা, তাঁহার জ্ঞানে জীবের জ্ঞান; তাঁহার আনন্দে জীবের আনন্দ। তাঁহার আবার কার কাছে কি প্রয়োজন? "নানবাপ্তমবাপ্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন"। তিনিই জগৎ পালন করিতেছেন। তিনিই শাস্ত্রযোনি। বেদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম তাঁহা হইতে। তিনি নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে জগৎকে উপদেশ দেন। তাঁহার আবার কামনা কি? রমণেচ্ছা—প্রাকৃত, মায়িক? তিনি অপ্রাকৃত। তিনিই মায়ার অধীশ্বর। তাঁহার আবার রমণ কি? তিনি আনন্দের স্বরূপ। নিজের আনন্দে নিত্য অবস্থিত। তিনি আত্মারাম। তাঁহার আবার বহিরঙ্গ বৃত্তি কি?

তিন শক্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—স্বরূপ ব্যক্তি বা অন্তরঙ্গ ব্যক্তি, জীব শক্তি বা তটস্থ শক্তি, মায়া শক্তি বা বহিরঙ্গ শক্তি। স্বরূপ শক্তি ও মায়াশক্তি এই দুই শক্তির মধ্যে জীবশক্তি ব্যবস্থিত। মায়াশক্তিতে হাবুডুবু খাইয়া বহির্মুখ জীব, ক্রমশঃ স্বরূপশক্তি আশ্রয় করিতে শিখে। দুঃখের তাড়নায়, ত্রিতাপের ঝঞ্ঝাবাতে, সংসারের পীড়নে, জীব একে একে অন্তর্মুখ হয়। করুণাময় ভগবান্ মায়ার অতীত হইলেও মায়া আশ্রয় করিয়া মায়ার জগতে অবতীর্ণ হইয়া মায়িক জীবকে শিক্ষা দেন। তিনি মায়া আশ্রয় না করিলে মায়ায় ভাসমান জীবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে পারে না। আর ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইলে জীব মায়ার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" জীব যাহাতে তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে, সেই জন্য তিনি নিজে মায়া অবলম্বন করিয়া জীবের রূপ ধারণ করেন। এই জন্যই তিনি মানুষ হইয়া মানুষের কাছে গিয়া দাঁড়ান। মানুষ মানুষকে ভাল বাসিতে পারে। মানুষ মানুষকে আশ্রয় করিতে পারে। মানুষ মানুষের কথা শুনে। মানুষ মানুষকে বুঝিতে পারে। মানুষই মানুষের আদর্শ হইতে পারে।

এই জন্যই রামচন্দ্র মানুষ। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মানুষ। তাঁহারা নিজ জীবনে নিষ্কাম ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন। উপাসনার পথ সহজ করিয়াছেন এবং জ্ঞানের নির্ম্মল আলোক বিস্তার করিয়াছেন। অবতারের প্রয়োজন এই যে, যাহাতে জীব ক্ষেত্রস্থ শক্তি অতিক্রম করিতে পারে। যাহাতে তাহার মিশ্রভাব দূর হইতে পারে। যাহাতে সে ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তি লাভ করিতে পারে।

ঈশ্বরকে ঈশ্বর জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে ভাবনা করিয়া, অকপট ভাবে তাঁহাকে ভক্তি করিয়া, ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তি লাভ হইতে পারে। কত ভক্ত এইরূপে ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করিয়া মায়ার অতীত বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন

এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণের পারিষদ হইয়া বিশ্বপালন কার্য্যে সহায়তা করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব বৈকুণ্ঠধামে রজোগুণ নাই, তমোগুণ নাই এবং রজোগুণ তমোগুণ মিশ্রিত সত্ত্বগুণ নাই।

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং নচ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥
ভাগবত। ২-৯-১০

হরির অনুব্রত, সুরাসুরের অর্চ্চিত ভক্তগণ যে বৈকুণ্ঠে বাস করেন, সেখানে রজোগুণ নাই, তমোগুণ নাই, এই দুই গুণের মিশ্রিত সত্ত্বগুণ নাই। সেখানে নাশ নাই, মায়া নাই, রাগ লোভাদি নাই।

সেখানে সকল ভক্ত অত্যন্ত তেজস্বী এবং বৈকুণ্ঠেশ্বর যেরূপ চতুর্বাহু, সেইরূপ তাঁহারা সকলেও চতুর্বাহু। কারণ দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ধর্ম্মের স্থাপন এ সকল কার্য্যে তাঁহারা ভগবানের সহকারী।

শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ
পিসঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশ সঃ।
সর্ব্বে চতুর্ব্বাহব উন্মিষন্মণি-
প্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চ্চসঃ॥ ২-৯-১১

সেই ভক্তগণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পদ্মনেত্র, পীতবস্ত্র, অতি কমনীয়, অতি সুকুমার, সকলেই চতুর্বাহু, উত্তম মণিময় আভরণবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত তেজোময়।

বৈকুণ্ঠাধিপতি বিশ্বপালনের জন্য লক্ষ্মী দেবীকে মুখ্যা নিজ শক্তিরূপে গ্রহণ করেন। যজ্ঞেশ্বর হরি এইরূপে নিজ শক্তি ও নিজ পারিষদে পরিবৃত হইয়া জগৎ পালন করেন।

দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং
শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্।
সুনন্দনন্দ-প্রবলার্হনাদিভিঃ
স্বপার্ষদাগ্রৈঃ পরিষেবিতং বিভুম্॥ ২-৯-১৫

এইরূপ বিশ্ব কার্য্যে ব্রতী হইলেও, তিনি

"স্বএব ধামন্রমমানমীশ্বরম্" ২-৯-১৭

"স্বএব ধামন্ স্বস্বরূপ এব রমমাণম্ অতএব ঈশ্বরম্"। শ্রীধর।

তিনি আপনার স্বরূপেই রমমাণ। এই জন্যই তিনি ঈশ্বর। বৈদান্তিক ভাষায় জাগ্রত, স্থূলদর্শী বিরাট পুরুষ বাহ্য জগতের অভিমানী। সূক্ষ্মদর্শী হিরণ্যগর্ভ অন্তর্জগতের অভিমানী। আর কারণোপাধিবিশিষ্ট ঈশ্বর মায়ার অভিমানী। বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবান্ মায়ার অতীত, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণের অতীত। তিনি বৈদান্তিক ব্রহ্ম। পৌরাণিক ভাষায় ব্রহ্ম ও ভগবান্ এক। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, ভগবান্ সবিশেষ। ব্রহ্ম ভগবানের প্রভা মাত্র।

যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বংশেষু বসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মসংহিতা।

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বসুধাদি বিভূতি দ্বারা যিনি ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হন, সেই নিষ্ফল, অনন্ত ও অশেষস্বরূপ ব্রহ্ম যে প্রভাবশালী গোবিন্দের দেহ প্রভা, তাঁহাকে আরাধনা করি।

সেই বৈকুণ্ঠেশ্বর ভগবান আপনার স্বরূপে রমমাণ, বিশ্বপালনাদি কার্য্য দ্বারা স্বরূপচ্যুত হন না। তিনি সকল কালেই আত্মারাম। তবে ভক্তের মিলনে তিনি আত্মহারা কেন হইবেন ?

ভগবান্ বৈকুণ্ঠাধিপতি শঙ্খচক্রাদিধারী মূল নারায়ণ আপন ভক্তদিগকে লইয়া ধর্ম্মের রক্ষা করিতেছেন। কখনও তাঁহাকে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইতেছে, কখনও কোমল মূর্ত্তি। কখনও তিনি দণ্ডপরায়ণ, কখনও মধুর ভাষী। তিনি ঈশ্বর হইয়া আপন ঐশ্বর্য্য ছাড়িতে পারেন, কিন্তু ভক্তের কাছে আপন ঐশ্বর্য্য দেখাইতে তিনি কুণ্ঠিত। ভক্তের কাছে ঈশ্বর ভাবে থাকিলে তাঁহার ভাল লাগে না। ভক্তের কাছে আমি ঈশ্বর হইয়া কি করিব? এই শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ত তাহাদের জন্য নহে। এ রাজমুকুট, এ রাজবেশ, এ অস্ত্রধারণ—এ সকল লইয়া ভক্তের সহিত সমানে সমানে মিলিতে পারি না। ভক্তের সহিত গলাগলি করিব, ভক্তের সহিত কোলাকুলি করিব; ভক্তকে কাঁধে করিব, ভক্ত আমায় কাঁধে করিবে। আমি তাহাদের উপর মান করিব, তাহারা আমার উপর মান করিবে। এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ত ইহার কিছুই হইতে পারে না। ভক্তকে লইয়া আমাকে অন্যদেশে থাকিতে হইল। এই বৈকুণ্ঠেরও বাহিরে আমাকে থাকিতে হইল। যাহাদিগকে লইয়া আমার সেখানে সম্বন্ধ তাহাদিগের মধ্যে ভেদ থাকিবে না, ঐশ্বর্য্য থাকিবে না, সম্ভ্রম থাকিবে না, বাঁধাবাঁধি থাকিবে না, উচ্চনীচ থাকিবে না। সেখানে আমি ভক্তের সর্ব্বস্ব, ভক্ত আমার সর্ব্বস্ব। সেখানে সকলই মধুর, সকলই আমার, আমি সকলের। সেখানে আমি ভক্তের সহিত রমণ করিব, ভক্ত আমার সহিত রমণ করিবে। এ রমণ কেবল ভগবান্ ও ভক্তের সম্পূর্ণ মিলন। যে, যে ভাবে আমার সহিত মিলিত হইবে, আমি তাহার সহিত সেই ভাবে মিলিত হইব। আমাদের এ মিলন, জগৎ জানিবে না; ব্রহ্মাণ্ড জানিবে না, দেবতারা জানিবেনা; বৈকুণ্ঠের লোক জানিবে না; এমন কি আমার নিজ প্রকৃতি লক্ষ্মীদেবীও জানিবে না। এই ভক্তধাম গোলোকধামে, আমার ভক্তগণই আমার প্রকৃতি হইবে। সেই আনন্দময় ধামে, তাহারা

আমার আনন্দময়ী হ্লাদিনী-শক্তি হইবে। তাহারা আমার অত্যন্ত প্রিয় নিজ শক্তি হইবে। আর গোলোকধামে ভক্তের সহিত আমি যে রমণ করিব, সেই রমণের ধারা বিশ্বে প্রবাহিত হইয়া বিশ্বকে অপরূপ ভাবে মধুর করিবে। সেই মধুরতা বিস্তীর্ণ হইলে আর আমাকে ঈশ্বর হইয়া ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতে হইবে না। তখন আমি জগতের মাঝে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ত্যাগ করিয়া, দুই হাতে জগতের নর নারীকে কোলে করিব, তাহাদের সহিত খেলা করিব, তাহাদের সকল ভার আমার উপর লইয়া তাহাদিগের সহিত আনন্দে নৃত্য করিব। আমার হ্লাদিনী-শক্তিগণই এ বিষয়ে সহ-কারিণী হইবেন। তাঁহারা নিজের জন্য রমণ ইচ্ছা করেন না, আমিও নিজের জন্য রমণ ইচ্ছা করিনা। আমি তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে জানি, তাঁহারাও আমাকে উত্তমরূপে জানেন। তবে যে আমাদের রমণ, আমাদের মধুর আলিঙ্গন—এত অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমি ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়, ভক্তেরা আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমরা পরস্পর দর্শনেই মিলিয়া যাই, এক হইয়া যাই,—থাকে আমার ভক্ত কিংবা আমি। তত্ত্বমসি এই যে আমাদের স্বভাবগত মিলন, স্বরূপগত মিলন, স্বরূপে স্বরূপে মিলন, অভেদাত্মক মিলন, এই মিলনে, ঝলকে ঝলকে আনন্দ উদ্ভূত হইবে, প্রতি মিলনেই আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইবে, আনন্দ উথলিয়া পড়িবে ও সেই আনন্দে ত্রিলোকের সকল ভক্তের পোষণ হইবে, মধুরতার বিকাশ হইবে, ভালবাসার স্রোতে স্বার্থ ভাসিয়া যাইবে, কঠোরভাব তিরোহিত হইবে, মনুষ্যজীবন মধুর হইবে। দণ্ড দেওয়া কি আমার সাধ,মায়ার তাড়ন কি আমার ভাল লাগে? কি করি, দণ্ড ও তাড়নই জীবের প্রধান শিক্ষা। কিন্তু মায়াবশ জীবে যেমন আমি দণ্ড করি, মায়াতীত, আমার নিজভাবাপন্ন ঐশ্বরিক জীবকে প্রেমালিঙ্গন করা কি আমার তেমনি কর্ত্তব্য নয়? আমি চক্রাদি হস্তে যেমন ভয়ের কারণ, বেণুহস্তে সেইরূপ মনোমোহন হইব? যে হস্তে আমি ভক্তকে

দণ্ড দিয়াছি, সেই হস্তে আমি তাহাকে গভীর আলিঙ্গন করিব। আমি প্রিয় হইতে প্রিয় হইব, মধুর হইতে মধুর হইব। এবং এই মধুরতা দ্বারা কালে জগৎ মধুর করিব।

এই গোলোক ধামের শিক্ষা জগতে কিরূপে প্রকট করিব? ত্রিভুবনের লোক কিরূপে এই শুদ্ধ গোলোক ভাব জানিতে পারিবে? কিরূপে এই মহান্ আদর্শ জগতে প্রত্যক্ষ করাইব? কিরূপে আমি জগতের মধ্যে ভক্তের সহিত রমণ করিব? এখনও জগতে বিষম বৈষম্য। এখনও আসুর ভাবের প্রবল প্রাধান্য। অতি গোপনে, অতি সাবধানে আ ক এই আদর্শ দেখাইতে হইবে।

আমি বৃন্দাবনকে গোলোকের ন্যায় শুদ্ধ সত্ত্ব করিব। সেই শুদ্ধ সত্ত্ব বৃন্দাবনে কেবল মাত্র আমার শুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান ভেদজ্ঞানরহিত ভক্তগণ থাকিবে। তাহাদিগকে লইয়া আমি গোপনে লীলা করিব। আমি সখাদের সহিত বনরমণ করিব। সখীদের সহিত অতি নিভৃতে রমণ করিব। কেবল আমার একান্ত ভক্তগণ ইহার রহস্য চিরকাল জানিতে পারিবেন। তাঁহারা চিরকাল হৃদয় মধ্যে নিত্য বৃন্দাবন প্রত্যক্ষ করিবেন।

কিন্তু গোলোকে রমণ ত কেবল নিজ শক্তি লইয়া। মায়ার জগতে মায়া রচিত শরীর লইয়া, ভেদের জগতে ভিন্ন দেহ লইয়া, কিরূপে সেই অমায়িক লীলা দেখাইব? অমায়িক প্রেম, মায়ার ভাষায় ব্যভিচার। আমাদের মিলন ত কেবল আত্মায় আত্মায়। কিন্তু মায়ার জগতে মায়া রচিত শরীর লইয়াই সকল রূপমিলন। এই অপরিহার্য্য ভেদের কি ব্যবস্থা করিব? এই জন্যই ঋষিদিগের নিকট অন্নভিক্ষা। এই জন্যই গোবর্দ্ধন ধারণ। এই জন্যই প্রকট ভগবান্। এই জন্যই গোবিন্দত্ব। এই সকল উপায় অবলম্বনেই ভেদের মধ্যে অভেদাত্মক ধর্ম্ম।

জ্ঞানমার্গে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিধি, নিষেধ ত্যাগ করিয়া "শিবোঽহং" বলিলে

জ্ঞানী লোকের নিকট দূষণীয় হয় না। জ্ঞানী যদি ভেদের মস্তকে পদাঘাত করে, তবে সে মহাপুরুষ। ভক্ত যদি ভেদের ধর্ম্ম দূরে রাখিয়া ভগবান্‌কে আলিঙ্গন করে, তবে সে কলঙ্কিনী। বস্তুতঃ দুয়ের এক উদ্দেশ্য। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"। কেহ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে আলিঙ্গন করে। কেহ সবিশেষ ভগবান্‌কে আলিঙ্গন করে॥

মায়ার জগতে মায়ারচিত দেহ লইয়া "ব্রহ্মাস্মি" বলা যেরূপ ব্যভিচার, শরীরধারী শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করাও সেইরূপ ব্যভিচার।

যতদিন জীব মায়াবশ, ততদিন জীবের ধাঁধাঁ লাগিতে পারে, ততদিন সে কলুষিত নেত্রে পবিত্র ব্রজলীলা দর্শন করিতে পারে। মায়ার ফাঁস ক্রমে শিথিল হইবে। ভক্তির চক্ষু ক্রমে নির্ম্মল হইবে। ক্রমে ব্রজলীলার মাহাত্ম্য শুদ্ধভাবে জগতে বিস্তৃত হইবে। কিন্তু কৃষ্ণ অবতারের সময় উত্তীর্ণ হইলে আর তিনি অবতীর্ণ হইবেন না। আর জগতে এ মধুর শিক্ষা দিবার কেহ অধিকারী হইবে না। যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, কেহই এ শিক্ষা দিবার অধিকারী নহেন।

তাই শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়া রমণ করিয়াছিলেন। এ রমণে যে কিছু পার্থিবাংশ, যে কিছু মায়ার ব্যবহার, তাহা কেবল যোগমায়া রচিত। সে অংশ, সে ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণও জানেন না, গোপীরাও জানেন না।

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপিগণ।
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥

এইসব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।

ভাগবত ১০-৩৩-৩৬

ভক্তের অনুগ্রহের জন্য মনুষ্য দেহ আশ্রয় করিয়া ভগবান্ এইরূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন যে তাহা শুনিয়া মনুষ্য তাহাতে আসক্ত হয়। শৃঙ্গার রসে আকৃষ্ট হইয়া অতি বহির্মুখ জীবও শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ হয়।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোহপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈ র্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ ১-১১-৩৯

এই ত ঈশ্বরের ঈশ্বরতা। প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত হইয়াও তিনি প্রাকৃতিক গুণের সহিত সংযুক্ত হন না। যাঁহাদের ভগবদাশ্রয়া বুদ্ধি, তাঁহারাও এইরূপ প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা বিচলিত হন্ না।

পরমভাগবত গোপিগণও মায়াদ্বারা বিচলিত হন্ নাই; আত্মারাম, মায়ার অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণও প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা বিমোহিত হন্ নাই।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

যোগমায়া।

"যোগমায়া মুপাশ্রিতঃ"। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা পূর্ব্বক যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। আর গোপিগণ যোগমায়ার উপাসনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আর গোপী এই দুয়ের মধ্যে যোগমায়া।

মায়া আর যোগমায়া এক নহে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মায়া মলিন সত্ত্বময়ী। যোগমায়া বা মহামায়া শুদ্ধ সত্ত্বময়ী। মায়ার রজোগুণ, তমোগুণ, এবং রজোগুণ ও তমোগুণ মিশ্রিত সত্ত্বগুণ। যোগমায়ার কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণ।

যোগমায়া স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। যোগমায়ার প্রকাশে ছায়া নাই, আনন্দে তাপের রেখা নাই, মিলনে বিচ্ছেদ নাই।

যোগমায়ায় ভেদের দাগ নাই, রাগদ্বেষের কলুষ নাই, আমি তুমির কালিমা নাই, কাম ক্রোধের ঝঞ্ঝা নাই।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে যোগমায়া দূতী।

মায়ার জালে আবৃত থাকিলে, মায়ার জলে হাবু ডুবু খাইলে, মায়ার ঝঞ্ঝায় ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হয় না। মায়ায় আধ হাঁসি, আধ কান্না, আধ আলো, আধ আঁধার। মায়ায় সন্ধ্যার ঝিকি-মিকি, সত্য মিথ্যার মাখামাখি। মায়ায় থাকিয়া কি শ্রীকৃষ্ণ পাওয়া যায়?

যদি জলের মধ্যে সূর্য্য দেখিতে চাও, তবে জল নির্ম্মল হওয়া চাই, জল প্রশান্ত হওয়া চাই।

ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি দ্বারা অন্তঃকরণ অত্যন্ত চঞ্চল, রাগদ্বেষ দ্বারা অন্তঃকরণ সতত মলিন। সেই মলিন, বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশই অসম্ভব। তাঁহার সহিত মিলন ত পরের কথা।

মায়ায় শ্রীকৃষ্ণকে চাই, চাই, চাইনা। পাই, পাই, পাইনা। যদি চাইত ভুলে। বিষয় ভাবি, বিষয় চাই, বিষয় পাই। আর যদি কৃষ্ণকে ভাবি, তাও বিষয়ের জন্য। যদি কৃষ্ণ চাই, তবে কৃষ্ণ পাই। আর যদি কৃষ্ণ পাই, তবে "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"।

ব্রজে বিষয় নাই। যাহা আছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ছায়া। বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সখা। সকল গোপই কৃষ্ণময়। গো সকল শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শুনিবার জন্য ঊর্দ্ধকর্ণ। তরু, লতা, গিরি উপত্যকা সকলই মধুর বেণুরবে পরিপূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের মধুরতায় সকলই মধুর, সকলই সত্ত্বমাখা। ভাবনা কেবল শ্রীকৃষ্ণ, নয়ন চায় কেবল শ্রীকৃষ্ণ, কর্ণ চায় শ্রীকৃষ্ণ, সকল ইন্দ্রিয়ই চায় শ্রীকৃষ্ণ। শয়নে, স্বপনে, জীবনে, মরণে শ্রীকৃষ্ণ। এইত যোগমায়ার প্রভাব।

যোগমায়ার প্রভাবে নির্ম্মল অন্তঃকরণ, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং নিষ্কল আনন্দ। সেই আনন্দে ভগবতী কাত্যায়নী আপনার উপাসককে মাতাইয়া তুলেন। সেই আনন্দে মাতিয়া ব্রজবালিকাগণ বিষয় ভুলিয়াছিল, আপনাকে ভুলিয়াছিল, এবং আনন্দময়ী হইয়া আনন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণে ঝাঁপ দিয়াছিল। যেখানে আনন্দময়ী সেইখানে আনন্দ। এই যোগমায়ার ঘটনা।

যেমন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ মায়া হইতে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ যোগমায়া হইতে। যেমন অবিদ্যা হইতে সংসারের সহিত সম্বন্ধ, যেমন বিদ্যা হইতে ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ, তেমনি মহামায়া, শুদ্ধসত্ত্বময়ী যোগমায়া হইতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ। বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়, বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইলেই কৃষ্ণ লাভ হয়।

সৎ, চিৎ, আনন্দ লইয়া, সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি লইয়া মহামায়ার ত্রিনরূপ প্রভাব। কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শুদ্ধসত্ত্ববলে বৈকুণ্ঠে গমন করিতেছেন। কেহ শুদ্ধজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভ করিতেছেন। কেহ আনন্দের রাজ্যে প্রেমানন্দ দ্বারা আনন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ

করিতেছেন। এই আনন্দের রাজ্যে যোগমায়া দূতী। তিনি মধ্যস্থ না থাকিলে গোপিগণ কৃষ্ণলাভ করিতে পারেন না এবং শ্রীকৃষ্ণও গোপীদের সহিত মিলিত হইতে পারেন না।

তাই

বিষ্ণোর্ম্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥

তাই ১০-১-২৫

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।

তাই ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ
সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা
যা যোগমায়াঽজনি নন্দজায়য়া॥

তাই ১০-৩-৪৭

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগীন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

তাই অবশেষে ১০-২২-৪

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

আর যোগমায়ার এই কায, যে তাঁহার আবরণে যে রাসলীলা সংঘটিত হইয়াছিল, মায়ার আবরণে আবৃত জীব তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। যেমন তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া কংসের প্রহরিগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম জানিতে পারেন নাই, যেমন সেই মায়ায় মোহিত হইয়া যশোদা নিজকন্যাকে জানিতে পারেন নাই, তেমনি সেই যোগমায়ার মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীর মিলন জানিতে পারেন নাই। এবং সেই

মায়ায় মোহিত হইয়া আজও শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের নিত্য মিলন কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন, তিনি গোপীদের মনোরথ সফল করিলেন, তিনি যোগমায়ার অর্চ্চনা সার্থক করিলেন, অথচ ভেদের জগৎ জানিতে পারিল না, সেই জগতে একটি তরঙ্গ উত্থিত হইল না, মথুরায় দ্বারকায়, কুরুক্ষেত্রে কেহ তাহার উল্লেখ করিল না। জানিলেন কেবল নারদাদি ঋষিগণ, জানিলেন কেবল ব্রহ্মাদি দেবগণ। যাঁহারা জানিলেন তাঁহারা পবিত্র বৃন্দাবন লীলা হৃদয় মধ্যে রাখিলেন। কিন্তু সে লীলা কাহারও নিজস্ব নয়। সে লীলা ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন। জগতের শেষ অবলম্বন। সে লীলা লুকাইয়া রাখিতে ঋষির অধিকার নাই; দেবের অধিকার নাই। যে যা বলে বলুক্। সে কতদিন! আঁধারে থাকিয়াই আলোকের জ্ঞান হয়। কামের জগতেই প্রেমের জ্ঞান হইবে।

যখন ঋষিপত্নীরা গৃহে গমন করিলেন, তখন যোগমায়ার প্রভাবে—

"পতয়োনাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে॥" ১০-২৩-৩১

আবার যখন রাসলীলার অবসানে ব্রজবালিকাগণ গৃহে গমন করিলেন, তখন যোগমায়ার প্রভাবে, তাঁহাদের পতি, পুত্র, সুহৃৎ, বান্ধব কেহ কিছু জানিতে পারিলেন না।

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ ১০-৩৩-৩৭

শ্রীকৃষ্ণের বৈষ্ণবী মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন নাই। মায়ামোহিত হইয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পত্নীগণ তাঁহাদের পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছেন।

এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

গীত।

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং
প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ
সচর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ॥ ১০-২৯-২

সেই কালে উড়ুরাজ আপনার সুখাবহ কর দ্বারা প্রাচীর মুখ অরুণরাগে রঞ্জিত করিয়া লোকের তাপ হরণ করিতে করিতে উদিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকালে প্রত্যাগত প্রিয়তম কান্ত এইরূপে প্রণয়িনীর মুখপদ্ম কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত করেন।

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥ ১০-২৯-৩

অখণ্ড মণ্ডল, নবকুঙ্কুমের ন্যায় অরুণ, রমার মুখতুল্য আভা বিশিষ্ট, কুমুদিনী নায়ক সেই চন্দ্রকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার কোমল কিরণ দ্বারা রঞ্জিত বনভূমির-শোভা অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুররবে গান করিয়াছিলেন। সেই গান বামলোচনাদিগের মন হরণ করিয়াছিল।

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥ ১০-২৯-৪

প্রেমবর্দ্ধন সেই গীত শ্রবণ করিয়া ব্রজরমণীগণের মন একবারে কৃষ্ণাসক্ত

হইল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উদ্যম লক্ষ্য না করিয়াই, যেখানে কান্ত সেইখানে আগমন করিয়াছিলেন।

'অনঙ্গবর্দ্ধনের' অর্থ 'প্রেমবর্দ্ধন' কেন লিখিলাম তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরেও বলা হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ বেণুবাদন দ্বারা মধুর সঙ্গীত করিলেন, আর সেই গানে জগৎ ভরিয়া গেল। কিন্তু সে গানে জগৎ অস্থির হইল না। পাপী তাপী সে গান জানিতে পারিল না। ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সে গান মধুরতা বিস্তার করিল বটে কিন্তু সে গানে সকল ভক্ত উন্মত্ত হইল না।

সে গান কেবল বৃন্দাবন মধ্যেই আপন উন্মাদিনী শক্তি বিস্তার করিল। যাঁহারা পতি, পুত্র, সুহৃৎ, সকলই কৃষ্ণময় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য আত্মা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যাঁহারা সংসারের বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পিত করিয়াছেন, যাঁহারা অবাধে কুল ত্যাগ করিয়া অকূল শ্রীকৃষ্ণ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছেন, সেই গোপীদিগকে, কেবল মাত্র স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারিণী ব্রজরমণীগণকে সেই মধুর সঙ্গীত উন্মত্ত করিল। যোগ-মায়ার প্রভাবে সেই গীত কেবল গোপীর হৃদয় বিদ্ধ করিল।

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্ময়য়ন্ বেধসম্॥
ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশিধ্বনিঃ॥ বিদগ্ধমাধব ১-১৭

জলদ সমূহ স্তম্ভিত করিয়া, গন্ধর্ব্বগণকে পুনঃ পুনঃ বিস্ময়ান্বিত করিয়া, সনন্দনাদি ঋষিগণকে ধ্যানচ্যুত করিয়া, প্রজাপতিকে বিস্মিত করিয়া, পাতালস্থ বলিকে ঔৎসুক্যাদি দ্বারা আকুলিত করিয়া, নাগরাজ অনন্তকে আঘূর্ণিত করিয়া, ব্রহ্মাণ্ড কটাহের মূল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব সমন্তাৎ বিস্তারিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের বংশী এই মোহিনী শক্তি কিরূপে পাইল ?

সদ্বংশস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পানৌস্থিতি মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।
কস্মাত্ত্বয়া বতগুরোর্বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥

বিদগ্ধমাধব ৫-১৫

হে মুরলি! তোমার সদ্বংশে জন্ম, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তোমার অবস্থিতি, জাত্যংশেও তুমি সরলা। তবে তুমি কোন্ গুরুর কাছে এই বিষম গোপাঙ্গনাবিমোহন মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছ ?

গোপীরা বিশ্বাস করিতেন শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত দ্বারাই মুরলীর এই শিক্ষা। তাই গোপিগণ বলিয়াছিলেন।

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥

ভাগবত ১০-৩১-১৪

তনু মন করায় ক্ষোভ বাড়ায় সুরত-লোভ
হর্ষ শোকাদি ভাব বিনাশয়।
পাসরায় অন্যরস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয় ॥
নাগর শুন তোমার অধর চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ
বিচারিতে সব বিপরীত ॥

আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ
তোমার অধর বড়ধৃষ্ট রায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন
অন্য রস সব পাসরায়।
সচেতন রহে দূরে অচেতনে সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজীকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয়মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর॥
বেণুধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধার পিয়াইয়া,
গোপিগণে জানায় নিজপান।
অহে শুন গোপিগণ, বলে পিঙো তোমার ধন
তোমার যদি থাকে অভিমান॥
তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ভয় ধর্ম্ম ছাড়ি
ছাড়ি দিমু করসিঞা পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমায়:মোর নাহিক ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান॥
অধরামৃত নিজস্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয়ে ত্রিজগৎ জন।
আমরা ধর্ম্মভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্যধরি,
তবে আমার করে বিড়ম্বন॥
নীবি খসায় গুরু আগে লজ্জা ধর্ম্ম করায় ত্যাগে
কেশে ধরি যেন লঞা যায়।
আনি করায় তোমার দাসী শুনি লোক করে হাঁসি
এইমত নারীরে নাচায়॥

বাস্তবিক বাঁশীর এইগুণ—"ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং।

"পাসরায় অন্যরস জগৎকরে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয়"।

আমরা অন্য রসে গভীর নিমগ্ন। বেণুর মধুররবে সেই পার্থিক তুচ্ছরস ভুলিতে পারিব। কর্ণ, তুমি কি এত পুণ্য করিয়াছ, যে সেই মুরলীর মধুর ধ্বনি একবার মাত্র শ্রবণ করিবে। হায়! তুমি অন্য রবে বিষম মুগ্ধ। সংসারের আপাত মনোরম বিষময় ধ্বনি তোমায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তুমি কি সেই ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধ্বনি শ্রবণ করিবে? যতদিন অসাম্যের রব তোমার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিবে, ততদিন সাম্যের সেই দিব্য মধুর ধ্বনি, আনন্দের সেই অজস্র ধারা, সেই প্রণব বাহিনী, 'পরা' নাদিনী, গোলোক-মন্দাকিনী তোমাতে স্থান পাইবে না।

আর গোপিগণ, যাঁহাদের হৃদয়ে দ্বিধা নাই, যাঁহাদের হৃদয়ে প্রত্যবায় নাই, অন্তরায় নাই, যাঁহারা সহজেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উন্মত্ত, তাঁহারা সেই বেণুরব শুনিয়া, সেই সংসার অপসারিণী, মহা আকর্ষিণী, শ্রীকৃষ্ণের আমন্ত্রণী শুনিয়া কিরূপে ধৈর্য্য ধরিবেন? অতি নিম্নাভিমুখ স্রোতস্বিনীর ন্যায় অত্যন্ত বেগে তাঁহারা প্রধাবিত হইলেন। সেই বেগে ভুলিলেন আপনার সঙ্গিনি-গণ, কেহ ভাবিলেন না আমি কি একলা যাব? ভাবিবার অবসরও ছিল না। কিন্তু যদি কৃষ্ণ-সঙ্গমের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে একাকিনীর কার্য্য নয়। তাহা হইলে, "আমি যাব," "আমি যাব," ইহার কায নয়। এই রাসলীলা-তেই একথা বেশ বুঝিতে পারিব।

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের যেমন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম অস্ত্র, সেইরূপ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বেণুই একমাত্র অস্ত্র। ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন জন্য শঙ্খ, চক্রাদি ধারণ করিয়াছিলেন। মধুর শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের একান্ত নির্জ্জন শ্রীকৃষ্ণ, কেবল বিশুদ্ধ ভক্ত লীলার জন্য একমাত্র

বেণু ধারণ করিয়াছিলেন। একের তাৎপর্য্য ঐশ্বর্য্য বিস্তার, অন্যের তাৎপর্য্য মাধুর্য্য বিস্তার।

সেই মাধুর্য্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য, ভক্তের সহিত চরম মিলনের জন্য, ভক্তের শেষ অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য, ভক্তিমার্গে "তত্ত্বমসি" বাক্য সার্থক করিবার জন্য, আজ গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ বেণুরূপ মহা অস্ত্র ধারণ করিয়া মধুর সঙ্গীত করিলেন।

রাস অভিসার।

আজই গোপীদের পরীক্ষা। কেবল মনে মনে সংসার ত্যাগ নয়। মনে মনে কৃষ্ণপ্রাপ্তির ইচ্ছা নয়। আজ কৃষ্ণপ্রাপ্তির কাল উপস্থিত। আজ সংসার ত্যাগের সময় সম্মুখবর্ত্তী। আজ একুল, না ওকুল। দুকুল আশ্রয়ের আর সময় নাই। দেখি গৃহের মধ্যে থাকিয়া, ধর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া, লোকের মধ্যে থাকিয়া—কে সঙ্কেত ধ্বনি শুনিবামাত্র গৃহ, ধর্ম্ম, লোকলাজ সকলই ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় করিতে পারে।

আজ তুমি, আমি এস দেখি। একবার আত্মপরীক্ষা করি। প্রিয়তমার মুখখানি একবারে ভুলিতে পারিব কি? আহা, ঐ শিশুর চাঁদ বদন খানি। নাগরের নাগরী, নাগরীর নাগর। ধন, জন, সম্পদ, অতুল বৈভব। গর, গর যৌবন, তাতে কত মল্লিকা মালতী ভেসে যায়। সাজান উদ্যান, সাজান ভবন। সংসারের অনন্ত সাজ কুহকিনী প্রকৃতির নিত্য নূতন নৃত্য। একবারে সকল ভুলিয়া যেতে হবে। রাস অভিসার মাথায় থাকুক। আমাদের যাওয়া ত হলনা।

আমরা ত সংসারের মাঝে আছি। ও ভাই সংসারত্যাগী বনাশ্রয়ী ঋষি! আজ তোমার এষণাত্রয় নষ্ট হইয়াছে কি? ঋষিগণ, তোমরা কি

বিস্তার এষণা ত্যাগ করিতে পারিবে? আর বিদ্যা ভুলিয়া, ধর্ম্ম ভুলিয়া, কি বিদ্যার মূল, ধর্ম্মের মূলকে আশ্রয় করিতে পারিবে?

যে যে আশ্রমে আছে, যে যে বর্ণে আছে, আজ বর্ণ ভুলিয়া, আশ্রম ভুলিয়া, কর্ম্ম ভুলিয়া, সকল ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিতে পারিবে কি?

গৃহ ত্যাগ করিলেই কি গৃহ ভুলা যায়? সংসার হইতে দূরে পলাইলেই কি সংসারের রেখা মিটিয়া যায়? "নিজ গৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্" করিলেই কি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" হয়? সংসারে থাকিয়া যে সংসার ভুলিতে পারে, সেই যথার্থ বীর। জগতের মধ্যে থাকিয়া যে জগতের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ও জগতের ঈশ্বরকে আত্ম সমর্পণ করে, সেই জগতের আদর্শ। যাঁহারা ভগবানের সেবার জন্য, তাঁহার প্রীতির জন্য, নিজের মুক্তিকে উপেক্ষা করেন, তাঁহারাই আমাদের গুরু। যাহারা জীব ঈশ্বর, জগৎ প্রবাহ, তিনকেই মিথ্যাজ্ঞানে পরিত্যাগ করে, তাহারা ব্রহ্মভূত হয় হউক, তাহাতে জীবের কি, ঈশ্বরের কি, জগতের কি। গোপীরাই আমাদের গুরু। তাঁহাদের রাস অভিসার এক অপূর্ব্ব অভিনয়।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

ভাগবত ৩-২৯-১১ ও ১২

মদীয় গুণশ্রবণমাত্র সর্ব্বান্তর্যামী ও পুরুষোত্তম আমাতে সমুদ্রগামী গঙ্গাজলের ন্যায় অবিচ্ছিন্নতা, অহৈতুকী (ফলানুসন্ধানশূন্যা), অব্যবহিতা (জ্ঞানকার্য্যাদির ব্যবধানশূন্যা) মনোগতিরূপ যে ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্ব মপ্যুত।

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ৩-২৯-১৩

আমার ভক্তগণ কেবল মৎসেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য বা একত্ব প্রদান করিলেও তাহা গ্রহণ করেন না।

সএব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।

যেনাতিব্রজ্য নির্গুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ৩-২৯-১৪

ইহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে অভিহিত। ইহা দ্বারা জীব ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম পূর্ব্বক মদ্ভাব প্রাপ্ত হন্।

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়া দিষ্টানপি স্বকান্।

ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সচ সত্তমঃ॥ ১১-১১-৩২

মৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, সে সকল গুণ ও দোষ বিধায়ক ধর্ম্ম সকল জানিয়াও যিনি কেবল মাত্র ভক্তির দৃঢ়তা নিবন্ধন সে সকল ধর্ম্মকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সত্তম।

জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।

ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ ১১-১১-৩৩

আমার স্বরূপ জানিয়া বা না জানিয়া, যাঁহারা একান্ত ভাবে আমায় ভজনা করেন, তাঁহারা ভক্ততম।

গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের পরম স্বরূপ জানুন্ না জানুন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই সংসারের সহিত আত্মসম্বন্ধ বিসর্জ্জন দিলেন।

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।

পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাব মনুদ্বাস্যাপরাযযুঃ॥ ১০-২৯-৫

কেহ কেহ গাভী দোহন করিতেছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত উৎসুক হইয়া

দোহন ত্যাগ করিলেন। কেহ স্থালীস্থ দুগ্ধ চুলার উপর রাখিয়া আর তাহার আবর্ত্তনের অপেক্ষা করিলেন না। গোধূমকণ সিদ্ধ দেখিয়াও কেহ নামাইলেন না। গৃহ কর্ম্ম সকল তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ মিলনের প্রত্যবায় হইল না। তাঁহারা অবহেলায় চলিয়া গেলেন।

পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্বিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥ ১০-২৯-৬

কেহ পরিবেষণ করিতেছিলেন, কেহ শিশুকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন, কেহ পতির শুশ্রূষা করিতেছিলেন, কেহ বা নিজে ভোজন করিতেছিলেন। ক্ষণমাত্রে তাঁহারা সকলই ত্যাগ করিয়া চলিলেন। ধর্ম্ম দূরে পড়িয়া থাকিল।

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্ত বস্ত্রাভরণা কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥ ১০-২-৯৭

কেহ লেপ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, কেহ অঙ্গমার্জ্জনা করিতেছিলেন, কেহ লোচনে অঞ্জন লাগাইতেছিলেন। এ অঙ্গরাগ শ্রীকৃষ্ণের জন্য নয়। অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে অঙ্গরাগ কিসের! যাহাদের জন্য অঙ্গরাগ, তাহারা আজ দূরে পতিত। যথাযথ বস্ত্র পরিধান ও অলঙ্কার ধারণেরও তাঁহাদের সময় থাকিল না। বাহ্য ভুলিয়া মনের বেগে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলেন।

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভি র্ভ্রাতৃ বন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥ ১০-২৯-৮

পতি নিষেধ করিতে লাগিলেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা বন্ধু সকলেই ভৎর্সনা করিলেন। কিন্তু কে কাহাকে নিষেধ করিবে। আজ কি গোপীদের অন্তরে পতিপুত্র, পিতামাতা আছে? আজ কি তাঁহাদের হৃদয়ে সংসারের ছায়ামাত্র আছে? আজ তাঁহাদের মন গোবিন্দ দ্বারা অপহৃত। আজ তাঁহাদের মন গোবিন্দময়। আজ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিজ মায়ায়

মোহিত। আজ তাঁহারা যোগমায়া কর্ত্তৃক আকৃষ্ট। আজ তাঁহারা বেণুর রবে উন্মত্ত। কে কাহাকে নিষেধ করিবে? তাঁহারা সকল নিষেধ সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। লোক, লাজ, মান, ভয় সকলই গেল।

পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য॥
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবক সব সঙ্গে লৈয়া কর সংকীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন প্রধান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন কর ভাবকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ॥
প্রভু কহে শ্রীপাদ শুন ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য করিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদোন্মত্ত॥

তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥
পাগল হইলাম আমি ধৈর্য্য নহে মনে।
এত চিন্তি নিবেদিনু গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেম তোমায় করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাব করে চিত্ত তনুক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ॥

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্‌গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥ ১০—২৯-৯

সকলের ভাগ্যে সমান ফল হয় না। সকলে বিদ্যালাভের জন্য সমান যত্ন করিতেছে।' কিন্তু সকলের ভাগ্যে বিদ্যালাভ হয় না। অর্থের জন্য সকলে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সকলে অর্থলাভ করেনা। সকল গোপীরই শ্রীকৃষ্ণে সমান অনুরাগ। কিন্তু সকলে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিতে পারিলেন না। প্রারব্ধ কর্ম্ম তাঁহাদের বিরোধী হইল। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি কর্ম্ম ফলদানে উন্মুখ হইয়া বর্ত্তমান জীবন আরম্ভ করে। আর কতকগুলি সঞ্চিত ভাবে থাকে। তাহারা ফলোন্মুখ হইয়া অন্য জন্ম আরম্ভ করে। আর বর্ত্তমান

জীবনে আমরা কতকগুলি কর্ম্ম সঞ্চয় করি। তাহাকে আগামী বা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বলে। ভক্তের সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্ম ভগবান্ বহন করেন।

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা সমাধিমধিগচ্ছতি।
শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥

সঞ্চিতের নাশ আছে। আগামীর নাশ আছে। কিন্তু প্রারব্ধের ভোগ বিনা ক্ষয় নাই। "জাত্যায়ুর্ভোগাঃ"। যে কুলে জন্ম, সেই কুলেরই থাকিবে। তোমার যে নির্দ্দিষ্ট আয়ু, তাহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। সুখ দুঃখ যেমন কপালে আছে। তাহা ভোগ করিতেই হইবে। অন্য গোপীরা ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। আর যাঁহাদের প্রারব্ধ প্রতিবন্ধক, তাঁহারা থাকিয়া গেলেন।

তাঁহারা অন্তর্গৃহে অবস্থিত হইয়া আর বিনির্গমের উপায় লাভ করিলেন না। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণভাবনা যুক্ত। এই দুরন্ত সন্তাপকালে তাঁহারা সেই ভাবনায় অত্যন্ত সমাহিত হইয়া নিমীলিতলোচনে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন।

দুঃসহ-প্রেষ্ঠ-বিরহ-তীব্র-তাপ-ধুতাশুভাঃ।
ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুতা শ্লেষ নির্বৃত্যা ক্ষীণ মঙ্গলাঃ॥ ১০-২৯-১০
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
স্বচ্ছগুণময়ং দেহং সন্তঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥ ১০-২৯-১১

তাঁহারা তৎকাল মাত্রই সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান দ্বারা প্রাপ্ত হইলেন। এবং গুণময় দেহও সেই সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করিলেন। আর তাঁহাদিগকে জন্মানুগামী দেহ ধারণ করিতে হইল না। তাঁহারা গুণময়ী মায়ার অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন। যদিও তাঁহারা জার বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তথাপি সেই বুদ্ধি মায়াপার হইবার প্রতিকূল

হয় নাই। না জানিয়াও অমৃত পান করিলে, লোকে অমৃতের গুণে অমর হয়। বস্তু শক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করেনা। আর শ্রীকৃষ্ণ ত বহুরূপী; ভক্তের কাছে তাঁহার এক স্বরূপ নাই। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" যে উপপতি ভাবে তাঁহার ভজনা করিবে, তাহার নিকট তিনি উপপতি। যে পতিভাবে তাঁহাকে ভজনা করিবে, তাঁহার নিকট তিনি পতি। সর্ব্বভাবেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ। সকল ভাবই তাহার নিকট বিশুদ্ধ। তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াই সকল ভাব নির্ম্মল হয়। ভেদের নিকটই শুদ্ধ অশুদ্ধ, গুণ দোষ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত সকল ভাবই শ্রীকৃষ্ণময়। তাহার আবার শুদ্ধ অশুদ্ধ কি?

কিন্তু পতিভাবে ব্রজগোপীরা যদি শ্রীকৃষ্ণ পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অনুরাগ এত গাঢ়, এত তীব্র হইত না। (পতিভাব সহজ, আয়াস শূন্য। উপপতিভাব দারুণ, কণ্টকপূর্ণ, ত্যাগাপেক্ষী।) লোক, লাজ, ভয়, বেদ, ধর্ম্ম—প্রতি ত্যাগেই সেই ভাব অটল, নিশ্চল, তীব্র ও গভীর। প্রতি বিঘ্ন অতিক্রমে সেই ভাব মহাবেগশালী, মহাতেজস্বী। পতিভাবের অনুরাগ তার কাছে কোথায় লাগে।

পতিভাবে বিধি আছে, বন্ধন আছে। উপপতি ভাব অবৈধ, বেদ ধর্ম্মের বন্ধন দ্বারা অসংকীর্ণ।

পতিভাব সাপেক্ষ। উপপতি ভাব নিরপেক্ষ। পতিভাবে ভেদের ছায়া আছে। মিলনের পরিচ্ছেদ আছে। বাহ্যের অনুরোধ আছে। উপপতি ভাব বাহ্যশূন্য, কেবল বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গ।

এ উপপতি ভাব ভেদের জগতে আদর্শ নহে। যাহা শ্রীকৃষ্ণে শোভা পায়, তাহা ভেদের জগতে শোভা পায় না। ত্রৈগুণ্য ও নিস্ত্রৈগুণ্য এক নয়। যাহা মায়ার ধর্ম্ম, তাহা মায়াধীশ ঈশ্বরের ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই মায়ার জগতেই ধর্ম্মের কত তারতম্য। যাহা পশুর ধর্ম্ম, তাহা মানুষের ধর্ম্ম

নয়। যাহা এক মানুষের ধর্ম্ম, তাহা অন্য মানুষের নয়। আমাদের ধর্ম্ম লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম বলা অত্যন্ত ধৃষ্টতা মাত্র।

পুংসোঽযুক্তস্য নানার্থো ভ্রমঃ সগুণদোষভাক্।
কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদা॥ ১১—৭-৮

ভেদ দ্বারাই কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এইরূপ গুণ ও দোষের বুদ্ধি হয়।

মানিলাম যে, জারবুদ্ধি থাকিলেও সেই গোপীরা গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম্ম কিরূপে নষ্ট হইল। তদ্দণ্ডেই কিরূপে তাঁহারা দেহত্যাগ করিলেন। প্রারব্ধের ত ভোগ বিনা অবসান হয় না।

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিরহ অত্যন্ত দুঃসহ। সেই বিরহ জনিত তীব্রতাপে তাঁহাদের অশুভ কর্ম্ম নষ্ট হইল। অশুভ কর্ম্মের ফল ত তাপ। কৃষ্ণ বিরহের তুল্য গোপীর অন্য কি তাপ হইতে পারে। এই চরমতাপে সকল তাপ অন্তর্লীন হইল।

আবার ধ্যানে—শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে তাঁহারা যে পরমসুখ ভোগ করিলেন, সেই চরম সুখ ভোগে শুভ কর্ম্মের নাশ হইল। হেলায় গোপী প্রারব্ধের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তৎক্ষণাৎ সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইল।

দাঁড়াও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকাগণ, দাঁড়াও দেবগণ। দাঁড়াও বেদ, দাঁড়াও ধর্ম্ম। দাঁড়াও শুষ্কজ্ঞান, নির্ব্বিশেষ মুক্তি। শাস্ত্র, ফেলে দাও তোমার যুক্তি। জগৎ, গাও গোপিকাদের জয়।

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্॥ ১০-২৯-১২

কৃষ্ণকে গোপীরা অত্যন্ত কমনীয় বলিয়া জানিতেন। ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না। তাঁহাদের ত গুণ বুদ্ধি ছিল। তবে গুণপ্রবাহের উপরম কিরূপে হইল।

শুকদেব বলিলেন ;—

উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।

দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥ ১০-২৯-১৩

চেদিরাজতনয় শিশুপাল, হৃষীকেশকে দ্বেষ করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার প্রিয়, তাহাদের আবার কথা কি! পতি-পুত্রাদিও ব্রহ্মরূপ। কিন্তু তাহাদিগকে ভজনা করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না। কারণ জীবে ব্রহ্মত্ব অবিদ্যা দ্বারা আবৃত। শ্রীকৃষ্ণ হৃষীকেশ। তাঁহাতে ব্রহ্ম অনাবৃত। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ ভজনে বুদ্ধির অপেক্ষা নাই।—(শ্রীধর)।

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তি র্ভগবতো নৃপ।

অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ ১০-২৯-১৪

ভগবান্ অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ এবং গুণের নিয়ন্তা। মানবের নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য তিনি মনুষ্যের দেহ ধারণ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি অন্য দেহীর তুল্য নহেন। দেহ ধারণ করিলেও তিনি অনাবৃত।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।

নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ ১০-২৯-১৬

কাম হউক, ক্রোধ হউক, ভয় হউক, স্নেহ হউক, একতা হউক, সৌহৃদ্য হউক, যে কোন ভাব হউক যদি হরিতে নিত্য অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে তন্ময়তা লাভ হয়। নিত্য সম্বন্ধই তন্ময়তার মূল। ভাবের পার্থক্যে কিছু যায় আসে না।

নচৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।

যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥ ১০-২৯-১৭

ভগবান্, অজ, যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এরূপ বিস্ময় প্রকাশ করা তোমার উচিত নহে। যে হেতু এই স্থাবরাদিও তাঁহা হইতে মুক্তিলাভ করে।

রাসপঞ্চাধ্যায়।

উক্তি-প্রত্যুক্তি।

ব্রজরমণীগণকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সম্বোধন করিলেন।

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ব্রূতাগমনকারণম্॥ ১০-২৯-১৮

হে মহাভাগাগণ, তোমাদের শুভাগমন হউক। আমি তোমাদের কি প্রিয়সাধন করিতে পারি? ব্রজের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? তোমরা এরূপে ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছ, ইহার কারণ কি? দেখিলেন লজ্জার মন্দ হাসি। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥ ১০-২৯-১৯

এই রজনী ঘোররূপা। ক্রূর জন্তুগণ বনে বাস করিতেছে। তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও। হে সুমধ্যমাগণ, স্ত্রীলোকের এখানে থাকা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ, তুমি ভয় দেখাইতেছ? কত ভয় অতিক্রম করিয়া ইহাঁরা আসিয়াছেন, তাহা কি তুমি জান?

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃধ্বং বন্ধুসাধ্বসম্॥ ১০-২৯-২০

মাতা, পিতা, পতি, পুত্র, ভ্রাতা তোমাদিগকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছেন। আহা, বন্ধুর মনে কষ্ট দিও না। শ্রীকৃষ্ণ, তুমি গোপীদিগকে মায়ায় মোহিত করিতে চাও। তাঁহারা যে মায়ার পাশ অনেক দিন কাটিয়াছেন।

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্।

যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্॥ ১০-২৯-২১

যদি বনবিহারের জন্য আসিয়া থাক, তাহা হইলে এই পূর্ণচন্দ্রের শীতল করে রঞ্জিত, কুসুমশোভিত বন ত দেখিলে? যমুনাস্পর্শিমৃদুমারুতের মন্দগতি দ্বারা তরু পল্লব ঈষৎ কম্পিত, তাহাও ত দেখিলে?

তদ্‌যাত মাচিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।

ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত॥ ১০-২৯-২২

এইবার শীঘ্র গোষ্ঠে ফিরে যাও। হে সাধ্বীগণ, পতির শুশ্রূষা করগে। শিশুগণ রোদন করিতেছে, তাহাদিগকে স্তন দাওগে। গোবৎসগণ দোহন অপেক্ষায় হাম্বা রব করিতেছে। যাও, গোদোহন করগে।

ধর্ম্ম, বেদ, কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ, গোপীরা তোমার জন্য এ সকলও উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম, বেদ ও কর্ত্তব্য তুমি।

অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।

আগতা হ্যুপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ॥ ১০-২৯-২৩

অথবা যদি আমার প্রতি তোমাদের স্নেহ থাকে এবং সেই স্নেহে বশীকৃতচিত্ত হইয়া তোমরা এখানে আসিয়া থাক, সে তোমাদের উপযুক্ত বটে। কারণ, আমি সকলের আত্মা। এই জন্য সকল জন্তুরই প্রিয়।

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।

তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্॥ ১০-২৯-২৪

অকপটে পতি ও তাঁহার বন্ধুগণের সেবা করা এবং সন্তানের পালন করা স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম।

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।

পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥ ১০—২৯-২৫

পতি যদি দুঃশীল, কি দুর্ভগ, কি বৃদ্ধ, কি জড়, কি রোগী, কি দরিদ্রও

হয়, তথাপি যদি উৰ্দ্ধলোক গমনের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে রমণী আপন পতি ত্যাগ করিবে না।

অস্বর্গমযশস্তঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।

জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥ ১০-২৯-২৬

কুলস্ত্রীর উপপতি গমন অস্বর্গ্য, অযশস্কর, তুচ্ছ, দুঃসাধ্য, ভয়াবহ ও সর্ব্বত্র ঘৃণিত।

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।

ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥ ১০-২৯-২৭

আমার প্রতি ভক্তি আজ নূতন নয়। শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও অনুকীর্ত্তন দ্বারাই লোক এ পর্য্যন্ত আমার প্রতি ভক্তি করিয়া আসিতেছে। যদি পরমাত্মাজ্ঞানে আমার নিকট আসিয়াছ, তাহা হইলে ভক্তির প্রশস্ত মার্গ পরিত্যাগ করিবে কেন? শ্রবণাদি দ্বারা যেরূপ ভক্তি হয়, অঙ্গে অঙ্গ স্পর্শ দ্বারা সেরূপ হয় না। ঋষিপত্নীদিগকেও আমি এই কথা বলিয়াছিলাম।

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।

তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ॥ ১০-২৩-৩২

তাঁহারা এই কথা শুনিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন। তোমরাও নিরস্ত হও এবং গৃহে প্রতিগমন কর।

শ্রীকৃষ্ণ, এসব কথা তুমি বলিতে পার। আজ জগতে অনুরাগাত্মক নূতন ধর্ম্মের তুমি প্রচার করিতেছ। তোমার পক্ষে অধিকার পরীক্ষা সঙ্গত বটে। তুমি স্পষ্টরূপে জগৎকে দেখাইতে চাও, যে সেই নূতন ধর্ম্মের অধিকারী ভেদজ্ঞান শূন্য হইবে। এইজন্য তুমি উচ্চৈঃস্বরে ভেদধর্ম্ম দ্বারা গোপীদিগকে নিবারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে। তুমি ভেদ ধর্ম্মের মর্য্যাদা যথেষ্ট রক্ষা করিয়াছিলে। যদি গোপীদের হৃদয়ে ভেদের লেশমাত্র থাকিত, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগকে সেই অপূর্ব্ব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে

না। তুমি অনন্ত কালের মধ্যে বহুকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিতে। গোপীদিগকে পরীক্ষা করা তোমার সঙ্গত ছিল বটে।

কিন্তু যদি আমি গোপী হইতাম, এ সকল কথা শুনিতাম না। তোমাকে উত্তম মধ্যম দুটা কথা শুনাইয়া দিতাম। অথবা রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত বলিতাম—

নাগর, কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগতে ভরি, আছে যত যোগ্য নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয়॥
কৈলে জগতে বেণুধ্বনি সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী
দূতী হৈয়া মোহে নারীমন।
মহোৎকণ্ঠা বাঢ়াইয়া আর্য্যপথ ছাড়াইয়া
আনি তোমায় করে সমর্পণ॥
ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে হানে কটাক্ষ কামশরে
লজ্জাভয় সকল ছাড়াও৭
এবে আমায় কর রোষ করি পরিত্যাগ দোষ
ধার্ম্মিক হইয়া ধর্ম্ম শিখাও॥
অন্য কথা অন্য মন বাহিরে অন্য আচরণ
এই সব শঠ পরিপাটি।
তুমি জান পরিহাস হয় নারীর সর্ব্বনাশ
ছাড় এই সব কুটিনাটি॥

কিন্তু সেই গোপীগণ—বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি সেই গোপীগণ—শ্রীকৃষ্ণের দোষ জানিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের শত দোষ হইলেও তাঁহারা তাঁহার পদতলে পতিতা। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন তাঁহাদের জগতে আর যে কেহ নাই।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা॥
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

আমি কৃষ্ণপদ দাসী তেঁহো রসসুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাত।
কিবা না দেন দরশন না জানে আমার তনু মন
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখিহে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয়॥

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে ভগ্নসংকল্প জ্ঞানে অপার চিন্তায় মগ্ন হইলেন। নিশ্বাসে তাঁহাদের বিম্বাধর শুষ্ক হইয়া গেল। অবনতমুখে পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহারা ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। কজ্জলময় অশ্রুজলে কুচকুঙ্কুম ভাসিয়া যাইতে লাগিল। হায়! প্রিয়তম কৃষ্ণের জন্য আমরা সর্ব্বত্যাগ করিলাম। তিনি আমাদিগকে এইরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন! অবশেষে কথঞ্চিৎ রোদন সংবরণ করিয়া নেত্রমার্জ্জন করিতে করিতে তাঁহারা গদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন।

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥ ১০-২৯-৩১

হে বিভো! এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিবে না। আমরা সকল বিষয় ত্যাগ

করিয়া তোমার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছি। অতএব তুমি দুরবগ্রহ হইলেও আমাদিগকে গ্রহণ কর। ভগবান্ আদি পুরুষ ত মুমুক্ষুদিগকে ত্যাগ করেন না। তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিও না।

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥ ১০-২৯-৩২

পতি, পুত্র, বন্ধুর পরিচর্য্যা স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম। হে অঙ্গ, তুমি ধর্ম্মবিৎ; এই জন্য এই কথা আমাদিগকে বলিলে। কিন্তু এই উপদেশের আশ্রয়, এই ধর্ম্মের চরমগতি ত তুমি, যেহেতু তুমি ঈশ্বর। অতএব এ উপদেশ তোমাতেই থাকুক। যদি বল তোমরা আমার কাছে কেন আসিয়াছ। ইহার কারণ এই যে, তুমি দেহী মাত্রেরই প্রিয়তম। কারণ, তুমি সকলের আত্মা। আর আত্মাই সকলের প্রিয় বন্ধু।

গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন না, তাহা নয়। গোবর্দ্ধন ধারণের সময় তিনি প্রকট হইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাদের কৃষ্ণকে তাঁহারা কৃষ্ণ বলিতেই ইচ্ছা করিতেন। আমার কৃষ্ণ আমার পতি, আমার বন্ধু, যেমন আমি মানুষ, তেমনি কৃষ্ণ মানুষ। এই ভাবে, মনুষ্যভাবে আপনার পতিভাবে তাঁহারা তাঁহাকে প্রেম করিতেন। ঐশ্বর্য্যের নামে তাঁহাদের প্রেম শুকাইয়া যাইত। তাঁহারা চারি হাত দেখিতে ভালবাসিতেন না। তাঁহারা শঙ্খচক্রাদি দূরে ফেলিয়া দিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে আত্মভাবে, গোপভাবে আনিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রেমকে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা আদর করিতেন। তাঁহাদের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে মনুষ্যরূপে গোপবেশে নিত্য বিরাজিত। তিনি সেখানে সকলের সখা, সকলের সঙ্গে গলাগলি ও কোলাকুলি।

ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া ভজন করিলে তিনি দূরে। গোপভাবে তিনি অতি সন্নিকটে। এইজন্য গোপ ও গোপীভাব জগতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমবশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

চৈতন্য চরিতামৃত

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ভৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র॥ ১০-২৯-৩৩

আর যদি শাস্ত্রের কথা বল, শাস্ত্রে বলে "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মালোকঃ"। উপনিষদেও বলে আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং পতি, পুত্র, বন্ধু সকলই আত্মার জন্য প্রিয়। এই জন্য "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"।

শাস্ত্রকুশলেরা তোমাতেই রতি করিয়া থাকেন। তুমি সকলের আত্মা, এই জন্য নিত্য প্রিয়। পতি পুত্রাদি ত আমরা এতদিন ছাড়ি নাই। আমরা ত ব্রজের মধ্যে ছিলাম। গোপাঙ্গনার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা ত

আমরা নিত্য করিয়াছি। পতি পুত্রাদির যেমন সেবা করিতে হয়, তাহাও করিয়াছি। আমরা ত মনুষ্যত্যাগী নই। মনুষ্যের মধ্যেই ত ছিলাম। কিন্তু পতি পুত্রাদিতে আসক্তি করিতে কেন বলিতেছ? আমাদের আসক্তি, আমাদের রতি একমাত্র তোমাতে। সংসারে আসক্তি কেবল দুঃখেরই কারণ। যদি আমাদেরই দুঃখ থাকিল, তবে জগতে আমরা কিরূপে সুখ দিব। কিরূপে তোমার স্বরূপ-শক্তি হইয়া জগতে তোমার স্বরূপ বিস্তার করিব। অতএব হে পরমেশ্বর, প্রসন্ন হও। হে অরবিন্দনেত্র, আমরা বহুকাল ধরিয়া তোমার প্রতি আশা করিয়া আছি। আজ আমাদিগকে নিরাশ করিও না।

কত কল্পে ঋষিগণ ভগবানের আরাধনা করিয়াছেন। আজ্ ভগবান্ গোপবেশে, তাঁহারাও গোপিনীবেশে। উভয়ে অতি সন্নিকট। জগতের ব্যবধান নাই। বৈকুণ্ঠের ব্যবধান নাই। ঐশ্বর্য্যের ব্যবধান নাই। আজ তাঁহারা ছাড়িবেন কেন? যোগমায়া কোথায় আছে। এইবার।

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্ব্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্-
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা॥ ১০-২৯-৩৪

গৃহে যতদিন চিত্তের আসক্তি ছিল, ততদিন ত সুখে গৃহে যাইতে পারিতাম। সে চিত্ত যে তুমি অপহরণ ক'রে ল'য়েছ। এই হাত দ্বারা গৃহকর্ম্ম করিতাম। তাও ত তুমি আকর্ষণ ক'রে ল'য়েছ আমাদের দুটি পা তোমার পাদমূল হ'তে একটি পদও চলে না। বলিলে ত ভাই, ব্রজে ফিরে যাও। যাই কেমন ক'রে? আর গিয়েই বা কি করব? হাত, পা, মন ত এই খানেই থাকৃল।

কে কোথায় যোগী আছ। দেখি কার বিষয়ে এত অনাসক্তি।

দেখাও বৈরাগ্যের এরূপ জ্বলন্ত উদাহরণ। দেখাও প্রেমের এমন অপরূপ ভাব।

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈও তুমি
তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিনু প্রেমের ফাঁসী।
সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া, নিশ্চয় হইনু দাসী॥
ভাবিয়া দেখিনু, এ তিন ভুবনে, আর কে আমার আছে।
রাধা বলি কেহ, শুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে, আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু, ওদুটি কমল পায়॥
না ঠেল না ঠেল, অবলে অখলে, যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে, গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি, তারসে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাসে কয়, পরম রতন, গলায় গাঁথিয়া পরি॥

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে॥ ১০-২৯-৩৫

হে অঙ্গ, তোমার মধুর হাস্য, মধুর চাহনি ও মধুর গীত দ্বারা হৃদয়ে প্রেমের অগ্নি উদ্দীপিত হইয়াছে। তোমার অধরামৃত সিঞ্চন কর। নচেৎ এই প্রেমের আগুন আর বিরহের আগুন, দুই আগুনে মিশে এই দেহকে দগ্ধ করিবে। তখন হে সখে, আমরা যোগীর ন্যায় তোমার ধ্যান করিতে করিতে তোমার নিকটে যাব।

এই দেহ ল'য়েই ত বাদ। আমাদের সহচরীগণ দেহ ত্যাগ ক'রে ত

তোমায় পেলে। যদি দেহে দেহে মিলন না হয়, না হউক। দেহ পুড়ে যাক্। আমরা কি দেহসঙ্গের প্রার্থী? ছি, ছি, ছি, ছি, আমরা কি নিজের দেহসুখ বাঞ্ছা করি? আমরা আমাদিগকে চাহি না। আমরা কেবল তোমাকে চাই। তোমাতে আমরা মিলিয়া যাই। তোমাতে আমরা একবারে নষ্ট হই। থাক যেন কেবল তুমি।

একবার সাধ ছিল, দেখিতাম, যেমন রুক্মিণী তোমার নিজ প্রকৃতি, তেমনি মানুষ তোমার প্রকৃতি হ'তে পারে কি না? দেখিতাম, ঐশ্বরিক প্রকৃতি বড়, কি মানুষী প্রকৃতি বড়? প্রাণ যায় যাবে, বৈকুণ্ঠে তোমাকে দেখ্‌ব না! সেখানে তুমি কোল্ দিলেও আমরা কোল্ লইব না। তুমি আমাদের ব্রজের কৃষ্ণ। তুমি গোপ। তুমি মনুষ্য! এই গোপদেহের সহিত আমাদের দেহের যদি মিলন হয়, তবেই ত সে মিলন আমরা চাই। নতুবা ঈশ্বর হ'য়ে দূরে থাক। আমরা তোমাকে সেই আমাদের কৃষ্ণ ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করিব। দেহত্যাগ ক'রে সেই আমাদের ধ্যানের কৃষ্ণ পাব। সেই মোহন-মুরলীধারী, সেই বর্হাপীড়াভিরাম কৃষ্ণ পাব।

সাধ ছিল দেখিতাম, মানুষের জয় কি ঈশ্বরের জয়। সাধ ছিল দেখিতাম, মানুষ-ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মানুষী মিলন হয় কি না। এ ভালবাসা ত চারহাত বিশিষ্ট মুকুটধারী ঈশ্বরকে দিতে পারি না। এ বালবাসা ছাড়তেও পারি না। আমরা যাই, যাব। কিন্তু ব্রজে ফিরে যাব না, দেহদাহান্তে তোমারি পাশে যাব। এ ভালবাসা তোমারি। আমরা যাই, যাব। আমাদের ভালবাসা কেবল তোমাকেই আশ্রয় করিবে।

যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া
দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎ প্রভৃতিনান্যসমক্ষমঙ্গ
স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ॥ ১০-২৯-৩৬

আর কি আমাদের কাম আছে, যে আমরা পতির কাছে গিয়া অঙ্গ-সঙ্গ কর্‌ব? আর তুমিও ঈশ্বর, তোমার সহিত অঙ্গসঙ্গেও আমাদের অধিকার নাই। লক্ষ্মীদেবীই তোমার পাদতল সেবা করেন। তবে তুমি আমাদিগকে অরণ্যবাসী বলিয়া ভালবাস। তাই লক্ষ্মীদেবী ক্ষণকালের জন্য যখন অবসর দিয়াছিলেন, তখন তোমার চরণ একবার আমরা স্পর্শ করিয়াছিলাম। সেই হ'তে অন্য সমক্ষে আর আমরা থাক্‌তেও পারি না। বিষয়-সঙ্গ আমাদের একবারেই তিরোহিত হইয়াছে। এ শরীর এখন তোমারই। গ্রহণ কর কিংবা না কর, এ শরীর আমরা কাহাকেও দিব না।

শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণকৃতেঽন্যসুরপ্রয়াস-
স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥ ১০-২৯—৩৭

লক্ষ্মীদেবীর কটাক্ষের জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণও তপস্যা করেন। সেই লক্ষ্মীদেবীর আবাস তোমার বক্ষঃস্থলে। তথাপি তিনি সপত্নী তুলসীদেবীর সহিত ভৃত্যসেবিত তোমার পাদপদ্মের ধূলি কামনা করেন। আমরাও সেইরূপ তোমার চরণধূলি আশ্রয় করিয়াছি।

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্॥ ১০-২৯—৩৮

হে দুঃখনাশন, আমাদের একমাত্র বাসনা তোমার উপাসনা। আমাদের অন্য বাসনা, কি এষণা নাই। আমরা যোগীর ন্যায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি একবার আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আর যদিও তোমার মধুর হাস্য ও নিরীক্ষণ দ্বারা আমাদের মনে তীব্র প্রেমের উদয় হই-

য়াছে এবং সেই প্রেমে আমরা দগ্ধ হইতেছি, তথাপি আমরা তোমার অঙ্গ সঙ্গ চাহি না। প্রেমের ফল দাস্য মাত্র। আমরা তোমার দাসী হইতে চাই। হে পুরুষভূষণ, আমাদিগকে দাসী হইতে দিবে কি?

কৃষ্ণ প্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরুসম লঘুকে করায় দাস্য ভাব॥
পিতা মাতা গুরু সখা ভাব কোন নয়।
প্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করায়॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥ ১০-২৯-৩৯

কৃষ্ণ জিতি পদ্মচাঁদ পাতিয়াছে মুখ ফাঁদ
তাতে অধর মধুর স্মিত চার।
ব্রজনারী আসি আসি ফাঁদে পড়ি হয় দাসী
ছাড়ি লাজ পতি-ঘর-দ্বার॥
বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম হরে নারী-মৃগী মর্ম্ম
করে নানা উপায় তাহার॥
গণ্ডস্থল ঝলমল নাচে মকর কুণ্ডল
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।

সস্মিত কটাক্ষ বাণে তা'সবার হৃদয়ে হানে
নারীবধে নাহি কিছু ভয়॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ তা'সবার মন বক্ষ
হরিদাসী করিবারে দক্ষ॥
সুললিত দীর্ঘার্গল কৃষ্ণের ভুজযুগল
ভুজ নহে কৃষ্ণসর্পকায়।
দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে নারীর হৃদয়ে দংশে
মরে নারী সে বিষজ্বালায়॥
কৃষ্ণকরপদতল কোটি চন্দ্র সুশীতল
জিনি কর্পূর বেনামূল চন্দন
একবার যারে স্পর্শে স্মরজ্বালা বিষ নাশে
যার স্পর্শে লুব্ধনারী মন॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ১০-২৯-৪০

অঙ্গ, তোমার মধুর পদসমন্বিত, অমৃতসিক্ত বেণুগীত শ্রবণ করিয়া ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ নারী আর্য্যপথ হইতে বিচলিত না হয়? এত দিন তুমি বেদদ্বারে যে ধর্ম্ম প্রচার করেছিলে, সে ধর্ম্মে ত তুমি প্রত্যক্ষ হইতে না, সে ধর্ম্মে ত তুমি দূরে দূরে থাকিতে। বেদ তোমাকে এত নিকটে ত দেখে নাই। তোমার মর বেণু ত শুনে নাই। তুমি ত নিজে সম্মুখীন

হইয়া এত জোরে আকর্ষণ কর নাই। বৃন্দাবনে যে তোমার নূতন লীলা, নূতন পদ্ধতি। শ্রীকৃষ্ণ, তুমি সেই পুরাতন আর্য্য পদ্ধতির কথা বলিতেছ?

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুংতমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন প্রকটা পদ্ধতিঃ সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি॥

ললিত মাধব ১-১৭।

গোক্ষুর ধূলিপটল কৃষ্ণের আগমন সূচনা করিতেছে এবং পুরোবর্ত্তী অন্ধকার তদীয় সঙ্গম সংঘটন করিতেছে। অতএব ব্রজসুন্দরীদিগের এই নূতন পদ্ধতি সর্ব্বদর্শী শ্রুতির সমীপে প্রকাশিত হয় নাই।

আমরা ত স্ত্রী। পুরুষেরাও এই বেণুরব শুনিয়া আর্য্যচরিত হইতে বিচলিত। পুরুষেরাও রাগাত্মক ভক্তি অবলম্বন করিবেন। "যন্মোহিতাঃ পুরুষা অপি চলিতাঃ"। শ্রীধর।

মনুষ্যের কথা যাউক, তোমার এই ত্রিভুবন-মোহন রূপ দেখিয়া ধেনু, হরিণ, তরুলতা ও পক্ষী প্রভৃতি ও পুলকে পূরিত হইল।

এই নূতন আকর্ষণ, এই নূতন বেণুরব, এই মধুর গোপবেশ—এ কি ক্ষণের জন্য, এ কি দুদিনের কল্পনা, এ কি প্রয়োজনহীন অনিত্য লীলা? যদি ইহার তাৎপর্য্য থাকে, যদি ইহা নিত্য লীলা হয়, যদি মনুষ্যের সহিত এই লীলার নিত্য সম্বন্ধ থাকে, যদি বেণুরব বিফল না হয়, যদি আকর্ষণের গভীর অর্থ থাকে, তবে আমরা উপস্থিত, তুমি সম্মুখে।

ধন্য ব্রজসুন্দরীগণ! ধন্য তোমাদের সঙ্কল্প! মনুষ্যের মনুষ্যত্ব তোমরা আজ সার্থক করিলে। ভগবানকে মানুষ করিয়া নিজের প্রেমে বাঁধিয়া রাখিলে। আজ মনুষ্য জাতিকে পায় কে? দেবগণ দেখ, ঋষিগণ দেখ, ব্রহ্মা দেখ, রুদ্র দেখ; যাঁর মায়ায় জগৎ মোহিত, দেখ আজ্ তিনি জয়ী, কি গোপী জয়ী। দেখ আজ বৈকুণ্ঠ বড়, কি বৃন্দাবন বড়। দেখ আজ লক্ষ্মী বড়, কি গোপী বড়। দেখ আজ মনুষ্য বড়, কি ঈশ্বর বড়।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

মিলন ও অন্তর্ধান।

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ॥ ১০-২৯-৪২

গোপীদিগের এই কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগেশ্বরদিগের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সদয় হইয়া হাস্য করিলেন এবং আত্মারাম হইলেও তিনি গোপীদিগের সহিত রমণ করিলেন। যোগেশ্বর অপূর্ব্ব যোগ করিলেন। আত্মারাম অদ্ভুত পূর্ব্ব রমণ করিলেন। এ যোগে, এ রমণে দুয়েরই মনুষ্যভাব থাকিল। ঈশ্বর ও মানুষের এক অভাবনীয় মানুষী মিলন হইল। বহির্দৃষ্টিতে যেন মানুষ মানুষীর সহিত মানুষী পদ্ধতিতে মিলিত হইল। অন্তর্দৃষ্টিতে জগতে এক অপূর্ব্ব অভিনয় হইল। এই অপূর্ব্ব অভিনয়ের নায়িকা বলিয়া গোপীদের মনে অভিমানের সঞ্চার হইল।

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোঽভ্যধিকং ভুবি॥ ১০-২৯-৪৭

"ভগবান্ কৃষ্ণ মনুষ্যভাবে আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। আহা! আমরা কি ভাগ্যবতী! ত্রিভুবনের মধ্যে কোন্ নারী এরূপ মান প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের মান আজ পায় কে!"

যে অভিমান ত্যাগ করিয়া মহানুভাব গোপীগণ কৃষ্ণলাভ করিয়াছিলেন, যে অভিমান ভুলিয়া তাঁহারা জগতের দুর্লভ মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই অভিমানের ছায়া তাঁহাদের মানগৌরবান্বিত চিত্তে আপতিত হইল। মানে গোপীও আপনাকে গুরু জ্ঞান করিলেন। অমনি অপূর্ব্ব অভিনয় ভাঙ্গিয়া গেল।

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১০-২৯-৪৮

"তাঁহাদিগের সেই সৌভাগ্য জনিত স্থৈর্য্যচ্যুতি, সেই আত্মগরিমার মোহ দেখিয়া, করুণাময় কৃষ্ণ সেই ভাবের প্রশান্তির জন্য, গোপীদিগের উপর পরম অনুগ্রহ বিস্তারের জন্য সেইক্ষণেই অন্তর্হিত হইলেন।"

হায়, কি হইল! এত আশা, এত উদ্যম কি সকলই শেষ হইল? জীবের চরম লাভ কি ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইল! ভগবান্ কি মনুষ্যবেশে, মনুষ্যপ্রেমে চিরবাঁধা থাকিবেন না। প্রেমের অপূর্ব্ব অভিনয় কি আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত কালের গর্ভে লীন হইল।

গোপীদের কাম নাই, ক্রোধ নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, মদ নাই, মাৎসর্য্য নাই। তাঁহাদের রাগ নাই, দ্বেষ নাই। সংসারের বন্ধন নাই। ভেদের দ্বৈধ নাই। একবার মাত্র যদি আমিত্ব অভিমান হ'য়ে থাকে, সে কি মার্জ্জনীয় নয়? শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমের পরম আনন্দে একবারমাত্র "আমি" জ্ঞান হইয়াছিল। আমরা যে "আমি" জ্ঞানে দিন, রাত্রি পরিপূর্ণ।

কৃষ্ণলাভ, কৃষ্ণসঙ্গম, কি কঠোর তপস্যার ফল। গোপীদিগের কি কঠোর তপস্যা। আহা, কেশমাত্র বিচলনেই কি স্খলন।

"আমি" ত যাবার নয়? "আমি" ত ভক্তির প্রধান অঙ্গ। যদি "আমি" না থাকে, ত "আমার" ভগবান্ কোথায়? ভগবানের দাসত্ব, ভগবানের সেবা, যদি "আমি" না থাকে, ত কে করিবে? যদি "আমি" না থাকে, ত ভক্ত কোথায়? ভক্ত বিনা ভক্তি কোথায়, ভগবান্ কোথায়?

"আমি" ত ভগবানেরই অংশ। সচ্চিদানন্দ রূপ। "আমি" ত অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। "আমি" ত সনাতন। "আমি" জ্ঞান যাবে কেন?

"আমি" জ্ঞান দূষণীয় নয়। "আমার জন্য আমি" জ্ঞান দূষণীয়। দেহাভিমানী "আমি" দূষণীয়। পতি, পুত্রাদি অভিমানী "আমি" দূষণীয়। মমত্ব অভিমানী "আমি" দূষণীয়।

"ভগবানের জন্য আমি" দূষণীয় নহে। ভগবৎ সেবায় অর্পিত "আমি" অত্যন্ত শ্লাঘনীয়। ভগবদর্পিত "আমিকেই" ভগবান গ্রহণ করেন। অন্য "আমিকে" তিনি গ্রহণ করেন না।

"আমার" জন্য "আমি" বন্ধনযুক্ত। ভগবানের জন্য "আমি" বন্ধনমুক্ত।

সকল "আমিই" ভগবানের স্বরূপ। সকল "আমিতেই" সত্ত্বা, চৈতন্য ও আনন্দ। বন্ধযুক্ত "আমিতে" সৎ, চিৎ, আনন্দ পরিচ্ছিন্ন, অপরিস্ফুট, উপহিত। বন্ধমুক্ত "আমিতে" সৎ, চিৎ, অপরিচ্ছিন্ন, পরিস্ফুট ও উপাধিশূন্য।

বদ্ধ জীবের সত্ত্বা অনিত্য। এই এক দেহ, এই অন্য দেহ। তাহার জ্ঞান আচ্ছাদনময়, আবরণময়। তাহার আনন্দ বিষয়ানন্দ, নানা বর্ণে রঞ্জিত ও মাত্রাপূর্ণ।

ভক্ত নিত্যদেহে অবস্থিত থাকিয়া শান্তির সুধাময় রস আস্বাদন করেন। তাঁহার হৃদয়ে আলোক প্রকাশিত হইয়া, জগৎ আলোকিত করে। সেই আলোকে তাঁহার দিব্যজ্ঞান হয়। ভক্ত আনন্দময়। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ নিত্য বিরাজিত। সেই আনন্দে পাঁচ রসের লহরী হয়; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

সকল ভক্তেরই মনে প্রথমে শান্তিরসের আবির্ভাব হয়। জগতের ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে শান্তির পবিত্র রস ভক্তকে সদানন্দময় রাখে। শান্তিই ভক্তজীবনের মূল ভিত্তি।

তাহার পরেই ভক্ত দাস্যরসে মগ্ন হন। তখন তাঁহার একমাত্র বাসনা ভগবানের সেবা। দাসত্বের প্রবল বাসনায় আমিত্ব ভাসিয়া যায়। দাসত্বে

"আমি" ভগবদর্পিত হয়। আমিত্বের একমাত্র প্রয়োজন ভগবানের সেবা। "আমার সুখ" একথা দাসের মুখে থাকে না। ভগবানের সুখের জন্য "আমি"। ভগবানের নিজ সুখাভিলাষ নাই। বিশ্বের সুখই তাঁহার সুখ। তিনি বিশ্বের ভগবান্। বিশ্বের সেবায় তাঁহার সেবা। দাস ভক্ত সর্ব্ব জীবে দয়া প্রকাশ করেন। তিনি সর্ব্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্ব্বভূতকে অবস্থিত দেখেন। তিনি ভগবানের কিঙ্কর হইয়া কেবল মাত্র ভগবৎ সেবায় কাল যাপন করেন। ভগবদ্‌ভাবনায় তিনি সম্পূর্ণরূপে অহং জ্ঞানের নাশ করেন এবং ভগবানে তন্ময় হইয়া তিনি বিচরণ করেন।

তখন ভগবানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অত্যন্ত গাঢ় ও নিরবচ্ছিন্ন হয়। ছোটবড় জ্ঞান তখন অন্তর্হিত হয়। তখন ভগবৎপ্রীতি বদ্ধমূল হইয়া সখ্যে পর্য্যবসিত হয়। সেই সখ্যভাবের অনন্তবিকাশ বাৎসল্যভাব এবং তাহার পূর্ণপর্য্যবসান মধুরভাব।

মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চ গুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥

মধুর ভাবাপন্ন গোপীগণ কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা কৃষ্ণের নিকট আসিয়া, আপনাদের দাস-ভাব ও সেবা-নিষ্ঠতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"সন্তজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলং ভক্তাঃ"
"পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাৎ"
"তব পাদতলং ......অস্প্রাক্ষ্ম"
"তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ"
"পুরুষ ভূষণ দেহি দাস্যম্"
"ভবাম দাস্যঃ"
"কিঙ্করীণাম্"

এইরূপ দাস্য ও সেবাব্যঞ্জক কাতর বাক্য দ্বারা গোপীরা জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিজসুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন করেন নাই। কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই তীব্র ভক্তি ভাব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং যদিও তাঁহারা ঋষিপত্নী-দিগের ন্যায় অঙ্গসঙ্গের প্রার্থিনী ছিলেন না, তথাপি মানুষিক মধুর মিলনের চরমভাব জগতে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি গোপীদিগকে অঙ্গসঙ্গ দিয়াছি-লেন।

সেই অঙ্গসঙ্গ পাইয়া গোপীগণের "আমার জন্য আমি" জ্ঞানের উদয় হইল। আমরা জগতের মধ্যে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী এইরূপ জ্ঞান তাঁহাদের হইল। তাঁহারা মনে করিলেন আমাদের তুল্য সৌভাগ্যবতী আর কেহ নাই। এই জ্ঞানে ভেদ জন্মিল, পরস্পরাপেক্ষা জন্মিল, আমিত্ব ভাবের উদয় হইল। দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি। দ্বৈত জ্ঞানের আনুষঙ্গিক ভয় সকল সম্মুখবর্ত্তী হইল। তখন আর শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমের অধিকার থাকিল কোথা? শ্রীকৃষ্ণের দেহ লীলায় রচিত। তিনি আত্মমায়া বশ করিয়া আপনার এক নিত্যদেহ রচনা করিয়াছিলেন। সে দেহ বৃন্দাবনে নিত্য, বিরাজিত। এখনও আছে, তখনও ছিল। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ আপনার লীলা অবসান করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এখনও

বৃন্দাবনে লীলা করিতেছেন। ভক্তের হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁহার বৃন্দাবন রচিত হইতেছে।

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥"
(লঘুভাগবতামৃত।)

ব্রজগোপীরা এই নিত্যলীলার সঙ্গিনী হইবেন বলিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে নিজের অঙ্গসঙ্গ দিয়াছিলেন। এই অঙ্গসঙ্গদ্বারা গোপীরা ভগবানের আনন্দময়ী প্রকৃতি হ্লাদিনী শক্তি হইয়া, জগতে আনন্দ বিস্তার করিবে। ভগবানের প্রকৃতি হইতে হইল "আমি" জ্ঞানের লোপ চাই।

তাই শ্রীকৃষ্ণ গোপীর অহং জ্ঞান দেখিবামাত্র অন্তর্হিত হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সন্তাপ, বিপদ, দুঃখ আমাদের প্রধান শিক্ষক। সেই শিক্ষার বলে আমরা মায়াসমুদ্র সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হইয়া, অবশেষে ঈশ্বর-প্রকৃতি অবলম্বন করিতে পারি। সে প্রকৃতিতে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ নাই। সে প্রকৃতি সর্ব্বগত, সর্ব্বভূতে বিরাজিত। সে প্রকৃতি জ্ঞানের আলোক দ্বারা জগতের অন্ধকার দূর করিতেছে। সে প্রকৃতি মধুর হইতে মধুর হইয়া জগতে আনন্দ বিস্তার করিতেছে। ঈশ্বর সেই প্রকৃতির সহিত নিত্য মিলিত হইয়া আলোক ও আনন্দের উচ্ছ্বাস বাড়াইতেছেন। প্রতি মিলনে আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছে। প্রতি মিলনে জগৎ আলোকিত হইতেছে। প্রতি মিলনে আনন্দচিন্ময়রস জগৎকে অভিষিক্ত করিতেছে।

এই বিশুদ্ধ রসের জন্য গোপীদিগের বিশুদ্ধতা চাই। অবিদ্যার লেশ মাত্রও তাঁহাদিগকে অধিকার করিতে পারিবে না। তাহা হইলে জগৎ যে অবিদ্যাময় থাকিয়া যাইবে।

আজ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিজজন। তাঁহারা তাঁহার নিজ প্রকৃতি।

তাই গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ নিজজনের অবিদ্যা সমূলে নাশ করিবার জন্য কৃত সংকল্প। তাই বিরহাগ্নি দ্বারা তাঁহাদিগের সকল পাপ নাশ করিবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

বিরহ।

গোপীদের বিরহ এক অপূর্ব্ব শিক্ষা। ধর্ম্ম জগতে এরূপ শিক্ষা আর নাই। বিরহে গোপী একবারে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। বিরহোন্মাদে তাঁহারা একবারে কৃষ্ণময়ী হইয়াছিলেন। ভক্ত হৃদয় পবিত্র করিবার জন্য বিরহলীলা এক মাত্র উপায়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই লীলার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই লীলা প্রকট করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

জগন্নাথ ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর অবস্থান অত্যন্ত রহস্যময়। শচীমাতার আজ্ঞা কেবল উপলক্ষণ মাত্র। মূল প্রয়োজন বিরহলীলার বিকাশ। ভাগবতে যাহা অসম্পূর্ণ ছিল, অক্রূর কর্ত্তৃক কৃষ্ণহরণের পর গোপীদিগের দিব্য বিরহ যাহা শুকদেব বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নিজ জীবনে তাহা প্রকট করিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পুরুষোত্তম দর্শন করিলেই মহাপ্রভুর মনে এক শ্লোকের উদয় হইত।

> যঃ কৌমারহরঃ সএবহি বর স্তাএব চৈত্রক্ষপা
>
> স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ॥
>
> সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
>
> রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥ কাব্যপ্রকাশ।

যিনি আমার কৌমার কাল হরণ করিয়াছেন, সেই আমার অভিমত বর। সেই চৈত্র মাসের রজনী, সেই বিকসিত মালতীর সৌরভ সংযুক্ত কদম্বকাননের মন্দ মন্দ সমীরণ, আর আমিও সেই রহিয়াছি, তথাপি সেই রেবা নদীর তীরবর্ত্তী বেতসী তরুর তলে সুরত লীলা বিধানার্থ আমার চিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

এই শ্লোকানুগত মহাপ্রভুর ভাব অবলম্বন করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছিলেন—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিত
স্তথাঽহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

সহচরি! আমার সেই প্রিয়তম কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে আমার সহিত মিলিত হইয়াছেন। আমিও সেই রাধা, আমাদের উভয়ের মিলন জনিত সেই সুখ, তথাপি আমার মন সেই যমুনাপুলিনবর্ত্তী বিপিনের—যাহার অভ্যন্তরে মুরলীর মধুর পঞ্চমতান খেলিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে,—সেই বিপিনের জন্য ব্যাকুল হইতেছে।

এই বিরহভাব চৈতন্য লীলার নিগূঢ় তত্ত্ব। চৈতন্য লীলায় এই বিরহ ভাবের পূর্ণ বিকাশ। রাসলীলার বিরহোন্মাদ এই বিরহ ভাবের প্রথম আবির্ভাব।

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্॥ ১০-৩০-১

ভগবান্ এইরূপে সহসা অন্তর্হিত হইলে, ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহার অদর্শনে যূথপতি গজেন্দ্রের অদর্শনে করিণীগণের ন্যায় অত্যন্ত সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈ-
র্মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতে-
স্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ॥ ১০-৩০-২

ব্রজরমণীগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ চেষ্টায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। আহা, শ্রীকৃষ্ণের সেই সবিলাস নিরীক্ষণ! কখনও মন্দগতি, কখনও অনুরাগের লহরী, কখন বা মধুর হাস্য। এইজন্য বঙ্কিম নয়নের কতই ভঙ্গিমা। আর সেই মনোরম আলাপ, চিত্তহারী ক্রীড়া, আর কত যে বিলাস। ব্রজাঙ্গনাগণের চিত্ত একবারে সেই সকল বিলাসে পরিপূর্ণ। তাঁহারা কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া সেই সকল চেষ্টার অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহস্ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকাঃ
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥ ১০-৩০-৩

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের গতি, হাস্য প্রেক্ষণ, ভাষণ ইত্যাদিতে গোপীদের চিত্ত গাঢ় সংলগ্ন। ঐ সকলে তাঁহারা অত্যন্ত আবিষ্ট। অবলাগণ এক-বারে তদাত্মিকা। তাঁহাদের আর নিজের বিলাস কি চেষ্টা থাকিল না। শ্রীকৃষ্ণের বিলাস ও শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাই তাঁহাদের বিলাস ও চেষ্টা হইল। এমন কি তাঁহারা আপনাদিগকে কৃষ্ণ মনে করিয়া পরস্পরকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। "তত্ত্বমসির" আর বাকি থাকিল কি?

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।

পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-

র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥ ১০-৩০-৪

তাহার পর সকলে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গান করিতে লাগিলেন। উন্মত্তবৎ তাঁহারা বন হইতে বনান্তরে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বনস্পতি সকলকে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি। শ্রীকৃষ্ণ ত আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত।

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ।

নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥ ১০-৩০-৫

হে অশ্বত্থ, হে প্লক্ষ, হে নগ্রোধ, তোমরা ত দূরদর্শী। নন্দপুত্র প্রেম ও হাস্য বিলসিত অবলোকন দ্বারা আমাদের মন হরণ করিয়া চোরের ন্যায় কোথায় পলাইয়া গেলেন, দেখিয়াছ কি ?

কচ্চিৎ কুরবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ।

রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ ॥ ১০-৩০-৬

হে কুরবক, অশোক, নাগপুন্নাগ, ও চম্পক তোমরা পুষ্পদ্বারা অনেকের উপকার করিতেছ। একবার বল দেখি, মানিনীর দর্পহারী হাস্য বিশিষ্ট রামানুজ কোথায় গেলেন।

কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।

সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রৎ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ১০-৩০-৭

হে তুলসি, হে কল্যাণি, তুমি ত গোবিন্দের চরণপ্রিয়। অলিকুলের সহিত তিনি তোমাকে ধারণ করেন। তিনি তোমার অতি প্রিয়। তুমি কি সেই অচ্যুতকে দেখিয়াছ ?

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।

প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ১০-৩০-৮

হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি যূথিকে তোমরা ত স্ত্রীজাতি বট, আমাদের দুঃখ তোমরা বুঝিতে পারিবে। আর তোমাদের অত্যন্ত গুণ থাকিলেও তোমরা নম্র। মাধব করস্পর্শ দ্বারা তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়া কি এ দিকে গিয়াছেন বলিতে পার?

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥ ১০-৩০-৯

আম্র পনস পিয়াল জম্বুকোবিদার
তীর্থবাসী সবে কর পর উপকার॥
কৃষ্ণ তোমার ইহা আইলা পাইলা দর্শন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন॥

কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপোব্রতকেশবাঙ্ঘ্রি-
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।
অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা
আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন॥ ১০-৩০-১০

হে ক্ষিতি, তুমি কি তপস্যা করিয়াছিলে। কেশবের চরণ স্পর্শে তোমার নিত্য উৎসব। ঐ দেখ কুশাদি রোম সকল পুলক ধারণ করাতে তোমার কি শোভা হইয়াছে। তোমার এ রোমাঞ্চ কি এখন কৃষ্ণচরণ স্পর্শ জনিত, না বামন অবতারের পাদ সংক্রমণ দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই আছে। অথবা তাহারও পূর্ব্বে বরাহদেব কর্ত্তৃক তুমি যখন আলিঙ্গিত হইয়াছ তখন হইতে এই পুলক। যাহা হউক তুমি ত কৃষ্ণকে নিশ্চয় দেখিয়াছ। দেবি, তুমি তাঁহার উদ্দেশ বলিয়া দাও।

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গ কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥ ১০-৩০-১১

বলমৃগি রাধা সহ শ্রীকৃষ্ণসর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইলা নাহিক অন্যথা॥
রাধার প্রিয়সখী আমরা নহি বহিরঙ্গ।
দূর হইতে জানি তার জৈছে অঙ্গ গন্ধ॥
রাধা অঙ্গ সঙ্গ কুচ কুঙ্কুম ভূষিত।
কৃষ্ণ কুন্দমালা গন্ধে বায়ু সুবাসিত॥
বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিং বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ১০-১০-১২
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্প ফল ভরে।
শাখা বড় পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে॥
কৃষ্ণ দেখি এই সব কর নমস্কার।
কৃষ্ণ গমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার॥
প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে।
নীলপদ্ম চালাইতে হৈলা অন্যচিতে॥
তোমরা প্রণাম কি করিয়াছ অবধান।
কিবা নাহি কব কহ বচন প্রমাণ॥
পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ।
নূনং তৎকরজস্পৃষ্টাবিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো॥ ১০-১০-১১

এই লতা সকলকে জিজ্ঞাসা কর। যদিও ইহারা বনস্পতির বাহু আলিঙ্গন করিয়া আছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের নখস্পৃষ্ট না হইলে এমন পুলক হবে কেন ?

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।

লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥ ১০-৩০-১৪

এইরূপে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে কাতর হইয়া উন্মত্তবৎ বাক্য বলিয়াছিলেন। এবং তদাত্মিকা হইয়া তাঁহারা ভগবানের প্রসিদ্ধ লীলা সকল অনুকরণ করিয়াছিলেন। কেহ বা পূতনা হইয়া কৃষ্ণকে স্তন দিয়াছিলেন, কেহ বা কৃষ্ণ হইয়া তাহার স্তন পান করিয়াছিলেন। কেহ বা বালক হইয়া পদ দ্বারা শকট ভঞ্জন করিয়াছিলেন। কেহ তৃণাবর্ত্ত হইলেন, কেহ বক হইলেন। কেহ বৎস হইলেন। কেহ কেহ কৃষ্ণ হইয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন। কেহ গোচরণ করিতে লাগিলেন। কেহ বেণুবাদন করিতে লাগিলেন। কেহ সাধু সাধু কহিতে লাগিলেন। কেহ অন্যের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া চলিতে লাগিলেন এবং একান্ত তন্মনা হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ আমি কৃষ্ণ, আমার গতি কেমন মধুর।" কেহ বলিতে লাগিলেন, "তোমরা বাত বর্ষা হইতে ভয় পাইও না। আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।" এই বলিয়া অতি যত্নে আপনার উত্তরীয় হাত দিয়া ঊর্দ্ধে তুলিলেন। কেহ বা কাহারও মাথায় চড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "হে দুষ্ট সর্প তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। জাননা কি আমি খলের দণ্ডকর্ত্তা ?" একজন বলিলেন, "হে গোপগণ, দেখ কি উগ্র দাবানল। তোমরা সত্বর নয়ন মুদিত কর। আমি তোমাদের মঙ্গল বিধান করিব।" কেহ যেন উলূখলে বদ্ধ হইয়া ভীতের ন্যায় এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। এখন "আমার জন্য আমিত্ব" তাঁহাদের থাকিল কোথায়।

আবার গোপীগণ বৃন্দাবনের তরুলতাকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে

চলিতে লাগিলেন। অবশেষে বনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন।

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।

লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ॥ ১০-১০-২৫

দেখ, দেখ, মহাত্মা নন্দনন্দনের পদ স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ধ্বজপদ্ম বজ্রাঙ্কুশযবাদি চিহ্ন স্পষ্ট বিরাজিত রহিয়াছে।

তাস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽ বলাঃ।

বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্॥ ১০-৩০-২৬

সেই সকল পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া গোপবালাগণ দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের পদের সহিত অন্য রমণীর পদচিহ্ন মিশ্রিত রহিয়াছে। দেখিয়া তাঁহারা কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন।

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।

অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা॥ ১০-৩০-২৭

আহা! কোন্ ভাগ্যবতী নন্দপুত্রের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে? কাহার এই সকল পদচিহ্ন? করিণীর কর যেমন গজেন্দ্র আপনার স্কন্ধদেশে বহন করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রকোষ্ঠ দেশ আপনার স্কন্ধের উপর রাখিয়াছিলেন।

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ১০-১০-২৮

ইনিই যথার্থ ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছেন। নিশ্চয় সেই আরাধনাই আরাধনা। দেখ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দ প্রীত মনে ইহাকে নির্জ্জন প্রদেশে আনয়ন করিয়াছেন।

নিশ্চয় রাধিকা, তুমি যথার্থ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলে। তোমার রাধিকা নাম জগতের মধ্যে সার্থক। শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণকালে অন্য

গোপীর ন্যায় তোমার আত্ম অভিমান হয় নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে ত্যাগ করেন নাই। তুমি গোপীর অগ্রণী। তুমি জীবের অগ্রণী। তুমিই শ্রীকৃষ্ণের পরা শক্তি।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র

দ্যোতনময়ী, কৃষ্ণময়ী রাধিকাই পর দেবতা। তিনি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী। সর্ব্বকান্তি, সম্মোহিনী ও পরা।

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরববর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিত-বক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ।

দানকেলি কৌমুদী

রাধাপ্রেম বিভু আর বাঢ়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই॥
যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত॥
যাহা হইতে সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার॥

হরিরেব ন চেদবাতরিষ্য-
ন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টি-
র্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র॥

বিদগ্ধ মাধব।

হে মধুর-নয়না বৃন্দে, যদি কৃষ্ণ ও রাধা মথুরায় অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে জীবসৃষ্টি বিশেষতঃ কামের সৃষ্টি জগতে বিফল হইত।

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্‌ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশো রমা দেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে॥ ১০-৩০-২৯

হে সখীগণ, এই সকল গোবিন্দের চরণপদ্মরেণু অত্যন্ত পবিত্র। ব্রহ্মা, শিব, রমা, দেবী ইহাঁরাও আপন অঘ বিনাশের জন্য এই রেণু মস্তকে ধারণ করেন। এস, আমরাও এই রেণু আপন আপন মস্তকে ধারণ করি। তবে যদি কৃষ্ণের দর্শন পাই।

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহোভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্॥ ১০-৩০-৩০

সেই আরাধিকার পদচিহ্নগুলি আমাদের মনে ক্ষোভ জন্মাইতেছে। গোপীদের সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা। সে একলা তাহা হরণ করিয়া ভোগ করিতেছে।

ছি! ছি! গোপীগণ এটি ত তোমাদের উপযুক্ত কথা নয়। রাধিকা ত কাহারও কোন দোষ করে নাই। শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে যেমন অধিকার দিয়াছেন, সে তাহাই করিতেছে। রাধিকারও যদি গর্ব্ব হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেও ত্যাগ করিতেন। যখন তাঁহার গর্ব্ব হইবে, তখন তাঁহাকেও ত্যাগ করিবেন। তবে এখন তাঁহাকে দেখিয়া তোমরা আপন গর্ব্ব খর্ব্ব কর।

বাস্তবিক গোপীদের এ ক্ষোভ ঈর্ষার ক্ষোভ নহে। তাঁহারা রাধিকাকে প্রাণের অধিক জানেন। তথাপি মিশ্রিত পদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহাদের নিজ-কষ্ট আরও অধিক হইয়াছিল।

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্‌ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ॥ ১০-৩০-৩১

এই খানে ত আর সেই বালিকার পদচিহ্ন দেখা যায় না। নিশ্চয় তৃণাঙ্কুরে তাহার সুকুমার অঙ্ঘ্রিতল ব্যথিত হইয়াছিল। তাই প্রিয়বর প্রেয়সীকে আপন স্কন্ধে উঠাইয়াছেন।

ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ।
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা॥ ১০-৩০-৩২

দেখ, বধূকে স্কন্ধে বহন করিয়াছেন বলিয়া এখানে ভারাক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের পদ অধিক মগ্ন। আবার দেখ এইখানে পদচিহ্ন নাই। পুষ্প চয়নের জন্য নিশ্চয় তিনি কান্তাকে এইখানে নামাইয়াছেন।

অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে॥ ১০-১০-৩২

এইখানেই তিনি প্রিয়ার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়াছেন। কারণ প্রপদে ভর করিয়া যাওয়াতে, এই পদচিহ্নগুলি খণ্ডিত।

কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্॥ ১০-৩০-৩৩

দেখ! এইখানে জানুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সেই বালিকাকে রাখিয়াছিলেন তাহার চিহ্ন। নিশ্চয় এইখানে তাহার কেশ বাঁধিয়া দিয়াছেন, এবং নিজে উপবিষ্ট হইয়া তাহার ফুলের চূড়া করিয়া দিয়াছেন।

রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্॥ ১০-৩০-৩৪

শুকদেব বলিতেছেন, গোপীগণ! কেবল তাহাই নয়। সেই আত্মারাম আত্মরত, বিকারবিহীন শ্রীকৃষ্ণ সেই বালিকার সহিত সেই স্থানে রমণ করিয়াছিলেন। কেন তিনি রমণ করিয়াছিলেন! সেই আত্মারাম আত্মতৃপ্ত, অখণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ কি উদ্দেশ্যে রমণ করিয়াছিলেন। কারণ

এখন ত আমরা বুঝিতে পারিয়াছি ; জগতের বিশেষ প্রয়োজন ভক্তির নিগূঢ় মর্ম্ম না থাকিলে ভগবান্ রমণ করেন না। তাঁহার নিজের রমণেচ্ছা অসম্ভব। যে হেতু তিনি আত্মারাম, আত্মরত ও অখণ্ডিত। তাই শুক-দেব বলিতেছেন, এ রমণের উদ্দেশ্য কেবল স্ত্রীজাতির দুরাত্মতা, কামীর দীনতা, ও নিজের অখণ্ডিতত্ব দেখাইবার জন্য। "অখণ্ডিতঃ স্ত্রীবিভ্রমৈরনা-কৃষ্টঃ"—শ্রীধর। রমণী যেমনই বিলাস দেখাক্ না কেন, কিছুতেই তিনি আকৃষ্ট হইতেন না।

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে॥ ১০-৩০-৩৫
সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কাময়ানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥ ১০-৩০-১৬
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ। ১০-৩০-৩৭

এইরূপ পরস্পরকে দেখাইতে দেখাইতে গোপীগণ বিমনা হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অন্য রমণী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে গোপ রমণীকে নির্জ্জন বনে আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনিও আপনাকে স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। দেখ "শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীকে ত্যাগ করিয়া আমাকেই অবলম্বন করিয়াছেন।" মনে মনে তাঁহার গরব হইল। কিছু দূর গিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ, আর ত আমি চলিতে পারি না। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে বহন কর।

রাধিকে,এবার তুমিও ফাঁদে পড়িলে। দিদি! তুমিই যে সকলের ভরসা। জগৎ তোমার পানে চাহিয়া আছে। যদি তুমি সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও, তবেই ত সকলে সম্মুখীন হইবে। ছি! ছি! আজ তুমিও স্ত্রীজাতির নাম হাসাইলে। ঐ শঠ, আজ তোমাকে দিয়াও স্ত্রীজাতির দুরাত্মতা পরীক্ষা

করিল। কিছুতেই না পেরে, শেষে সেই একান্ত রমণ। আর কৃষ্ণ আমরা এবার তোমাকে পরীক্ষা করিব। দেখি তুমি রাধিকার ফাঁদে পড় কি না?

"এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহস্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।" এইরূপে কথিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে বলিলেন এই আমি বসিতেছি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।

এইবার, এইবার কামীর দৈন্য কে দেখায়। পুরুষ হইলেই কি কামে বিকারশূন্য হয় তুমিও পুরুষ। তুমিও কামের দৈন্য দেখাইলে। এইবার ত কাঁধে চড়াইতে হবে। আমরা না হয় নিত্য চড়াইতেছি। তুমি ত একদিনও চড়াও। শ্রীমতি রাধিকে! ভাল করিয়া কাঁধে চড়।

ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত॥ ১০-৩০-৩৮

যেই সে গোপী কাঁধে চড়িতে যাবেন, সেই কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। আর সেই বধূ অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ যোগেশ্বরেশ্বর, তোমাকে কামী বলিয়া বড় পাপ করিয়াছি। দীনবৎসল, দোষ লইবে না। আমরা শ্রীমতী রাধিকাকে তোমা অপেক্ষাও ভালবাসি। তাই তাঁহার জন্য তোমাকে কামী বলিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। সত্য সত্য, তুমি অখণ্ডিত, সত্য, সকল জীবই তোমার পরীক্ষার স্থল ও তুমি পরীক্ষার অতীত। আমাদের শ্রীমতীও তোমার পরীক্ষার স্থল।

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥ ১০-১০-৩৯

হে নাথ, হে প্রিয়তম, হে মহাভুজ। কোথায় তুমি, কোথায় তুমি! দেখ তোমার দাসী অত্যন্ত কাতরা। এইবার আমি তোমার চির দাসী। আর গরব করিব না। আর কাঁধে তুলিতে বলিব না। সখে, দেখাও তোমার নিকটে কিরূপে যাব।

শ্রীমতীর রোদনে জগৎ ভরিয়া গেল। ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ভেদ করিয়া হাহাকার রব উত্থিত হইল। ঋষিগণ, দেবগণ মূর্চ্ছিত হইলেন।

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরতঃ।

দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষমোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্॥ ১০-১০-৪০

ভগবানের মার্গ অন্বেষণ করিতে করিতে গোপীগণ অদূরে প্রিয় বিচ্ছেদ মোহিতা দুঃখিতা নিজ সখীকে দেখিতে পাইল।

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।

অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাদ্বিস্ময়ং পরমং যযুঃ॥ ১০-৩০-৪১

সখীর নিকট তাঁহার মান প্রাপ্তি এবং দুরাত্মতা নিবন্ধন অবমান শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহারা এখন সকলে সমবেত হইয়া একবার বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন; পরে অন্ধকার দেখিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।

তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ॥ ১০-১০-৪৩

তন্মনস্ক, তদালাপ, তদ্বিচেষ্ট ও তদাত্মিক গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে আপনার গৃহ আদি কেহই আর স্মরণ করিলেন না।

এস, সকলে মিলিয়া একবার গোপীগণকে প্রণাম করি। একবার তাঁহাদের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করি। তাঁহারা পূর্ণ যোগিনী, পূর্ণ সমাধিস্থা।

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।

সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ॥ ৫০-৫০-৪৪

পুনরায় সকলে যমুনার পুলিনে আগমন করিয়া কৃষ্ণের ভাবনা করিতে করিতে কৃষ্ণের আগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া সমবেত স্বরে কৃষ্ণের গান করিতে লাগিলেন।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

গোপীগীত।

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষুতাবকা-
স্বয়ি ধৃতাসবস্তাং বিচিন্বতে॥ ১০-৩১-১

হে দয়িত, তোমার জন্মে ব্রজ অধিকতর জয়যুক্ত হইয়াছে। ইন্দিরা দেবী সর্ব্বদা ব্রজ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। সকলেরই আনন্দ। কিন্তু আমরা যদিও তোমারি, তথাপি অতি কষ্টে তোমারি নিমিত্ত জীবনধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে তোমার অন্বেষণ করিতেছি।

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ
সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥ ১০-৩১-২

শরতের নির্ম্মল জলাশয়ে বিকশিত পূর্ণ কমলের যে শোভা, হে সুরত নাথ, সে শোভাও তোমার নয়ন হরণ করিয়াছে। হে বরদ, আমরা তোমার বিনা মূল্যের দাসী। সেই নয়ন দ্বারা আমাদিগকে বধ করা কি তোমার বধ নয়।

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্
বর্ষমারুতাদ্ বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্
ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥ ১০-৩১-৩

হে ঋষভ, বিষময় জল হইতে, ব্যাল রাক্ষস হইতে, বর্ষা, বায়ু, অগ্নিপাত হইতে, বৃষ হইতে, ব্যোম হইতে এবং অন্যান্য সকল ভয় হইতে তুমিই ত আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে কেন্ উপেক্ষা করিতেছ?

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥ ১০-৩১-৪

হে সখে! নিশ্চয় নিশ্চয় তুমি গোপিকানন্দন নহ। তুমি অখিল প্রাণীর অন্তরাত্মা ও বুদ্ধিসাক্ষী। ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বপালনের জন্য তুমি সাত্বতের কুলে উদিত হইয়াছ।

এইবার, গোপীগণ! সত্য সত্যই তোমরা "আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিত" হইলে। তোমরা জ্ঞানালোকে পূর্ণ হইলে। এইবার কৃষ্ণের স্বরূপ প্রকৃতি হইবার বাকি কিছু থাকিল না। তোমরাই হ্লাদিনী। তোমরাই সম্বিৎ।

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য তে
চরণমীয়ুধাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্তকামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্॥ ১০ ৩১-৫

হে বাষ্ণের্য়, সংসারের ভয়ে যাহারা তোমার চরণ আশ্রয় করে, আপন হস্ত দিয়া তুমি তাহাদিগকে অভয় দাও। ঐ হস্তে তুমি লক্ষ্মীর করগ্রহণ কর। হে কান্ত, আমরা সংসার ভয় হইতে রক্ষা চাই না। লক্ষ্মীর সঙ্গিনী হইতে চাই না। আমরা কেবল তোমার প্রেম চাই। তোমার প্রেমদ কর-কমল একবার আমাদের মস্তকে দাও।

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।

ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ১০-৩১-৬

হে বীর, তুমি ব্রজজনের আর্ত্তিহারক। নিজজনের গর্ব্ব বিনাশক তোমার মধুর হাস্য। আমরা তোমার কিঙ্করী। আমাদিগকে নিশ্চয় আশ্রয় দাও। তোমার চারু মুখপদ্ম একবার আমাদিগকে দেখাও।

প্রণতদেহিনাং পাপকর্শনং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥ ১০-৩১-৭

তোমার পদাম্বুজ প্রণত দেহীর পাপনাশক। কৃপায় ঐ পাদ তৃণচরের পশ্চাৎ গমন করে। লক্ষ্মীর নিবাস ভূমি, ফণীর-ফণায় অর্পিত তোমার ঐ চরণ পদ্ম আমাদের বক্ষে (কুচ দেশে) স্থাপিত কর। আমাদের হৃদয় রোগ নষ্ট কর। যেন কাম আর আমাদের থাকে না।

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী-
রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ? ১০-৩১-৮

হে পদ্মলোচন! তোমার মধুর হাস্য ও গম্ভীর বাক্যদ্বারা আমরা মোহ প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বীর! আমরা তোমার দাসী। অধর সুধাদ্বারা আমাদিগকে বাঁচাও।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥ ১০-৩১-৯

পণ্ডিতেরা বলেন, বিরহে গোপীদের দশ দশা হইয়াছিল।

চিন্তাহি জাগরোদ্বেগোতানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যুর্দশা দশ॥

অক্রূর কর্তৃক কৃষ্ণ হরণের পর, এই দশ দশা প্রত্যেকে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু রাসকালীন বিরহেও সকল দশাই সূচিত হইয়াছিল। চিন্তা জাগরণ, উদ্বেগ, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ এ সকল আমরা পূর্ব্বেই দেখিলাম। তনুতা ও মলিনাঙ্গতাও কথঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণের এক একটি ভাব এক একটি সর্প হইয়া তাঁহাদিগকে যেরূপ দংশন করিয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদের মোহও বেশ বুঝিতে পারা যায়। "করসরোরুহ," "জলরুহানন," "পদাম্বুজ" "মধুরয়া গিরা"—এ সকল আমরা এখনই দেখিলাম। তবে যে গোপীর মৃত্যু হয় নাই, তাহার কারণ কেবল মাত্র কথামৃত।

তোমার কথামৃত তপ্তের জীবন স্বরূপ। দেবভোগ্য অমৃতকে যাঁহারা তুচ্ছজ্ঞান করেন, সেই ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণও এই কথামৃত আদরের সহিত পান করিয়া থাকেন। কাম, কর্ম্ম প্রভৃতি সকল পাপ ইহা হইতে বিনষ্ট হয়। এই কথামৃত শ্রবণমাত্র মঙ্গলপ্রদ। ইহাতে মাদকতা নাই। ইহা অতি সুশান্ত। এই কথামৃত যাঁহারা ভুবন মধ্যে বিস্তৃত ভাবে বিতরণ করেন, তাঁহারাই যথার্থ দাতা। তাঁহারাই লোকের প্রাণ দেন অধিক কি বলিব। শ্রীকৃষ্ণ! তোমার সেই কথামৃত দ্বারা এখনও আমরা বাঁচিয়া আছি।

কিন্তু বাস্তবিক গোপীরা না জানিলেও, তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে। ব্যষ্টি গোপী আর জীবিত নাই। জীব প্রকৃতি গোপী অতীতের গর্ভে। ব্রজবাসিনী কিরূপে জানিবে "সাত্বতাং কুলে।" গোপরমণী কেমনে জানিবে "বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে"। আর উন্মাদ নাই। আর বিকার নাই। এখন ভাব গাম্ভীর্য্য। প্রেমের অতল সমুদ্র। জ্ঞানের "নিবাতনিষ্কম্পমিব

প্রদীপম্।” আর এ গোপী সে গোপী নাই। সকল গোপী মিলিয়া এক। এক প্রাণ এক মন। সে প্রাণ সে মন বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বরের প্রাণ ও মনের সহিত এক তান। এক সঙ্গীত সমগ্র বিশ্ব হইতে উত্থিত। সে সঙ্গীত প্রণবাত্মক। গোপীদের সত্ত্বা সমষ্টি সত্ত্বা। গোপীরা ঈশ্বরের প্রকৃতি। গোপীগীত প্রণবের লহরী।

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষণং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥ ১০-৩১-১০

যদি বল কথামৃত শ্রবণেই বাঁচিয়া আছ, ত আর দর্শনে প্রয়োজন কি? তাতে যে মনের শান্তি পাইনা। হে প্রিয়, সেই মধুর হাঁসি, প্রেমের চাহনি, সেই পবিত্র বিহার, যার ধ্যান মাত্রেই মঙ্গল হয়, আর নির্জ্জনে তোমার যে সকল সঙ্কেত মর্ম্ম, যাহা আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিয়া আছে। বল দেখি, কুহকময়! এ সকলে আমাদের ক্ষুভিত হইতে হয় কি না?

আমরা ত সারূপ্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সালোক্য চাই না। আমরা ত তোমাতে লীন হইবার জন্য সাযুজ্য চাই না। তুমি যে ঈশ্বর, তুমি সেই ঈশ্বর থাক। তুমি যে ভগবান্, তুমি সেই ভগবান্ থাক। আমরা ঐশ্বর্য্য চাই না, ভগবত্তা চাই না। তাহার নিকটেও যেতে চাহি না। আমরা চাহি কেবল তোমার মুখখানি দেখিতে। চাহি কেবল তোমার চরণ সেবিতে। চাহি তোমার আনন্দে তোমাকে আনন্দিত করিতে। তুমি ত সকলকে দেখ, আমরা তোমাকে দেখি। সকলে ত তোমার ঐশ্বর্য্যে আবদ্ধ। আমরা তোমার প্রেমে আকৃষ্ট। তুমি চাও না চাও আমরা তোমার জন্য তোমাকে চাই।

চলসি যদ্ ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥ ১০-৩১-১১

হে নাথ! হে কান্ত! যখন তুমি ব্রজ হইতে পশু চারণ করিতে করিতে বাহিরে যাও, তখন নলিন-সুন্দর তোমার পদ পাছে শিলতৃণাঙ্কুর দ্বারা ব্যথিত হয়, এই ভাবিতে ভাবিতে আমাদের মন অত্যন্ত অসুস্থ হয়। বল দেখি ব্রহ্মাদিও কি তোমার জন্য এই ভাবনা ভাবে?

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-
র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু-
র্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি॥ ১০-৩১-১২

আবার দিনক্ষয়ে নীলকুন্তলাবৃত ধূলায় ধূসর অলিমালাকুল পরাগচ্ছুরিত পদ্মতুল্য তোমার মুখখানি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া আমাদের মনে কেবল রতি উৎপাদন করাও।

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহম্॥ ১০-৩১-১৩

হে আধিহন্তা, হে রমণ, প্রণতের কামদ, কমলযোনির অর্চ্চিত, ধরণীর মণ্ডন, আপদ কালে ধ্যানমাত্র আপন্নিবর্ত্তক, সেবাকালেও সুখতম, তোমার চরণপঙ্কজ আমাদের বক্ষে অর্পণ কর।

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
চুম্বরি তবেণুনাসুষ্ঠু ষিতম্।

ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥ ১০-৩১-১৪

হে বীর, সুরতবর্দ্ধন, শোকনাশন নাদিতবেণু দ্বারা উত্তমরূপে চুম্বিত তোমার অধরামৃত একবার আমাদিগকে দেও। সে অধরামৃতের এমনি গুণ যে মনুষ্য অন্য রাগ একবারে ভুলিয়া যায়। বিষয় রাগ আর থাকে না। কেবল তোমাতেই অনুরাগ, রতি ও সুরতরূপ প্রেম বৃদ্ধি করায়।

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্॥ ১০-২১-১৫

দিবাভাগে যখন তুমি বনে ভ্রমণ কর, তখন তোমাকে না দেখিয়া এক মুহূর্ত্ত কালও আমাদের এক যুগ হয়। আর দিনান্তে কুটিল কুন্তলাক্রান্ত পরম শোভালয় তোমার মুখখানি যখন আমরা উর্দ্ধনেত্রে দেখি, তখন মনে মনে ব্রহ্মাকে নিন্দা করি। ব্রহ্মা! তুমি কি মূর্খ, আমাদের চক্ষে পলক কেন দিয়াছিলে। সে যে, কৃষ্ণ দর্শনে বাধা দেয়। "কিঞ্চ ক্ষণমপি ত্বদ-দর্শনে দুঃখং দর্শনে চ সুখং দৃষ্ট্বা সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগেন যতয় ইব বয়ং ত্বামু-পাগতাস্ত্বন্তু কথমস্মাং স্ত্যক্তুমুৎসহসে"—শ্রীধর। ক্ষণমাত্র তোমার অদর্শনে আমাদের দুঃখ। তোমাকে দেখিয়াই আমাদের সুখ। এই জন্য সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করিয়া যতির ন্যায় আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি। আমরা কামী বিষয়ী নই। তবে কেন আমাদিগকে ত্যাগ করিতেছ।

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্
অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥ ১০-৩১-১৬

এই জন্যই হে অচ্যুত, পতি পুত্র সম্বন্ধী ভ্রাতৃ বান্ধব সকলকে অত্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া, তোমার নিকটে আসিয়াছি। তোমার গতি জানিয়াই আমরা তোমার উচ্চগীতে মোহিত হইয়া আসিয়াছি। হে শঠ! এ সকল রমণীগণকে রাত্রিকালে তোমা ছাড়া আর কে ত্যাগ করিতে পারে?

রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ॥ ১০-৩১-১৭

তোমার রহস্যে আমাদের হৃদয়ে রোগ জন্মিয়াছে। তোমার প্রহসিত আনন, প্রেমের বীক্ষণ, লক্ষ্মীর আবাসরূপী বিশাল বক্ষ দেখিয়া আমাদের অত্যন্ত স্পৃহা হইয়াছে। আমাদের মন পুনঃ পুনঃ মোহপ্রাপ্ত হইতেছে।

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্॥ ১০-৩১-১৮

হে অঙ্গ, মনুষ্যরূপে তোমার যে অভিব্যক্তি সে ব্রজবাসিমাত্রেরই দুঃখ-নাশের জন্য, সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল জন্য। তবে আমরা যে তোমাতে স্পৃহাময় আমাদের হৃদ্রোগের ঔষধ তুমিই জান, সে ঔষধ দিতে কেন কুণ্ঠিত?

যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্‌ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ১০-১১-১৯

হে প্রিয়, তোমার সুকুমার চরণকমল আমরা ভয়ে ভয়ে শনৈঃ শনৈঃ

আমাদের স্তনদেশে ধারণ করি। মনে করি, আমাদের স্তনও তোমার চরণ অপেক্ষা অত্যন্ত কর্কশ। আজ সেই চরণ লইয়া তুমি এই বনে ভ্রমণ করিতেছ। উহু, উহু, কি জানি কত সূক্ষ্ম পাষাণাদি দ্বারা ব্যথা পাই-তেছ, তুমিই যে আমাদের একমাত্র জীবন। আর পারিনা, আর পারি না। আমাদের মস্তক ঘুরিতেছে, বুদ্ধি মোহপ্রাপ্ত হইতেছে।

ধন্য গোপীগণ! ধন্য তোমাদের প্রেম!

আত্মসুখ দুঃখ গোপী না করে বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ বিনা আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥
তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহো ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈনু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর ইহা সম্ভোগসাধন॥
এদেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥
আর এক অদ্ভূত গোপী ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপিগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটি গুণ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥

এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণ সুখ পোষে।
এই হেতু গোপী প্রেমে নাহি কামদোষে॥
আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কাম গন্ধ হীন॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যে পুষ্ট।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হইয়া সন্তুষ্ট॥
প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীত বিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥
নিজ প্রেমানন্দ কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥
আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥
কামগন্ধ হীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী॥

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিংমে ভবন্তি ন॥

গোপীপ্রেমামৃত

গোপীকা জানেন কৃষ্ণ মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা পরিপাটি ইষ্ট সমীহিত॥

তথাহি আদিপুরাণে

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥"

চৈতন্য চরিতামৃত।

যে জন্য শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহা এখন সিদ্ধ হইয়াছে। এখন আর গোপীর জন্য গোপী তিলার্দ্ধমাত্র নাই। এখন সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্য গোপী। আর কেন অন্তর্দ্ধান?

রাস পঞ্চাধ্যায়।

পুনর্মিলন।

কৃষ্ণদর্শন লালসায় উচ্চৈঃস্বরে গোপীগণ মধুর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আর পীতাম্বরধারী, বনমালাবিভূষিত, সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথ শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে পারিলেন না। তিনি হাঁসিতে হাঁসিতে গোপীদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। করচরণাদি দেহের অঙ্গ সকল প্রাণ পাইলে যেমন উঠিয়া বসে,

সেইরূপ গোপীরা উৎফুল্লনয়নে আনন্দিত মনে যুগপৎ উঠিয়া বসিলেন। কেহ দুই হাতে তাঁহার করপদ্ম গ্রহণ করিলেন। কেহ তাঁহার চন্দন ভূষিত হস্ত আপন স্কন্ধদেশে রাখিলেন। কেহ অঞ্জলি দ্বারা তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিলেন। কেহ বা তাঁহার চরণপদ্ম লইয়া আপন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। আবার কোন রমণী দুরন্ত প্রণয় কোপে অধর দংশন করিতে করিতে ভ্রূকুটি করিয়া তাঁহার প্রতি কটাক্ষ বাণ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কেহ বা অনিমিষ নয়নে প্রাণ ভরিয়া তাঁহার মুখপদ্ম দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই নয়নের তৃপ্তি হইল না। কোন গোপরমণী নেত্র রন্ধ্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আপন হৃদয় মধ্যে আনয়ন করিয়া নিমীলিত নয়নে তাঁহাকে ধ্যানে আলিঙ্গন করিতে করিতে পুলকাঙ্গী হইয়া যোগীর ন্যায় আনন্দে আপ্লুত হইলেন। কৃষ্ণকে পাইয়া সকলের বিরহ-তাপ দূরে গেল। সকলে পরম আনন্দে মগ্ন হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দর্শন মাত্রেই গোপীদের মনোরথ পূর্ণ হইল। তাঁহাদের অন্য কামনা কিছুই ছিল না। তাঁহারা কামগন্ধ হীন। বিরহতাপে তাঁহারা অত্যন্ত খিন্ন ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহ তাঁহারা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে সুখ, অদর্শনে দুঃখ, এভিন্ন তাঁহাদের সুখ দুঃখ আর কিছুই ছিল না। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে তাঁহাদের সকল কাম, সকল হৃদয়রোগ দূর হইয়াছিল।

তদ্দর্শনাহ্লাদ-বিধূত-হৃদ্রুজো,
মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ। ১০—৩২—১৩

শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের আনন্দে গোপীদের হৃদয়রোগ একেবারে বিনষ্ট হইয়াছিল। শ্রুতিগণের ন্যায় তাঁহারা মনোরথের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। "যথা কর্ম্মকাণ্ডে শ্রুতয়ঃ পরমেশ্বরমপশ্যন্ত্যস্তত্তৎ কামানুবন্ধৈরপূর্ণা ইব ভবন্তি জ্ঞানকাণ্ডেতু পরমেশ্বরং দৃষ্ট্বা তদাহ্লাদপূর্ণাঃ কামানুবন্ধং জহতি

তদ্বৎ”—শ্রীধর। যেমন শ্রুতিগণ কর্ম্মকাণ্ডে পরমেশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া কেবল মাত্র স্বর্গাদি কাম্যবিষয় অনুধাবন করিতে করিতে অসম্পূর্ণ ও অতৃপ্ত থাকেন, পরে জ্ঞানকাণ্ডে তাঁহারা পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইয়া, সেই দর্শনানন্দে পূর্ণ হইয়া অন্য সকল কাম, একেবারে পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনানন্দে সকল কামই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিষ্কাম নির্ব্বিকল্প যোগীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সমীপে বর্ত্তমান রহিলেন। “আপ্তকামা অপি প্রেম্না তমভজন্”—শ্রীধর। যদিচ গোপীরা পূর্ণকাম, তথাপি প্রেমের স্বভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন। কামের স্বভাবে নহে। তাঁহাদের নিজের কোন কর্ম্মও ছিলনা, কামও ছিল না।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সমভিব্যাহারে যমুনার পুলিনে গমন করিলেন। সেখানে আপন উত্তরীয় দ্বারা গোপীগণ তাঁহার আসন রচনা করিয়া দিলেন। যোগেশ্বরের হৃদয় মধ্যে কল্পিত আসনের ন্যায় সেই আসনে শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা ঈষৎ কোপ সহকারে বলিতে লাগিলেন।

ভজতোঽনু ভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্য্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যেক এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ॥ ১০—৩২—১৬

হে কৃষ্ণ, দেখিতে পাই কেহ কেহ ভজনানন্তর ভজনা করে, অর্থাৎ যদি কেহ তাহাকে ভজনা করে, তবে সে তাহাকে ভজনা করে। আপনা হইতে করে না। আবার কেহ ভজনের অপেক্ষা করে না। অন্যে তাহার ভজনা করুক না করুক্, সে অন্যের ভজনা করে। আবার এমন কেহ কেহ আছেন, তাঁহাকে তুমি ভজনা কর বা না কর, সে তোমাকে ভজনা করিবে না। ইহার তাৎপর্য্য কি?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা॥ ১০—৩২—১৭

হে সখীগণ, যাঁহারা ভজনে পরস্পরের অপেক্ষা রাখেন, তাঁহাদের উত্তম কেবল মাত্র স্বার্থের জন্য। বাস্তবিক তাঁহারা অন্যের ভজনা করেন না, নিজের ভজনাই করেন। যেখানে কেবল উপকারের প্রত্যুপকার, সেখানে যথার্থ সৌহৃদ্য নাই, সুখ নাই, ধর্ম্ম নাই। সেখানে কেবল স্বার্থ।

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা।

ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ॥ ১০—৩২—১৮

ভজনার অপেক্ষা না করিয়া যাঁহারা ভজনা করেন তাঁহারা করুণ হৃদয়। পুত্রের ব্যবহার ভাল হউক মন্দ হউক, পিতা পুত্রের সেবা করেন। এ ভজনে নিরপবাদ ধর্ম্ম আছে, সৌহৃদও আছে।

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।

আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥ ১০—৩২—১৯

আবার যাঁহারা ভজনকারীকেও ভজনা করেন না, অভজনকারীকে দূরে থাক্, তাঁহারা আত্মারাম,বা আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ অথবা গুরুদ্রোহী। যাঁহারা আত্মারাম, তাঁহারা বাহ্যদৃষ্টিশূন্য, সুতরাং অন্যের ব্যবহার তাঁহারা দেখেন না এবং অন্যের প্রতিও তাঁহারা কোনরূপ ব্যবহার করেন না। যাঁহারা পূর্ণকাম, তাঁহারা বিষয়দর্শী হইলেও তাঁহাদের ভোগেচ্ছা থাকে না। সুতরাং অন্যের অপেক্ষা তাঁহারা করেন না। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি মূঢ়তা নিবন্ধন কৃতজ্ঞতা দেখায় না। "স পিতা যস্তু পোষকঃ"। উপকারী ব্যক্তি গুরুতুল্য। যে তাহারও দ্রোহ করে, সে অত্যন্ত কঠিন।

নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্

ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।

যথাঽধনো লব্ধধনে বিনষ্টে

তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ॥ ১০—৩২—২০

কিন্তু সখীগণ, আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া যদি তোমরা প্রশ্ন করিয়া

থাক, তাহা হইলে, আমি অকপটচিত্তে বলিতেছি যে, এ সকলের মধ্যে আমি কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নহি। আমি যে ভজনকারীকে ভজনা করি না, সে কেবল তাহাদের নিরন্তর ধ্যান প্রবৃত্তির জন্য। যেমন ধনহীন ব্যক্তি ধনলাভ করিয়া সেই ধন হারাইলে. সেই ধনের চিন্তায় পূর্ণ হইয়া আর তাহার ক্ষুৎপিপাসাদি পর্য্যন্ত জ্ঞান কিছুই থাকে না, সেইরূপ আমাকে পাইয়া আবার হারাইলে, আমার ভক্তের বৃত্তি আমারই জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ হয়, তাহাদের আর দ্বৈত জ্ঞান থাকে না।

প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া তার গুণ সঙরিয়া
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের কণ্ঠধরি কহে হাহা হরি হরি
ধৈর্য্য গেল হইল চপল॥
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন ছাড়িলেক বেদ ধর্ম্ম
যোগী হঞা হইল ভিখারী॥
কৃষ্ণ লীলা মণ্ডল শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল
গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি তৃষ্ণা লাউ থালি ধরি
আশাঝুলি স্কন্ধের উপর॥
চিন্তা কান্থা উড়ি গায় ধূলি বিভূতি মলিন কায়
'হাহা কৃষ্ণ' প্রলাপ উত্তর।
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে লোভের ঝুলি নিল মাথে
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর॥
ব্যাস শুকাদি যোগিগণ কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।

ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে করিয়াছে বর্ণনে
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ ॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি মহা বাউল নাম ধরি
শিষ্য লঞা করিনু গমন।
মোর দেহ স্বসদন বিষয় ভোগ মহাধন
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥
যত যত প্রজাগণ সব স্থাবর জঙ্গম
বৃক্ষ লতা গৃহস্থ আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন ফল মূল পত্রাসন
এই বৃত্তি করে শিষ্য সনে ॥
কৃষ্ণ গুণ রূপ রস গন্ধ শব্দ পরশ
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা সবার গ্রাস শেষে আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥
শূন্য কুঞ্জ মণ্ডপ কোণে যোগাভ্যাঁস কৃষ্ণ ধ্যানে
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন সাক্ষাৎ দেখিতে মন
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥
মন কৃষ্ণ বিয়োগী দুঃখে মন হৈল যোগী
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা মন গেলা পলাইয়া
শূন্য মোর শরীর আলয় ॥

রাসের প্রধান অর্থ দুই। বিরহ ও মিলন। পরম তাপ ও পরম আনন্দ। নিষ্কাম ভক্তের কৃষ্ণ বিরহ তুল্য তাপ নাই। সেই তাপের জ্বলন্ত

দাহে অন্য কামনার বীজ দগ্ধ হইয়া যায়। থাকে মাত্র কৃষ্ণ দর্শন কামনা। কৃষ্ণের মিলনে আর সে কামনাও থাকে না। আর কোন হৃদয় রোগই থাকে না। গোপীগণ পরম আনন্দে, কৃষ্ণের স্বরূপ আনন্দে নিমগ্ন হন। বাস্তবিক এই পরমানন্দ প্রাপ্তিই রাস। আনন্দময় আনন্দ মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তিই পরমানন্দ প্রাপ্তি। ভক্তের এই মুক্তি। তাঁহারা অন্য মুক্তির প্রার্থনা করেন না।

শুষ্ক ঔপনিষদ জ্ঞানে আপনাকে ভুলিয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া জ্ঞানী নির্ব্বিশেষ আনন্দে মগ্ন হন্। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সমুদ্রে একটি বুদ্বুদ মিলাইয়া যায়। ব্রহ্ম সমুদ্র যেমন তেমনই থাকে। ব্রহ্ম সমুদ্রের হ্রাসও নাই বৃদ্ধিও নাই।

একটি জীব দেহরূপ উপাধি মাত্র ভুলিয়া, আপন সংকীর্ণতা ভুলিয়া, আপনার আমিত্ব ভুলিয়া, আপনাকে কৃষ্ণময় করিয়া, আপনাকে কৃষ্ণময় জানিয়া, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া, কৃষ্ণ সমুদ্রে যদি ঝাঁপ দেয়, অমনি জগতে আনন্দের বিদ্যুৎ সঞ্চালন হয়। জীবের ধমনীতে ধমনীতে, শিরায় শিরায় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়। জগৎ আনন্দময় হয়। ধিক্কারে কবি বলেন—

সিদ্ধলোকাস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধাঃ ব্রহ্মসুখে মগ্নাঃ দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

জগতের পক্ষে বিষ্ণুনিহত দৈত্য ও ব্রহ্মসুখে মগ্ন সিদ্ধ দুই সমান।

গোপীগণ যখন রাসলীলায় কৃষ্ণ মিলন রূপ পরমানন্দে মগ্ন হইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের কামরূপী হৃদয়রোগ আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক ভাবে নষ্ট হইল। এবং "তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজঃ" হইয়া তাঁহারা কামবিনাশিনী মধুরতা নিঃস্যন্দিনী অভিনব শ্রুতি হইয়া জগতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এবং এই রাসলীলারূপ শ্রুতি যাঁহারা শ্রবণ করেন তাঁহাদের কাম অচিরে নষ্ট হয়।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ১০-৩৩-৩৯

এই কামবিজয় পর্ব্বের নায়িকাগণ প্রচলিত বেদ, ধর্ম্ম, লোক, লজ্জা সকলই ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মজগতের এই নূতন অভিনয়ে ব্রতী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ ও সর্ব্বস্ব ত্যাগই এই নূতন ধর্ম্মের ভিত্তি। শ্রীকৃষ্ণ, পরিতাপিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে বিরহতাপে দগ্ধ করেন নাই।

এবং মদর্থোজ্ঝিত লোকবেদ
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাঽসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ॥ ১০-৩২-২১

হে প্রিয় অবলাগণ, আমাকে সেবা করিবার জন্য তোমরা ইহলোক পরলোক, বেদ-ধর্ম্ম, স্বজন পরিজন সকলই পরিত্যাগ করিয়াছ। আমি যে তোমাদিগকে ছাড়িয়া অন্তর্ধান হইয়াছিলাম, তজ্জন্য আমাকে তোমরা তিরস্কার করিও না ; যেহেতু আমি তোমাদের সকলেরই প্রিয়।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ১০-৩২-২২

আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নিরবদ্য। আমি যদি দেবতার পরমায়ু কাল পর্য্যন্ত তোমাদের সহিত সাধু ব্যবহার করি, তাহা হইলেও তোমাদের প্রত্যুপকার করিতে পারি না। তোমরা দুর্জ্জর গৃহরূপ শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ। কিন্তু আমার মন তোমাদের মত একনিষ্ঠ নহে। আমি অনেকের প্রতি প্রেমযুক্ত।

তোমাদের সুশীলতা দ্বারাই তোমাদের সাধু ব্যবহার প্রতিকৃত হউক। আমি নিজে কোন প্রত্যুপকার করিয়া তোমাদের নিকট অঋণী হইতে পারিব না।

শ্রীকৃষ্ণ! তোমার নিকট জগৎ ঋণী, গোপীরাও ঋণী। ভক্তের মহিমা কীর্ত্তন করিতে তুমি ভালমতে জান। ভক্তকে তুমি আপনা হইতে অধিক জান। সে তোমার মহিমা ও ভক্তের মহিমা। গোপীদিগের নিকট সত্য সত্য তুমি চিরঋণী হও বা না হও, জগৎ গোপীদিগের নিকট চিরঋণী। কেবল মাত্র আত্মত্যাগ ও কৃষ্ণার্পণ দ্বারা, কেবলমাত্র অকপট, অবৈধ, সহজ প্রেমদ্বারা আমরা সেই ঋণ কিয়দংশমাত্র পরিশোধ করিতে পারি।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

রাস।

গোপীরা ভগবান্‌কে বুঝিলেন, ভগবান গোপীদিগকে বুঝিলেন। আর কেহ কাহাকেও বুঝিতে বাকি থাকিল না। আর কোন বাঁধ থাকিল না। সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। হু হু শব্দে প্রণয়বাহিনী জগৎপাবনী তরঙ্গিণী-গণ সমুদ্রে পতিত হইল। সমুদ্র শত শত প্রেমভাবিত তরঙ্গময় হস্তকমল দ্বারা সেই তরঙ্গিণীগণকে আলিঙ্গন করিল। প্রতি গোপীদ্বয়ের মধ্যে কৃষ্ণ। কিন্তু সকলে মিলিয়া এক। সকলেরই পৃথক নর্ত্তন। কিন্তু সকল নর্ত্তন মিলিয়া এক মহানর্ত্তন!

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ। ১০-৩৩-৩

গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যোগবল দ্বারা দুই দুই জনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপিকাদিগের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। তাহাতে

প্রত্যেক গোপীকা মনে করিতে লাগিলেন—শ্রীকৃষ্ণ আমারই নিকটে রহিয়াছেন। এই আশ্চর্য্য যোগের প্রভাব দেখিয়া দেবতারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আকাশ দেব বিমানে পরিপূর্ণ হইল। প্রকৃতি আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ভবিষ্য ধর্ম্মের মধুময় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া দেবতারা পুলকিত চিত্তে দুন্দুভি বাজাইলেন। আকাশ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল। সপত্নীক গন্ধর্ব্ব পতিরা ভগবানের নির্ম্মল যশ গাইতে লাগিলেন। গোপীদিগের হৃদয়ের অন্তঃস্তল ভেদ করিয়া প্রেমের মধুর সঙ্গীত নির্গত হইল। সেই উচ্চ সঙ্গীতে বিশ্ব আপ্লুত হইল। "যদ্গীতে-নেদমাবৃতম্"। আহা সেই গীতের মধুর লহরী প্রেমের হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া ভক্তের কর্ণে এখনও প্রবেশ করিতেছে।

ভগবানের বিশ্ব সঙ্গীত যে সঙ্গীত বিশ্বের শিরায় শিরায় নিত্য মধু ঢালিতেছে—সেই মুকুন্দ সঙ্গীতের সহিত গোপীদিগের সঙ্গীত একতান হইয়া মিলাইয়া গেল। আবার কোন গোপী ষড়জাদি স্বর আলাপ করিতে করিতে ধ্রুবতালে এমন উচ্চ গায়িতে লাগিলেন যে, সে সঙ্গীত শ্রীকৃষ্ণের গীত হইতেও উচ্চ ও স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভক্তের হৃদয় খুলিয়া গিয়াছে। আজ ভগবানও সে হৃদয়ের অন্ত পান কি না পান। ক্রমে মিলন গাঢ়, গাঢ়তর ও গাঢ়তম।

বিবর্ত্ত, এইবার তোমাকে আশ্রয় করিব।

পরিণাম বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি।
বস্তুত পরিণাম বাদ সেই ত প্রমাণ
দেহে আত্ম বুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান। চৈতন্য চরিতামৃত।

দেহে আত্মবুদ্ধিই সত্য সত্য বিবর্ত্তের স্থান। আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। আত্মার পরিণাম দেহ নহে। আত্মা অপরিণামী। তবে যে আত্মায় দেহ

জ্ঞান হয়, তবে যে মনে হয় আমি রাম কি শ্যাম, ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী, সে আত্মার সম্বন্ধে মিথ্যা জ্ঞান, ভ্রমাত্মক জ্ঞান, বিবর্ত্ত জ্ঞান, মায়া মরীচিকা জ্ঞান। ত্রিগুণময়ী মায়ার জলে ডুবিয়া আছি বলিয়া সেই জ্ঞান। শরীরের মধ্যে ডুবিয়া আছি বলিয়া শরীরী জ্ঞান। "তত্ত্বমসি" বলিয়া ত্বংকে শরীর হইতে বাহির কর। আত্মার উদ্ধার কর। রাগ দ্বেষময়, বিক্ষিপ্ত দেহ মন রূপ প্রাকৃতিক সমুদ্রে মগ্ন, আত্মাকে আত্মা বলিয়া অনুভব কর। শরীরের মধ্যে থাকিয়া জান যে আমি শরীরী নই। তবে ত প্রথমে জীবন্মুক্ত হবে। জীবন্মুক্ত হ'লে তবে গোপীভাব হবে। গোপীভাব হ'লে, তবে রাস মিলন হবে।

জ্ঞানী মহাবাক্য বিচার করিয়া, অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় দ্বারা সংসারকে ও মায়াময় প্রকৃতিকে ব্রহ্মে বিবর্ত্তমাত্র জানিয়া আত্মার উদ্ধার করেন।

গোপীরা কৃষ্ণপ্রেমে বাহ্য ভুলিয়া কৃষ্ণময় হইয়া আত্মাকে কৃষ্ণরূপ জানেন।

জ্ঞানীর আত্মা বিবর্ত্তজ্ঞানে স্বরূপলাভ করিলে দ্বৈত শূন্য হয়। আর তাহার নিজ সত্তা একবারে থাকে না।

গোপীর আত্মা জীবন্মুক্ত হইলে তাহার দেহাভিমান থাকে না। কিন্তু সেই আত্মা কৃষ্ণের সহিত স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও অংশরূপে বা সক্তিরূপে আপনাকে পৃথক্ জ্ঞান করে। এবং অংশরূপে বা সক্তিরূপে সেই আত্মার নিজ সত্তা থাকে।

গোপী ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন, অংশ ও অংশীর সক্ত ও সক্তির মিলন। সে মিলন যতই নিকটতাপন্ন হউক, যতই ঘন হউক, যতই অবিচ্ছিন্ন হউক সে মিলনে কামের আভাস থাকিতে পারে না। সে মিলন আপন অঙ্গ-লাভের মিলন। সে মিলন মরীচিমালীর মরীচি আকর্ষণ। সে আকর্ষণে

প্রগাঢ় আনন্দ অছে ; কিন্তু সে অনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ। কামকলুষিত নহে।

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ ১০-৩৩-১৬

রমাপতি ব্রজসুন্দরীগণের সহিত ঠিক এমনই ভাবে রমণ করিয়াছিলেন, যেমন বালক দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া ক্রীড়া করে। বালকের কি তুচ্ছ কামের উদয় হয়? অসম্পূর্ণতা ও ভেদজ্ঞানে কামের জন্ম। একত্বে কাম নাই। একত্বে যে আনন্দ তাহাকে প্রেম বলে।

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ ১০—৩৩—১৯

শ্রীকৃষ্ণের ইহা ত যোগলীলা। তিনি ইচ্ছায় যতগুলি ব্রজযুবতী ততগুলি ভাগে আপনাকে বিভক্ত করিলেন এবং যদিও তিনি তাহাদিগের সহিত রমণ করিলেন, সে রমণ তাঁহার লীলামাত্র। রমণেচ্ছায় তিনি রমণ করেন নাই। যেহেতু তিনি আত্মারাম। তিনি কেবল নিজের আত্মাতেই রমণ করেন, এবং গোপীরা আত্মায় অবস্থিত ছিল বলিয়া তিনি আত্মারাম হইয়া তাহাদের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। আত্মার সহিত আত্মারাম পরমাত্মার রমণ হইয়াছিল। ললিতা বিশাখার সহিত গোপ বালকের রমণ হয় নাই।

রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ ॥ ১০-৩৩-২৩

"তত্ত্বমসি" বলিলে যদি ধর্ম্মের মস্তকে বজ্রাঘাত না হয়, তাহা হইলে এই মায়া রহিত 'ত্বং' রূপী গোপীর সহিত 'তৎ' রূপী শ্রীকৃষ্ণের মিলনে ধর্ম্ম বিপ্লব হইতে পারে না।

মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রাখিয়া ঈশ্বরের সহিত এই শেষ মিলন। ঈশ্বরপ্রেমের এই পূর্ণ বিকাশ ও সেই বিকাশের এই চরম ফল। মধুর লীলার এই শারদীয় পূর্ণিমা। এই শশিশোভনা গতঘনা রাকা ভক্তজীবনের আদর্শ।

এই পূর্ণিমা রজনীর সুধাময় রশ্মি জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া জগৎ মধুর আলোকে উদ্ভাসিত করিবে। শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিয়াই প্রতি গোপী জগতে প্রেম প্রতিদান করিবে।

রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিত গৌরচন্দ্র হুঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন—

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিমু নামসংকীর্ত্তন
চারি ভাবে ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন।
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥

এখনও ত জগৎ ললিতা বিশাখাদির ভাব প্রত্যক্ষ দেখে নাই। প্রতি গোপীই রাসলীলার পর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। প্রতি গোপীই রাসলীলার পর আলোকে আলোক মিশাইয়া সেই আলোকে জগৎ আলোকিত করেন। রাস অভিসারে গোপীরা 'অন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ'। রাসের জ্বলন্ত শিক্ষায় তাঁহারা এক তানে আবদ্ধ। সকলেরই এক উদ্যম, এক মন, এক ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়চিকীর্ষা। শ্রীকৃষ্ণেরও 'নানবাপ্তমবাপ্তব্যং' তাঁহার সকল কর্ম্ম, সকল ইচ্ছা, সকল জ্ঞান কেবল জগতের জন্য। শক্তি-ময়ের সকল শক্তিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের জন্য। গোপীরা অভাবনীয় ত্যাগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি হইলেন।

এখনও ঐ শক্তির কৃষ্ণপক্ষীয় জ্যোৎস্না। যখন পূর্ণিমার মধ্যে রজনীতে ঐ শক্তি জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া মধুর জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিবে, তখন জগৎ কি মধুরভাব ধারণ করিবে।

এই নূতন অভিনয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখিয়া দেবতারা আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইলেন। তাঁহারা এই নূতন ভাবে মুগ্ধ হইলেন। যে যেখানে ছিলেন, তিনি সেইখানেই থাকিলেন। বিস্মিত হইয়া শশাঙ্ক আর চলিতে পারিলেন না। রাত্রিও সুদীর্ঘ হইল। অবশেষে লীলার অবসান হইল।

আকাশে সুবর্ণরেখায় ঐ লীলা অঙ্কিত হইল। দিব্যবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ইন্দ্রধনুর ন্যায় রাসচক্র গগনে উত্থিত হইল। অমৃত ঝরিতে লাগিল। পিপাসী চাতক মনের সুখে সেই অমৃত পান করিতে লাগিল। ভক্তি পুষ্ট ও বৰ্দ্ধিত হইল। পেমের নদী বহিতে লাগিল। এক একজন প্রেমিক মহাপুরুষ সেই নদীর জলে দেশ সিক্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রেম অবতার চৈতন্যদেব সেই নদীতে মহাবন্যার সঞ্চার করিলেন ও সেই নদীর জলে জগৎ ভাসাইয়া দিলেন।

রাস পঞ্চাধ্যায়।

পরীক্ষিতের সন্দেহ।

ভক্তের নির্ম্মল হৃদয়ে রাসলীলা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। রাসলীলা স্বয়ং প্রকাশ। কিন্তু শঙ্কামেঘে আচ্ছন্ন হইলে সে লীলা প্রকাশ পায় না।

নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, বুদ্ধি। সন্দেহ বুদ্ধির উপযোগী। সন্দেহ হইলে তাহার নিরাকরণ করিতে হয়। শঙ্কা হইলেই তাহার সমাধান চাই। সকল সত্যই শঙ্কামেঘে আচ্ছন্ন হয়। আবার বুদ্ধি নিশ্চয় করিয়া সেই মেঘ দূর করে।

রাসলীলার সম্বন্ধে যে নানারূপ অকথ্যকথন হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। আমরা নিত্য ব্যবহারে যাহাকে মন্দ বলিয়া জানি, তাহা পারমার্থিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে সহজে পারি না।

সাপেক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, সাংসারিক ভাবে পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং অধর্ম্ম নাশের জন্য স্বয়ং ভগবান অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কোথায় তিনি ধর্ম্ম প্রণালীর বক্তা, কর্ত্তা ও অভিরক্ষিতা হইবেন, না স্বয়ং পরদারাভিমর্ষনরূপ প্রতিকূল ধর্ম্ম আচরণ করি-

লেন। জানি যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম। তাঁহার কোন কামনা নাই। যদি তাহাই হইল, তবে কি অভিপ্রায়ে তিনি এমন জগুপ্সিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন, হে সুব্রত, আমার এই সংশয় ছেদন করুন।"

শুকদেব বলিলেন, "যাঁহারা প্রতাপশালী ও ঈশ্বর সদৃশ, যেমন প্রজাপতি, ইন্দ্র, সোম, বিশ্বামিত্র আদি, তাঁহাদের ধর্ম্ম ব্যতিক্রম ও সাহস দেখা গিয়াছে। সে জন্য তাঁহাদের ঈশ্বরত্বের ত হানি হয় নাই। যাঁহারা তেজীয়ান্, যাঁহারা গুণ দোষের সঙ্কীর্ণ সীমা দ্বারা আবদ্ধ নহেন, যাঁহারা অপেক্ষার অপেক্ষা করেন না, তাঁহারা ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন করিলেও সেটা দোষের কথা হয় না। এত ক্ষুদ্র ঈশ্বরদিগের কথা। জগদীশ্বরের সম্বন্ধে আবার গুণ দোষের কথা কি? তুমি যদি অমেধ্য ভোজন কর ত সে দোষের কথা। কিন্তু বহ্নি ত সর্ব্বভুক্। অথচ তেজস্বী। তেজস্বী বলিয়াই সে সর্ব্বভুক্। খাদ্যাখাদ্যের দোষে তাহার তেজের হানি হয় না।

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ ১০-৩৩-২৯

বাস্তবিক সকামতা আমাদের তেজ নষ্ট করিয়া দেয়। আমরা রাগ, দ্বেষ, প্রণোদিত হইয়া জেনে শুনে ভাল মন্দ করি। আমরা কামনা পূর্ব্বক পরদার গমন করি ও ঐ কার্য্যে সুখ অনুভব করি। আমরা চোরের মত ব্যবহার করি ও নিজ কার্য্যের ফলভোগ করি। তেজস্বী চোরের ন্যায় কর্ম্ম করে না। কামনার দাস হইয়া কর্ম্ম করে না। তেজস্বীর তেজে কর্ম্মফল ভস্মীভূত হয় ও তাহার সকল কর্ম্ম তেজে পরিণত হয়।

তা বলিয়া কি তুমি, আমি সেই কর্ম্ম করিব। শঙ্করাচার্য্য শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতে করিতে এক শৌণ্ডিকালয়ে প্রবেশ করিলেন; এবং কিঞ্চিৎ সুরাপান করিলেন। গিরি, পুরী আদি সাত জন শিষ্য তাঁহার দেখাদেখি সুরাপান করিল। কিন্তু সরস্বতী, ভারতী ও অরণ্য এ বিষয়ে

গুরুর অনুসরণ করিলেন না। পরে আচার্য্য পথিমধ্যে এক যুবতী দেখিয়া তাহার দেহস্পর্শ করিলেন। গিরি, পুরী আদিও যেমন দেখিলেন তেমনই করিলেন। তিন জন নিরস্ত রহিলেন। পরে আচার্য্য এক লৌহ-কারের কারখানায় প্রবেশ করিয়া উত্তপ্ত অগ্নিদীপ্ত লৌহ গোলক হস্তদ্বারা উত্তোলন করিয়া বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। তখন উক্ত সাত জন শিষ্য নিরস্ত হইলেন। আচার্য্য ক্রোধ সহকারে কহিলেন, মূর্খগণ, যদি সকল কার্য্যে আমার অনুসরণ করিবি, তবে এইবার নিরস্ত হইলি কেন। বাস্ত-বিক তিনি শিষ্যদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঐ সকল কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মদ্যপানে কি স্ত্রীসঙ্গে কোনরূপ আসক্তি ছিল না। তিনি জলস্থিত পদ্ম পত্রের ন্যায় সুকৃতি ও দুষ্কৃতি উভয়ের দ্বারা লিপ্ত ছিলেন না। আচার্য্য সাত জন শিষ্যকে সেই দণ্ডে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা দত্তাত্রেয়কে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন। এবং আপনাদিগকে অবধূত গোঁসাই বলাইতে লাগিলেন। অবধূত গোঁসাই নিত্যানন্দের লীলা কে না জানেন ? কিন্তু সেই তেজস্বীর তেজে তাঁহার সকল যথেচ্ছাচার ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। একদিন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব 'সঙ্কর্ষণ আবেশে বারুণী, বারুণী বলিয়া উঠিয়াছিলেন। সেজন্য কি তিনি আমাদের ভেদ কলুষিত নেত্রে দূষণীয় হইবেন।

ঈশ্বরের কর্ম্ম ও অনীশ্বরের কার্য্য এক নহে। ঈশ্বর ও অনীশ্বরের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন।

নৈতৎ সমাচরে জ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।

বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥ ১০।৩৩।৩০

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ" এই ভগবদ্বাক্য অবলম্বন করিয়া যদি বল যে, ঈশ্বর সকলেরই শ্রেষ্ঠ, তবে তাঁহার আচরিত কর্ম্মের কেন অনুসরণ করিব না। এ কথা যদিচ সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, কিন্তু

বাস্তবিক সত্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ সংসারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া যে কর্ম্ম করিয়াছেন, লোকে তাহার অনুসরণ করিতে পারে। কিন্তু সংসারকে গোপন করিয়া, যোগমায়ার আবরণে আবরিত হইয়া অতি রহস্তে ঈশ্বর যে ভাবে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা অন্যের অনুসরণের জন্য নহে। ধর্ম্মও ত আপেক্ষিক। এক কালে প্রবৃত্তি ধর্ম্ম, এক কালে নিবৃত্তি ধর্ম্ম। এক কালে সৃষ্টি ধর্ম্ম, এককালে লয় ধর্ম্ম। মনুষ্যের উপযোগ ও অধিকার অনুসারেও ধর্ম্ম ভিন্ন। "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।" যদি একজন পরমহংস চণ্ডালস্পৃষ্ট অসেব্য দ্রব্য ভোজন করেন, তাঁহার কোন রূপ দোষ হয় না। তুমি যদি সেই কাজ কর ত জাতি ভ্রষ্ট হইবে। সকলের সকল কাজ করিবার অধিকার নাই। সংসারে ইহা নিত্য দেখিতে পাইতেছ। তবে ঈশ্বরের কার্য্য অনীশ্বর কেন করিবে। অনীশ্বর হইয়া কদাচ ঈশ্বরের কার্য্য মনেমনেও আচরণ করিবে না। আর যদি মূঢ়তা প্রযুক্ত করিতে যাও, তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। রুদ্র ক্ষীরোদ সমুদ্রে উত্থিত বিষ পান করিয়াছিলেন। তুমি সেইরূপ বিষপান কর দেখি। বাস্তবিক যদি আপনার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর ত জানিতে পারিবে, যে ঈশ্বরের অনুকরণ তোমার অভিপ্রেত নহে, অসৎ কর্ম্মে কেবল অনুকরণের দোহাই দিতে চাও।

যদি একথা বল যে, তবে ধর্ম্মের প্রমাণ কি? কাহাকে লক্ষ্য করিয়া জীব ধর্ম্ম আচরণ করিবে? কোন্ কার্য্যই বা অনুকরণীয়? যদি ঈশ্বরের কার্য্যও আমাদের পক্ষে দোষাবহ হইল, তাহা হইলেত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনবস্থা দোষ ঘটে। তর্কেত কোন শেষ মীমাংসার সম্ভাবনা দেখি না।

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।

তেষাং যৎস্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥ ১০—৩৩—৩১

ঈশ্বরের বাক্য সতত সত্য। তিনি যে যে বাক্য বলিয়াছেন, সকল

বাক্যই আমরা অনুসরণ করিতে পারি। তাঁহার আচরণ কখনও মনুষ্যের আচরণ, কখনও ঈশ্বরের আচরণ। ঈশ্বরের আচরণ আমাদের দুর্গম। কি অভিপ্রায়ে কি কার্য্য করেন, এবং সে কার্য্যের চরম ফল কি তাহা আমরা জানিতে পারি না। এই জন্য ঈশ্বরের আচরণ আমাদের অনুসরণের জন্য নহে। রুদ্র বিষপান করিতেছেন দেখিয়া যদি আমরা বিষপান করি, আমাদের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবে। আমারা যদি পরস্ত্রী গমন করি, তাহা হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইব। সেইজন্য ঈশ্বরের আচরণ আমাদের পক্ষে সর্ব্বদা সত্য নহে।

তবে ঈশ্বরের যে আচরণ তাঁহার বাক্যের অনুগত হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই আচরণেরই অনুসরণ করিবে।

রাসলীলার মধ্যেও ভগবান্ যে বাক্য বলিয়াছেন স্মরণ কর।

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্নাহাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥ ১০।২৯।২৫॥

ঈশ্বরের বাক্যই আমাদের অনুসরণীয়। তাঁহার আচরণ বাক্যের অনুগত হইলেই অনুসরণীয়। নচেৎ নহে।

কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বাঽনর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো॥ ১০—৩৩—৩২

যাঁহারা ঈশ্বর তাঁহাদিগকে মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ইহ জগতে কোন নিজ ইষ্ট সাধন করিতে হয়না; এবং অমঙ্গল কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের কোন অনিষ্ট আশঙ্কাও নাই। অহং জ্ঞানেই ইষ্ট, অনিষ্ট হয়। তাঁহারা অহং জ্ঞান শূন্য। তাঁহারা নিজের জন্য কোন কর্ম্ম করেন না। তাঁহারা রাগদ্বেষ শূন্য। তাঁহারা দ্বন্দ্বরহিত ও নিরপেক্ষ। তাঁহাদের ইষ্টও নাই; অনিষ্টও নাই, ভালও নাই, মন্দও নাই।

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥ ১০—৩৩ ৩৩

যিনি পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা আদি সকল প্রাণীর ঈশ্বর, যিনি সকলের উপর স্বয়ং ঈশ্বরত্ব বিধান করেন, তাঁহার আবার কুশলাকুশলের সহিত সম্বন্ধ কোথায়?

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেকতৃপ্তা
যোগপ্রভাববিধুতাঽখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥ ১০—৩৩—৩৪

যাঁহার চরণারবিন্দ সেবায় পরিতৃপ্ত মুনিগণও যোগ প্রভাব দ্বারা অখিল কর্ম্মবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দমনে বিহার করেন, এবং পুনরায় কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হন না। যিনি নিজের ইচ্ছায় শরীর ধারণ করেন, তাঁহার আবার বন্ধ কোথায়?

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥ ১০—৩৩—৩৫

পরদার সেবায় শ্রীকৃষ্ণের কোন দোষ বা কর্ম্ম বন্ধন হয় না, ইহা দেখান গেল। কিন্তু বাস্তবিক কি তিনি পরদার সেবা করিয়াছিলেন; তিনি গোপীদিগের এবং তাঁহাদের পতিদিগের অন্তরে নিত্য বিরাজ করিতেছেন। তিনি সকল প্রাণীরই অন্তঃস্থ। তিনি সকলের বুদ্ধি ও অপর অন্তঃকরণ বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় বৃত্তির সাক্ষী। কেবল লীলায় তিনি শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আবার পরদারসেবিত্ব কি?

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ১০—৩৩—৩৬

মানিলাম, শ্রীকৃষ্ণের পরদার সেবায় দোষ নাই। মানিলাম, তিনি

ঈশ্বরত্ব হিসাবে পরদার সেবাও করেন নাই। কিন্তু মনুষ্যরূপী হইয়া তাঁহার মনুষ্য ধর্ম্ম পালন করিলেই ত ভাল ছিল। উল্টা খেলা করিবার কি প্রয়োজন। ইহাতে বুদ্ধির ভ্রম ত জন্মিতে পারে। কিছু কাল হয়ত ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু জীবের ভ্রমের জন্য ভগবান্ কোন লীলা করেন নাই। জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবান মনুষ্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক এইরূপ লীলা করিয়াছেন যে, তাহা শুনিয়া মনুষ্য তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়। ব্রজলীলা মধুর ভক্তি লীলা। রাসলীলা প্রেম ভক্তির পরাকাষ্ঠা। যদি নির্ব্বোধ মনুষ্যের মনে ভ্রম হয়, যদি বালকে উপহাস করে, তা বলিয়া কি পূর্ণবয়স্কেরা ভবিষ্যৎ বঞ্চিত থাকিবে। প্রেমের আদর্শ সম্মুখে থাকিলেই ত কালে প্রেমের সঞ্চার, বৃদ্ধি ও বিকাশ হইতে পারিবে। ঐ আদর্শ লইয়া কত রসিক ভক্ত ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। ঐ আদর্শ লইয়া বেশ্যাপরায়ণ ব্রাহ্মণ ভক্তের কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দিয়াছেন এবং উন্মত্ত হইয়া লীলান্তক বিল্বমঙ্গল গাহিয়াছেন :—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

ঐ আদর্শ লইয়া মহাপ্রভু চৈতন্যদেব দিব্যোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া জগৎ উন্মাদিত করিয়াছিলেন এবং গভীর অনুরাগে বলিয়াছিলেন।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু সএব নাপরঃ॥

প্রেমাবেশে বাহুপাশে বান্ধিয়া সে জোরে।
পেষণ করুক এই পদরতা মোরে॥
অথবা দর্শন দান না করিয়া হায়।
পরম মরমহতা করুক আমায়॥
সে লম্পট যা খুসি তা করুক বিধান।
আমারই সে প্রাণনাথ কভু নহে আন॥

ঐ আদর্শ লইয়া মাধবেন্দ্র পুরী আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

শেষকালে এই শ্লোক পঠিতে পঠিতে।
সিদ্ধি প্রাপ্ত হৈল পুরী শ্লোক সহিতে॥

আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোন রূপ সামাজিক বিশৃঙ্খলতা করিয়া রাসলীলা করেন নাই। তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক গোপ গোপী লইয়া জন সমাজ বহির্ভূত বনে বাস করিয়াছিলেন। আবার সেই বন মধ্যে যখন লীলা করিতেন, যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া লীলা করিতেন। কেবল গোপী ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারিত না। সমাজ মধ্যে একটি ঢেউ উঠিবারও সম্ভাবনা ছিল না।

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ ১০-৩৩-৩৭

কৃষ্ণের মহামায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাসিগণ আপন আপন স্ত্রীকে আপনার পার্শ্বস্থ মনে করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাদের কোন রূপ অসূয়া হয় নাই।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত আগত হইলে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি ক্রমে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ১০—৩৩—৩৯

ভগবান্ বিষ্ণুর ব্রজবধূগণের সহিত এই ক্রীড়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যিনি শ্রবণ করিবেন বা বর্ণনা করেন, তিনি পরম ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া অচিরাৎ হৃদয়রোগ “কাম” ত্যাগ করেন। তিনি আর দুর্জ্জয় কামে অভিভূত হন্ না। সে শ্রদ্ধা কি হবে?

রাস পঞ্চাধ্যায়।

তখন ও এখন।

আমরা রাসলীলার “তখন” দেখি, “এখন” দেখি না। শ্রীমদ্ভাগবতে যে বর্ণনা আছে, আমাদের পক্ষে রাসলীলার সেই প্রথম অধ্যায় ও শেষ অধ্যায়। যেন রাসলীলা অতীতের ঘটনা মাত্র। যেন একরাত্রির হাস পরিহাস।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রজলীলা নিত্যলীলা। যে সকল ভক্ত, গোপ ও গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিবে, তাহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়েই ব্রজলীলা করিবেন। যে সকল গোপীদিগের সহিত তিনি রাসলীলা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই লীলায় পরিপুষ্ট ও পরিমার্জ্জিত হইয়া একবারে সংসারাভিমান শূন্য হইয়াছিলেন। সেই প্রেমময়ীগণ প্রেমপূর্ণ হইয়া ভগবানের প্রেমরূপী শক্তি হইয়াছিলেন। তাঁহারা এখন বিষ্ণুর

পরাশক্তি, স্বরূপশক্তি, হ্লাদিনীশক্তি। তাঁহারা ভগবানকে নিত্য আনন্দ দান করিতেছেন ও ভক্তের আনন্দবৰ্দ্ধন করিতেছেন।

রাধা ঠাকুরাণী এই শক্তির পরাকাষ্ঠা। এই প্রধানা গোপী একবারে ভগবানের সহিত অভেদাত্মিকা হইয়াছেন। অপর গোপীগণের মধ্যে আটজন তাঁহার প্রধান সখী।

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যেছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ তৈছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥

রাধাকৃষ্ণের মিলন জগতের এক নূতন শক্তি। সে এক অভিনব ধর্ম্মের বীজ। এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অতিগোপনে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে এবং যথাকালে বৃন্দাবন কল্পদ্রুম হইয়া ভক্তের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করিবে। রাধাকৃষ্ণের মিলন এক অপূর্ব্ব অভিনয়। ভগবান শক্তি দ্বারা জগতে প্রকাশিত হন। যতদিন পর্য্যন্ত শক্তি পরিচ্ছিন্ন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি বলা যায়। যখন ক্ষেত্র বিশেষের পরিচ্ছদ ঘুচিয়া যায়, যখন শক্তি জগৎ-ময় হয়, তখন সেই শক্তি ভগবানের নিজশক্তি হয়। ভগবান তখন জগতের মঙ্গল জন্য সেই শক্তি আপন বলিয়া আশ্রয় করেন। একজাতীয় শক্তি সকল এক প্রধানা শক্তির বশবর্ত্তিনী হয়। সহচরী শক্তি অসংখ্য হইলেও তাহারা আট প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়। অষ্ট নায়িকা, অষ্ট প্রধানা মহিষী, শ্রীরাধিকার অষ্ট-সখী।

ভগবান সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের জন্য অনন্ত শক্তির আশ্রয় করেন। সেই

সকল শক্তি বিভিন্নভাব লইয়া, বিভিন্ন নাম ধারণ করে এবং আপন আপন অধিকারে সকল শক্তিই কার্য্য করে।

ভগবানও প্রতিশক্তির উপযোগী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই শক্তির সহিত মিলিত হন্। তখন আর সেই শক্তিতে ও তাঁহাকে কোন ভেদ থাকে না। মহামায়া, রুক্মিণী, সরস্বতী, সাবিত্রী, স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি শক্তির কথা জগতে অবগত ছিল। কিন্তু যে শক্তির সাহায্যে ভগবান্ নিজজনের ন্যায় অকপট মধুরভাবে ভক্তের সহিত মিলিত হইতে পারেন, সে শক্তির কথা জগৎ জানিত না।

বৃন্দাবন লীলায় এই মধুর শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। এখন এই শক্তির প্রধানা শক্তির নাম শ্রীরাধিকা।

এই শক্তির প্রভাবে, ঈশ্বরের নাম শুনে ভয়ে কাঁপিতে হবে না। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম মনে ক'রে বিস্ময়ান্বিত হতে হবেনা। আমার কৃষ্ণ বলে কৃষ্ণকে কোলে নিতে পারব, কৃষ্ণের কাঁধে চাপতে পারব, আমার চর্ব্বিত তাম্বুল কৃষ্ণকে খাওয়াব, আবার তাঁর চর্ব্বিত তাম্বুল আমি খাব। "দেহি পদপল্লবমুদারং" লিখ্তে যদি আমি শঙ্কা করি তঁ নিজে শ্রীকৃষ্ণ এসে এই কথা লিখে যাবেন। ভগবান্ত তখন ঘরের কথা হে।

ভগবান্ বৃন্দাবনেই এমনি মধুর। বাহিরের জগতে নয়। সেখানে যে আমি, তুমি। সেখানে যে ভেদের ঝঞ্ঝা। সেখানে যে শাসনের আবশ্যক। সেখানে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন না করিলে চল্‌বে কেন? সেখানে যদি শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ছেড়ে দেন্, সেখানে যদি পাণ্ডবসারথি হয়ে তিনি কুরুকুল নাশ না করেন, তা'হলে যে যথেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব হবে। তাহলে যে ভাল লোকের বাস উঠে যাবে।

গোপনে, অতি গোপনে; তুমি ভক্ত। তুমি কপটতা শূন্য। তুমি প্রেম ভক্তের অধিকারী। আচ্ছা, একে একে, খুব সাবধানে। এই

লও বিষ্ণুপুরাণ। এই লও হরিবংশ। এইবার কতকটা হয়েছে। এই লও ভাগবত। এই লও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। এই লও পদ্মপুরাণ। এই লও নারদপঞ্চরাত্র।

কতকটা ত শিক্ষা হল। এইবার দেখি, তোমরা কতদূর আগাইলে। শিক্ষার ফল কোথায় দাঁড়াইল ?

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর "মধুরং মধুরং" বলিয়া প্রবল উচ্ছাসে, হৃদয়ের আবেগে রোদন করিতে লাগিলেন। দেখিতে, দেখিতে, বঙ্গের গগনে জয়দেবের আবির্ভাব হইল। বঙ্গদেশ জয়যুক্ত হইল। "ধীরসমীরে, কুঞ্জকুটীরে" বনমালী যাহা করিয়াছিলেন, জয়দেব তাহা দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জন পর্য্যন্ত বঙ্গ কবির কাছে লুক্কায়িত থাকিল না। ঐ বিদ্যাপতি। ঐ চণ্ডিদাস। "এইবার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।" বঙ্গদেশ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে পাগল হল। আর কতদিন গোপন থাকিবে।

'অয়ি দীন দয়ার্দ্র, নাথ হে' এই বলিয়া মাধবপুরী বৃন্দাবনের বনে বনে রোদনকরিতে লাগিলেন। অদ্বৈত শান্তিপুরে গভীর হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত ও মাধবপুরী শান্তিপুরে মিলিত হইলেন।

বলি আর কতদিন। আর কতদিন কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি, হ্লাদিনী শক্তি জগতে লুক্কাইত থাকিবে। কতদিন প্রেমধর্ম্ম হইতে জগৎ বঞ্চিত থাকিবে।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীমতী রাধিকার প্রণয় মহিমা কিরূপ। তিনি সে প্রেমই বা কিরূপে আস্বাদন করেন, আমার অদ্ভুত মধুরিমাই বা কিরূপ। আমাকে অনুভব

করিয়া শ্রীরাধাই বা কিরূপ আনন্দ লাভ করেন। এইরূপ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভরূপ সমুদ্র মধ্যে রাধাভাব-সমন্বিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।

কিন্তু তথাপি গোপনে। অতি গোপনে।

অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥
অতিশয় গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥
রাধিকার ভবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর॥
শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ॥
রাধিকার ভাব যেন উদ্ধব দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে॥
রাত্রে প্রলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি॥

বাহিরের লোকে কেবলমাত্র জানিল—

বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষনাশ প্রেমেতে ভাসায়॥

রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব যাহা মহাপ্রভু গোপনে অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার বৈষ্ণব শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে গোপনে প্রকাশ হইয়াছিল, আজ আবার তাহা লুপ্তপ্রায় কেন? প্রেমরসে প্লাবিত বঙ্গদেশে, কেন

প্রেমের লহরী উথলিয়া উঠিতেছে না? কেন সেই প্রেমে এখনও জগৎ ভাসিয়া যাইতেছেনা?

গরুড় স্তম্ভ এখনও রহিয়াছে, যেখানে তোমার নয়ন জলে প্রস্তরও গলিয়া গিয়াছে। কাশী মিশ্রের ভবন এখনও রহিয়াছে, যেখানে তোমার ছিন্ন কান্থা ও জীর্ণ কাষ্ঠপাদুকা ভক্তের মনে বিদ্যুৎ সঞ্চার করিতেছে। আজও যেন তুমি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে আত্মারাম শ্লোকের অর্থ করিতেছ। তোমার স্মৃতি চিহ্ন এখনও দেশাবচ্ছিন্ন হইয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। গৌরচাঁদ! সকলি ত দেখি! কিন্তু কোথায় তোমার সেই প্রেমভক্তি।

দেখিতে পাই বঙ্গের ঘরে ঘরে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি। দেখিতে পাই বৃন্দাবনে রূপসনাতনের কীর্ত্তি।

কালেন বৃন্দাবনকেলি বার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥ *

প্রিয়স্বরূপে দয়িতৃস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাতিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥ †

সেইরূপ সনাতনের গ্রন্থে প্রেমের তত্ত্ব জানিতে পাই, প্রেমের উজ্জ্বল ছবি দেখিতে পাই।

চৈতন্যের লীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।

* কালে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন কেলি বার্ত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উহা বিশেষরূপে পুনঃ প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু রূপ ও সনাতনকে করুণামৃতদ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

† প্রিয় স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, সহজাতিরূপ, নিজানুরূপ ও একরূপ এতাদৃশ রূপ গোস্বামীতে মহাপ্রভু আপন স্বরূপ ও বিলাস সঞ্চারিত করিয়াছিলেন।

তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল,
ভক্ত গণে দিল এই ভেটে॥

এই অমূল্য ভেটে, চৈতন্য চরিতে, অমৃত পান করিতে পাই।

আছে স্মৃতি। আছে চিহ্ন। আছে বীজ। তবে সে জ্বলন্ত, জীবন্ত প্রেমধর্ম্ম কোথায়। জগতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম, মনুষ্যের চরমধর্ম্ম, মধুর হইতে মধুরধর্ম্ম বঙ্গবাসীর হৃদয় মধ্যে কোথায়! যে ধর্ম্ম জগতের অগ্রণী হইবে, যে ধর্ম্ম জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, যে ধর্ম্ম তিনি হাতে হাতে ভক্তমণ্ডলীকে সঁপে দিয়ে গিয়াছেন, সে ধর্ম্মের অধিকারিগণ কোথায়? নিত্যানন্দ প্রভুর, আচার্য্যপ্রভুর বংশধরগণ কোথায়? কোথায় গোস্বামিগণ, কোথায় মহান্তগণ? কে কোথায় চৈতন্যদাস, কে কোথায় প্রেমদাস আছ, অমিয় নিমাইচরিত কে লিখিতেছ। ভক্তিবিনোদে কে মত্ত আছ। সকলে একত্র হইয়া দেখ! যে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তোমরা সকলে দায়ী, যে ধর্ম্মের জন্য জীবন সমর্পণ না করিলে তোমাদের জীবন কলুষিত মনে কর, দেখ সে ধর্ম্মের জীবনী শক্তি আজি কোথায়। আজি যদি আমাদের মধ্যে সেই জীবনী শক্তি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে সেই ধর্ম্ম এখনও বীজ ভাবে থাকিবে। সে ধর্ম্ম নষ্ট হইবার নহে। যদি আজ অধিকারী না থাকে ত কাল হবে। কিন্তু বঙ্গদেশে সেই বীজের অঙ্কুর অনেক দিন হইয়াছে। তবে কেন এই নূতন ধর্ম্মবৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার করেনা। বঙ্গদেশে যে যেখানে বৈষ্ণব আছ, একবার সকলে একত্র হইয়া একমনে ভাব দেখি, কেন এখনও প্রেমের বন্যা জগতে প্রবাহিত হয় না। যদি আমাদের নিজদোষে কোন বিঘ্ন হয়, তাহা হইলে আমরা মহাপাতকী। তাই বলি একবার সকলে মিলিয়া কাঁদি। একবার সকলে মিলিয়া জগতের জন্য প্রেমভিক্ষা করি। কাঁদিবার এই সময়। ধর্ম্মের এক নবীন স্রোত এখন বহিয়া যাইতেছে।

চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মবিপ্লব দেখা যাইতেছে। যেন অধর্ম্মের অশান্তি হইতে সকলে পলায়ন করিতে চাহে, এবং আকুলিত চিত্তে যেখানে যেখানে ধর্ম্মের নাম আছে, সেখানে সেখানে আশ্রয় লাভ করিতে চাহে। এইত ধর্ম্ম প্রচারের সময়।

তাই বলি সকলে বদ্ধ পরিকর হইয়া, আপন কর্ত্তব্য পালন কর। সময় কাহারও নয়। সময় গেলে পাইব না। তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

রাস পঞ্চাধ্যায়।

আমাদের কর্ত্তব্য কি?

প্রথম কর্ত্তব্য, নির্গুণ ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রেমধর্ম্মের অধিকারী হওয়া।

ধর্ম্মঃপ্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাম্।

এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইলে কোনরূপ কৈতব থাকিলে চলিবে না। আর মৎসরতা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে।

অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান॥

আমি মুক্তিলাভ করিব, এ বাঞ্ছা ভক্তের থাকিবে না।

গুণময়ী মায়ার পারে গমন করাই মুক্তি। মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই মুক্তি লাভ করা যায়।

দুই প্রকারে সেই মুক্তি লাভ হয়। গুণবিতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল হইলে

স্বরূপজ্ঞানে নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিতি। ব্রহ্মসাযুজ্য বা নির্ব্বাণ মুক্তিতে ঈশ্বরের জ্ঞানও থাকে না। এই মুক্তি ঔপনিষদ জ্ঞানমার্গের মুক্তি।

আবার কোন কোন ভক্ত আপনাকে পরিচ্ছিন্ন ও ঈশ্বরকে অপরিচ্ছিন্ন মনে করিয়া, ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে ইচ্ছা করেন। ভক্তির বলে ভক্ত সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি এবং পরে ঈশ্বর সাযুজ্য লাভ করেন। মধ্বাচার্য্য প্রবর্ত্তিত এই সগুণ ভক্তিযোগ অত্যন্ত দূষণীয়। কারণ ইহাতে স্বার্থচিন্তা আছে।

নির্গুণ ভক্তিযোগে মুক্তি কামনা একবারে থাকে না। তথাপি ভক্ত ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া মায়ার সীমা উত্তীর্ণ হন্। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ ৩-২৯-১১
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ ৩-২৯-১২

যেমন গঙ্গার জল অবিচ্ছিন্ন হইয়া সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, এইরূপ আমার গুণ শ্রবণমাত্র আমার প্রতি অবিচ্ছিন্ন মনোগতি হয়, তাহাকে নির্গুণভক্তি বলে। এই ভক্তি ফলানুসন্ধান শূন্য ও ভেদ দর্শন রহিত।

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ৩-২৯-১৩

সালোক্যাদি মুক্তি করতলস্থ হইলেও নির্গুণভক্তির অধিকারীরা তাহা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা কেবল আমার সেবা প্রার্থনা করেন।

মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ॥ ৩-২৯-১৬

আমার প্রতিমাদির দর্শন, স্পর্শন, পূজা, স্তুতি ও অভিবন্দন, সকল প্রাণীতে আমার ভাবনা করা, ধৈর্য্য ও বৈরাগ্য।

মহত্তাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥ ৩-২৯-১৭

মহদ্ব্যক্তির প্রতি বহু মান প্রদর্শন, দীনের প্রতি অনুকম্পা, আপনার তুল্য লোকের প্রতি মৈত্রী, যম ও নিয়ম।

আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসঙ্কীর্ত্তনাচ্চ মে।
আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা॥ ৩-২৯-১৮

আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের শ্রবণ, আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন, সরল ভাব, আর্য্যসঙ্গ ও নিরহংকার।

মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাঽভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্॥ ৩-২৯-১৯

এই সকল গুণ দ্বারা শোভিত হইয়া, যে পুরুষ ভগবদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত বিশুদ্ধ হয়, এবং তিনি আমার গুণ শুনিবামাত্র ঝটিতি আমাকে লাভ করেন।

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাঽবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যং কুরুতেঽর্চ্চা বিড়ম্বনম্॥ ৩-২৯-২১

আমি সকল ভূতেই আত্মারূপে অবস্থিত। যে ব্যক্তি সেই ভূতের অবজ্ঞা করে, এবং আমাকে প্রতিমাদি দ্বারা অর্চ্চনা করে, তাহার অর্চ্চনাই বৃথা। সে অর্চ্চনা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বাঽর্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ ৩-২৯-২২

সকল ভূতে আত্মারূপে অবস্থিত আমাকে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া মূঢ়তা

প্রত্যুত যে ব্যক্তি প্রতিমার অর্চ্চনা করে সে কেবলমাত্র ভস্মে ঘি ঢালে। জীবের উপেক্ষা করিলেই আমার উপেক্ষা করা হয়।

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।

ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ৩-২৯-২৩

মানগর্ব্বিত, ভিন্নদর্শী যে ব্যক্তি পরের শরীরে আমার দ্বেষ করে, ভূতের প্রতি বৈরভাবাপন্ন সেই ব্যক্তির মন শান্তি লাভ করে না। ভূতের দ্বেষই আমার দ্বেষ

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়াহনঘে।

নৈব তুষ্যেহর্চ্চিতোহর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥ ৩-২৯-২৪

যদি কেহ ভূতগ্রামের অবমাননা করিয়া উচ্চাবচ দ্রব্য দ্বারা আমার প্রতিমার অর্চ্চনা করে, সে অর্চ্চনা দ্বারা আমি পরিতুষ্ট হই না। জীবের অবমাননা করিলেই আমার অবমাননা করা হইল।

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।

যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥ ৩-২৯-২৫

প্রতিমাদিতে সেই কাল পর্য্যন্ত আমার অর্চ্চনা করিবে, যে কাল পর্য্যন্ত আমাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত বলিয়া জানিতে না পারিবে।

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।

তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্ ॥ ৩-২৯-২৬

যে ব্যক্তি আপনার ও পরের মধ্যে অতি অল্পমাত্রও ভেদ করে, সেই ভিন্নদর্শী লোকের জন্য আমি মৃত্যুরূপী হইয়া উগ্র ভয় উৎপাদন করি।

এই নির্গুণ ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া ভক্ত মুক্তিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাঁহারা প্রতি জীবে ভগবানের উপলব্ধি করিয়া জীবের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করেন। এবং যখন ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা

ঈশ্বরকে আশ্রয় করেন; তখন ঈশ্বরের পরাশক্তি হইয়া তাঁহারা জীবের জন্য সেই শক্তির নিত্য সঞ্চার করেন।

নির্গুণ ভক্তিই প্রেমধর্ম্মের প্রথম অধিকার।

যখন দেখিব বড় বড় তিলক, মোটা মোটা মালা, বিগ্রহ সেবার বৃহৎ ঘটা কিন্তু ভা'য়ে ভা'য়ে বিরোধ, অর্থের জন্য দাগাবাজী, কামের সেবা, গুরু লোকের অপমান—তখনই তাহাকে ভক্তকুলাঙ্গার বলিয়া সম্বোধন করিব। যখন দেখিব প্রতিমাতে শ্রদ্ধা, এবং ততোধিক মানুষিক প্রতিমার আদর, যখন দেখিব বাহ্য ঘটা নাই, কপট আড়ম্বর নাই, কিন্তু সকলের সহিত অকৃত্রিম অকপট প্রণয়, সকলের মঙ্গলেচ্ছা, তখনই ভক্তচূড়ামণি বলিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিব। ভ্রাতৃভাব ও ভালবাসা নির্গুণ ভক্তির প্রধান অঙ্গ। সকাম সগুণ ভক্তিতে নিজের মুক্তি কামনা থাকে। নিষ্কাম, নির্গুণ ভক্তিতে নিজের সম্বন্ধে কোন বাসনাই থাকে না। এমন কি ভক্ত মুক্তি পর্য্যন্ত কৈতব বলিয়া মনে করেন।

এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা ভক্তিযোগের একমাত্র অধিকার। যেখানে নিঃস্বার্থ ভালবাসা নাই, সেখানে ভক্তিও নাই।

এই ভালবাসা বৃত্তি গাঢ় ও ঘন হইলে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া একত্রীভূত হয়। অর্থাৎ সকল জীবে ভগবানের যে অংশ তাহা ভক্তের মনে একীভূত হইলে এক ভগবানই সেই ভালবাসার আধার হন। এবং সকল জীব ভগবানে অন্তর্ভূত হয়। তখন আর জীব জ্ঞান থাকে না। কেবলমাত্র ভগবানের জ্ঞান থাকে। ভগবানকে ভালবাসিয়া জীব আত্মহারা হয়।

গোপ ও গোপীভাবের এই প্রথম অঙ্কুর। গোপ ও গোপীভাব নিরবচ্ছিন্ন ও গাঢ়তম হইলে জীব রাসলীলার অধিকারী হয়। রাসলীলায় ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া হ্লাদতাপকরী মিশ্রা জীবপ্রকৃতি পরা

প্রকৃতিতে পরিণত হয়। ত্রিগুণময়ী মায়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে, কেবলমাত্র শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ শক্তির দেহ গঠন করে।

এই প্রক্রিয়ার মূল ভালবাসা। ভাগবত ধর্ম্মের বীজমন্ত্র ভালবাসা। যাহার ভালবাসা নাই, সে বৈষ্ণব নয়। যে মনুষ্যদ্রোহী, সে বিষ্ণুদ্রোহী। যাহার হৃদয়ে হিংসা, ছল, প্রপঞ্চ, অভিমান কপটতা আছে, সে ঘোর বৈষ্ণবাভিমানী হইলেও বিষ্ণু তাহা হইতে শত সহস্র হস্ত দূরে।

আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে হৃদয়ে ভালবাসা হয়, নির্গুণ ভক্তিযোগের অঙ্কুর হয়, এরূপ পথ অবলম্বন করা, এবং অন্যে যাহাতে সেই পথ অবলম্বন করে, তাহার লক্ষ্য করা। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রাম রায়॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পাণি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥

অন্যকে দেখিয়া হাসিবে না। সে যদি নাস্তিক হয়, বিধর্ম্মী হয়, যদি যথেচ্ছাচারী হয়, ধর্ম্মদ্বেষী হয়, যদি তোমার দশটা কুকথা বলে, সকলই সহ্য করিবে। তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিবে। সময় পেলে তাহাকে অধিকার মত তত্ত্বকথা শুনাইবে। মিষ্ট কথায় পশুও বশ হয়। পরের ধর্ম্মকে দ্বেষ করিবে না। নিজ ধর্ম্ম অপেক্ষা পর ধর্ম্মের সৎকার করিবে। পর ধর্ম্মে যাহা কিছু ভাল আছে, দ্বিধাশূন্য হইয়া জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু গোপনে আপন ধর্ম্ম অর্থাৎ যখন যে ধর্ম্ম তুমি সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছ ত্যাগ করিবে না। তুমি নিজ ধর্ম্ম অন্যকে বুঝাইবে। নিজে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছ, তাহা অন্যকে জানাইবে। কিন্তু নিজ ধর্ম্মের অভিমান করিবে না। এই "অমানী মানদ" ভাবে জানিতে পারিবে যে সকল ধর্ম্মেই সত্য নিহিত আছে। এবং নিরপেক্ষ ভাবে দেখিলে সকল ধর্ম্মেই সত্য জানিতে পারা যায়। কেবল মনুষ্যের অভিমান দ্বারা, বুদ্ধিকল্পিত হঠতা দ্বারা সত্য সর্ব্বত্র আচ্ছাদিত আছে। যেমন সকল ধর্ম্মে ভেল আছে, সেইরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্মেও ভেল আছে। কোন ধর্ম্মেই অভিমান থাকা ভাল নয়। সকল ধর্ম্মের নিকটই মস্তক অবনত করা চাই। তবে নিজের ধর্ম্ম সকলের স্বতন্ত্র থাকিবে। যে যখন যাহা সত্য বলিয়া প্রবল রূপে অনুভব করিবে, তাহাই তখন তাহার নিজ ধর্ম্ম। "অমানী মানদ" ভাবে, এই নিজ ধর্ম্ম নিত্য প্রস্ফুটিত হইবে, নিত্য বিকাশিত হইয়া ক্রমে পূর্ণ ভাব ধারণ করিবে। তখন আর কোনও দ্বিধা থাকিবে না। তখন এক সত্যে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইবে। "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু-কুটিল নানা পথষুষাং" এক ভগবানই তখন আশ্রয় হইবে।

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন শান্তিপুরে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব প্রার্থনা করেন, তখন

মহাপ্রভু কৃপাকরি তারে শিক্ষাইলা।
প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজ ঘরে যায়
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ী প্রায়।
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম ॥
দেখিয়া ত মাতা পিতার আনন্দিত মন।

প্রথমে যখন রঘুনাথ দাস মহাপ্রভুর নিকটে গেলেন, তখন তাঁহার বাহিরে বৈরাগ্যের ভান, কিন্তু ভিতরে বিষয়স্পৃহা। মহাপ্রভুর শিক্ষাতে তিনি ভিতরে বৈরাগ্য রাখিলেন, এবং বাহিরে সকল কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব বিপরীত হইল। এবার রঘুনাথ দাসের যথার্থ বৈরাগ্য। তিনি পুনঃ পুনঃ বাড়ী হইতে পলাইয়া যান। তাঁহার মাতা মনে করিলেন রঘুনাথ বাতুল হইয়াছে। তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু পিতা বুদ্ধিমান্। তিনি বলিলেন

ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী অপ্সরা সম :
এ সব বাঁধিতে নারিলেক যারি মন ॥
দড়ীর বন্ধনে তাঁরে রাখিবে কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাতে ॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে ॥

অথচ চৈতন্যচন্দ্র তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে বলেন নাই। বরং ভিতরে বৈরাগ্য রাখিয়া বিষয়ীর ন্যায় ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু রঘুনাথ "অমানী মানদ" হইয়া নিজ ধর্ম্মের উপাসনা করিতেছেন। এই ধর্ম্মের উপাসককে মুখে কিছু বলিতে হয় না। তাহাকে বলিতে হয় না, তুমি এই ধর্ম্ম ত্যাগ কর এবং এই ধর্ম্ম গ্রহণ কর।

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

ভগবানের অনুকম্পায় "অমানী মানদ" নিত্যযুক্ত উপাসকের, নিজে হইতেই বুদ্ধির বিকাশ হয়।

রঘুনাথ অবসর পাইয়া গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন এবং

কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিল প্রয়াণ॥
বারো দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিন দিন মাত্র করিল ভোজন॥

যখন মহাপ্রভুর সহিত রঘুনাথ মিলিত হইলেন, তখন

প্রভু কহে "কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িল বিষম বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে॥"

অথচ মহাপ্রভু পূর্ব্বে রঘুনাথকে গৃহ ত্যাগ করিতে বলেন নাই। রঘুনাথ বরাবর নিজ ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়াই আসিতেছেন।

পাঁচদিন রঘুনাথ মহাপ্রভুর প্রসাদ পাইলেন, আরদিন হৈতে পুষ্প অঞ্জলি দেখিয়া,

সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া॥
প্রভুকে গোবিন্দ কহে রঘু প্রসাদ না লয়।
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হইয়া মাগি খায়॥
শুনি তুষ্ট হইয়া প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা॥

বাস্তবিক মহাপ্রভু এইরূপ ভিক্ষার অনুমোদন করিতেন না। কিন্তু রঘুনাথের তখন ইহা নিজধর্ম্ম, তাই তিনি কিছু বলিলেন না।

রঘুনাথ দীনভাবে মহাপ্রভুর নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি কেবল মাত্র বলিলেন।

গ্রাম্যকথা না কহিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঁঞি ইহার পাবে সবিশেষ ॥

মহাপ্রভু জানেন, রঘুনাথ বড়লোকের ছেলে। অতুল বিষয় ভোগে লালিত পালিত। এখনও বিষয়ের ঢেউ তাঁহাতে আছে, কেবল মাত্র অমানী মানদ ভাবে, কেবল মাত্র সাধারণ শিক্ষার বলে, তিনি সকল বাধা নিজেই অতিক্রম করিতে পারিবেন। তিনি বৈরাগ্যের জন্য নিজে যাহা চেষ্টা করিতেছেন, তাহাই তাঁহার নিজধর্ম্ম, এবং তাঁহার জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী।

রঘুনাথের মাতা পিতা চারিশত মুদ্রা লইয়া, দুই ভৃত্য ও এক ব্রাহ্মণ রঘুনাথের নিকট পাঠাইলেন। প্রথমে রঘুনাথ স্বীকার করিলেন না। পরে তিনি ঐ মুদ্রা লইয়া মাসে দুই দিন মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন।

সনাতনের ভোট কম্বল মহাপ্রভুর চক্ষুঃশূল হইয়াছিল।

তিনমুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোক করে উপহাস ॥

সেই মহাপ্রভু বিষয়ীর মুদ্রা উপেক্ষা না করিয়া রঘুনাথের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তিনি সনাতনের নিজধর্ম্ম জানিতেন এবং রঘুনাথের নিজধর্ম্মও জানিতেন।

এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল।
পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল ॥

মাস দুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।
স্বরূপে পুছিল তবে শচীর নন্দন॥
রঘু কেন আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
স্বরূপ কহে মনে কিছু বিচার করিল॥
বিষয়ীর দ্রব্য লইয়া করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন॥
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল॥
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হৈল জানিয়া সে আপনি ছাড়িল॥

রঘুনাথের নিজধর্ম্মের নিকট মহাপ্রভুও সঙ্কুচিত হইতেন। ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব ধর্ম্মের অবতারগণই জানেন।

কতদিন রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল।
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল॥
গোবিন্দ দাস শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে।
রঘু ভিক্ষা লাগি ঠাড় না হয় সিংহদ্বারে॥
স্বরূপ কহে সিংহদ্বারে দুঃখান্ন চাহিয়া।
ছত্রে মাগি খায় মধ্যাহ্ন কালে গিয়া॥
প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা বৃত্তি বেশ্যার আচার॥
অয়মাগচ্ছতি অয়ংদাস্যতি অনেনদত্তং অয়মপরঃ।
সমেত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি নদত্তমন্যঃ সমেষ্যতি সঃদাস্যতি॥

ছত্রেগিয়া যথা লাভ উদর ভরণ।
অন্যকথা নাহি মুখে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥

কিন্তু এ সকল কথা মহাপ্রভু যথা সময়ে রঘুনাথকে বলেন নাই। রঘুনাথ নিজধর্ম্ম অনুসরণ করিয়াই, বৈরাগ্যের চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শেষে—

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈতে ভাত সড়ি যায়॥
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে।
সরাগন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুয়া ফেলে ঘরে দিয়া বহুপানী॥
ভিতরেতে দড়ভাত মাজি যেই পায়।
লুণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়॥

আর মহাপ্রভু থাকিতে পারিলেন না। তখন আর রঘুনাথকে নিমন্ত্রণ করিতে হইল না।

কাঁহা বস্তু খাও সবে আমারে না দাও কেন।
এই বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণ॥
আর গ্রাস লইতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
তবযোগ্য নহে বলি বলে কাড়ি নিলা॥
প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদ না পাই॥

রঘুনাথের চরিত্র ও তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর আচরণ ভক্তের জ্বলন্ত ও জীবন্ত শিক্ষার স্থল। রঘুনাথ গোস্বামীও যখন অসম্পূর্ণ "আরুরুক্ষু" ছিলেন তখন আমি তুমি বৈষ্ণব যদি আপনাকে সম্পূর্ণ মনে করি তাহা নিতান্ত

ভুল। রঘুনাথ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেও সম্পূর্ণরূপে "অমানী মানদ"। তবে অমানী মানদ হইলেও তিনি নিজের গন্তব্য পথ অনুসরণ করিবার জন্য নিজ ধর্ম্মের কখনও উপেক্ষা করেন নাই। এমন কি মহাপ্রভু পর্য্যন্ত তাঁহার নিজধর্ম্মের সম্মান করিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষার বলে সকলেই চরম ধামে যাইতে পারেন। কিন্তু চরম ধাম এক হইলেও, বিভিন্ন প্রকৃতির অনুসরণীয় পথ বিভিন্ন। এই জন্য নিজধর্ম্মের আবশ্যকতা।

নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। যাহা নিজে বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, যে পথ নিজে দেখিতে পাইবেন না, তাহার অনুসরণ করিবে না। তবে নিজধর্ম্মের কখনও অভিমান রাখিবে না। যদি নিজধর্ম্মের অভিমানী হও, তাহা হইলে নিজধর্ম্ম তোমার প্রত্যবায় হইবে। নিজধর্ম্ম তখন অধর্ম্ম হইয়া তোমাকে নীচগামী করিবে। অমানী মানদ ভাবে নিজধর্ম্মের অনুসরণ করিবে। তাহা হইলে নিজধর্ম্ম ক্রমবিকাশ দ্বারা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। রঘুনাথের মর্কট বৈরাগ্য বৈরাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হইবে। অমানী মানদ ভাবে নিজধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া নির্গুণ ভক্তিযোগ অবলম্বনই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

এতদিনে রাসলীলার কথা শেষ হইল। যে জন্য পৌরাণিক কথার অবতারণা আজ তাহা সফল হইল। সমগ্র পাঠক মণ্ডলীর চরণ ধূলি মস্তকে করিয়া আজ আমি আপনাকে চরিতার্থ মনে করিলাম। যে প্রিয়-বন্ধুর অনুরোধে এই পৌরাণিক কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই অঘোর বাবুকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করি।

রাসের পর।

"এবং রাত্রিষু কৃষ্ণেন স্বৈরমভিরমিতানাং দিবা তদ্বিরহিতানাং অনুগীতেন দিননিস্তারপ্রকারমাহ" শ্রীধর।

রাসলীলা মিলনের আরম্ভ মাত্র। তাহার পর প্রতি রজনীতেই যোগমায়া কর্ত্তৃক মিলন। যোগমায়া কর্ত্তৃক মিলন বলিলেই বুঝিতে হবে :—

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥১০-৩৩-৩৭।

কৃষ্ণ মিলনে ত রাত্রি কেটে যায়। দিন কিসে যায়।

গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্॥ ১০-৩৫-১।

কৃষ্ণ বনে গেলে গোপীদের মন তাঁহার অনুগমন করিত। তখন কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে কোন রূপে তাঁহারা কষ্টে দিন কাটাইতেন।

এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ॥ ১০-৩৫-২৬।

কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে তচ্চিত্ত ও তন্মনস্ক হইয়া গোপীগণ দিনে রমণ করিতেন। এখন তাঁহারা আনন্দময় জগতের আনন্দদায়িনী আহ্লাদিনী শক্তি। কৃষ্ণ চিন্তা তাঁহাদের সহজ বৃত্তি। কি দিন, কি রাত্রি, তাঁহারা কৃষ্ণময়, কৃষ্ণগতচিত্ত, কৃষ্ণমনস্ক।

বৃন্দাবনের কাজ ত হয়ে গেল। নারদ ভাবিলেন আর কেন সময় নষ্ট হয়। এইবার ভূভার হরণের কাজে ভগবান্ আসুন। গোপীরা ত এখন পূর্ণ অন্তরঙ্গ, লীলাও সম্পূর্ণ। ঠাকুর আর নিতান্ত শিশুও নন্। এখন হয়ত তাঁর লুকাচুরি খেলা সাজ্‌বে না। আসুরিক ভাবে জগৎ পূর্ণ। তাঁহার বৃন্দাবন লীলা প্রকট হইলেই ভয়ানক গোলযোগ। তখন মানব-

ধর্ম্মকে কৃষ্ণ কিরূপে রক্ষা করিবেন? ভেবে চিন্তে নারদ কংসের নিকট গেলেন। এবং কানে কানে বলে দিলেন :—

যশোদায়াঃ সুতাং কন্যাং দেবক্যাঃ কৃষ্ণমেব চ।
রামঞ্চ রোহিণীপুত্রং বসুদেবেন বিভ্যতা।
ন্যস্তৌ স্বমিত্রে নন্দে বৈ যাভ্যাং তে পুরুষা হতাঃ॥ ১০-৩৬-১৭।

সেই কন্যাটি যশোদার কন্যা, দেবকীর নয়। কৃষ্ণ দেবকীর পুত্র। বলরাম রোহিণীর পুত্র। ইহারাই তোমার দৈত্য সকলকে নষ্ট করিয়াছে।

ঋষি আপনার কাজ ক'রে নিঃসন্দেহে চলে গেলেন। এদিকে কংস মন্ত্রণা করিয়া ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করিলেন এবং রামকৃষ্ণকে আনিবার জন্য অক্রূরকে ব্রজে পাঠাইলেন।

নন্দগোকুলে ঘোষণা হইল, রামকৃষ্ণ মথুরা যাবেন। কৃষ্ণৈকজীবনা ব্রজগোপীগণ এই কথা শুনিলেন।

মুখ শুকাইয়া গেল, বসন ভূষণ খসিয়া গেল, কেশগ্রন্থি শিথিল হইল, ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ হইল। তখন "নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতাইব।"

হে বিধাতঃ, তোমার কি কিছুমাত্র দয়া নাই। এ প্রণয় সংযোগই বা কেন, আর এ বিয়োগই বা কেন? তোমার কেবল প্রয়োজনশূন্য বালকের চেষ্টা। হায়! তুমি আমাদিগকে নীলকুন্তলাবৃত সুন্দর কপোলালঙ্কৃত উন্নতনাসা বিশিষ্ট, শোকবিনাশন, গূঢ়হাস্যশোভিত, কৃষ্ণবদন দেখাইয়া আবার লুকাইতেছ। তোমার কর্ম্ম অত্যন্ত অসাধু। তুমি নিজে আমাদিগকে যে চক্ষু দান করিয়াছিলে, যে চক্ষু দ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণের মুখনয়নাদিতে তোমার সমগ্র সৃষ্টিনিপুণতা দেখিতেছিলাম, তুমি সেই চক্ষু হরণ করিয়া আমাদিগকে অন্ধ করিতেছ। নিশ্চয় তুমি ক্রূর অক্রূর নাম ধরিয়া এখানে আসিয়াছ।

হায়! শ্রীকৃষ্ণও কি তদ্রূপ হইলেন! হায়! তাঁহার সৌহৃদ্যও কি ক্ষণ-ভঙ্গুর; তিনিও কি কেবল নূতনের সঙ্গপ্রিয়। আমরা, গৃহ, স্বজন, পতি, পুত্র সকল ত্যাগ করিয়া নন্দপুত্রের দাসী হইয়াছি। এই নিজবিরহ-কাতরাদিগের প্রতি কি তিনি দৃষ্টি করিতেছেন না? আমরা মাধবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গমন হইতে নিবৃত্ত করি। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ অর্দ্ধ নিমিষের জন্যও দুস্ত্যজ্য। সেই সঙ্গই যখন আমাদিগের যাইতেছে এবং আমাদিগকে দীন হইতে দীনতর হইতে হইয়াছে তখন কুলের বৃদ্ধ ও বান্ধবেরা আর আমাদিগের কি করিবেন? যাহার সুন্দর হাস্য, মনোহর রহস্যালাপ লীলাবলোকন ও আলিঙ্গনে বিভূষিত রাসমণ্ডলে আমরা বহু বহু রাত্রি মুহূর্ত্তবৎ অতিবাহিত করিয়াছি, সেই কৃষ্ণ ব্যতিরেকে গোপীসকল কিরূপে বিরহ দুঃখ অতিক্রম করিবে? অনন্ত যাঁহার সহচর, যিনি দিবসাবসানে গোপগণে পরিবৃত ও গোখুরোত্থিত ধূলি দ্বারা ধূসরিতকুন্তলাস্য হইয়া বেণুবাদন করিতে করিতে সহাস্য কটাক্ষ নিরীক্ষণ দ্বারা আমাদিগের চিত্ত হরণ করেন, সেই কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিব?

এই প্রকার পরস্পর বলিতে বলিতে অতিশয় কৃষ্ণাসক্তচিত্তা বিরহ-কাতরা ব্রজগোপী সকল লজ্জা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সুস্বরে "হে গোবিন্দ দামোদর মাধব" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল।

তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ॥ ১০-৩৯-৩৫

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ নিজ গমনে গোপীদিগকে তাদৃশ সন্তাপিত দেখিয়া সাপ্রেম দূতবাক্য দ্বারা "আয়াস্যে" শীঘ্র আসিব এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন।

ভগবানের কথা কখনও মিথ্যা হয় না; আমি শীঘ্র বৃন্দাবনে আসিব

অথচ লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি মথুরা কি দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন নাই।

কংসবধান্তর বসুদেব দেবকীর সহিত মিলিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ নন্দ যশোদাকে বলিয়া ছিলেন :—

যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্॥ ১০-৪৫-২৩

আবার গোপীদিগের তীব্র বিরহ যাতনা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন উদ্ধবকে দূতরূপে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন, তখন উদ্ধব প্রথমতঃ নন্দকে বলিলেন—

আগমিষ্যত্যদীর্ঘেন কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥ ১০-৪৬-৩৪

কৃষ্ণ শীঘ্রই ব্রজে আগমন করিবেন। তিনি নিজ বাক্য সত্য করিবেন। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তবে বৃন্দাবনে সকলে কেন তাঁহাকে দেখিতে পাইল না, আমরাই বা তাঁহাকে কেন দেখিতে পাই না; কৃষ্ণ ত নিজ বাক্য অনুসারে বৃন্দাবনেই আছেন। শ্রীকৃষ্ণই জানেন এ কথার রহস্য এবং উদ্ধবের নিকট শুনিয়া গোপীরা জানিলেন।—

ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ। ১০।৪৭।২৯

হে গোপীগণ, তোমাদিগের সহিত আমার কখনই বিয়োগ নাই। যেহেতু আমি সর্ব্বাত্মা।

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া॥ ১০-৪৭-৩৪

আমি যে তোমাদিগের হইতে দূরে অবস্থান করি, সে কেবল যাহাতে তোমরা আমার নিত্য ধ্যান কর। ধ্যানের দ্বারাই মানসিক সন্নিকর্ষ হইবে। শারীরিক সন্নিকর্ষ নিতান্ত কায়িক ও ক্ষণভঙ্গুর। সে সন্নিকর্ষে স্বল্প মাত্র

সুখ। তোমাদের শরীর ত চিরস্থায়ী নয়। আমি যদি এই প্রকট শরীর লইয়া নিয়ত তোমাদের নিকট থাকি, তাহা হইলে শারীরিক সন্নিকর্ষের চিন্তাই তোমাদের প্রবল হইবে এবং নিত্য মিলনের ব্যাঘাত হইবে।

যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে॥ ১০-৪৭-৩৫

প্রিয়তম ব্যক্তি দূরে থাকিলে, তাহার উপর মন যেমন আবিষ্ট হয়, অক্ষিগোচরও সন্নিকট হইলে সেরূপ হয় না। মন অত্যন্ত আবিষ্ট হইলেই শরীরকে ভুলিয়া যাইতে হয়, শরীর ভুলিয়া যাইতে হইলে মানসিক মিলন হয়। সেই মিলনই নিত্য!

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥ ১০-৪৭-৩৬

অশেষ বৃত্তি হইতে বিমুক্ত মন সম্যক ভাবে আমাতে আবিষ্ট করিয়া নিত্য আমাকে স্মরণ করিলেই অচিরাৎ আমি উপস্থিত হইব।

গোপীদিগের নিকট একথা আর বেশী কি। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ অচিরাৎ তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সেই মিলন এখনও চলিতেছে। সেই মিলন কালের সীমা অতিক্রম করিয়া নিত্য চলিবে। যাহার মানসিক চক্ষু আছে, সেই দেখিতে পাইবে। যাহার দেহাভিমান আছে, সে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে পাইবে না। অন্ধ হইয়া বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন। মানসিক চক্ষুতে শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা সকলে সকল কালে দেখিতে পায়, তাহাই তাঁহার নিত্য লীলা। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার অপরূপ নাটকে এই নিত্যলীলার দিক্ মাত্র দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া গোবিন্দ লীলামৃত প্রচার করিয়াছেন।

এই মত নিত্য লীলা যার নাহি নাশ।
রসিক ভকত যাহা পাইতে করে আশ॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি ইহার নিত্যতা।
অদ্ভুত ইহাতে নাহি দুর্ভাবনা ব্যথা।
কৃষ্ণদাস কবিরাজের কৃষ্ণসঙ্গে স্থিতি।
অতএব ব্যক্ত কৈল সে সব চরিতি॥
তাঁহার চরণে করি কোটী নমস্কার।
প্রকাশিল যিহঁ কৃষ্ণলীলার ভাণ্ডার॥
... ...
রজনী দিবসে এই লীলার সাগরে।
মগন আছেন কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে॥
শ্রীকৃষ্ণদাস গোসাঞি কবিরাজ দয়াবান্।
কৃপা করি লীলা প্রকাশিলা অনুপম॥ "গোবিন্দ লীলামৃত'।

মাধবাচার্য্য ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর। মহাপ্রভুর অবতরণের পথ তিনিই সর্ব্বপ্রথমে পরিষ্কার করেন।

পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্দ্ধন।
প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর দিবা রাত্রি জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান॥
শৈলপরিক্রমা করি গোবিন্দ কুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে সন্ধ্যায় বসি॥
গোপাল বালক এক দুগ্ধভাণ্ড লইয়া।
আসি আগে ধরি কিছু বলিলা হাসিয়া॥

পুরী এই দুগ্ধ লইয়া কর তুমি পান।
মাগি কেন নাহি খাও কিবা কর ধ্যান॥
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইলা সন্তোষ।
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোগ শোষ॥
পুরী কহে কে তুমি কাঁহা তোমার বাস।
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস॥
বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী॥
কেহ মাগি খায় অন্ন কেহ দুগ্ধাহার।
অযাচক জনে আমি দিইত আহার॥
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা।
স্ত্রীসব দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইলা॥
গোদোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
আর বার আসি এই ভাণ্ডটি লইব॥
এত বলি বালক গেলা না দেখিয়ে আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার॥
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
বাট দেখে সেই বালক পুনঃ না আইল॥
বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়।
শেষরাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্য বৃত্তি লয়।
স্বপ্ন দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লইয়া গেলা হাতেতে ধরিয়া॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে আমি কুঞ্জে রই।
শীত বৃষ্টি দাবাগ্নিতে দুঃখ বড় পাই॥

গ্রামের লোক আনি আমাকাঢ় কুঞ্জ হইতে।
পর্ব্বত উপরে লইয়া রাখ ভাল মতে॥
এক মত করি তাঁহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে আমা করাহ স্নপন॥
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥
... ...
এত বলি সে বালক অন্তর্ধান কৈল।
জাগিয়া মাধব পুরী বিচার করিল॥
কৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে॥

প্রাতঃস্মরণীয় লালাবাবুও গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন। সেদিনও শ্রীমতী—কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছেন। যাঁহারা নিত্যলীলার অধিকারী, তাঁহারাই ব্রজে রাধাকৃষ্ণের দর্শন পান।

তাই মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন—

"অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥"

এই মানসিক সেবাই চৈতন্য প্রভুর গূঢ়তম শিক্ষা। এই মানসিক সেবাদ্বারাই বৈষ্ণবগণ নিত্যলীলার অধিকারী হন।

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে, পরম নিভৃত ঘরে,
রাইকানু করাব শয়ন॥

ভৃঙ্গারের জল দিয়া, রাঙ্গা চরণ ধোয়াইয়া,
মুছিব আপন চিকুরে।
কনক স্ফুট করি কর্পূর তাম্বূল পূরি,
যোগাইব দুঁহুঁক অধরে ॥
প্রিয় সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
চরণ সেবিব নিজ করে।
দুঁহুঁক কমল দিঠি, কৌতুকে হেরিব মিটি
দুঁহুঁ অঙ্গে পুলক অন্তরে ॥
মল্লিকা মালতী যূথী, নানা ফুলে মালা গাঁথি,
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোণার কটোরা করি, কর্পূর চন্দন ভরি,
কবে দিব দোহাকার গায় ॥
আর কবে এমন হব, দুঁহুঁ মুখ নিরখিব,
লীলারস নিকুঞ্জ শয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
নরোত্তম করিবে শ্রবণে ॥

এই মানস সেবার উপযোগিতা কি? মনে মনে সেবা করিলে কৃষ্ণদর্শন লাভ কেমন ক'রে হবে?

বৃন্দাবনে দুইজন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সময় বুঝিয়া রহে সুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে চামর ঢুলাব কবে,
তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে ॥
যুগল চরণ সেবি নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগে থাকিব সদাই।

সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধদেহে পাব তাহা,
পক্কাপক্ক সুবিচার এই ॥
পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধন কহি,
ভকতি লক্ষণ অনুসারে।
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধ দেহে তাহা পাই,
পক্ক অপক্কের এ বিচার ॥
নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ গণনাতে আমারে গণিবে তাতে,
তবহুঁ পূরিবে অভিলাষ ॥

ভক্তির প্রধান অঙ্গ মানসিক কল্পনা। কারণ, সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধ দেহে পাব তাহা। এ কথাটি যেন সকল ভক্তের স্মরণ থাকে। নরোত্তম দাস সাধনে সখী হইতে চাহিয়াছিলেন। হয়ত আজ তিনি সত্য সত্য রাধাকৃষ্ণের সখী। এমন কত বৈষ্ণব সখীভাবে বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। আবার তাঁহারা ভক্তগণের মধ্যে ভক্তিরস বিস্তার করিতেছেন।

এই নিত্য লীলা করিবার জন্য রাধাকৃষ্ণ ব্রজে নিত্য বাস করিতেছেন। সে কেবল ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য। এই নিত্য লীলা ভূমি বৃন্দাবন চিন্ময়। যদিও পৃথিবীর মধ্যে বৃন্দাবন গোলকের আভাস তথাপি বৃন্দাবনের স্থূল ভূমি মধ্যে এরূপ একটি চিন্ময় শক্তির আবির্ভাব আছে, যে ভক্তে ভাবনা দ্বারা, চিৎশক্তির বিকাশ দ্বারা অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিতে পারে। এই স্থূল শরীরে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এই স্থূল শরীরই বা ক দিনের জন্য। আপন আপন ভাবনা অনুসারে সকলে মানসিক দেহে শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চয় দর্শন পায়। আমরা নিদ্রিতাবস্থায় মানসিক শরীর আশ্রয় করিতে পারি। এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে মানসিক দেহে বিরাজ

করে। স্বপ্নের সকল কথা আমরা স্মরণ করিতে পারিনা বলিয়াই, বৃন্দাবনে কৃষ্ণদর্শনের কথা ভুলিয়া যাই। আমরা যাহাই হই না কেন, এবং যাহাই দেখি না কেন, নিত্যলীলা নিরন্তর বৃন্দাবন মধ্যে বিরাজ করিতেছে। এবং এই লীলার সহায়ক গোপীরা লিঙ্গদেহ ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া বৃন্দাবন মধ্যে নিত্য বিরাজিত আছেন।

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণধ্বস্তজীবকোশাস্তমধ্যগন্॥ ১০-৮২-৪৭

বৃন্দাবন রম্য স্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম,
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী নীরে, রাজহংস কেলি করে,
কুবলয় কনক উৎপল॥
তার মধ্যে হেম পীঠ অষ্ট দলেতে বেষ্টিত,
অষ্টদলে প্রধান নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে বসি আছেন দুইজনে,
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ওরূপ লাবণ্য রাশি অমিয় পড়িছে খসি,
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাসে কয়, নিত্যলীলা সুখময়,
সেবা দিয়া রাখহ চরণে॥
হরি হরি বল!

মথুরা লীলা।

বৃন্দাবন লীলায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময় মধুর ভগবান্। দ্বারকালীলায় তিনি আবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তিময় ঈশ্বর। আর মথুরালীলায় তিনি দুয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত। মথুরালীলার মুখ্য প্রয়োজন কংস বধ।

কংস পৌরাণিক মতে কালনেমি। "কালনেমির্হতঃ কংসঃ" ১০-৫১-৪১ নেমি শব্দের অর্থ রথচক্র। কালনেমি শব্দের অর্থ কালচক্র।

কালের গতিতে যে সকল আসুরিক ভাব প্রবল হয়, সে সকল ভাব সাধারণতঃ সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, ভগবানের অবতার কালে এই সকল ভাব একজন অসুরকে মুখ্যরূপে আশ্রয় করে।

বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কংসের কোন বিদ্বেষ ভাব ছিল না। কংস কেবল নিজের প্রাণ রক্ষার্থ কখন দেবকীকে, কখন দেবকীর পুত্রকে, কখনও যে কোন শিশুকে মারিতে যান। যখন যাহা হইতে তাঁহার ভয় হয়, তাহারই দ্বেষ সাধনে তিনি কৃত সংকল্প হইতেন। কংসের অনেক সদ্‌গুণ থাকিলেও, তিনি স্বার্থের জন্য অন্ধ, সকামতায় পূর্ণ। কাম, ক্রোধ আদি রিপু ও আসুরিক বৃত্তিসকল তাঁহার দৈত্য অনুচর।

জরাসন্ধ প্রচলিত বেদ ধর্ম্মের উপাসক। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড তাঁহার মুখ্য অবলম্বন ছিল। তাঁহার চিত্তবৃত্তি ক্রিয়া বিশেষ বহুলা ও ভোগৈশ্বর্য্য লইয়া ব্যাপৃতা। তিনি কাম্যধর্ম্মের উপাসক হইলেও ধার্ম্মিক। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ মথুরালীলায় তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিলেন।

দন্তবক্র ও শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের চিরশত্রু। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদিগের জন্ম জন্মান্তরীন বৈর ভাব। তাঁহারা কৃষ্ণদ্বেষী, কৃষ্ণ বাক্যদ্বেষী এবং প্রতি নিয়ত কৃষ্ণ প্রতিকূল ভাবাপন্ন। তাঁহারা কংসের ন্যায় তাৎকালিক অসুর নহেন, তাঁহারা সর্ব্বকালের অসুর।

শ্রীকৃষ্ণ কংস ও শিশুপালকে স্বয়ং বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু জরাসন্ধ তাঁহার বধযোগ্য ছিল না।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় সকাম জগতের ঈশ্বর। চারিদিক সকামতায় পূর্ণ। জীব সকল আপনা লইয়া ব্যস্ত। তাহারা ভেদের অঙ্কে লালিত। কেহ পুত্র চায়, কেহ ধন চায়, কেহ ঐশ্বর্য্য চায়, কেহ মুক্তি চায়। শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তির রাজ্যে কল্পতরু। যে যাহা চায়, তিনি তাহাকে তাহাই দেন। কুলধর্ম্ম অনুসারে, তিনি গুরুকুলে বাস করিয়া বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। গুরু দক্ষিণা চাহিলেন, আমার মৃত পুত্রকে আনিয়া দাও। ধর্ম্ম, কর্ম্ম অতিক্রম করিয়া, তাঁহাকে তাহাই করিতে হইল। কিন্তু এই সগুণ ভক্তির রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণ আর কতদিন থাকিতে পারেন? ক্ষুদ্র জীব সমাজে ঈশ্বরের বাস বিষম নিগ্রহ।

বৃন্দাবন হইতে শ্রীকৃষ্ণ কিশোরলীলা সম্পন্ন করিয়া যখন দ্বাদশ বর্ষে মথুরা প্রবেশ করেন, তখন তিনি জানিতেন যে কংস বধ করিয়া আমাকে ঈশ্বরের কাজ করিতে হইবে। এই জন্য তিনি আপনাকে ঈশ্বর ভাবাপন্ন করিয়াই মথুরা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তবে কংস বধ করা কেবল মাত্র যুগাবতারের কার্য্য। তাই তিনি সেই পরিমাণ শক্তি আবিষ্কৃত করিয়া মথুরালীলা করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রজকের নিকট কংসের বস্ত্র যাচ্ঞা করিলেন। রজক উদ্ধতভাবে অস্বীকার করিল। সে বৈরীভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইল। অমনি "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" শ্রীকৃষ্ণ তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। রজক বিনষ্টপাপ হইয়া সদ্গতি লাভ করিল।

একজন তন্তুবায় আদর করিয়া রামকৃষ্ণের বেশ রচনা করিয়া দিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে নানাবিধ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিলেন এবং মৃত্যুর পর তাহাকে মুক্তির অধিকারী করিলেন।

মালাকার সুদামা ভক্তিভরে সুগন্ধ পুষ্প বিরচিত মালা সকল রাম-কৃষ্ণকে প্রদান করিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "সুদামা, তুমি বর চাহ।" সুদামা বলিল, "আমার যেন ভগবানে অচলা ভক্তি থাকে, আমি যেন সকল ভক্তের সুহৃদ হই এবং সর্ব্বভূতে দয়া করি।" শ্রীকৃষ্ণ 'তথাস্তু' বলিলেন, এবং তদতিরিক্ত তাহাকে শ্রী, বল, আয়ু, যশ ও কান্তি প্রদান করিলেন।

তন্তুবায় ও মালাকারের হিসাব চুকিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" এই প্রতিজ্ঞা সত্য করিলেন। এইবার তাঁহার বিষম পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ রাজ পথে গমন করিতে করিতে কুব্জাকৃতি কোন যুবতীকে অঙ্গ-বিলেপন হস্তে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরী তুমি কে? এই অনুলেপনই বা কাহার? এই উত্তম অঙ্গ বিলেপন আমাদিগকে দাও। তাহা হইলে অচিরে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।"

সৈরিন্ধ্রী বলিল, আমি ত্রিবক্রা নামে কংসের প্রসিদ্ধা দাসী। আমার রচিত অনুলেপন, রাজার অত্যন্ত প্রিয়। তোমরা ব্যতীত এ অনুলেপনের যোগ্য আর কে আছে! রামকৃষ্ণের রূপে বিমোহিত-চিত্ত কুব্জা উভয়কে ঘন অনুলেপন দিতে লাগিল। এইবার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" এই হিসাবের গোল বাধিল। যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ অল্প আয়াসেই কুব্জাকে সরল ও সমান অঙ্গ বিশিষ্ট করিলেন। কিন্তু কামাতুরা কুব্জা শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় প্রান্ত আকর্ষণ করিতে করিতে হাস্য বদনে বলিতে লাগিল, "হে বীর, এস, গৃহে গমন করি। আমি তোমাকে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছি না। পুরুষ প্রধান, তুমি আমার চিত্ত উন্মথিত করিয়াছ; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের গতিতে গমন করিতেছেন। বর বিতরণ করিতে করিতে চলিতেছেন। তাঁহাকে যে সামান্য দ্রব্যও অর্পণ করিতেছে,

তাহার সকল প্রার্থনা তিনি পূরণ করিতেছেন। কুব্জার প্রার্থনা তিনি কেননা পূর্ণ করিবেন? কুব্জা ত সৈরিন্ধ্রী। কুব্জা ত কাহারও পরিণীতা পত্নী নহে। কুব্জার সহিত মিলনে ত কুব্জার ধর্ম্ম নষ্ট করা হইবে না। কুব্জার ধর্ম্ম ত কুলটার ধর্ম্ম। তবে শ্রীকৃষ্ণ? শ্রীকৃষ্ণ ত ঈশ্বর ভাবে চলিতেছেন, মৃত পুত্রও আনিয়া দিতেছেন। তাঁহার আবার নিজের ধর্ম্ম কি? লোক সংগ্রহেরও এখানে কোন অপেক্ষা নাই, কুব্জা রাজদাসী। রাজদাসীর নিকট রাজকুমারের গমন সেকালকার প্রথা অনুসারে চলিত ছিল। তবে শ্রীকৃষ্ণ এখনও প্রকট রাজকুমার নহেন। এখনও ক্ষত্রিয় বালক নহেন। তাই কিছু অপেক্ষার প্রয়োজন।

আবার আধ্যাত্মিকভাবে কুব্জা নিত্য সঙ্গের অধিকারিণী নয়, প্রার্থিকাও নয়। কুব্জা ভগবানের স্বরূপ শক্তি হইতে চায় না, তাঁহার মহিষী হইতেও চায় না। সে নিষ্কাম নয়, সে সংসার বহির্ভূত নয়। কামের বেগে সে শ্রীকৃষ্ণকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। ভেদের জগতে, সে ভেদের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তিনী হইয়া এরূপ্ কার্য্য করিয়াছে। কে মনুস্য সমাজে ক্ষুদ্র, সকাম, সসীম জীবভাব প্রসারিত করিয়া প্রেমময় চিত্তে ভগবানের হস্ত ধারণ করিতে পারে। কোন্ মনুষ্য রমণী মনুষ্য লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহধর্ম্মিনী হইতে পারে। তাই কুব্জাও সহধর্ম্মিনী হইতে চায় নাই। মথুরালোকের জীব শক্তির যতদুর দৌড় কুব্জা তাহাই দেখাইয়াছিল; এবং মনুষ্যলোকে শ্রীকৃষ্ণ যতদুর জীব শক্তির সহিত মধুর রসে মিলিত হইতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত তিনি কেন দেখাইবেন না? বৃন্দাবনে গোপী, দ্বারকায় মহিষী। মথুরায় তাহার অনুকল্প কি? মথুরায় তাহার সমজাতীয় দৃশ্য কি হইতে পারে না? কৃষ্ণ, দেখাও সকাম জগতে তোমার মধুর মিলন কিরূপ? আমাদের ভাল মন্দ লইয়া কত বক্র ভাব। যদি আমাদের সহিত মিলিত হইতে চাও ত, শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে প্রথমে সরল কর।

ত্রিবক্রাকে ত তুমি সরল করিয়াছ। এখন বল তাহার প্রার্থনার কি উত্তর দিবে ? বল তাহার বিলেপন গ্রহণ করিয়া তাহাকে প্রতিদান দিবে কি না ? সে যেমন তোমার প্রার্থনা পূরণ করিল, তুমি সেইরূপ তাহার প্রার্থনা পূরণ করিবে কি না ? তুমি ঈশ্বর হইয়া তাহার নিকট ঋণী থাকিবে, না অঋণী হইবে ?

কুব্জার প্রার্থনা ছিল—"এহি বীর গৃহং যামঃ।" শ্রীকৃষ্ণও হাঁসিয়া উত্তর করিলেন, এত ভাল কথা। আমরা এখন গৃহহীন পথিক। এখন গৃহ দান করা আমাদিগকে আশ্রয় দেওয়া। তবে আমাদের এখন কাজ আছে। যতক্ষণ সে কাজ সাধন করিতে না পরিব, ততক্ষণ তোমার গৃহে যাইতে পারিব না।

শ্রীকৃষ্ণ কুব্জার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু গোপ-বালক হইয়া ভেদের জগতে শ্রীকৃষ্ণ কুব্জার প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন না। তাঁহার গোপলীলার অবসান হইয়াছে। এখন নূতন লীলায় প্রবৃত্ত। প্রথমে কংস বধ করিলেন। পিতা মাতার নিকট পরিচিত হইবেন। ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্ম পালন করিবেন। তখন কুব্জার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং কাল বিলম্বে যদি কুব্জার মনে কামের উপশম হয়, তাহা হইলে তিনি নিস্তার পাইবেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন ধনুর্যজ্ঞের ধনুর্ভঙ্গ করিলেন। কংসের অনুচরদিগকে নিধন করিলেন। অবশেষে কংসকে ধরাশায়িত করিলেন। পিতা মাতার সহিত মিলিত হইলেন। মাতামহ উগ্রসেনকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। কংস-ভয়ে পলায়িত যদুবংশীয়দিগকে নিজ নিজ গৃহে বাস করাইলেন। সাধুদিগকে পরিত্রাণ করিলেন, দুষ্কৃতদিগকে নাশ করিলেন। তখন কুলধর্ম্ম পালন করিবার জন্য গুরুকুলে বাস করিলেন। গুরুর দক্ষিণা দিলেন। সন্তাপিত গোপ রমণীদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য উদ্ধবকে

পাঠাইলেন। উদ্ধব ব্রজ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণ দেখিলেন এই-বার তাঁহার মথুরার কার্য্য প্রায় শেষ হইল। তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ভয়ে উপকারিণীর উপকার স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সখা উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া কুব্জার গৃহে গমন করিলেন। কয়েক মাস অতীত হইয়াছে, কাম উপশমের কাল যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে। দেখি কুব্জা, এখন তুমি কি চাও। মূর্খ মানবি, মানুষের নাম হাঁসাইলি। শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া কামের চরিতার্থতা? কুব্জা যাহা চাহিল, তাহাই পাইল। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজা-ম্যহম্", শ্রীকৃষ্ণ এই আত্ম প্রতিজ্ঞা সার্থক করিলেন। কিন্তু শুকদেব ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপ্যমীশ্বরম্।
অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত॥ ভাঃ পুঃ ১০-৪৮-৮

অহো! কুব্জা কি দুর্ভগা! অঙ্গরাগ অর্পণ দ্বারা কৈবল্যনাথ দুষ্প্রাপ্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ সৌভাগ্য লাভ করিয়া, সে কিনা তুচ্ছ কাম চরিতার্থতা প্রার্থনা করিল।

দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।
যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ॥ ১০-৪৮-১১

দুরারাধ্য সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া, যে ব্যক্তি, বিষয় সুখ প্রার্থনা করে, সে অত্যন্ত অসৎ, অত্যন্ত কুবুদ্ধি।

কুব্জা যাহা ছিল তাহাই থাকিল। কিন্তু তাহার ঘৃণিত চিত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপ জগতে থাকিয়া গেল।

কিন্তু এস আমরা গোপনে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি। কুব্জা হইতে আমরা অধিকতর ভাবে কুলটা কিনা? আমাদের সকলেরই পাঁচ বিষয় পাঁচ স্বামী কিনা? আর সহস্র সহস্র বৈষয়িক ভাব আমা-দের উপপতি কি না? আমরা দিনের মধ্যে কতবার ভগবানের

সহিত মিলিত হইতে চাই। আমরা কি এক দিনের জন্যও তাঁহার সহবাসের যোগ্য ?

আর মথুরাতে থাকা হয় না। শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণের প্রয়োজন মনে মনে অনুধাবন করিলেন। পাণ্ডবদিগকে স্মরণ করিয়া তাঁহার মন বিচলিত হইল। অক্রূরকে হস্তিনাপুরে পাঠাইলেন। অক্রূর ফিরিয়া আসিলে সকল সংবাদ অবগত হইলেন। জরাসন্ধ ও যবনের আক্রমণকে নিমিত্ত করিয়া তিনি দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করাইলেন। এবং সত্বর স্বজন সমভিব্যাহারে সেই ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইলেন।

দ্বারকা লীলা।

সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য বিস্তারের জন্য দ্বারকার সৃষ্টি। দ্বারকা পার্থিব বৈকুণ্ঠ। সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত। ভগবান্ এই পুরীতে অধিষ্ঠিত হইলে, লোকপালগণ নিজ নিজ বিভূতি ও সিদ্ধগণ আপন আপন আধিপত্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। সেখানে বাস করিয়া মনুষ্যগণ মর্ত্ত্যধর্ম্ম দ্বারা আক্রান্ত হইত না।

বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ ঐশ্বর্য্য, দ্বারকাতেও তাঁহার তাদৃশ ঐশ্বর্য্য। শক্তির গণনায়, ঐশ্বর্য্যের গণনা করা যায়। বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তি। দ্বারাবতীতেও তাঁহার অনন্তশক্তি।

সৎ, চিৎ ও আনন্দ ঈশ্বরের স্বরূপ। এই স্বরূপ লইয়া তাঁহার স্বরূপ শক্তি। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়ারূপে এই শক্তি প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূর্ত্তি-মতী হইয়া বিভিন্ন নামে পরিগণিত হয়।

কি জানি, কোন্ পুরাতন কালে ভগবান্ কপিল প্রকৃতির ভেদ সংখ্যা

করিয়াছিলেন। কোন কালে কেহ সেই সংখ্যার অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই।

ভূমিরাপোনলং বায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেবচ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরষ্টধা ॥

এই অষ্টধা প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণের আট প্রধান শক্তি, তাঁহার অষ্ট প্রধানা মহিষী। মূল প্রকৃতির ক্ষেত্রে ভগবান্ চির বিরাজিত ও চির প্রকাশিত। লক্ষ্মীদেবী চিরকাল নারায়ণের পদ সেবা করিতেছেন।

সকল তত্ত্বেরই এক উর্দ্ধগামিনী ও এক অধোগামিনী শক্তি আছে। অধোগামিনী শক্তিদ্বারা তত্ত্ব সকলের বিকৃতি হয়, মহত্তত্ব অহঙ্কার তত্ত্বে পরিণত হইলে, অহঙ্কার তত্ত্বকে মহত্তত্ত্বের বিকৃতি বলা যায়। উর্দ্ধগামিনী শক্তিদ্বারা তত্ত্ব সকল আপন আপন প্রকৃতির অভিমুখে গমন করে।

যখন সৃষ্টির কাল হয় তখন তত্ত্বসকল অধোগামী হয়, অর্থাৎ সহজে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। তত্ত্বের বিকারে নানাত্বের সৃষ্টি হয়।

বিষ্ণুরূপী ভগবান্ বিবিধ রূপধারী, বিচিত্র জীব সকলকে পালন করেন। তিনি তাহাদিগকে আপন আপন মর্য্যাদায় রক্ষা করেন, এবং উপযোগিতা পাইলেই তাহাদিগের উৎকর্ষ বিধান করেন।

তত্ত্বে সত্ত্ব সঞ্চার দ্বারাই জীবের উৎকর্ষ বিধান হয়। সকল তত্ত্বেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ থাকে। অধোস্তন তত্ত্বগুলি তমোগুণ দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত এবং উৰ্দ্ধতন তত্ত্বগুলি সত্ত্ব ভাবিত। সত্ত্ব সঞ্চার হইলে তামসিক তত্ত্বগুলিতে রজোগুণের আবির্ভাব হয়, রাজসিক অর্থাৎ রজঃ প্রধান তত্ত্বে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়।

এইরূপে তত্ত্ব সকল অপেক্ষাকৃত সাত্ত্বিক কি রাজসিক ভাব ধারণ করে জীবের দেহ তত্ত্ব রচিত। যেমন তত্ত্বে জীবের দেহ রচিত হইবে, ভাব চৈতন্যেরও সেইরূপ বিকাশ হইবে।

স্থূল পাঞ্চভৌতিক তত্ত্বে খনিজের দেহ নির্ম্মিত। খনিজ একবারে জড় পদার্থ। উদ্ভিদের প্রাকৃতিক উপাদান অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। তাই উদ্ভিদের জড়ভাবও কম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তত্ত্বের উর্দ্ধগমনশীল ও অধোগমনশীল দুই প্রকার শক্তি আছে। ভগবান যখন যে শক্তিকে আশ্রয় করেন, যে শক্তিকে নিজশক্তি বলিয়া গ্রহণ করেন, সেই শক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া জীবগণের উৎকর্ষ সাধন করে।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্। আমাদের জগতে সপ্তম মন্বন্তর। ব্রহ্মার জীবনেরও অর্দ্ধকাল অবসান। তাই তিনি পূর্ণ ভগবান্‌রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

তিনি দ্বারাবতীতে সকল তত্ত্বকে উর্দ্ধগমনশীল করিবার জন্য শক্তি-সঞ্চার করিলেন। সকল তত্ত্বের শক্তিকে তিনি মহিষীরূপে আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মাণ্ড সমগ্র রূপে উন্নতির মুখে ধাবমান হইল। জীব সকলের মুক্তি উচ্চৈঃস্বরে নির্দ্ধারিত হইল। ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার হইল। "ধরাজ্বর" চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হইল। জয় বিজয় অসুর জন্ম হইতে চির মুক্ত হইল।

এই ত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণভগবত্তা। যাহা অন্য অবতার করিতে পারেন নাই; তাহা তিনি করিলেন। তিনি পূর্ণ ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন।

জাম্ববতী মহত্তত্ত্বের শক্তি। সত্যভামা অহঙ্কার তত্ত্বের শক্তি। তাই তিনি কলহ প্রিয়া, এবং নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। অপর পাঁচ প্রধানা মহিষী পঞ্চতত্ত্বের শক্তি।

পৃথিবীর পুত্র নরক। নরক পরিণীতা ষোলসহস্র মহিষী মিশ্র ভাবে, অবান্তর ভাবে, ও বিকৃত ভাবে, অসংখ্য পার্থিব ভাবের শক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ এককালেই তাহাদিগকে বিবাহ করিলেন। নারদ প্রত্যেক মহিষীর সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঋষি বলিলেন, "বিদাম যোগমায়াস্তে দুর্দ্দশা অপি মায়িনাম্" হে ভগবন্; আমি

করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বংশধর অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যখন হুঙ্কার শিক্ষা দিয়াছিলেন।

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"—তখন জগৎ স্তব্ধ হইয়া সেই শিক্ষা শ্রবণ করিয়াছিল।

দেবাপির্যোগমাস্থায় কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ।
সোমবংশে কলৌ নষ্টে কৃতাদৌ স্থাপয়িষ্যতি ॥ ৯-২২-১০

দেবাপি যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া কলাপ গ্রামে বাস করিতেছেন কলিতে চন্দ্র বংশ নষ্ট হইলে, তিনি আবার সত্যযুগের প্রারম্ভে ঐ বংশে পুনরুদ্ধার করিবেন।

দেবাপিঃ শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগবলান্বিতৌ ॥
তাবিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ ॥ ১২-২-৩৮

শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকু বংশজ মরু মহাযোগবলান্বিত হই কলাপ গ্রামে বাস করিতেছেন। স্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের শিক্ষব কলির অন্তে তাঁহারা আমাদের মধ্যে প্রকট হইয়া পূর্ব্ববৎ বর্ণাশ্রম স্থাপিত করিবেন।

এখন অপ্রকট থাকিলেও তাঁহারা আমাদিগের গুরু। যাহারা তাঁহ দিগকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিয়াছে, তাহারা ধন্য। যাহ তাঁহাদের দর্শন পাইয়াছে তাহাদের জন্ম সার্থক। যাহারা তাঁহাদের ন্যায় ভগবানের সেবায়, জগতের সেবায় ব্রতী, তাহারা মনুষ্য হইয়াও দেব ওঁ নমো গুরুদেবেভ্যো নমঃ।

জগতের ইতিহাসে কোন্ বৃহৎ ঘটনা হইয়াছে বা হইতেছে, তাঁহাদের হাত নাই?

তাঁহারা থাকিতে ভারতের অমঙ্গল হইতে পারে না। তাঁহাদের চরণ
পদার্থ দ্বারা এখন ভারত পবিত্র। কিন্তু তাঁহারা জগতের। তাঁহাদের
জগৎ ব্যাপী চেষ্টা, বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম।

যুগের অপেক্ষা ভারতে নাই। ধর্ম্মের স্রোত পবিত্র ভারতবর্ষে সতত
শক্তি বাহিত হইতেছে। সেই স্রোত কখনও অন্তঃসলিলা; কখনও বহিঃসলিলা।
নিজ আমি তুমি" উচ্চরবে, অর্থ ও কামের ঝঙ্কারে, স্বার্থের প্রবল হুঙ্কারে,
সাধ মাদের কর্ণ এত বধির যে, সেই স্রোতের কল্লোল কিছুমাত্র শুনা যায় না।
ন্তু আমরা যাহাই করি ও যাহাই বলি, যাঁহারা ধর্ম্মজগতের অধিনায়ক,
অং তাহারা প্রতিমুহূর্ত্ত ধর্ম্মবিস্তারের প্রয়াস করিতেছেন। জ্যোতির্ম্ময় ঋষিগণ,
সচ্চিদানন্দরূপ অবতারগণ ভারতকে জগতের কেন্দ্র করিয়া নিত্য ধর্ম্মের
স স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন, এবং সেই স্রোতে জগৎ ভাসাইতেছেন। যখন
ব স্রোত ভারত মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া শক্তির প্রবলতা ও গভীরতা সঞ্চয় করি-
উঠে ছে, তখনই মনে হইতেছে যেন ভারত ধর্ম্মভাণ্ডার। আবার যখন
জন্ম রতের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সেই স্রোত বহির্গত হইয়া বিস্তীর্ণ হইতেছে, তখন
এ হইতেছে যেন ভারত ধর্ম্মকাঙ্গাল, হতদরিদ্র ও পরপদানত। কিন্তু
নাই হারা ভারতের দুর্গ অতিক্রম করিয়া, ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা
হ রতের ইতিহাসে দস্যু ও অপহরণকারী বলিয়া পরিগণিত হইলেও জগতের
কলহ! ষ উপকারী। ভারত আজ কাঙ্গাল হইলেও অন্য দেশ ধনী। আজ
মহিষী নিষদের পবিত্র সৌরভে সমগ্র ইউরোপ, বিস্তৃত আমেরিকা আমোদিত।
আজ ভগবদ্গীতা সকল ভাষারই পরম রত্ন। হউক ভারত কাঙ্গাল।
অবাক গতের জীবন বিতরণের জন্য,ভারতের জীবন নিঃস্বার্থ যজ্ঞের জন্য,ভারতে
শ্রীকৃ ত্যাগের জন্য ভারত যদি আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া হতদরিদ্র হয়,
মহিষীর সহি ভারতের তুল্য ভাগ্যশালী আর কে আছে? কি জন্য রন্তিদেব
বলিলেন, " রত ক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? কি জন্য রামচন্দ্র ত্যাগের জলন্ত

জীবন্ত শিক্ষা স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়াছেন? কি জন্য শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের পবিত্র চিত্র ভারতের প্রতি অঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন? তার অস্তিত্ব জগতের জন্য। জগতের মঙ্গল হউক। শান্তিঃ শান্তিঃ শ হরিঃ ওঁ।